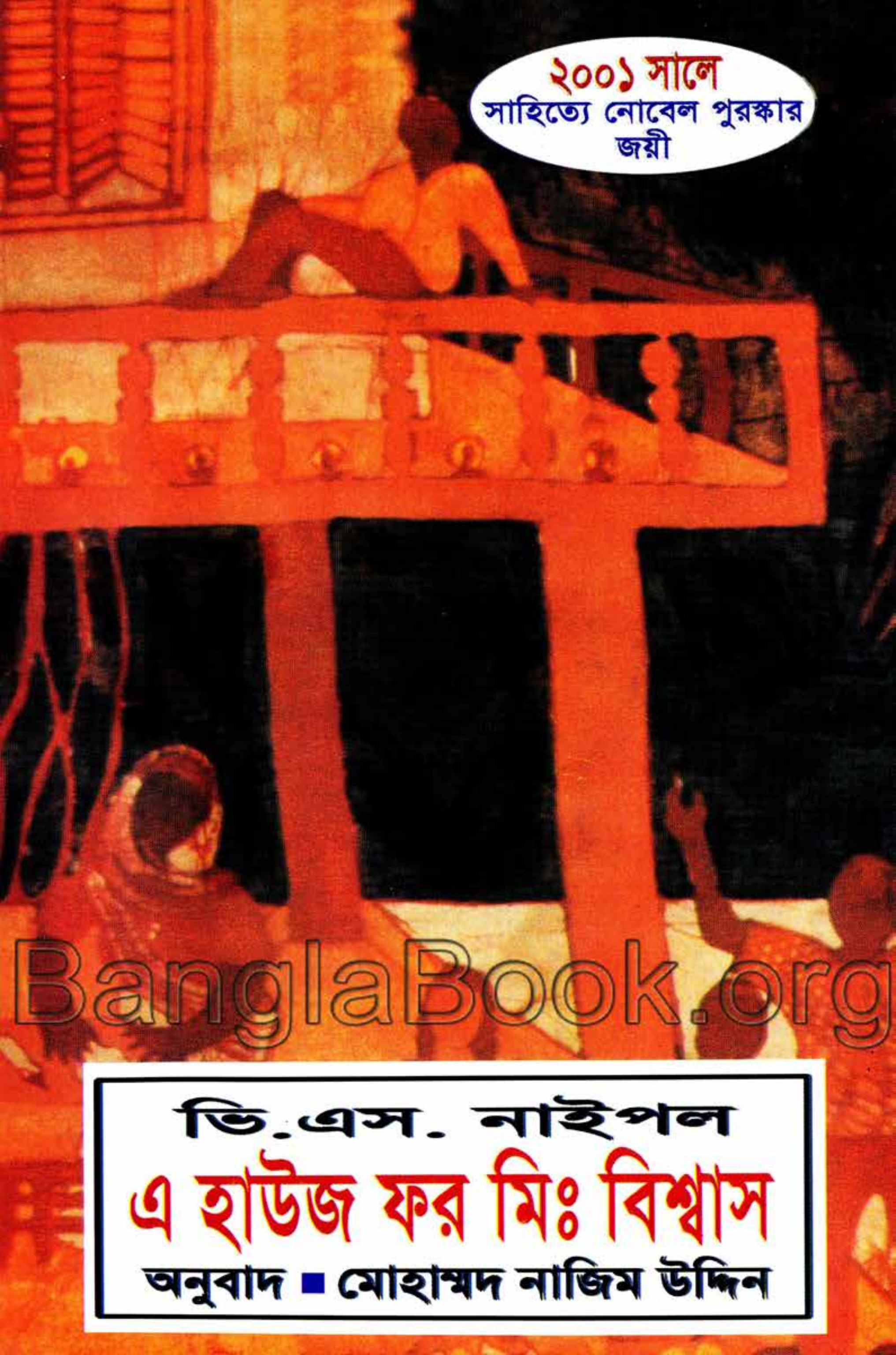

২০০১ সালে
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার
জয়ী

BanglaBook.org

ভি. এস. নাইপল

এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস

অনুবাদ ▪ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস

'নাইপল সাহিত্যকর্ম করেছেন গুণের সর্বোচ্চ মাত্রায়। এ কীর্তি অর্জন করতে দরকার হয়েছে ব্যাপক উচ্চাভিলাষ। আর তারই প্রথম প্রকাশ *এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস*'

— ইয়ান বুরুমা

'এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস' আসলে একজন মানুষের সংগ্রাম যে স্বভাবজাত বিদ্রোহী নয়, কিন্তু বিদ্রোহ তার মধ্যে বিষয়ী হয়ে উঠেছে ধর্মীয় রীতি-নীতি, পুরাণ ও রেওয়াজের শক্তিতে ... যদিও (তুলসি) পরিবারে সে বিয়ে করেছে, তা সত্ত্বেও শ্রীমান বিশ্বাস একজন বহিরাগতই রয়ে গেছে আর সে পরিবারটির অভ্যাসগত দানধ্যানে শামিল হয়নি ... উপন্যাসে অসংখ্যবার নিজেকে সে একাকী আলাদা রেখেছে অন্যদের থেকে ... ***এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস*** উপন্যাসে ডিকেন্সীয় আবেগময়তা, নসিহত ইত্যাদি না থাকলেও রয়েছে ডিকেন্সীয় বিশালতা আর আভিজাত্য'

— পল থেরক্স

গদ্যে এক চিরকালীন মহাকাব্য নির্মাণ করেছেন নাইপল যা ঊনবিংশ শতাব্দীর কৌতুকপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সমৃদ্ধি ও চূড়ান্ত ট্রাজিক শক্তির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্তর্গত'

— নিউজউইক

'মানবতাবাদী উপন্যাসের মহান ঐতিহ্যে লালিত ও পরিপুষ্ট ***এ হাইজ ফর মিঃ বিশ্বাস*** যে কোনো ভাবগত সাহিত্যের ধারায় উপনিবেশিক পরিস্থিতি উন্মোচনের এক অনন্যসাধারণ নজির'

—ফ্রান্সিস উইন্ডহ্যাম

'সুদৃঢ় ও নিরাবেগ সহানুভূতিতে ঋদ্ধ কৌতুকী ক্ষমতার এক মহান কাজ'

— অ্যান্টনি বার্জেস

www.BanglaBook.org

ভি.এস. নাইপল জন্মগ্রহণ করেন ত্রিনিদাদে, ১৯৩২ সালে। একটা বৃত্তি নিয়ে ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডে আসেন। অক্সফোর্ডে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়াশোনা করে কাটান চার বছর। লেখালেখি শুরু করেন ১৯৫৪ সালে, লণ্ডনে। অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করেননি পরবর্তীকালে। ১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের বাইরে ভ্রমণ শুরু করেন। ভারতে অবস্থান করেন এক বছর। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে সাত মাস ধরে ভ্রমণ করেন ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। এসব ভ্রমণের ফলস্বরূপ কয়েকটি বই লেখেন যা নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্ক হয়।

নাইপলের সুপরিচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Mystic Masseur (১৯৫৭), The Suffrage of Elvira (১৯৫৮), Miguel Street (১৯৫৯), A House for Mr Biswas (১৯৬১), Mr Stone and the Knights Companion (১৯৬৩), The Mimic Men (১৯৬৭), In A Free State (১৯৭১/বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত), Guerillas (১৯৭৫), A Bend in the River (১৯৭৯), The Enigma of Arrival (১৯৮৭) ও A Way in the World (১৯৯৪)।

নাইপলের একমাত্র গল্পগ্রন্থ A Flag on the Island (১৯৬৭)।

সারাজীবনের সাহিত্যকর্মের জন্যে ১৯৯৩ সালে নাইপলকে প্রদান করা হয় প্রথম ডেভিড কোহেন বৃটিশ লিটারেচার অ্যাওয়ার্ড। আর ২০০১ সালে The Enigma of Arrival উপন্যাসের জন্যে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার।

ভি.এস. নাইপল সাহিত্যকর্মে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ২০০১ সালে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বহু বছর আগে থেকেই তিনি আলোচিত সারা বিশ্বব্যাপী। তার অন্যতম প্রধান রচনা ***এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস*** একজন মানুষের গল্প যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে উপনিবেশবাদের ছায়া। ত্রিনিদাদের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সেই মানুষটি পন্ডিত হবার জন্যে শিক্ষালাভ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আহবানে সাড়া দিতে সে ব্যর্থ হয়, অত:পর সে শিক্ষাগ্রহণ করে সাংবাদিকতার ওপর। এ যেন বাস্তব জীবনে নাইপলের পিতার প্রতিচ্ছবি। নাইপল নিজেও বলেছেন, এ উপন্যাস, *'very much my father's book.'* কিন্তু এটাই সব নয়। এই টুকুর মধ্যে সীমিত থাকলে এ নিয়ে আলোচনার কিছু থাকতো না। বৃটিশ উপনিবেশবাদের আমলে অবিভক্ত ভারত থেকে বহির্বিশ্বে অভিবাসী মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিচিত্র এই উপন্যাস আর এখানেই এর শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রচ্ছদ
Karen Hammond-এর Deyahs at Dusk
চিত্রকর্মের ডিটেল্‌স অবলম্বনে
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
হোসেন মনির

মূল্য ঃ দুইশ' পঞ্চাশ টাকা

এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস

ভি. এস. নাইপল

এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস

ভি. এস. নাইপল

অনুবাদ ■ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ   জুন ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ   ফেব্রুয়ারি ২০১৬

এ হাউজ ফর মিঃ বিশ্বাস

মূল© ভি. এস. নাইপল ১৯৮৭

বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা
কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি
কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax   0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ হোসেন মনির
কম্পোজ ■ বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ■ আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭ ননী গোপাল লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ তিনশ' পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-833-002-X

অন্যধারার যে কোন বই অনলাইনে অর্ডার করতে–
www.rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে–১৬২৯৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ	৭
চারণ সমতুল্য	১৫
তুলসিদের আগে	৩৪
তুলসি পরিবার	৬৪
দি চেজ	১০১
গ্রীন ভেইল	১৪০
বিদায়	১৯৭

দ্বিতীয় অংশ

বিস্ময়কর দৃশ্য	২০৭
নতুন শাসন	২২২
শর্টহিল এ্যাডভেঞ্চার	২৩৩
পাঠক আর শিক্ষার্থীর মাঝে	২৫৪
পরিত্যক্ত	২৭৩
বিপ্লব	২৯২
বাড়ি	৩০৯
উপসংহার	৩১৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Prologue

মুখবন্ধ

পোর্ট অব স্পেনের সেন্ট জেম্‌স এলাকার সিকিম স্ট্রিটের সাংবাদিক মোহন বিশ্বাস মৃত্যুর দশ সপ্তাহ আগে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে নয়টা মাস তাঁর কেটেছিল কলোনিয়াল হাসপাতালে। আরোগ্য লাভের আশায় সেখান থেকে ফিরে নিজ বাড়িতে কেটেছিল আরো লম্বা সময়। তারপরও ডাক্তার যখন তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন তখন *ত্রিনিদাদ সেন্‌টিনেল* পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সামনে আর কোন বিকল্প রইলো না। তারা বিশ্বাসকে তিনমাসের নোটিশ দিয়ে দিলো। তবে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে পত্রিকার একটি করে কপি তারা বিনা পয়সায় দেওয়া অব্যাহত রেখেছিল।

বিশ্বাসের বয়স হয়েছিল ছেচল্লিশ। সন্তান চারটি। তাঁর তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না। তাঁর স্ত্রী শামারও টাকা-পয়সা ছিলো না। সিকিম স্ট্রিটের বাড়িটার জন্য মিঃ বিশ্বাসের দেনা ছিল, চারবছর ধরে দেনা জমেছিল তিন হাজার ডলার। এর উপর আট শতাংশ হারে সুদে মাসে আসতো বিশ ডলার। জমিটার খাজনা ছিল দশ ডল'র। দু'সন্তান স্কুলে যেত। অন্য দুসন্তান যাদের উপর মিঃ বিশ্বাস নির্ভর করতে পারতেন তারা বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনার জন্য বিদেশে ছিল।

এরকম দুর্দশায় শামা যে সাহায্যের জন্যে তার মায়ের কাছে হাত পাততে ছুটে যায়নি, তা ভেবে মিঃ বিশ্বাস কিছুটা সান্তনা পেতো। দশবছর আগে হলে শামা কিন্তু প্রথমেই তার মায়ের কথা ভাবতো। এখন সে মিঃ বিশ্বাসকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে। নিজ থেকে উপায় খোঁজার চেষ্টা করে।

"আলু," শামা বলে, "আমরা আলু বেচা শুরু করতে পারি। এখানে এক পাউন্ডের দাম আট সেন্ট। আমরা যদি পাঁচ সেন্ট ক'রে কিনে এনে সাত সেন্ট ক'রে বিক্রি করতে পারি ...."

"তুলসিদের কথা শোন" – মিঃ বিশ্বাস বলে, "আমি জানি তোমরা তুলসি পরিবারের লোকেরা আর্থিক ব্যাপারে একেকটা প্রতিভা বটে। কিন্তু ভালো করে একবার চারপাশটা চেয়ে দেখো, গুণে দ্যাখো কত লোক আলু বিক্রি করছে। এর চেয়ে বরং পুরানো গাড়িটা বিক্রি করে দিলেই ভালো হয়"

"না, গাড়িটা থাকে। চিন্তা করোনা। ব্যবস্থা একটা হবেই।"

"হ্যা," মিঃ বিশ্বাস বিরক্তির সঙ্গে বলে, "ব্যবস্থা একটা হবেই।"

এরপর আলুর কথা শোনা যায়নি। মিঃ বিশ্বাস গাড়িটা বিক্রি করে দেবার ভয়ও আর দেখায়নি। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন আর তিনি কিছু করেন না। দিনে দিনে তিনি স্ত্রীর বিচারবুদ্ধিকে মেনে নিতে আর তার আশাবাদী স্বভাবকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। তাকে

BanglaBook.org

তিনি বিশ্বাস করতেন। এ বাড়িতে ওঠার পর থেকে শামা স্বামী ও সন্তানদের প্রতি এক নতুন আনুগত্যের দেখা পেয়েছে; মা ও বোনদের কাছ থেকে চলে আসার পর সেটা প্রকাশ করতে লজ্জাও পেতো না।

আর মিঃ বিশ্বাসের কাছে সেটা ছিল নিজে একটা বাড়ির মালিক হওয়ার মতোই বিশাল এক বিজয়ের মতো।

বাড়িটাকে তিনি নিজরই ভাবতেন, যদিও বছরের পর বছর ধরে উদ্ধারের অতীত এক মর্টগেজে বাঁধা। অসুস্থতা ও আশাহীনতার মাসগুলোতে তিনি নিজের বাড়িতে থাকার বিস্ময়ে বারংবার অভিভূত হতেন। যেন সেটা এক বিরাট স্পর্ধার ব্যাপার-নিজ বাড়ির সদর দরজা দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ইচ্ছে হলো না, কাউকে ঢুকতে দিলাম না আমার বাড়িতে, প্রতিরাতে দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করা, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, নিজের আঙিনায় ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ানো; আগের মতো বকা-ঝকা খাওয়া নয়, আগে বাইরে থেকে ফিরতে হতো, মিসেস তুলসির বাড়িতে, ঘরগুলোতে শামার বোন, স্বামী আর ছেলে-মেয়েরা গিজগিজ করতো, সন্ধ্যে হলেই শুয়ে পড়তো।

তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে। যেসব বাড়ির মালিকগুলো ছিল অচেনা। আর বিয়ের পর তাঁর মনে হয়েছে তুলসিদের বাড়িগুলো ছাড়া, আরওয়াকাসের হনুমান হাউজ, শর্টহিলসের ক্ষয়িষ্ণু কাঠের বাড়িটা, পোর্ট অব স্পেনের বিদঘুটে কংক্রিটের বাড়িটা – এগুলো ছাড়া জীবনে আর কোথাও তিনি বাস করেননি। এখন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের বাড়ি পেয়েছেন, নিজের ছোট্ট একটুকরা জমির উপর নিজের বাড়ি, পৃথিবীর মাটিতে তাঁর নিজের অংশ। এটা যে তাঁর প্রাপ্য ছিল তা শেষ মাসগুলোতে তাঁর কাছে প্রচন্ড বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়েছিল।

দুই বা তিন রাস্তা দূর থেকেই বাড়িটা দেখা যেত। সেন্ট জেম্‌সের সবাই বাড়িটা চিনতো। সেটা দেখতে ছিল বিশাল ও জবুথবু একটা গুমটিঘরের মতো: উঁচু, চারকোনা, দোতলা, ঢেউতোলা লোহার তৈরী ছাদটা পিরামিডের মতো। বাড়িটার নক্‌শা করেছিল এক উকিলের মুহুরি, নির্মাণ কাজও সেই করেছিল। সেই মুহুরি লোকটা অবসর সময়ে বাড়ি বানাতো। তার অনেক যোগাযোগ ছিল। সিটি কাউন্সিল যেসব জমির বিক্রি নিষিদ্ধ করতো, তিনি সেসব জমি কিনতেন। মুকুরাপোর কাছে তিনি অনেক জলাভূমি কিনেছিলেন এবং সেগুলোর উপর ঘরবাড়ি বানাবার অনুমতি পেয়েছিলেন।

এক লট আর পৌনে এক লটের জমিগুলোর ওপর তিনি একতলা করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। যেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল ২৬ ফুট আর প্রস্থ ২০ ফুট। সেসব বাড়ি সাধারণত নজরে পড়তো না। আধা লটগুলোর ওপর বানিয়েছিলেন দোতলা বাড়িগুলো, সেগুলো নজরে পড়তো। সেগুলো ছিল ২০ ফুট বাই ১৩ ফুট। ডক এলাকা, পম্পেই সাভানা আর ফোর্ট রিড এলাকায় আমেরিকান সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত সব শিবিরের ভাঙাচোরা কাঠামোগুলো কুড়িয়ে এনে তিনি তাঁর অধিকাংশ বাড়ি তৈরী করেছিলেন। কাঠামোগুলো সব সময় জুতমতো হতো না। কিন্তু সেগুলো নিয়েই মুহুরি সাহেব নিজের সামান্য পেশাগত দক্ষতার বলে বাড়ি নির্মাণের শখটা চালিয়ে যেতেন।

মিঃ বিশ্বাসের দোতলা বাড়িটার নিচতলার এক কোণে মুহুরি একটা ছোট্ট রান্নাঘর করেছিলেন। অবশিষ্ট এল - আকৃতির পুরো জায়গাটাই ছিল অবিভক্ত, সেটি ড্রইংরুম

BanglaBook.org

আর ডাইনিং রুমের কাজ করতো। রান্নাঘর আর ডাইনিংরুমের মাঝখানে একটা প্রবেশ পথ ছিল। কিন্তু কোন দরজা ছিল না। উপরের তলাটায়, রান্নাঘরের ঠিক উপরটায় মুহুরি সাহেব একটা কংক্রিটের ঘর বানিয়েছিলেন। সেটাতে একটা টয়লেট ছিল। একটা ওয়াশিং বেসিন এবং একটা ঝর্না। ঝর্নার কারণে ঘরটা সব সময় ভেজা থাকতো। বাকি এল - আকৃতির জায়গাটা বিভক্ত ছিল একটা বেডরুম, একটা বারান্দা এবং আরেকটা বেডরুমে। বাড়িটা পশ্চিম মুখী আর সামনে খোলা বলে রোদ আড়াল করা যেতোনা তাই বিকেলের পরেই শুধু বেডরুম দুটোকে আরামদায়ক, বাসযোগ্য জায়গা মনে হতো। বাড়িটার নক্সা করার সময় মুহুরি সাহেব সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন যে নীচতলার সঙ্গে উপর তলার যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটা সিঁড়ির দরকার। এই চিন্তাটা পরবর্তীতে তাঁর মাথায় এসেছিল, দেখেই মনে হবে। পূর্ব দিকের দেয়াল ছিদ্র করে একটা কাঠের সিঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। সিঁড়ি, একটা অসমান কাঠের উপর ভারি-ভারি তক্তা আর রেলিংটা বাঁকা, তাতে রঙ নেই। পুরো সিঁড়িটার উপরে ঢেউতোলা লোহার চালা। বাড়ির পেছন দিকটাতে এই কাঠের সিঁড়িটার উপরে ঢেউতোলা লোহার চালা। বাড়ির পেছন দিকটাতে এই কাঠের সিঁড়িটা ঝুলে থাকে এমন অনিশ্চিতভাবে, যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে।

এই বাড়ির জন্য মিঃ বিশ্বাস দিয়েছেন পাঁচ হাজার পাঁচশ ডলার।

মিঃ বিশ্বাস নিজে দুটো বাড়ি বানিয়েছিলেন।

বাড়িঘরের দিকে চেয়ে থেকে অনেক সময় পার করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোক। তিনি যে বাড়িগুলো বানিয়েছিলেন সেগুলো ছিল একেকটা কাঠের জিনিস, কুটিরের চেয়ে ভালো কিছু নয়। আর যতদিন ধরে একটা বাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছেন, ভেবেছেন যে নতুন, আধুনিক কংক্রিটের বাড়ি, ঝলমলে উজ্জ্বল রঙ করা বাড়ির মালিক হওয়া তার সাধ্যের বাইরে। সে রকম বাড়ির দিকে তিনি কমই তাকিয়েছেন। তাইতো যখন তিনি নিজের সাধ্যের আওতার বাইরে, সম্মুখ ভাগটা দেখতে খাটি, সম্মানজনক, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যেতো। বিকেলের রোদ যখন বাড়িটার উপর পড়ে সে রকম সময়ে তিনি কখনও বাড়িটাতে যাননি। প্রথম যে বিকেলে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তখন বৃষ্টি হচ্ছিল।

তারপরে যখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখতে গেলেন তখন ছিল সন্ধ্যা।

শহরের উঠতি এলাকায় অবশ্য দু'তিন হাজার ডলারে কেনা যায় এমন বাড়িও ছিল। যেগুলো একেকটা পুরো লটের উপরে।

কিন্তু সেই বাড়িগুলো পুরনো আর ক্ষয়িষ্ণু। বেড়াহীন আর সুযোগ-সুবিধা বলতে তেমন কিছু ছিল না। প্রায়ই দেখা যেতো, একখণ্ড জমির উপর করুণভাবে জড়াজড়ি করে আছে দুটি বা তিনটি বাড়ি, প্রত্যেকটা বাড়ির প্রতিটি ঘর একেকটি পরিবারকে ভাড়া দেওয়া, চাইলেই তাদেরকে আইনত বের করে দেয়া যেতো না। হাঁস-মুরগী আর বাচ্চা-কাচ্চাদের পাঁয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া সেই পেছনের উঠানগুলো থেকে উকিলের মুহুরির এই ড্রইং রুম, যেখানে কোটহীন, টাইহীন, চটি পায়ে মুহুরি সাহেবকে তাঁর মরিস চেয়ারে কতইনা প্রশান্ত দেখায় আর যখন লাল-লাল ভারি-ভারি পর্দার রঙ

BanglaBook.org

প্রতিফলিত হয় মসৃণ চকচকে মেঝেতে তখন যে আরাম-আয়েশ আর সমৃদ্ধির অনুভূতি জাগে তা যেন কোন বিজ্ঞাপন চিত্রের। কী পরিবর্তন! তুলসিদের বাড়ি থেকে কত আলাদা!

মুহুরি সাহেব যে কয়টা বাড়ি বানিয়েছিলেন তার সবকটাতেই তিনি নিজে কিছুদিন বাস করেছেন। তিনি যখন সিকিম স্ট্রিটের বাড়িটাতে থাকতেন তখন আরেকটা বাড়ি বানাচ্ছিলেন বিচক্ষণ দূরত্বে, মোরভ্যান্টে। তিনি কখনও বিয়ে করেননি, বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকতেন। মহিলা ছিলেন বেশ উদার, নিজহাতের বানানো কেক আর চা খাওয়াতেন মিঃ বিশ্বাসকে। ছেলে আর মা'তে বেশ স্নেহ-ভালবাসা ছিল যা মিঃ বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর নিজের মা ছেলের অবহেলা অনাদরে নিষ্করুণ দারিদ্রের মধ্যে পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন।

"এই বাড়িটা ছেড়ে যেতে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তা আপনাদের বোঝাতে পারবোনা," মুহুরি সাহেব বলেছিলেন। মিঃ বিশ্বাস তাঁর কথা শুনতে শুনতে লক্ষ করছিলেন যে, লোকটার বাচন ভঙ্গিতে যদিও আঞ্চলিকতা আছে তবুও তিনি যে শিক্ষিত তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি কথার মধ্যে আঞ্চলিক শব্দ আর অতিরঞ্জিত ভাব নিয়ে আসেন শুধু দিল খোলা আর অন্তরঙ্গ ভাব প্রকাশের জন্যই। "শুধু মা'র জন্যই সাহেব। শুধু তার জন্যেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। বৃদ্ধা রাজমাতা ওই সিঁড়িগুলো ভাঙতে পারেন না।"

মুহুরি বাড়ির পেছন দিকটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ান, যেখানে ভারি লাল পর্দার পেছনে সিঁড়িটি আড়াল হয়ে আছে। "হার্টের সমস্যা, বুঝলেন। যে কোনদিন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।"

শুরু থেকেই শামার অমত ছিল। সে কখনও বাড়িটা দেখতে যায়নি। মিঃ বিশ্বাস যখন তাকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, তুমি কী মনে করো?" শামা তখন বলে, "আমি? আমি কী মনে করি? কবে থেকে তোমার মনে হলো যে আমি কিছু চিন্তা করতে পারি? তোমার বাড়ি আমি একদিনও দেখতে যাইনি। সেটা যদি তোমার জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে আমি কী মনে করি তা জেনেও তোমার কোনো লাভ হবে না।"

"এ্যাই দ্যাখো!" মিঃ বিশ্বাস বলে, "আবার ফুস্‌ছে, আবারও উত্তেজনা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের মাই যদি এই বাড়িটাই কেনার জন্য তাঁর কিছু নোংরা পয়সা ব্যয় করতেন তাহলে তুমিই অন্যরকম কথা বলতে।"

শামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কী? আমরা যদি তোমার মায়ের সঙ্গে আর তোমাদের ওই বিরাট, সুখী পরিবারের সবার সঙ্গে সারাজীবন থেকে যাই শুধু তাহলে তোমার সুখ, তাই না?"

"আমার কিছু বলার নেই। টাকা তোমার, বাড়ি কিনতে চাও তুমি, আমার কিছু ভাববার নেই।"

মিঃ বিশ্বাস যে নিজে একটা বাড়ি কেনার কথাবার্তা চালাচ্ছেন এই খবরটা শামাদের পরিবারে চাউর হয়ে যায়। সুনীতি, ২৭ বছর বয়সী বোনঝি, বিবাহিতা, দুটি সন্তান আছে, বহুদিন হয় স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, কুড়ের রানী, যেকিনা পোকিমা হল্টের রেলওয়ে ভবনগুলোর দেখাশোনা করে, যেখানে দু'বার ট্রেন থামে, সেই সুনীতি শামাকে

BanglaBook.org

বলে, "খালা, শুনলাম তোমরা নাকি বড়লোক হয়ে গেছো?" সে তার টিটকারি লুকায় না, "বাড়ি কিনছো, আরো কত কী কিনছো?"

"হ্যা মা।" স্বভাবসুলভ যন্ত্রনাবিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে শামা।

এই কথাবার্তা হচ্ছিলো পেছনের সিঁড়িতে, মিঃ বিশ্বাসের কানে এসে তা পৌছালো। তিনি প্যান্ট আর ভেস্ট পরা অবস্থায় "ঘুমের রাজা" বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এই ঘরটাতে তিনি তাঁর একচল্লিশ বছরে জমানো যাবতীয় জিনিস পত্তর এনে জমা করেছেন। সুনীতি যখন শিশু ছিল তখন থেকেই তার সঙ্গে মিঃ বিশ্বাসের লড়াই চলে আসছে। কিন্তু তাঁর ঘৃণা মেয়েটির মুখের বিষ পানি করতে পারেনি। "শামা", মিঃ বিশ্বাস চিৎকার করে ওঠেন, মেয়েটিকে বলো, ফিরে গিয়ে ওর অকর্মা স্বামীর পোকিমা হল্টের মাঠে ছাগল চড়াক।"

ছাগল ছিল মিঃ বিশ্বাসের কল্পনা, তবে সুনীতিকে খেপিয়ে তুলতে তা মোটেই ব্যর্থ হতো না। "ছাগল!" আঙিনার দিকে চেয়ে সুনীতি দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, "কিছুলোকের অন্তত ছাগলও আছে। যাদের তাও নেই তাদেরকে এটুকুই বলতে পারি।"

"যাও যাও!" মিঃ বিশ্বাস নরম সুরে বলে। সুনীতির সাথে ঝগড়া লাগাতে রাজি না হয়ে তিনি বরং পাশ ফিরে *মারকাস অরেলিয়াসের* মেডিটেশানস পড়তে থাকেন।

বাড়িটি যেদিন কেনা হয় ঠিক সেদিন থেকেই তারা সেটার নানা খুঁত দেখতে পাওয়া শুরু করে। সিঁড়িটা বিপজ্জনক, উপরের তলাটি মাঝ বরাবর বসে গেছে, পেছন দিকে কোন দরজা নেই। বেশীরভাগ জানালাই বন্ধ হয়না। একটা দরজা খোলা যায়না। ছাদের প্রান্তভাগের সেলোটেক্স প্যানেলগুলো খসে পড়েছে ঃ তার ফলে এমন সব গর্ত হয়েছে যা' দিয়ে চিলেকোঠায় বাঁদুর ঢুকে যেতে পারে। যতটা সম্ভব শান্তভাবে তারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু অবাক ব্যাপার যে খুব তাড়াতাড়িই তাদের হতাশা কেটে যায়! খুব জলদিই তারা বাড়িটার বেঢপ দশা আর খুঁত গুলোর সাথে মানিয়ে নেয়।

প্রথমবার মিঃ বিশ্বাস হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখতে পান বাড়িটা তাঁর জন্যে গোছানো হয়েছে। ছোট্ট বাগানটা ছিমছাম পরিস্কার করা হয়েছে, নীচতলার দেয়ালগুলোতে ডিস্টেম্পার লাগানো হয়েছে। প্রিফেক্ট মোটর গাড়িটা গ্যারাজে আছে, আগের সপ্তাহে এক বন্ধু সেটি *ত্রিনিদাদ সেন্‌টিলেন* অফিস থেকে নিয়ে এসে রেখে গেছে। হাসপাতাল ছিল একদম শূন্যতায় ভরা একটা জায়গা। সেখান থেকে বের হয়ে তিনি পা রেখেছেন এক প্রসন্নময় – আনন্দময় জগতে, এক নতুন, স্বোপার্জিত পৃথিবীতে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এই জগৎ তাঁর নিজের হাতে তৈরী। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন এখানে তাঁর নিজের একটা জায়গা থাকতে হবে। তিনি তাঁর চারপাশের সমস্ত কিছুকে নতুন ক'রে দেখতে লাগলেন। আনন্দ, বিস্ময়, অবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি সম্পর্ক, প্রতিটি সম্পত্তি। রান্নাঘরের সেফ, বিশ বছরেরও বেশী পুরনো। বিয়ের অল্প পরেই কিনেছিলেন, শাদা আর নুতন। কিনেছিলেন আরওয়াকাসের সেই মিস্ত্রিটার কাছ থেকে।

নেটে রঙ করা হয়নি। কাঠে তখনও গন্ধ ছিল। তারপর এবং তারও কিছুকাল পরে একদিন, শেলফের ভেতরে হাত দিয়ে দেখা গেল করাতে গুঁড়া লেগে ছিল। কতবার রঙ করেছেন, বার্নিশ করেছেন। নেটের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর রঙ ও বার্ণিশ

কাঠের ওপর পুরু মসৃণ প্রলেপ ফেলেছে। আর কী সব রঙইনা লাগাতেন। নীল, সবুজ, এমনকি কালো পর্যন্ত। ১৮৩৮ সালের যে সপ্তাহে পোপ মারা যায় আর *ত্রিনিদাদ সেন্‌টিলেন* বের হয় কালো বর্ডারে, তিনি কোথায় একটা হলুদ রঙের টিন পেয়ে যান, পেয়ে সব কিছু হলুদ রঙে রাঙান, এমনকি টাইপ রাইটারটিও। ওটা যোগার হয়েছিল তখন, তেত্রিশ বছর বয়সে। যখন তিনি বিলেত ও মার্কিন পত্র-পত্রিকার জন্যে লিখে ধনী হওয়া মনস্থ করেছিলেন:

সময়টা ছিল সংক্ষিপ্ত, সুখী, সম্ভাবনাময়। টাইপরাইটারটি কাজে লাগেনি, ওটা হলুদই রয়ে গেছে কিন্তু সেই রঙের চমক্‌টা দূর হয়ে গেছে অনেক আগেই। আর টুপি রাখার র‍্যাকটা? কাঁচগুলো হয়েগেছে কুষ্ঠ রোগীর মতো, হুকগুলি গেছে ভেঙে আর রঙ চটে গিয়ে কাঠের জিনিসটার যা কুৎসিত শ্রী হয়েছে, সেটিকেও তারা তাদের একটা সম্পত্তি মনে করে যেখানেই গেছে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। কেন? বুক কেসটা বানানো হয়েছিল শর্টহিলসের বাড়িতে থাকার সময়। এক বেকার কর্মকার, যাকে তুলসিরা কেবিনেট বানানোর কাজ দিয়েছিল সে বানিয়েছিল বুককেসটা। কর্মকার লোকটা কাঠের জিনিসটা বানাতে বানাতে নিজের কারিগরি দক্ষতা আবিষ্কার করেছিল। তারপর ডাইনিং টেবিল: সস্তায় কেনা হয়েছিল এক যোগ্য নিঃস্বের কাছ থেকে, যে *ত্রিনিদাদ সেন্‌টিলেন* পত্রিকার "যোগ্য নিঃস্বদের জন্য তহবিল" থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছিল এবং, মিঃ বিশ্বাসকে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল। আর সেই "ঘুমের রাজা" খাটখানা, যার ওপর তিনি আর ঘুমাতে পারতেন না কারণ সেটি রাখা ছিল দোতলায় আর ডাক্তাররা তাকে সিঁড়ি ভাঙতে বারণ করে দিয়েছিল। গ্লাস কেবিনেট: শামাকে খুশী করার জন্য কেনা হয়েছিল, এখনো রুচিসম্মত এবং এখনও বস্তুত শূন্য। আর মরিস স্যুট: এটি ছিল তার সর্বশেষ অর্জন। পোশাকটার মালিক ছিল ওই মুহুরি সাহেব, যাবার সময় উপহার হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। আর বাইরে, গ্যারেজে প্রিফেক্ট মোটর গাড়িটা।

কিন্তু এসব কিছুর চেয়ে বড় হচ্ছে বাড়িটা, তাঁর বাড়ি। ওটা না থাকা এখন, এই সময়ে, কি ভয়ংকর ব্যাপারই না হতো। তুলসিদের সঙ্গে, সেই বিশাল, ক্ষয়িষ্ণু, নির্বিকার পরিবারটার যাবতীয় জঞ্জালের মধ্যে বাস করতে করতে মরে যাওয়া, তুলসিদের বাড়ির শুধু একটা ঘরের মধ্যে শামা ও ছেলে-মেয়েগুলাকে রেখে মরে যাওয়াটা কী সাংঘাতিক ব্যাপারইনা হতো। তারচেয়েও খারাপ হতো পৃথিবীর মাটিতে নিজের অংশ ভাগের জন্য দাবি না জানিয়েই মরে যাওয়া:

মানুষ যেভাবে জন্মায়, অপ্রয়োজনে এবং আশ্রয়হীনভাবে, তেমন করে বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম অংশ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

Pastoral

চারণ সমতুল্য

বিশ্বাস-এর জন্মের অল্প কিছুদিন আগেই তার মা বিপ্তি আর বাবা রঘুর মাঝে আরেকটি ঝগড়া বেঁধেছিল। তার মা বিপ্তি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তা পায়ে হেঁটে গ্রামে তার মা বিসুন্দ্যার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখানে বিপ্তি কেঁদে কেটে রঘুর কিপটেমোর পুরনো কেচ্ছা কাহিনী বয়ান করতো; কিভাবে সে বিপ্তিকে দেয়া তার পাই পয়সার হিসেব নিতো, টিনের কৌটায় রাখা বিস্কুট গুনে দেখতো, গাড়ির পয়সা বাচিয়ে দশ মাইল পথ হাঁটতো ইত্যাদি।

অ্যাজমায় পর্যুদস্ত বিপ্তির বাবা তার স্প্রিং এর বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে বলতো, যে কোন অসুখকর মূহুর্তে যা'সে করে থাকে, "সবই ভাগ্য। আমাদের এখানে কিছুই করার নেই।" কেউই তাকে আমল দিতো না। হ্যাঁ ভাগ্যই তাকে নিয়ে এসেছে এই স্বর্গভূমিতে, দ্রুত বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে আর জলাভূমির এই ক্ষয়ে যাওয়া মাটির ঘরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবু সে প্রায়ই মমতাভরে ভাগ্যের কথা উচ্চারণ করে যেনবা এই বেঁচে থাকাটুকুই ভাগ্যের অশেষ কৃপা।

বৃদ্ধ লোকটি যখন কথা বলে চলছিল বিসুন্দ্যা ধাঁইকে ডেকে পাঠালো, বিপ্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য খাবার তৈরী করলো, বিছানা প্রস্তুত করলো। ধাঁই যখন এলো, ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আরো কিছু সময় পরে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো মিঃ বিশ্বাসের সুতীব্র কান্নার আওয়াজ আর ধাঁই এর চিৎকার শুনে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলো, "ছেলে না মেয়ে?" ধাঁই মা চেঁচিয়ে বলল, "ছেলে, ছেলে হয়েছে। কিন্তু এ কেমন ছেলে? ছয় আঙ্গুলের, আবার জন্মেছেও উল্টো-ভাবে।"

বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলো, বিসুন্দ্যা বলল—"আমি জানতাম! আমার জন্য কোন সৌভাগ্য নেই।"

সাথে সাথে সেই রাতের অন্ধকারে সে নির্জন পথে কুঁড়েঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে একটি ফণীমনসা ঝোঁপের ধারে গেল। ফণীমনসার পাতা নিয়ে সে ফিরে এলো, সেগুলোকে ফালি ফালি করে কাটলো, তারপর এক একটি ফালি ঘরের সব দরজা, জানালা আর ছিদ্রের উপর ঝুলিয়ে দিলো যেন এর মধ্য দিয়ে দুই আত্মা প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু ধাঁই বলল, "যা' কিছুই করো না কেন, এই ছেলে তার নিজের মা আর বাবাকে খাবে।"

পরদিন সকালে উজ্জ্বল আলোতে মনে হচ্ছিল সব অশুভ আত্মারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সকালে পন্ডিত এলো, ছোটখাট হালকা-পাতলা [illegible] হাস্যকর ধরনের

BanglaBook.org

চেহারা আর অনুল্লেখযোগ্য আচরণ। বিসুন্দ্যা বৃদ্ধের স্প্রিং-এর বিছানা থেকে তাকে সরিয়ে পন্ডিতকে বসতে দিলো। তারপর তাকে সব খুলে বলল।

"হুম্। উল্টোভাবে জন্ম নিয়েছে। তুমি বলছো মধ্যরাতে।"

বিসুন্দ্যা সময় বলতে পারবে না, তবে সে এবং ধাঁই, দু'জনেই মনে করছে ওটা ছিল মাঝরাত, অশুভ মুহূর্ত।

বিসুন্দ্যা তাঁর সামনে মাথায় কাপড় দিয়ে অবনত হয়ে বসেছিলো, অকস্মাৎ পন্ডিত বলে উঠলো, "আচ্ছা, এটা কোন ব্যাপার নয়। এরকম অশুভ জিনিস থেকে মুক্তি পাবার রাস্তা সবসময়ই থাকে।" সে তার লাল রঙের পুটলীটা খুলে জ্যোতিষচর্চার পঞ্জিকাটা, আঁটি বাঁধা গাছের লম্বা লম্বা সরু পাতা টেবিলের উপর রাখলো। পাতাগুলো বাদামী হয়ে গেছে, ওগুলোর উপর ছড়িয়ে দেয়া লাল আর গিরিমাটিতে রঞ্জিত চন্দনের গন্ধ পাতাগুলোর স্যাঁতস্যাতে গন্ধের সাথে একাকার হয়ে গেছে। পন্ডিত একটি পাতা তুলে নিয়ে কি যেন পড়লো, তারপর তার তর্জনীটি জিভে ভিজিয়ে আরেকটি পাতা নিলো।

সবশেষে জানালো, "সবার আগে দুর্ভাগা ছেলেটির গঠন নিয়ে বলি। তার দাঁত বেশ ভালই হবে, তবে একটু চওড়া আর ওগুলোর মাঝে ফাঁক থাকবে। এর মানে কি দাঁড়ায় তা হয়তো তোমরা জানো। ছেলেটি হবে লম্পট আর অমিতব্যয়ী। সম্ভবত মিথ্যুকও। দাঁতের মধ্যকার ফাঁক থাকার বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া একটু কঠিন। এর মানে এই তিনটির মধ্যে একটি ব্যাপারও হতে পারে আবার সবকটিও পারে।"

"আর ঐ ছয় আঙুলের বিষয়টি, পন্ডিতজী?"

"এটাও অবশ্যই একটি চিহ্ন। আমি শুধুমাত্র এটাই পরামর্শ দিতে পারি যে ওকে সবসময় গাছ আর পানি থেকে দূরে রাখবেন।"

"ওকে স্নান করাব না?"

"আমি ঠিক তা বোঝাই নি।" লোকটি তার ডান হাত উপরে তুলে আঙ্গুলগুলো একসাথে করলো। তারপর মাথাটা একদিকে রেখে আস্তে আস্তে বলল, "গ্রন্থে কি বলা আছে তা ব্যাখ্যা করা দরকার।" সে তার পন্ডিত কাঠির দড়ি বা- হাতে খুলল। তারপর বলল, "বইতে যখন 'পানি' লেখা আছে, আমি মনে করি এটা প্রাকৃতিক রূপের কথাই বলেছে।

"প্রাকৃতিক রূপ?"

একটু অনিশ্চয়তার সাথে পন্ডিত বলল, "হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।"

পন্ডিত বলল, "নদী আর পুকুর থেকে ওকে দূরে রাখবেন। আর হ্যাঁ, সমুদ্র থেকেও, এরকম অন্যান্য সবকিছু থেকে।" প্রত্যয়ের সাথে সে আরও বলল, "ওর বাজে সর্দিকাশির সম্ভাবনা আছে।"

এই সময় পন্ডিত তাঁর জিনিসপত্র বাঁধাধান্দা করতে করতে বলল, "ছেলেটির জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে যদি একুশদিন পর্যন্ত তার পিতার দর্শন থেকে তাকে বিরত রাখা যায়।"

"এটাতো খুবই সহজ,"—এই প্রথম বারের মতো বিসুন্দ্যা আবেগাপ্লুত হয়ে বলল।

"তবে একুশদিনের দিন অবশ্যই ছেলেটির পিতা তার সন্তানকে দেখতে হবে, কিন্তু চর্মচক্ষে নয়।"

"... কি আয়নার মধ্য দিয়ে, পন্ডিতজী?"

BanglaBook.org

"না না, আমি এটা ভালো মনে করছি না। বরং একটা পিতলের লালাকে ভালোভাবে ঘষে নেবেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"পিতলের লালাটি নারিকেলের তেল দিয়ে ভরে নেবেন। ও হ্যাঁ, নিজ হাতে সংগৃহীত নারিকেল দিয়ে আপনি নিজেই এই তেল বানিয়ে নিবেন। আর, এই তেলের উপরে প্রতিচ্ছবি তৈরি করে তবেই ছেলেটিকে তার বাবা দেখতে পারবে।"

লোকটি তার সরঞ্জামগুলো একত্রিত করে একটি লাল সুতি মোড়ক দিয়ে মুড়িয়ে নিলো। মোড়কটির উপরেও চন্দনের প্রলেপ ছিটিয়ে দেয়া। পন্ডিত বলল, "আমি বিশ্বাস করি এটা করাই যথেষ্ট ,"

"একটা বিষয় ভুলে গেছি পন্ডিতজী, নামের ব্যাপারটি।"

"এই ব্যাপারে আমি তোমাদের পুরোপুরি সাহায্য করতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় 'মো' দিয়ে শুরু হওয়াটাই নিরাপদ। এর সাথে কি যুক্ত করবে তা' তোমাদেরকেই ভেবে নিতে হবে।"

"উঃ, পন্ডিতজী, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। এর পরের অক্ষর ভাবছি আমি 'হন'।

পন্ডিত বিস্মিত ও সত্যি সত্যি খুশি হলো।

"হ্যাঁ, এটা খুবই চমৎকার, 'মোহন'।

"এর চেয়ে ভালো কিছু আমি নিজেও ভাবতে পারছি না। তুমি জানো, 'মোহন' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রেমিক। দেবতা কৃষ্ণকে তাঁর গোপিনীরা এই নাম দিয়েছিল।"

কৃষ্ণের জীবন গাঁথা মনে করে তার চক্ষুদ্বয় আর্দ্র হয়ে উঠলো, কিছু সময়ের জন্য সে ভুলে গেল বিসুন্দ্যা আর বিশ্বাস এর কথা।

বিসুন্দ্যা তার শাড়ির কোনা থেকে খুলে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে তা' পণ্ডিতকে সাধলো। এর বেশী আর দিতে পারবে না বলে সে কুণ্ঠিতবোধ করলো। পন্ডিত তাকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে, সে তার সাধ্যমত দিয়েছে। বাস্তবিক সে খুব খুশি হয়েছিলো, কারণ তার প্রত্যাশা ছিলো আরও কম।

নয় দিনের দিন বিশ্বাস তার ছয় নম্বর আঙ্গুলটি হারালো। একদিন রাতে এটি খসে পড়ল, পরদিন সকালে বিপ্তি বাচ্চার কাপড় বদলে দেয়ার সময় ক্ষুদে আঙ্গুলটি মাটিতে পড়ে গেলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বিসুন্দ্যা ব্যাপারটিকে ভালো কোন সংকেত মনে করে সেটিকে বাড়ির পেছনের গরুরখোয়ারে কবর দিয়ে দেয়, বিশ্বাস এর নাভিরজ্জু যেখানে পুঁতে রেখেছিল তার থেকে বেশী দূরে নয়।

সেই দিনগুলোতে বিশ্বাস মনোযোগ আর সম্মান পেতে থাকলো। তার ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তার ভাই-বোনদের মার খেতে হতো। তার প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রতঙ্গের নমনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হলো। সকাল সন্ধ্যায় তাকে নারকেল তেল মাখানো হতো। শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির ব্যায়াম করানো হতো, হাত আর পা তার লাল টকটকে শরীরের উপরের আড়া আড়িভাবে ভাঁজ করে, ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বাঁ কাঁধ স্পর্শ করে, আবার দু'পায়েরই বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে নাক স্পর্শ করে ব্যায়াম চর্চা হতো। সবশেষে তার

BanglaBook.org

সবগুলো প্রত্যঙ্গকে পেটের উপর জড়ো করে হাতে তালি আর হাসির মাধ্যমে ওগুলো ছেঁড়ে দেয়া হতো।

বিশ্বাস এই ব্যায়ামের ব্যাপারে ভালোই সাড়া দিতো। বিসুন্দ্যা ঐ ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো যে সে সিদ্ধান্ত নিলো নবম দিনটিতে একটা উৎসব আয়োজন করবে। গ্রামের লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়ালো সে। পন্ডিত অনুষ্ঠানে এলো এবং তাকে দেখে মনে হলো চমৎকৃত হয়েছে সে। তবে অনুষ্ঠানে তার কোন ভূমিকাই থাকলো না। নাপিত জাগরু তার ড্রাম নিয়ে এল, আর সেলোচান গরুর খোয়ার এর ভেতর শিব নৃত্য করতে লাগলো, ছাই দিয়ে তার সমস্ত শরীর ছেয়ে গেল।

বিশ্বাসের বাবা রঘু যখন এসে উপস্থিত হলো, সেই মুহূর্তে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। সে হেটে এসেছিল, তার ধূতি আর জামা ঘামে ভেঁজা আর নোংরা হয়েছিল। সে বলল, "আচ্ছা, বেশ ভালো। উৎসব হচ্ছে, অথচ তার বাবা কোথায়?"

"ওকে বাড়ি থেকে বের করে দাও।" রান্নাঘরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে বিসুন্দ্যা বলে উঠলো, "বাবা! তুমি নিজেকে কেমন বাবা মনে করো, যখন তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রতিবার বাড়ি থেকে বের করে দাও গর্ভবতী হবার সময়।"

"এটা তোমার ব্যাপার নয়, কোথায়, আমার ছেলে কোথায়?"

"ঠিক আছে, যাও। তোমার এই দম্ভ আর কপটতার ফল ভগবান তোমাকে দেবেন। যাও, তোমার ছেলেকে দেখো গিয়ে। সে তোমাকে খাবে। ছয়-আঙ্গুলে, আবার উল্টোভাবে জন্ম নিয়েছে। ভিতরে যাও, ওকে দেখো। তার কিছু অশুভ ব্যাপারও আছে।"

"অশুভ ব্যাপার?" রঘু থেমে গেল।

"আমি তোমাকে সাবধান করেছি। তুমি তাকে একুশ দিনের দিন দেখতে পারবে। এখন যদি তুমি কোন আহাম্মকী করো, এর ভার তোমাকেই বইতে হবে।" অসুস্থ বৃদ্ধ তার বিছানা থেকেই রঘুকে চাপা স্বরে তিরস্কার করলো, "নির্লজ্জ, বেহায়া, এই লোকটির আচরণ দেখলে আমার মনে হতে থাকে অন্ধকার যুগ চলে এসেছে।"

পুন: পুন: ঝগড়া আর হুমকী পাল্টা হুমকীর পর পরিবেশ হালকা হয়ে এলো। রঘু স্বীকার করলো যে সে ভুল করেছে, আর এজন্য ইতিমধ্যে যন্ত্রণাও ভোগ করেছে। বিপ্তি তার সাথে যেতে চাইল। পরে সে একুশতম দিনে আবার আসতে রাজী হলো।

ঐ দিনের জন্য বিসুন্দ্যা শুক্‌নো নারিকেল জোগাড় করতে শুরু করল। পন্ডিতের পরামর্শ মতো সে ওগুলোর খোসা ছাড়িয়ে শাঁসটা পিষে নিয়ে তেলের নির্যাস বের করে নিলো। জাল দেয়া, ছেঁকে নেয়া, তারপর আবার জাল দেয়া—এরকম দীর্ঘ এক পদ্ধতি এটা, সামান্য পরিমাণ তেল বানাতে যে বিপুল সংখ্যক নারিকেলের প্রয়োজন হয় তা' সত্যিই বিস্ময়কর।

তবে যথাসময়েই প্রস্তুত হলো। রঘু এলো, পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়ে, সমানভাবে আঁচড়ানো তার মাথার চুলগুলো চক্‌চক্ করছিল, গোঁফগুলো সুবিন্যাস্ত। কোন ভুল যাতে না হয় এমন ভাবে সে তার মাথার টুপিটা খুলে অন্ধকার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো। ঘরের মধ্যে তেল আর পুরনো খড়ের গন্ধ। সে তার টুপিটা মুখের ডান পাশে তুলে ধরলো, তারপর পেতলের প্লেটে রাখা তেলের ভিতর দিয়ে তাকালো। টুপির আড়ালে বিশ্বাসের আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে মোড়ানো। তার মুখটা তেলের উপর ধরা হলো।

BanglaBook.org

তার এটা পছন্দ হলো না, সে তার কপাল কুঁচকে শক্ত করে চোখটা বন্ধ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো তেল কেঁপে কেঁপে উঠলো ফলে ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি অনেকাংশে বিকৃত হয়ে গেল। এভাবেই দেখা শেষ হলো।

কয়েকদিন পর বিপ্তি তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। আর সেখানে বিশ্বাসের গুরুত্ব ম্লান হয়ে এলো। এমনও সময় এলো যখন প্রতিদিনকার মালিশটাও বন্ধ হয়ে গেল তবে তাদের গুরুতর বোঝা ছিল তখনও। তার বাবা-মা কখনোই ভোলেনি যে সে একটি দুর্ভাগা ছেলে, তার ঠাণ্ডা সর্দির সমস্যাটা বিশেষ ভোগান্তিকর। বিশ্বাসের ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগতো, হাঁচি দিতো। আর বর্ষাকালটা সে তার বাবা-মাকে চরম দুর্ভোগে ফেলে দিত। সুগার এস্টেট এ যাওয়ার আগে বিশ্বাসের সর্দি দেখা দিলে রঘু বাড়িতেই থাকতো, তার নিজের ক্ষেতে কাজ করতো সকালে, আর বিকেলে হাটার জন্য লাঠি ও কাঠের স্যান্ডেল তৈরী করতো, অথবা খঞ্জরের হাতলে বা লাঠির মাথায় নক্সা খোদাই করত। তার খুব পছন্দের নক্সা ছিলো বুটজুতার জোড়া আঁকা। তার কোন বুটজুতা ছিলো না, তবে তাদের ওভারশিয়ারের পায়ে সে দেখেছিল। যাই হোক, রঘু বাড়ি থেকে ঐ সময় গুলোতে বের হতো না। বিশ্বাসের যখন সর্দি হতো, যেভাবেই হোক, কোন না কোন অঘটন ঘটতো—বাজার করতে গিয়ে পয়সা হারানো, বোতল ভাঙ্গা, গামলা উল্টে যাওয়া ইত্যাদি।

একবার বিশ্বাস পর পর তিনদিন সকালে হাঁচি দিয়েছিল।

রঘু বলল, "এই ছেলেটি আসলেই পুরো পরিবারকে খেয়ে ফেলবে।"

এক সকালে রঘু তার বাড়ির আঙ্গিনা আর রাস্তার মাঝখানের ঢালু জায়গাটা মাত্র পার হয়েছে, হঠাৎ সে থেমে গেল। বিশ্বাস হাঁচি দিয়েছে। বিপ্তি দৌড়ে গিয়ে বলল, "এটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি রাস্তায় চলে যাওয়ার পর ও হাঁচি দিয়েছে।"

"কিন্তু আমিতো স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

বিপ্তি তাকে কাজে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করেছিল। এর এক কি দুই ঘণ্টা পর বিপ্তি দুপুরের খাবারের জন্য চাল ধোঁয়ার সময় হঠাৎ রাস্তা থেকে চিৎকার শুনলো। সে রাস্তায় গিয়ে দেখলো একটা গরুর গাড়িতে শায়িত রঘু। তার ডান পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা, রক্তাক্ত। সে গোঙাচ্ছিল; ব্যথায় নয়, ক্রোধে। যে লোকটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে বাড়ির ভেতরে তাকে নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালো, বিশ্বাসের হাঁচির ব্যাপারটা সে জানে। বিপ্তির কাঁধে ভর দিয়ে সে বাড়িতে এলো।

রঘু বলল, "এই ছেলে আমাদের ফকির বানিয়ে ছাড়বে।"

প্রচণ্ড ভয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করলো। যদিও সে সঞ্চয় করতো, তার নিজের এবং পরিবারের অনেক কিছু বাদ দিয়ে হলেও, তবু সে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতো যে খুব শিঘ্রই সে নিঃস্ব হয়ে পড়বে। যতই সে মজুদ করতো, ততই তার মনে হতো সবকিছু তার ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এটা ভেবে সে আরও বেশী সাবধান হয়ে যেত।

প্রতি শনিবার সে এস্টেট অফিসের বাইরে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে তার মজুরী নেয়ার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতো। ছোট একটা টেবিলের ঐ পাশে ওভার শিয়ার বসতো, তার খাকি রঙ এর টুপিটা টেবিলের উপর রাখা, জায়গার অপব্যবহার। তবে প্রাচূর্যের প্রতীক তা। তার বাঁদিকে যে ভারতীয় কেরানী বসতো তাকে খুবই দায়িত্ববান, কঠোর

BanglaBook.org

আর সংযত মনে হতো। তার পরিচ্ছন্ন ছোট হাতে সে কালো আর লাল কালি দিয়ে জমা-খরচের খাতায় গোটা গোটা সংখ্যাগুলো লিখে যেত। লেখা শেষ করে শ্রমিকদের নাম আর টাকার পরিমাণ বলে জোরে ডাক দিতো। রূপার আর তামার বিভিন্ন মানের মুদ্রা এক সাথে করে তাদেরকে এক ডলার, দুই ডলার অথবা পাঁচ ডলার করে মজুরী দিতো। সপ্তাহে পাঁচ ডলার পেতো খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিক, যাদের নিজেদের সাথে স্বামী বা স্ত্রীর মজুরীও যুক্ত হতো। নীল কাগজের ব্যাগের মধ্যে রাখা থাকতো পয়সাগুলো। রঘু মাঝে মাঝে ওগুলোর গন্ধ নেবার অনুমতি পেতো।

এই ব্যাগগুলি রঘুকে সম্মোহিত করতো, এর কয়েকটা রঘু হাতিয়ে নিয়েছিল। অনেক দিন পর রঘু একটু চাতুরী করে— কোন একটা শিলিংকে বার পয়সায় ভাঙ্গিয়ে এভাবে সে ব্যাগে ভরে ফেলেছিল। তারপর থেকে সে আর নামেনি। কেউ, এমনকি বিপ্তিও জানতো না সে ব্যাগগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখতো। তবে সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে সে তার টাকা-পয়সা মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছে এবং সম্ভবত সে গ্রামের সবচাইতে ধনী ব্যক্তি। এই ধরনের কথাবার্তা রঘুকে হুঁশিয়ার করে দিলো, সে আরও কঠোর হলো। বিশ্বাস বড় হতে লাগলো। তার শরীরের যে প্রত্যঙ্গগুলো এক সময় দৈনিক দু'বার করে তেল মালিশ করা হতো, তা' দিনের পর দিন না ধোঁয়ার ফলে ধূলো-কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকতো। ছয় আঙ্গুলের যে দুর্ভাগ্য নিয়ে সে জন্মেছে তারই ফলশ্রুতিতে অপুষ্টিতে জর্জরিত হয়ে হাঁটু, গোড়ালী, হাতের কব্জি আর কনুইতে সংক্রামন আর বিষফোঁড়া দগদগে ঘা নিয়ে, একবার শুকায় আবার ফেটে যায়। তারপর আবার শুকায়—এভাবে টিকার দাগের মতো চিহ্ন রেখে দেয়। অপুষ্টিতে তার বুক, হাত-পা-গুলো সরু হয়ে গেছে, শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে, পেটের দিকটায় একটু ফোলানো পারতপক্ষে এভাবেই সে বেড়ে উঠলো, ক্ষুধার ব্যাপারে সে সচেতন ছিল না। সে স্কুলে যেত না, এটা তাকে ভাবিতও করতো না। শুধু পন্ডিত তাকে নদী আর জলাধার থেকে দূরে থাকতে বলেছে। এটিই তাকে পীড়িত করে। রঘু খুব ভালো সাঁতার জানতো, বিপ্তি চাইতো বিশ্বাসের অন্যান্য ভাইয়েরা তা শিখুক। তাই প্রতি রবিবার রঘু তার অন্য ছেলে প্রতাপ আর প্রসাদকে কাছেই একটা পানিতে নিয়ে সাঁতার শেখাতো। সেই সময় বিশ্বাস বাড়িতেই অবস্থান করতো। বিপ্তি তাকে নীল রঙের সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে গোসল করাতো, এতে তার ফোঁড়াগুলো আবার ফেটে দগদগে হয়ে যেতো। তবে এক থেকে দু'ঘণ্টার ভেতরেই ওগুলো আবার মিলিয়ে গিয়ে শক্ত আবরণ পড়তো। বিশ্বাস আবার সুখানুভব করতো। তার ছোট দেহুতির সাথে সে বাড়িতে খেলাধূলা করত। ওরা হলুদ মাটির সাথে পানি মিশিয়ে চূলা তৈরী করতো, খালি কনডেন্সড মিল্কের কৌটায় ভাত রান্না করত, কৌটার উপরের দিকটাকে তারা রুটি সেঁকার কাজে ব্যবহার করতো।

প্রসাদ আর প্রতাপ তাদের এই আনন্দ ক্রীড়ায় অংশ নিতো না। নয় ও এগারো বছর বয়সী বালক দুটি এই ছেলে মানুষী খেলার দিন পেরিয়ে এসেছে; ইতোমধ্যে ওরা কাজে লেগে গেছে। শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করে ওরা দু'জন খুশিমনে এস্টেটের কাজে সহযোগিতা করতো। এই বয়সেই ওরা বড়দের মতো আচরণ করতো। প্রতি শনিবার ওরা মজুরী নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াত। তাদের কাজ ছিলো মহিষগুলো দেখাশুনা করা যেগুলো ইক্ষু-বহনকারী গাড়ি চালিয়ে নিতো। আর প্রায় ডজনখানেক ক্ষীণকায়া অথচ

শক্ত সামর্থ্য হাসিখুশি আর নিজেদের গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতন ছেলেদের সাথে প্রতাপ ও প্রসাদ সারাদিন মহিষগুলোকে নিয়ে ধূলিকাদায় ছুটে বেড়াতো। সন্ধ্যেবেলায় যখন ওরা বাড়ি ফিরত তাদের পায়ের কাদা শুকিয়ে সাদা হয়ে যেতো। ওদের দেখে মনে হতো ফায়ার স্টেশন এবং পুলিশস্টেশনের ওই গাছগুলোর মতো যেগুলোর গুঁড়িটা সাদা চুনদিয়ে রঙ করে দেয়া হয়েছে।

বিশ্বাস যখন ওর ভাইদের সাথে মহিষের খামারে কাজ করতে যাচ্ছিল জলাধার সম্পর্কে পন্ডিতের নিষেধাজ্ঞা ছিল, যদিও এখানে যুক্তি থাকে যে কাদামাটি তো আর পানি নয়। রঘু আর বিপ্তি পন্ডিতের কথার বাইরে কিছু করলো না। আরও দুই-তিন বছরে বিশ্বাস যখন কাস্তে চালনায় পারদর্শী হলো, তখন সে তৃণ-বাহক ছেলে-মেয়েদের সাথে যোগ দিলো। তাদের আর মহিষপালক ছেলেদের সবসময় ঝগড়া লেগেই থাকতো। এই দুই গ্রুপের মধ্যে কারা শ্রেয়, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। মহিষ পালক ছেলেরা পায়ে কাদা মেখে মহিষগুলো তাড়িয়ে বেড়াতো, বেত দিয়ে পিটিয়ে আর জোরে জোরে চিৎকার করে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতো। অন্যদিকে ঘাস কাটা বালকের দল মাথায় ভেঁজা ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতো, বিশাল বোঝার আড়ালে প্রায়ই তাদের চোখ দেখা যেত না। মাথায় ভারী বোঝা আর মুখের উপর ঘাস নিয়ে তারা মৃদু কণ্ঠে তিরস্কার আর তাদের প্রতি করা বিদ্রুপের জবাব দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতো না। ফলে সহজেই তারা উপহাসের পাত্র হতো।

বিশ্বাস এই দলের একজন ছিল। আরও পরে সে ক্ষেতের কাজে নেমে গেল। আগাছা-নিধন, ক্ষেত পরিস্কার করা, চারা লাগানো এবং ঘাস কাটা; এই কাজের জন্য তাকে পয়সা দেয়া হতো। লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে একজন ড্রাইভার তার কাজের হিসাব পরিমাপ করতো। বিশ্বাস এই কাজেই লেগেছিল। পড়াশুনা না জানায় সে ড্রাইভার অথবা পরিমাপক কিছুই হতে পারেনি। হয়তো অনেক বছর পর সে কিছু জমি কিনে কিংবা বর্গা নিয়ে সেই জমিতে সে নিজেই আখের চাষ করতে পারতো, তারপর নির্ধারিত মূল্যে এস্টেটে বিক্রয় করতে পারতো। তবে এটা তার পক্ষে সম্ভব হতো যদি সে ভাই প্রতাপের মতো শক্তি আর সাহসিকতার অধিকারি হতো। সে জন্য প্রতাপের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছিল। আর প্রতাপ সারাজীবন মূর্খ থেকেও বিশ্বাসের চাইতে ধনী হয়েছিল। তাইতো বিশ্বাসের চেয়ে অনেক অনেক বছর আগেই প্রতাপ একটা বিশাল, শক্ত আর সুনির্মিত বাড়ির মালিক বনে গিয়েছিল।

তবে বিশ্বাস আর কখনোই এস্টেটে কাজ করতে যায়নি। অনতি বিলম্বে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা তাকে এই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিলো। এটা তাকে ধন-দৌলতের দিকে ঠেলে দেয়নি, তবে পরবর্তী জীবনে সে মারকাস ওরেলিয়াস এর মেডিটেশনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল, তার নিজের ঘরের নড়বড়ে বিছানায় যখন সে বিশ্রাম নিতো।

ওদের পাশের বাড়িতে থাকতো ধারি যার কোন সন্তান ছিল না। তার স্ত্রী বাইরে কাজে বের হতো। একবার সে একটা বাছুর সমেত গাভী কিনে আনলো। বাছুর বিয়োনোর পর সে সপ্তাহে এক পয়সার বিনিময়ে বাছুরটিকে গোসল করানোর জন্য বিশ্বাসকে প্রস্তাব দিলো। বিপ্তি আর রঘু খুশি মনে রাজী হলো।

BanglaBook.org

বিশ্বাস বাছুরটিকে খুব ভালোবাসত। এটার ক্ষীণ শরীরের উপর আলতো করে আটকানো বিশাল মাথা, নড়বড়ে ছোট ছোট পা, বিষণ্ন বড় বড় দু'টি চোখ আর গোলাপী নাক ওকে কাছে টানতো। সে শুধু বাছুরটিকে পানিই খাওয়াতো না। এটাকে মাঠে, ইক্ষু ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চরাতে নিয়ে যেত, আর বুঝতো না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে এটা বিরক্ত করে কেন।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন বিশ্বাস ঝর্ণাটা দেখতে গেল। রঘু প্রতাপ আর প্রসাদকে নিয়ে যেখানে সাঁতার কাটতো, এটি তা' নয়। এটা খুব সরু একটা ঝর্ণা। তবে এখানে বিপ্তি আর তার মেয়ে দেহুতি রবিবার সন্ধ্যায় কাপড় কাঁচতে আসতো এবং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া আঙ্গুল নিয়ে ফিরে যেত। বাঁশ ঝাড়ের ভেতরে ঝর্ণায় জলস্রোতের তোড়ে আসা বিভিন্ন আকৃতির নানা ধরনের পাথর জড়ো হয়ে ছিল। পানির ঠাণ্ডা ধ্বনির সাথে গাছের পাতার ঝির্‌ঝির্‌ আওয়াজ একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়ালো সে এবং নীচের দিকে তাকালো। দ্রুতবেগে আসা জলের স্রোতের কলধ্বনিতে সে ভুলে গেল এটা অগভীর, পাথরগুলো তার খুব পিচ্ছিল মনে হল, সে ভয় পেয়ে এক লাফে তীরে চলে এল এবং পানির দিকে তাকাল। তারপর সে আবার এগিয়ে গেল। বাছুরটি তার পাশে চুপচাপ বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঁশ পাতা খাওয়া বাদ দিয়ে।

তারপর সে প্রায়ই ঐ নিষিদ্ধ জলাশয়ের ধারে যেত। এর আনন্দ ছিল অপরিসীম।

তারপর একদিন বিশ্বাস সেই বাছুরটি হারিয়ে ফেলল। মাছেদের খেলা দেখতে দেখতে সে এটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ছিপ থেকে মাছ খুলে নেয়ার সময় তার খেয়াল হলো বাছুরটি নেই। সে এটাকে তীর এবং সংলগ্ন মাঠে খুঁজলো। সকালে ধারি যে মাঠে বাছুরটিকে ছেঁড়েছিল। সে ওখানে গেল। মাটিতে পুঁতে রাখা লোহার খুঁটির মাথা জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু এর মাথায় দড়িটা বাঁধা নেই, বাছুরও নেই। অনেক সময় ধরে সে মাঠে, ইক্ষুক্ষেতে, আশে পাশের সব জঙ্গল খুঁজে বেড়ালো। সে খুব নীচু-স্বরে 'হাম্বা' বলে ডাকলো বাছুরটিকে যাতে আশে-পাশের মানুষ বুঝতে না পারে।

বাছুরটি হারিয়ে গেছে এই মনে করে সে আশা ছেড়ে দিলো। আবার ভাবলো হয়তো এটা নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারবে এবং কোন না কোনভাবে এটি ধারির বাড়িতে এটার মায়ের কাছে ফিরে আসতে পারবে। আর বাছুরটির সন্ধান না মেলা পর্যন্ত সে লুকিয়ে থাকাটাই শ্রেয় মনে করলো। হয়তো এটার কথা সবাই ভুলেও যেতে পারে এর মধ্যে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল, তাই সে ঠিক করলো বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকাটাই ভালো হবে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। পশ্চিমের আকাশে সোনালী রঙ এর আলোকচ্ছটা। বেশীর ভাগ গ্রামবাসী কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে। বিশ্বাস খুব সাবধানে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে রওনা হলো, মাঝে মাঝে সে ঝাড়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলছিল। সে তার বাড়ির পেছনের পাঁচিল বেয়ে সবার অগোচরে বাড়িতে প্রবেশ করলো। তাদের ছোট্ট কুঁড়ে আর গোয়াল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বিপ্তিকে দেখলো ছাই আর পানি দিয়ে এনামেল, পিতল আর টিনের থালা বাটি পরিষ্কার করছে। সে বেড়ার পেছনে লুকালো। প্রতাপ আর প্রসাদ বাড়ি ফিরলো, তাদের দাঁতের মাঝখানে ঘাসের ডগা, মাথায় আঁকড়ে থাকা টুপি

BanglaBook.org

ঘামে ভিঁজে গেছে, তাদের মুখ রোদে পোড়া আর ঘাসে ভেজাঁ, পায়ে ধূলো-কাদায় মাখামাখি। প্রতাপ ঝটপট কাপড় পাল্টে নিয়ে লাউয়ের ডগা দিয়ে গায়ে পানি ঢালছে। আর প্রসাদ একটা তক্তার উপরে দাঁড়িয়ে পায়ের সাদা হয়ে যাওয়া কাদামাটি পরিষ্কার করছে।

বিপ্তি বলল, "শোন ছেলেরা, অন্ধকার হওয়ার আগেই তোমাদের কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে।"

প্রসাদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বড় ভাব নিয়ে সে কাদামাটি পরিষ্কার করছিল, সে তা ভুলে গিয়ে বাচ্চাদের মতো চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আমাকে এখন কেন বলছো? প্রতিদিনই তুমি আমাকে কেন বল? আমি যেতে পারবো না।"

এই সময় রঘু এলো, তার এক হাতে একটা অসম্পূর্ণ লাঠি আর অন্য হাতে একটা জ্বলন্ত তার যেটা দিয়ে পুড়িয়ে সে লাঠিকে লম্বা করছিল। রঘু বলল, "এই ছেলে শোন, তুমি টাকা রুজি করছো বলেই ভেবোনা তুমি পুরুষ হয়ে গেছো। তোমার মা যা' বলে কর। তোমার পিঠে এই লাঠি ভাঙ্গার আগেই জলদি যাও বলছি।" তার মুখে ক্রুর হাসি।

বিশ্বাস অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো।

প্রসাদ ফোঁস ফোঁস করতে করতে তার টুপিটা হাতে তুলে নিল। তারপর প্রতাপসহ দু'জনে বের হয়ে গেল।

বিপ্তি বাসন-কোসন নিয়ে সামনের বারান্দার ধারে রান্নাঘরে গেল। রাতের খাবার তৈরীতে মেয়ে দেহুতি তাকে সাহায্য করবে।

রঘু আবার তার আগুনের কুণ্ডলীর কাছে ফিরে গেল। বিশ্বাস বেড়ার ওপাশ থেকে বের হয়ে সরু পয়োনালার উপর দিয়ে কাদার উপর প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দ করে বারান্দার পেছনে চলে এলো যেখানে একটিমাত্র টেবিল, ওদের একমাত্র আসবাবটি রাখা ছিল। বারান্দা থেকে সে ওর বাবার ঘরে চলে এলো। সেখানে চৌকির নীচে বিছানার চাদরের ওপাশে মেঝেতে দূর থেকে ভেসে আসছিল, কিছু কিছু ছিল নাটকীয়তাপূর্ণ। সে শুনতে পেল তার ভাইয়েরা শুক্‌নো কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে এবং তা রাখছে, প্রসাদ তখনও রাগে গোঁ গোঁ করছিল, রঘু ধমক দিলো, আর বিপ্তি ওকে ভোলাতে চেষ্টা করল। তারপর, হঠাৎ বিশ্বাস সতর্ক হয়ে গেল। সে ধারির কণ্ঠ শুনতে পেলো।

"এই রঘু, তোমার ছোট ছেলেটা কোথায়।"

"মোহন? এই বিপ্তি, মোহন কোথায়?"

"আমার মনে হয়, ধারির বাছুর নিয়ে আছে কোথাও।"

"না, সে নেই" ধারি বলল।

বিপ্তি তার ছেলে মেয়েদের ডাকলো, "প্রসাদ, প্রতাপ, দেহুতি, তোমরা কেউ মোহনকে দেখেছো?"

'না, মা'—তিনজনই একে একে বলল।

"না, মা বললেই হলো,"—রঘু চেঁচিয়ে বলল, "এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? যাও, তাকে খুঁজে দেখো।"

"হায় ভগবান!" প্রসাদ চিৎকার করে উঠলো।

BanglaBook.org

রঘু বলল, "আর আপনিও, ধারি মশায় বাছুরের দেখাশুনা করার প্রস্তাবটা আপনারই ছিল। আপনারও দায়িত্ব রয়েছে।"

ধারি বলল, "ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিশ্চয়ই আরো কিছু বলার থাকতে পারে। বাছুরতো বাছুরই, আর যে কিনা তোমার মতো ধনী নয়......"।

এবার বিপ্তি বলল, "আমি নিশ্চিত তেমন কিছু ঘটেনি, মোহন তো জানেই ওর পানির কাছে যাওয়া বারণ।"

হঠাৎ ধারির আর্তনাদ শুনে বিশ্বাস হতচকিত হয়ে গেল। ধারি বলছিল, "পানি, পানি। উঃ, অপয়া ছেলেটা। ও শুধু ওর বাবা-মাকেই খাবে না, আমাকেও খেয়ে ফেলছে। পানি! মোহনের মা, আপনি কি বলছেন?"

রঘু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বলল, "পানি?" ধারি বিলাপ করছে, "পুকুর! শুনছেন আপনারা, রঘুর ছেলে আমার বাছুরটিকে পুকুরে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার একটামাত্র বাছুর কি সুন্দর ছিল ওটা।"

প্রতিবেশীদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ধারি চেঁচাতে লাগলো।

শীঘ্রই একটা হইচই আর জটলা দেখা দিলো। এদের মধ্যে অনেকেই সন্ধ্যায় জলাশয়ের কাছে গিয়ে ছিল, তারা বাছুরটিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, দু'একজন একটা বাচ্চা ছেলেকেও দেখেছে।

"আহাম্মক! তুমি একটা আস্ত মিথ্যুক। ছেলেটা পানির কাছে যায় নি।" রঘু কথাগুলি বলে একটু থামলো, তারপর আবার বলল, "পন্ডিত বিশেষভাবে ওকে নিষেধ করে দিয়েছে যাতে প্রাকৃতিক উৎস কোন জলাধারের কাছে না যায়।"

গাড়োয়ান লক্ষ্মণ বলল, "এতো দেখি আচ্ছা লোক! তার ছেলে পানিতে ডুবে গেল কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।"

এবার বিপ্তি বলল, "তুমি কি ক'রে জানবে সে কি ভাবছে?"

আহত কণ্ঠে রঘু বলল, "বাদ দাও তো। মোহন আমার ছেলে। ও ডুবে গেছে কিনা তা নিয়ে আমার উদ্বেগ হবে কি হবে না সেটা আমার ব্যাপার।"

"কিন্তু আমার বাছুরের কি হবে?" ধারি প্রশ্ন করলো।

"তোমার বাছুরের ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। প্রতাপ! প্রসাদ! দেহুতি তোমরা কি তোমাদের ভাইকে দেখেছো?"

"না, বাবা,"

"না, বাবা,"

"না, বাবা,"

লক্ষ্মণ বলল, "আমি ডুব দিয়ে তাকে খুঁজে দেখি।"

"তুমি নিজেকে খুব বেশী জাহির করছো।" রঘু বলল।

"উফ্! তোমরা তোমাদের এই ফালতু ঝগড়া থামিয়ে ছেলেটাকে আগে খুঁজে দেখ।" বিপ্তি চিৎকার করে উঠলো।

"মোহন আমার ছেলে। পানিতে ডুব দিয়ে যদি কাউকে খুঁজতে হয় সেটা আমিই করবো। আর প্রার্থনা করি যেন পুকুরের তলায় তোমার ঐ তুচ্ছ বাছুরটাকে আমি খুঁজে পাই, ধারি।"

BanglaBook.org

ধারি বলল, "তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো। আদালতে এই কথাগুলো আবার উচ্চারণ করতে হবে!"

"পুকুরে, পুকুরে!" গ্রামবাসীরা বলাবলি করতে লাগলো, আর এই খবর পরে আসা অন্য সবাইকেও তারা জানালো যে, রঘু তার ছেলের জন্য পুকুরে ডুব দিতে যাচ্ছে।

বিশ্বাস তার বাবার চৌকির তলায় শুয়ে সব কথা শুনলো। প্রথমে সে খুশি হলেও পরে শঙ্কিত হলো। রঘু তার ঘরে এলো, জোরে জোরে শ্বাস নিলো, শপথ নিলো গ্রামের নামে। বিশ্বাস শুনতে পেলো সে পোষাক খুলে বিপ্তিকে ডাকছে তাকে নারিকেল তেল মালিশ করে দেয়ার জন্য। বিপ্তি এসে তাকে তেল মেখে দলাই-মলাই করলো, তারপর দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তা থেকে কথাবার্তা আর পায়ের আওয়াজ এসে ধীরে ধীরে তা' মিলিয়েও গেল।

বিশ্বাস বিছানার নীচে থেকে বেরিয়ে এলো। সারা বাড়ি অন্ধকার, সে ভয় পেলো। পাশের ঘরে কেউ একজন কাঁদতে শুরু করেছে। সে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিলো। দেহুতি কাঁদছিল। দেয়ালের হুক থেকে সে তার ভাইয়ের শার্ট আর পাজামা দুটো নামিয়ে মুখের উপর ধরে হাহাকার করছিল। সে ফিস্ ফিস্ করে ডাকলো। দেহুতি শুনলো এবং দেখলো, তার ফোঁপানো আর্তনাদে রূপ নিলো।

বিশ্বাস বুঝলো না, তাকে কি করতে হবে। সে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" তবে তার কথাগুলো ছিল অপাংক্তেয়। সে আবার তার বাবার ঘরে ফিরে এলো। সেই মুহূর্তে বয়োবৃদ্ধ সাধু এসে জানতে চাইলো কি হয়েছে? সে ওদের দুটি বাড়ি পরেই বাস করত। দন্তহীন মুখে তার কথাগুলো শিঁসের মতো শোনাচ্ছিল।

দেহুতি তখনও চিৎকার করে যাচ্ছিল।

বিশ্বাস ওর পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে উরু চেপে ধরলো।

সধু দেহুতিকে নিয়ে বের হয়ে গেল। বাইরে কোন অজানা উৎস থেকে ব্যাঙে ডেকে উঠলো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর, তারপর চুক্‌চুক্ আর ছিপ্‌ছিপ্ শব্দ করলো। ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার বাড়িতে বিশ্বাস একা, তার ভয় করতে লাগলো।

পুকুরটা একটা নিম্ন জলাভূমির ভেতরে ছিল। লতাপাতা আগাছায় পূর্ণ পুকুরটা দূর থেকে একটা সরু নালার মতো দেখতে। বস্তুত ওটা ছিল অনেকাংশে গভীর, গ্রামের মানুষজন এটাকে একটা দুর্গম এলাকা মনে করতো। আশে পাশে কোন গাছ বা টিলা ছিল না, তাই সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও আকাশ প্রকাণ্ড আর আলোকিত দেখাচ্ছিল। গ্রামবাসীরা পুকুরের প্রান্তে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়ানো। ব্যাঙ ডাকছিল, আর পুওরমি-অন পাখিরা বিলাপ কান্না শুরু করলো যা তাকে এই নাম দিয়েছে। মশাদের আক্রমণ শুরু হয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে গ্রামবাসীদের একেকজন মশা মারছিল হাত দিয়ে।

লক্ষণ বলল, "সে অনেক অনেক গভীরে তলিয়ে গেছে।"

বিপ্তি ভ্রুকুটি করলো।

লক্ষণ তার শার্ট খুলতে খুলতে রঘু পুকুরের উপরের আগাছা সরালো, মুখ ভরে বাতাস নিয়ে হাত দিয়ে পানির আস্তরে ঢেউ কাটলো, তারপর গভীর শ্বাস নিলো। তার তেল মাখা শরীরে পানি আছড়ে পড়লো, কিন্তু তার গোঁফ আর মাথার চুল ভিঁজে নেতিয়ে

BanglaBook.org

পড়লো। লক্ষণ তাকে হাত দেখালো। রঘু বলল, "আমি বিশ্বাস করি নীচে কিছু আছে. তবে জায়গাটা খুব অন্ধকার।"

অনেক দূরে বিবর্ণ আকাশের নীচে ছোট ছোট গাছগুলো কালো দেখাচ্ছে। সূর্যাস্তের কমলা রঙ এর আলো ধূসর হয়ে গেছে। গাছগুলোকে মনে হচ্ছে নোংরা বৃদ্ধাঙ্গুলির মতো।

বিপ্তি বলল, "আজ থাক, কাল দেখা যাবে।"

রঘু বলল, "কাল? বিষাক্ত এই পানিতে?"

লক্ষণ বলল, "আমি যাবই।"

রঘু হাঁপাতে হাঁপাতে মাথাঝাঁকালো, "আমার ছেলে, দায়িত্বটা আমারই।"

"আর আমার বাছুর," ধারি বললো।

রঘু ওকে আমল দিলো না। সে তার হাত দুটো মাথায় বুলিয়ে জোরে দম নিলো। তারপর হাত দুটো পাশে নিয়ে দম ছাড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সে আবার পানিতে নেমে এলো। রঘু কোন কৌশল প্রদর্শন না করে সাধারণভাবে পানিতে নেমে গেল। পানি ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে এগোলো। অন্ধকার আকাশের নীচে জ্বলজ্বল করছে পানি রাশি। অপেক্ষারত ব্যক্তিরা টের পেলো উত্তরের পাহাড় থেকে একটা হিমেল বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেলো। চারপাশের অনুজ্বল লতাগুল্মের মাঝখানে পুকুরের পানি স্বর্ণমুদ্রার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল।

লক্ষণ বলে উঠলো, "সে কিছু খুঁজে পেয়েছে।" ধারির চিৎকার শুনে ওরা জানতে পারলো ওটা কি ছিল। বিপ্তি জোরে জোরে বিলাপ করতে শুরু করলো; প্রতাপ, প্রসাদ আর উপস্থিত সকল মহিলা তাতে যোগ দিলো যখন সবাই মিলে বাছুরটিকে ডাঙ্গায় তুলল। বাছুরটির একপাশে আঠালো মাটি লেগে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। এটার সরু হাত-পা আঙ্গুরজাতীয় লতা গাছ দ্বারা বেষ্টিত, ওগুলো তখনও টাটকা আর সবুজ। রঘু তীরে বসে রইলো, সে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে নীচে অন্ধকার জলের গভীরে তাকিয়ে রইলো।

লক্ষণ বলল, "এবার আমি নীচে গিয়ে ছেলেটাকে খুঁজে দেখি।"

"হ্যাঁ, শোন, ওকে যেতে দাও," বিপ্তি আকুতি জানালো।

রঘু তার জায়গায় অটল রইলো, গভীরভাবে শ্বাস নিলো, তার ধূতিটা ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। তারপর সে আবার পানিতে নামলো। গ্রামবাসীরা চুপচাপ অপেক্ষায় রইলো। তারা একবার বাছুরটির দিকে আবার পুকুরের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

লক্ষণ বলল, "কিছু একটা হয়েছে।"

এক মহিলা বলে উঠলো, "বোকার মতো কথা বলো না, লক্ষণ। রঘু খুব ভাল ডুঁবুরী।

আমি জানি, কিন্তু ও অনেকক্ষণ যাবত ডুঁবে রয়েছে।"

তখন তারা সবাই স্থির হয়ে রইলো। কেউ একজন হাঁচি দিলো।

এই সময় তারা ঘুরে দেখলো আবছা আলোয় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অন্য পায়ের গোঁড়ালী ঘষছে।

লক্ষণ তখন পুকুরে। প্রতাপ আর প্রসাদ দৌড়ে গিয়ে বিশ্বাসকে ধাক্কা দিলো।

"ঐ ছেলেটা! ও আমার বাছুরটিকে মেরেছে আবার এখন ও তার নিজের বাবাকে খেয়েছে।"

BanglaBook.org

লক্ষণ অচেতন অবস্থায় রঘুকে উপরে তুলল। তারা তাকে ভিঁজা ঘাসের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে ওর নাক-মুখ দিয়ে পানি বের করলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বিপ্তি বলতে লাগলো, "খবর দিতে হবে, আমাদের অবশ্যই খবর দিতে হবে।" উত্তেজিত গ্রামবাসীরা নিজের ইচ্ছেতেই খবর পৌঁছে দিলো সর্বত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পৌছালো প্যাগোট্ এ বিপ্তির বোন *তারার* কাছে। *তারা* এক পায়েই রাজী ছিল। তার দুর্ভাগ্য যে সে ছিলো সন্তানহীনা। এটাও তার ভাগ্য যে তার বিয়ে হয়েছিল এমন একজনের সঙ্গে যে জমিজমা থেকে নিজেকে মুক্ত করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিল। এরই মধ্যে সে একটা মাংসের দোকান এবং শুক্‌নো দ্রব্যাদির দোকানের মালিক বনে গিয়েছে। ত্রিনিদাদে মটর গাড়ি কিনেছে এমন লোকদের মধ্যে সে একজন।

তারা এলো এবং সাথে সাথেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিলো। তার দু'হাতে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত রূপার চুড়ি। মাঝে মাঝেই সে বিপ্তিকে এগুলোর ব্যাপারে এই রূপ ব্যাখ্যা করতো, "চুড়িগুলো খুব সুন্দর নয়, তবে কোন হামলাকারীকে এই হাত দিয়ে আঘাত করলে সে ধরাশায়ী হবে।" তার কানে দুল আর নাকে নাকফুল শোভা পেতো, গলায় ছিলো খাঁটি সোনার হার এবং পায়ে রূপার মল। এতসব গহনা পরেও সে খুব শক্ত সামর্থ্য ছিল, তার স্বামীর খবরদারী করার স্বাভাবটাও সে আয়ত্ত্ব করেছে। বিপ্তিকে কান্নাকাটি করতে দিয়ে সে নিজেই সব ব্যবস্থা করে ফেলল। সে তার নিজস্ব পন্ডিতকে নিয়ে এসেছে যাকে সে সারাক্ষণ কথা শোনাচ্ছিল। সে প্রতাপকে শিখিয়ে দিলো অনুষ্ঠানের সময় কি আচরণ করবে, এমন কি সে একজন আলোকচিত্রীও নিয়ে এসেছে।

সে প্রসাদ, দেহুতি আর বিশ্বাসকে বলে দিলো সম্মানিতদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করবে এবং তাদের কাছ থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে বলল। দেহুতিকে নির্দেশ দিলো বিশ্বাসের পোশাক-আশাক ঠিক আছে কিনা তা' লক্ষ্য রাখতে। পরিবারের শিশু সন্তান হিসেবে শোকার্তদের কাছে বিশ্বাস স্নেহ আর সহানুভূতির পাত্র ছিল, যদিও এর সাথে কিছুটা ভয় মিশে ছিল। সবার মনোযোগ পেয়ে সে ঘর আর উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো সে বাতাসে একটা নতুন, কড়া গন্ধ আবিষ্কার করলো। তার মুখেও একটা অদ্ভুত স্বাদ। সে কখনো মাংস খায়নি, অথচ তার মনে হলো সে কাঁচা, সাদা মাংস খেয়েছে। তার বমি বমি লাগছিল, আর তাই, বারবার সে শুধু থু থু ফেলছিল দেখে *তারা* বলল, "কি হয়েছে তোমার? তুমি কি গর্ভবর্তী।"

বিপ্তিকে গোসল করানো হলো। তার ভেঁজা চুলগুলো আলাদা ভাগ ভাগ করে তাতে লাল মেহেদী লাগানো হলো। তারপর মেহেদী তুলে ফেলে কয়লার গুঁড়া দিয়ে লেপে দেয়া হলো। এখন থেকে সে চিরতরে বিধবা। *তারা* ছোট করে আর্তনাদ করলো, তার সংকেত পেয়ে, অন্যান্য মহিলারা বিলাপ শুরু করে দিলো। বিপ্তির ভেঁজা কালো চুলে তখনও মেহেদীর ছোপ ছোপ দাগ অনেকটা রক্তের মত দেখাচ্ছিল।

শবদাহ করা নিষিদ্ধ হলো, রঘুকে কবর দেয়া হলো। শয়ন ঘরে একটা কফিনে শুয়েছিল সে, পরনে তার সবচেয়ে ভালো ধুতি, জ্যাকেট আর পাগড়ী। তার জপমালাটা ঘাড়ের চারদিকে ঘুরিয়ে জ্যাকেটের ভিতরে রাখা। কফিনের উপরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে

BanglaBook.org

ম্যারিগোল্ড। যা তার পাগড়ির সাথে মানিয়ে গেছে। বড় ছেলে প্রতাপ কফিনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সমাপনী আচার পালন করলো।

তারা বলে উঠলো, "ছবি তোলো, জলদি, ওদের সবাইকে শেষবারের মতো একসাথে করে ছবি তোলো।"

আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আলোকচিত্রী ধূমপান করছিল। সে ঘরে এসে বলল, "এত অন্ধকার!"

সমবেত লোকজন আগ্রহ প্রকাশ করলো, তারা ক্রন্দনরতা মহিলাদের পরামর্শ দিলো।

"এটা বাইরে নিয়ে আমগাছে ঠেস দিয়ে রাখো।"

"বাতি জ্বালাও।"

"খুব বেশী অন্ধকার হলে চলবে না।"

"আপনারা কি জানেন? আপনারা কখনো নিজেদের ছবি তোলেন নি। এখন, আমি যেভাবে বলি....."

আলোকচিত্রী, যার শরীরে চীনা, নিগ্রো আর ইউরোপীয় রক্তের মিশ্রণ রয়েছে, বুঝতে পারছিল না কি বলাবলি হচ্ছে।

শেষে আরো কয়েকজন মিলে কফিনটা বারান্দায় নিয়ে এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলো।

"সাবধান! পড়ে না যায় যেন।"

"হায়! হায়! সবগুলো ম্যারিগোল্ড মাটিতে পড়ে গেছে।"

ফটোগ্রাফার ইংরেজীতে বলল,

বাদ দাও "মাটিতে ছড়ানো ফুল। চমৎকার ফুল।" সে উঠে তার তেপায়া যন্ত্রটা স্থাপন করলো ঠিক খড়ের চালার বাড়তি অংশটার নীচে এবং কালো কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দিলো।

তারা বিপ্তিকে ওর শোকাবস্থা থেকে তুলে এনে চুল এবং কাপড় ঠিক করে চোখের পানি মুছে দিলো।

*তারা*কে ফটোগ্রাফার বলল, "একসাথে পাঁচজন, ওদের কিভাবে সাজাবো তা বের করা কঠিন। আমার যা' মনে হচ্ছে একপাশে দু'জন আর অন্যপাশে তিনজন নেয়া যায়। পাঁচজনকে একসাথেই নিতে হবে।"

তারা চুপ থাকলো।

ফটোগ্রাফার দাঁত দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করলো তবে *তারা*কে নয়। "দেখো, দেখো! কেউ কফিনটা বেঁধে দিচ্ছে না কেন, যাতে এটা না পড়ে।"

তারা সেদিকে মনোযোগ দিলো।

ফটোগ্রাফার বলল, "এখন ঠিক আছে। মা এবং বড় ছেলেরা একদিকে। এরপরে মা, সঙ্গে ছোট ছেলে আর ছোট মেয়ে। পরে বড় ছেলে, ছোট ছেলে।"

লোকজনের কাছ থেকে আরো উপদেশ শোনা যেতে লাগলো।

"কফিনের দিকে খেয়াল রেখো।"

"মায়ের দিকেও।"

"ছোট ছেলেটাকে দেখো।"

BanglaBook.org

ফটোগ্রাফার পুরো বিষয়টি মীমাংসা করার লক্ষ্যে *তারা* কে বলল, "তাদের বলুন আমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে।"

তারা ভাষানুবাদ করে তাদের বলল। ফটোগ্রাফার তার কাপড়ের নীচে চলে গেল। প্রায় সাথে সাথেই সে আবার বের হয়ে এলো। "মা আর বড় ছেলে কফিনের কোনায় হাত দিয়ে রাখলে কেমন হয়?"

তাই করা হলো, ফটোগ্রাফার আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান", *তারা* চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর বাড়ির ভেতর থেকে একটা টাটকা ম্যারিগোল্ডের মালা নিয়ে দৌড়ে এলো। সে এটা রঘুর গলায় ঝুলিয়ে দিলো এবং ফটোগ্রাফারকে ইংরেজীতে বলল, "ঠিক আছে। এবার ছবি তুলুন।"

বিশ্বাস কখনোই এই ছবি নিজের করে পায়নি, ১৯৩৭ সালের আগে সে ওটা দেখেওনি। প্যাগোট এ'র নতুন সুন্দর বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে অন্যান্য ছবির মাঝে সে ওটা দেখে। বিভিন্ন অন্তেষ্টিক্রিয়ার গ্রুপ ছবি, মৃত বন্ধু-বান্ধবীর, আত্মীয় স্বজনের ছবি আর বিলেতের বিভিন্ন স্থানের রঙিন ছবির মাঝে ওটা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে এত ছোট দেখতে পেয়ে বিশ্বাস বিস্মিত হলো। তার হাঁটু, সরু হাত আর পায়ে ফোঁড়া, পঁচা ঘা এর দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ছবির প্রত্যেকের অস্বাভাবিক বড় আর ভাসাভাসা চোখ দেখে মনে হলো ভালো হয়। *তারা*র কাছ থেকে ও সদাচরণ শিখবে, বিশেষ অনুগ্রহ আর যৌতুকও পাবে। তাছাড়া ওকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেবে সে।

"তুমি যদি কারও সাহায্য চাও, সে তোমার নিজের পরিবারের কেউই হওয়া উচিত। এটাই আমি বলছি সারাক্ষণ। আমি চাই না অন্য কেউ তোমার রান্নাঘর আর শয়ন ঘরের ভিতরে নাক গলাক।" *তারা* বিপ্তিকে বলল।

বিপ্তি সায় জানালো, সংসারের কাজে নিজের পরিবারের কেউ থাকাই উত্তম। প্রতাপ এবং প্রসাদ, এমনকি বিশ্বাসও যাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি এ ব্যাপারে সমর্থন জানালো যেন কাজের লোকের বিষয়টি নিয়ে তারা অনেক চিন্তা করেছে।

দেহুতি মেঝেতে তাকালো, ওর লম্বালম্বা চুলগুলোকে একটু নাড়ালো, তারপর বিড় বিড় করে কিছু বলল যার মানে দাঁড়ায় এই আলোচনায় অংশ নেয়ার পক্ষে সে খুবই ছোট। তবে সে খুশী হলো।

তারা বলল, "ওকে নতুন কাপড় পরিয়ে দাও।" সে উৎসব উপলক্ষ্যে পরা দেহুতির জর্জেটের জামা আর সাটিনের পেটিকোটের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো। 'ওকে কিছু গয়নাও পরাও,' বলে সে দেহুতির হাতের কব্জি ধরে কাছে নিয়ে ওর মুখ তুলে ধরলো। তারপর কানের লতি টেনে বলল, "কানের দুল পরাও। ভালো যে ওর কান ফুটো করেছো, বিপ্তি। এই কাঠিগুলো দিয়ে রাখার দরকার নেই।" দেহুতি ওর কানের ফুটোয় নারকেল পাতার দু'টুকরো পাতলা কাঠি পুরে রেখেছিল। *তারা* ওর নাক টিপে দিলো। "নাক ফুলও। তাই না। তোমার নিশ্চয়ই নাক ফুল পছন্দ?"

দেহুতি লজ্জা পেয়ে একটু হাসলো, মুখ তুলল না।

তারা বলল, "ঠিক আছে, এখনকার দিনে ফ্যাশন খুব দ্রুত পাল্টায়। আমি একটু সেকেলে।" এই বলে সে তার স্বর্ণের নাকফুলটা খুলে ফেলল। "সেকেলে ফ্যাশন একটু ব্যয়বহুল বটে।"

BanglaBook.org

বিপ্তি বলল, "ও তোমাকে খুশী করবে। রঘুর কোন টাকা-পয়সা ছিল না। তবে সে তার ছেলে-মেয়েদের ভালো প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ, আচারনিষ্ঠা..."

"চুপ করো। বিপ্তি, কান্নাকাটির দিন শেষ হয়ে গেছে। রঘু তোমার জন্য কত টাকা রেখে গেছে?"

"কিছু না। আমি জানি না।"

"তুমি কি বলছো? তুমি কি আমার কাছে লুকাতে চাইছো? গ্রামের প্রত্যেকে জানে যে রঘুর অনেক টাকা ছিলো। আমি নিশ্চিত রঘু তোমার কাছে যথেষ্ঠ পরিমাণ টাকা রেখে গেছে যা দিয়ে তুমি একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করতে পারো।"

প্রতাপ 'চুক্‌চুক্‌ শব্দ করলো। বলল, "সে খুব কৃপণ ছিলো। তার টাকা সে লুকিয়ে রাখতো।"

তারা বলল, "এই কি তোমার শিষ্টাচার যা' তোমার বাবা তোমাকে শিখিয়েছে।"

সবাই মিলে খুঁজে দেখলো। রঘুর বিছানার নীচ থেকে ওরা বাক্স বের করে বোতাম খুঁজলো। বিপ্তির পরামর্শে ওরা কাঠের ভেতর সংযোগ স্থলগুলো পরীক্ষা করে দেখলো এর মাঝে কোন গুপ্তস্থান আছে কিনা। ঘড়ের চালার উপর হাতড়ে দেখলো, মাটি-মেঝে খুঁড়লো, বাঁশ আর মাটির দেয়াল খুঁড়ে দেখলো, রঘুর হাঁটার লাঠির মুখের অংশটা খুলে দেখলো, তার বিছানার চাদর সরালো, চৌকির পায়া আল্‌গা করে দেখলো। কিন্তু কিছুই পেলো না।

বিপ্তি বলল, "আমার মনে হয় না ওর আসলে কোন টাকা-পয়সা ছিল।"

"তুমি একটা বোকা," বিরক্তির সাথে কথাটা বলে সে বিপ্তিকে দেহুতির জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে বলল, তারপর দেহুতিকে নিয়ে চলে গেল।

তাদের বাড়িতে কোন রান্না হয়নি বলে ওরা সধুর বাড়িতে খেলো। খাবারে লবণ দেয়া হয়নি, চিবুনোর সাথে সাথে বিশ্বাসের মনে হলো সে কাঁচা মাংস খাচ্ছে। তার আবার বমির ভাব হলো। সে দৌড়ে বাইরে গিয়ে মুখ থেকে খাবার ফেলে দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলো, কিন্তু স্বাদের হেরফের হলো না। বিশ্বাস বাড়ি গিয়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। বিপ্তি ওকে বিছানায় শুইয়ে রঘুর গায়ে দেয়া কম্বলটা দিয়ে ওকে ঢেকে দিলো। কম্বলটা লোমশ ছিলো, ওটা গায়ে খোঁচা দিচ্ছিল। ওর কাছে মনে হলো এই কম্বলটাই ওর সারাদিনের পাওয়া কাঁচা মাংসের গন্ধের উৎস বুঝিবা। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ও কাঁদলো।

বিপ্তি কিছুই বলল না। তারপর তেলের বাতির হলুদাভ আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ক্রমান্বয়ে আলো পুড়ে গিয়ে নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছিল, প্রতাপের নাক ডাকা শোনা পর্যন্ত সে পুড়ে যাওয়া আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রতাপ বড়দের মতোই নাক ডাকতো। তারপর সে বিশ্বাস আর প্রসাদের ঘন নিশ্বাস শুনতে পেলো। সে শুধুমাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো। এটা ঘরের ভেতরে দৃশ্য। কিন্তু ঘরের বাইরে মশা, ব্যাঙ, বাঁদুর, ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর পাখির ডাক। এক একবার ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক থেমে গেলে কেমন ছন্দপতন ঘটে আর সে জেগে ওঠে।

একটা নতুন ধরনের শব্দ শুনে তার পাতলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে সে নিশ্চিত হতে পারলো না।

তবে আস্তে আস্তে নিকটবর্তী হওয়ার পর সে বুঝলো এটা শিস্ দেয়ার শব্দ, সে বিরক্ত হলো। এই ধরনের ধ্বনি সে প্রতিদিনই শুনতে পায়, কিন্তু এখন এই রাতের বেলায় সে ধাতস্থ হতে পারছিল না। আবার এলো, এবার থুপ থুপ শব্দ, একটু বিরতি তারপর অনেকক্ষণ ধরে তীব্র শব্দ, এভাবে ক্রমান্বয়ে থুপথুপ শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

এবং আবার ও। এবার একটা ভিন্ন আওয়াজ। বোতল ভাঙ্গার আওয়াজ, এমন শব্দ যেন বোতলগুলি ভরা ছিল। সে বুঝলো শব্দগুলো আসছে বাগান থেকে ফুলগাছের তলায় রঘু যে বোতলগুলো পুঁতে রেখেছিল কেউ তা' আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গছে।

সে প্রসাদ আর প্রতাপকে জাগিয়ে দিলো। বিশ্বাস জেগে দেখলো ঘরের ভেতর চাপা কথাবার্তা আর মানুষের ছায়ার নৃত্য। সে চোখ বন্ধ করে দিলো সেদিনের মতো, যার পর থেকে সবকিছু নাটকীয়তাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

প্রসাদ আর বিপ্তির হাতে প্রতাপ লাঠি দিলো। সে আস্তে আস্তে জানালার হুড়কো খুলল, তারপর হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দিলো।

বাগানের ভেতর হারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছিল, একটি লোক মাটিতে বোতলগুলোর সীমানার ধারে কুড়াল চালাচ্ছিল।

"ধারি!" বিপ্তি বলে উঠলো।

ধারি তাকালো না, জবাবও দিলো না। সে কুড়াল চালাতেই থাকলো, মাটি বিদীর্ণ করে চলল।

"ধারি!"। আবার ডাকলো বিপ্তি।

ধারি তখন একটা বিয়ের গান গেয়ে চলছিল।

প্রতাপ বলল,"আমাকে খঞ্জরটা দাও।"

বিপ্তি বাঁধা দিলো, "না, না,' হায় ঈশ্বর।"

"আমি যাবো, গিয়ে ওকে আগের মতো পিটিয়ে মারবো," প্রতাপ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "প্রসাদ? মা?"

"জানালাটা বন্ধ করে দাও।" বিপ্তি বলল, গান থামিয়ে ধারি বলল," হ্যাঁ, জানালা বন্ধ করে ঘুমাতে যাও। আমি এখানে আছি তোমাদের দেখাশুনার জন্য।"

ক্ষিপ্তভাবে বিপ্তি ছোট জানালাটা বন্ধ করলো, হুড়কোটা আটকে দিয়ে ওর হাতটা হুড়কোর উপরে রাখলো।

মাটি খোঁড়া আর বোতল ভাঙ্গা চলতেই থাকলো। ধারি গেয়ে চলছে, 'প্রতিদিনের কাজে তুমি থাকিও অটল ডরিও না কাউকে আস্থা রাখো খোদার উপর' বিপ্তি বলল, "ধারি এতে একা নেই, ওকে ক্ষেপিও না" তারপর, হয়তোবা ধারির আচরণ ওদের মর্যাদাহানি ঘটায়নি বরং ওদের সুরক্ষা করেছে, সে বলল, "তোমাদের বাবার টাকা-পয়সার পর শুধুমাত্র ধারিই আছে, তাকে দেখতে দাও।"

প্রতাপ এবং প্রসাদ আঁধার থাকতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলো, যে রকমটি তারা সবসময়ই করে থাকে। কি ঘটে গেছে তা নিয়ে তারা কোন কথা বলেনি আর বিপ্তি তাদেরকে পুকুরে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করলো। সূর্য উঠার সাথে সাথেই বিপ্তি বাগানে চলে গেল। ফুলগাছের চারা বোনার জন্য মাটি খোরা হয়েছে, কর্ষিত মাটির উপর কুয়াশা

BanglaBook.org

পরেছে যাতে আগাছার শিকড়, লতাপাতা, মিশে আছে। শাকসব্জির গাছগুলো কাটা হয়নি। কিন্তু টমাটো গাছগুলো কাঁটা হয়েছে। লাউয়ের টুকরোগুলোও ছড়িয়ে আছে। "ওহ্! রঘুর বউ!" রাস্তা থেকে এক লোক হাক দিলো, বিপ্তি দেখলো ধারি নর্দমা ডিঙ্গিয়ে রাস্তাটা পার হচ্ছে।

অন্যমনস্কভাবে সে একটা শিশির ভেজা বাশঁ পাতা তুলে নিলো, হাতের তালুতে ডলে মুখে পুড়ে দিয়ে তার কাছে এলো, চিবোতে চিবোতে।

বিপ্তির রাগ চড়ে গেল। "চলে যাও! এক্ষুনি! তুমি কি নিজেকে মানুষ ভাবো? তুমি একটা বেহায়া অকর্মা। বেহায়া, কাপুরুষ।"

ধারি তাকে অতিক্রম করে চলে গেলো, কুঁড়েঘরটা টপকিয়ে বাগানের দিকে। সে কাজের পোষাকে ছিল, কোমরে চামড়ার মোটা কালো বেল্ট, এনামেলের কড়াই এক হাতে, কাঁধে পানির কলস।

"আহ্, রঘুর বউ, তারা কি করে গেছে?"

"আশা করি তুমি এমন কিছু খুঁজে পাবে-যা তোমাকে মজা দেবে ধারি।"

সে কাঁধ ঝাঁকালো, দেখলো ফুলগাছের চাড়াগুলো লণ্ডভণ্ড অবস্থায়। "তারা তাকিয়েই থাকবে মহারাজিন।'

"সবাই জানে তোমার বাছুরটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেটা একটা দুর্ঘটনা। তো ব্যাপারটা—"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার বাছুর। দুর্ঘটনা।"

"এজন্যে তোমাকে আমি মনে রাখবো, ধারি। আর রঘুর ছেলেও তোমাকে ভুলে যাবে না।"

"সে ছিল খুব ভালো ডুবুরী।"

'জংলি! বেড়িয়ে যাও!"

"স্বেচ্ছায় যাচ্ছি।" সে চারাগাছ থেকে আরেকটা বাঁশ পাতা তুলে নিয়ে বললো, "আমি শুধু তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, এইসব দুষ্ট লোকেরা আবার আসবে। কেন তুমি তাদেরকে সাহায্য করছো না, মহারাজিন?" সেখানে কেউ ছিল না যাকে বিপ্তি সাহায্য করার জন্য বলবে। সে পুলিশকে অবিশ্বাস করে। আর রঘুর কোন বন্ধু ছিল না। তাছাড়া সে জানে না কে ধারির সাথে আছে।

সে জেগে উঠলো কুঁড়ে ঘরের ভেতর গুঞ্জরন আর নড়াচড়ার শব্দে। মনে হলো, কেউ যেনো ধীর লয়ে কোন বিয়ের গান গাইছে। খঞ্জর হাতে, প্রতাপ জানালা ও দরজার মাঝখানে ছুটে গেলো খুব দ্রুত, তার ফলে তেলের প্রদীপটির শিখা সশব্দে নড়েচড়ে নিভে গেল। ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেলো। কিছুক্ষণ পর প্রদীপের শিখাটা আবার জ্বলে উঠলো সবাইকে উদ্ধার করতে।

গানের আওয়াজটা আরো নিকটাবর্তী হতেই তারা স্পষ্ট শুনতে পেলো, গানের সাথে গুঞ্জন আর হাসির শব্দ।

বিপ্তি জানালার কপাট খুললো, আর দেখলো বাগানটা লণ্ঠন বাতিতে আলোকিত হয়ে গেছে।

"তারা তিনজন," বিপ্তি ফিস্ ফিস্ করে বললো। "লাখান, ধারি, ঔমধ।"

BanglaBook.org

প্রতাপ বিপ্তিকে সরিয়ে দিয়ে জানালাটা আরো খুলে চিৎকার করে বললো, "চলে যাও! চলে যাও! আমি তোমাদের সবাইকে খুন করবো।"

"হিস্," বিপ্তি শব্দ করলো, প্রতাপকে ধাক্কা দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে জানালা বন্ধ করবার চেষ্টা করলো।

"রঘুর ছেলে," বাগান থেকে একলোক বললো।

"আমাকে হিস্ করোনা," প্রতাপ চিৎকার করে বললো, বিপ্তির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

তার কণ্ঠ ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনালো। "আমি ওদের সবাইকে খুন করবো।"

"এই যে, বক্‌বক্ ওয়ালা," আরেকজন লোক বললো।

"আমি আবার ফিরে আসবো আর তোমাদের সবাইকে খুন করবো," প্রতাপ উচ্চ স্বরে বললো। "কসম খেয়ে বলছি।"

বিপ্তি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে শান্ত করতে লাগলো বাচ্চা শিশুদের মতো করে, আর ঠিক একই শান্ত কণ্ঠে বললো, "প্রসাদ, জানালাটা বন্ধ করে দাও। ঘুমোতে চলে যাও।"

"হ্যাঁ, বাজান।" তারা ধারির কণ্ঠ চিনতে পারলো। "ঘুমাতে যাও। আমরা প্রতিরাতেই এখানে আসবো তোমাকে দেখাশোনা করতে।" প্রসাদ জানালা বন্ধ করে দিলো, কিন্তু গুঞ্জনটা থেকেই গেলো: গান, কথাবার্তা আর ধীরগতির কোদাল ও কাটা কাটির শব্দ। বিপ্তি বসে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রতাপও বসে রইলো, পাশে খঞ্জরটা নিয়ে— সে নিশ্চল। তার চোখে পানি নেই, কিন্তু চোখ লাল আর পাপড়ি ভেজা। শেষে বিপ্তি কুঁড়ে ঘরটা আর জমিটা ধারি'র কাছে বিক্রী করে দিলো। মিঃ বিশ্বাস আর সে প্যাগোটে চলে গেল। সেখানে তারা *তারার* কৃপায় থাকতে লাগলো, যদিও *তারার* সাথে ওরা থাকতো না। থাকতো *তারার* স্বামীর কিছু পরনির্ভরশীল আত্মীয়ের সাথে বড় রাস্তার অনেক পেছনের একটা এক চিলতে জমিতে। প্রতাপ আর প্রসাদকে পাঠিয়ে দেয়া হলো দূরের এক আত্মীয়ের কাছে, সুগার-এস্টেটে'র প্রধান অঞ্চলে; তারা ইতিমধ্যে এ স্টেট'এর শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছে এবং তাদের বয়সও এতো হয়েছে যে, নতুন কাজ শিখতে পরবে না।

আর তাই মিঃ বিশ্বাস এসেছিল তার একমাত্র বাড়ীটিতে; যাতে তার কিছুমাত্র অধিকার ছিল, ত্যাগ করতে। পরবর্তী পয়ত্রিশটি বছরে সে ছিল একজন ভবঘুরে যার নিজের বলে জায়গা ছিল না, ছিল না পরিবার, শুধুমাত্র তুলসি পরিবারটির সাথে তার গাটবন্ধন ছাড়া। তাঁর মায়ের বাবা-মা মারা যাবার সাথে সাথেই, তাঁর বাবা মরে যায়, তার ভাইয়েরা ফেলিসেটির এস্টটে থাকতো, দেহুতি *তারার* ঘরে ভৃত্যের কাজ করতো আর সে নিজে ক্রমাগত বেড়ে উঠেছিলো বিপ্তির কাছ থেকে দূরে দূরে থেকে। বিপ্তি, যে ভেঙ্গে গিয়েছিলো, অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিলো আর ছিল অক্ষম, তার কাছে মনে হতো যে সে সম্পূর্ণ একা।

Before The Tulsis

তুলসিদের আগে

মিঃ বিশ্বাস পরিশেষে কখনই বলতে পারেনি ঠিক কোথায় তার বাবার কুঁড়েঘরটা ছিল অথবা কোথায় ধারি এবং অন্যেরা মাটি খুড়েছিল। সে কখনই জানতে পারেনি রঘুর টাকা কেউ খুঁজে পেয়েছিল কিনা। সেটা খুব একটা বেশী ছিল না, যেহেতু রঘু খুব কমই আয়রোজগার করতো। কিন্তু জমিটা ইঙ্গিত দিয়েছিল সম্পদের। সেটা ছিল ত্রিনিদাদের দক্ষিণে, বিপ্তি সেটা সস্তায় বেঁচে দিয়েছিল ধারির কাছে, যে, পরবর্তীতে তেল পেয়ে ধনী হয়ে গিয়েছিল। আর মিঃ বিশ্বাস যখন *"সানডে সেনটিনেল"* এর ফিচার আর্টিকেল সেক্শনে কাজ করতো- "রালেফ'র স্বপ্ন সত্যি হলো" শিরোনামটা দিয়েছিল, কিন্তু স্বর্ণ কালো। শুধুমাত্র মাটিই হলুদ। শুধুমাত্র অরণ্যই সবুজ - যখন মিঃ বিশ্বাস তার শৈশবের এলাকাটার দিকে ফিরে তাকাতো যেখানে তার অনেক বছর কেটেছে, সে তেলের ডেরিক আর পাম্প ছাড়া কিছুই দেখতোনা। দেখতো, আর দেখতো, সীমাহীন লালে ঘেরা, কোন ধোঁয়া দেখা যেতোনা। তার দাদাদের ঘরটাও উধাও হয়ে গিয়েছিল। আর যখন কাঁদা মাটি ও ঘাসে তৈরী কুড়েঘরগুলো উপড়ে ফেলা হলো , তখন সেখানে তাদের কোন চিহ্নও দেখা গেলনা। তার নাভিটা এক কালো রাতে মাটিতে পুঁতে রাখা হলো, আর তার ষষ্ঠ আঙ্গুলটা, কবরস্থ হলো, সাথে সাথেই ধূলায় পরিণত হলো সেসব। পুকুরটা ভরা হয়ে গেল আর পুরো জলাশয় অঞ্চলটি একটা সাদা কাঠের বাংলো, লালছাদ লোহার থাম্বে এবং জালে ঘেরা বাগানের গার্ডেন সিটিতে পরিণত হলো।

ঝড়নায় সে দেখতো কালো মাছেরা পানির স্রোত রোধ করতো, লাফিয়ে লাফিয়ে অন্যত্র চলে যেতো আর সেটা শো শো করতো!

পৃথিবী মিঃ বিশ্বাসের জন্ম এবং শৈশবের কোন সাক্ষী রাখলোনা। প্যাগোটে সে যেমন পেয়েছিল।

" বয়স কত তোমার, বাছা?" লাল, ক্যানাডিয়ান মিশন স্কুলের শিক্ষক, জিজ্ঞেস করেছিল, তার ছোট্ট লোমশ হাতে রোল খাতার উপর রাখা রুলারটা নাড়তে নাড়তে।

মিঃ বিশ্বস কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল আর এক পা আরেক পায়ের উপর ঘষছিল।

" তোমরা কিভাবে করতে চাও হুম্?" লাল নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীস্টান হয়েছিল আর যারা ধর্মান্তরিত হয়নি তাদেরকে ঘৃণা করতো। ঘৃণার অংশ হিসেবে সে তাদের সাথে ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতো।

" আগামীকাল আমি চাই তোমরা তোমাদের বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে। তোমরা বুঝেছো?

BanglaBook.org

" বাথ সার্টিফিকেট?" বিপ্তি পুণরায় উচ্চারন করেছিল ইংরেজি শব্দটা।

" আমার এ রকম কিছু নেই।"

" এরকম কিছু নেই, এ্যাহ্?" পরের দিন লাল বলেছিল।

তোমরা, এসব মিনষেরা এমনকি জন্মাতেও জানোনা, এটাতো সে রকমই মনে হচ্ছে।"

কিন্তু তারা একটু সময় পেয়েছিল , লাল তার রোল খাতার নাম উঠিয়েছিল, আর বিপ্তি *তারার* কাছে এ ব্যপারে শলা পরামর্শ করতে গিয়েছিল।

তারা বিপ্তিকে একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছে নিয়ে গেল। যার অফিস ছিল একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে। সেই ঘরের দেয়ালের রঙ ধূলায় পরিণত হয়েছিল, নিশ্চিতভাবেই লোকটা নিজে একটা চিহ্ন লিখে রেখেছিল যে এফ, জেড, গনি, একজন সলিসিটর, মধ্যস্থতাকারী এবং একজন শপথ নেয়ার কমিশনার। সে দেখতে সেরকমের কিছু ছিল না, বসেছিল একটা ভাঙ্গা কিচেন চেয়ারে তার ঘরের দরজার কাছে, দু'পা তুলে, সামনের দিকে ঝুঁকে, দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোচাঁতে খোচাঁতে , তার টাইটা খাড়া হয়ে ঝুলছিল। বড় বড় ধূলোয় মলিন বই-পুস্তক ময়লা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, আর তার পেছনে কিচেন টেবিলের উপর একটুকরা সবুজ ব্লটিং পেপার পড়েছিল, সেটাও ছিল ধূলায় মাখা, তার উপর সুন্দর নকশাওয়ালা ধাতুর অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র যা দেখতে ছিল একটা ছোটখাটো মেরি-গো-রাউন্ড এর ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো, মিঃ বিশ্বাস এরকমটি দেখেছে সেন্ট জোসেফের খেলার মাঠে, প্যাগোটে যাবার পথে ছিল সেটা।

এই মেরি-গোরাউন্ডটার উপর দুটো রাবার স্টাম্প ঝুলে ছিল, তার ঠিক নীচে বর্ণালী একটা টিন। এফ, জেড গনি তার অফিসের বাকি সরঞ্জামাদি শার্টের পকেটেই বহণ করতো; সেটা ছিল কলমে, পেন্সিলে, কাগজের টুকরায় আর এনভেলপে বোঝাই। তার এসব সরঞ্জামাদি বহণ করার সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সে প্যাগোটে তার অফিস কটি শুধুমাত্র হাটের দিন, বুধবার খোলা রাখতো; তার আরো অনেক অফিস ছিল, সেগুলোও খোলা থাকতো হাটের দিন, তুনাপুনাতে, আরিমায়, সেন্ট জোসেফ আর তাকারিগুনাতে। " আমাকে শুধু তিনটি অথবা চারটি এ রকম কেস দাও প্রতিদিন," সে এরকমটি বলতো, "আমার তাতেই বেশ চলে যাবে।"

তিনজন ভারতীয়কে নর্দমা ডিঙ্গিয়ে আসতে দেখে এফ জেড গনি উঠে দাড়ালো, দেয়াশলাইয়ের কাঠি বার করলো আর তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো-হাস্য কৌতুকের সাথে।

" মহারাজিন, মহারাজিন, আর ছেট্ট বাবু।"

সে তার বেশীরভাগ অর্থ উপার্জন করে হিন্দুদের কাছে থেকে কিন্তু মুসলমান হিসেবে সে তাদেরকে অবিশ্বাস করে।

তারা দুটি ধাপ পেরিয়ে তার অফিসে উঠে এলো। কক্ষটি ভরে গেল। গনি এরকমটি দেখতেই পছন্দ করে; এটা কাস্টমারদের আকর্ষণ করে। টেবিলের পেছন থেকে সে চেয়ারটা নিলো, তার উপর বসলো, আর তার ক্লায়েন্টদের দাড় করিয়ে রাখলো।

তারা মিঃ বিশ্বাস সর্ম্পকে বয়ান করতে শুরু করলো। সে দীর্ঘ , ব্যাখ্যাপূর্ণ বিবরণ দিতে শুরু করলো, গনির মগ্ন, ভাড়ি চেহারার পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে।

BanglaBook.org

তারা'র একটু বিরতির ফাঁকে বিপ্তি বললো, " বাথ সার্টিফিকেট।"

" ওহ্ !" গনি বললো, তার ব্যবহারে পরিবর্তন আসলো, "সার্টিফিকেট অব বার্থ।" এটা একটা পরিচিত সমস্যা।" তাকে আইনী ভাঙ্গীতে কথা বলতে দেখা গেলো, "এফিডেভিট। কখন জন্ম হয়েছে?"

বিপ্তি *তারা*কে হিন্দিতে জানালো,"আমি ঠিক বলতে পারবোনা। কিন্তু পন্ডিত সিতারাম জানতে পারে। সে মোহনের কষ্ঠি তৈরী করেছিল, জন্মের পরের দিন।"

" আমি জানিনা বিপ্তি তুমি ঐ লোকটার মধ্যে কি দেখেছো। সে কিস্সু জানে না।"

গনি তাদের কথাপোকথন অনুসরণ করতে পারতো। সে ভারতীয় মহিলাদের জনসম্মুখে গুপ্ত ভাষা হিসেবে হিন্দীর ব্যবহার অপছন্দ করে। সে অধৈর্যের স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, "ডেট অব বাথ?"

"আটই জুন, বিপ্তি *তারা*কে বললো, এটাই হবে।"

"ঠিক আছে," গনি বললো। " আটই জুন, কে তোমাদের বলতে বারণ করেছে?" মুচ্‌কি হাসি দিলো , সে তার একহাত টেবিলের ড্রয়ারে রেখে টান দিলো, সেটা বের হলো।

একটা ফুল স্কেপের কাগজ নিলো । দুই ভাগে ভাঁজ করলো, বাকী টুকরাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলো।

অর্ধেক টুকরার কাগজটা ধূলার-ব্লন্টিং পেপারের উপর রেখে তার নিজের নামটা স্টাম্প করে লেখার জন্য প্রস্তুত হলো ।

" ছেলেটার নাম?"

" মোহন," *তারা* বললো।

মিঃ বিশ্বাস লাজুক হয়ে উঠেছিলো। সে তার জিভ উপরের ঠোঁট অতিক্রম করে নাকের নীচের দিকে ছুঁতে চেষ্টা করলো।

" পদবী?" গনি জিজ্ঞেস করলো।

" বিশ্বাস", *তারা* বললো।

"চমৎকার হিন্দু নাম।" সে আরো কিছু প্রশ্ন করলো আর লিখে নিলো। যখন সে লেখা শেষ করলো বিপ্তি এবং তাদের নাম স্বাক্ষর করলো, অতিশয় আনন্দে আর স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে কলমের নাচানাচি শুরু হলো কাগজটার উপর। এফ, জেড গণি আবার ড্রয়ারটা নিয়ে টানা হেচড়া করা শুরু করলো। ওটা সহজে খুলতে চায়না, আবার না ধরলেও খুলে যায়! বাকী অর্ধেকটা কাগজ বের করে সেটাতে তার নাম ও কিছু লেখা-ঝোঁকা করলো, এরপর তারা সবাই ওটাতে স্বাক্ষর করলো।

মিঃ বিশ্বাস একটা ধুলোয় মলিন দেয়ালের সামনে ঝুঁকে পড়ছিল, তার পা ছিল অনেক পেছনে। খুব সর্তকতার সাথে, চেষ্টা করে যাচ্ছিল মাটিতে শুয়ে পড়তে।

এফ, জেড গণি তার নামের স্টাম্পটি ঝুলিয়ে রেখে ডেট স্টাম্পটি ড্রয়ারে তুলে রাখলো।

"খুবই ব্যয়বহুল কাজ, এফিডেভিট। স্টাম্প এবং অন্যান্য জিনিস, বুঝেছো। দশ ডলারের।"

বিপ্তি তার ঘোমটার শেষ প্রান্তের গিট খুললো আর পয়সা দিলো গণিকে।

BanglaBook.org

"আর কোন বাচ্চা আছে বাথ-সার্টিফিকেট ছাড়া?"

"তিনজন," বিপ্তি বললো।

"নিয়ে আসো," গণি বললো। "তাদের সবাইকে নিয়ে আসো। কোন এক হাট-বারে। আগামী সপ্তাহে? এভাবে এটা করাই খুব সহজ ব্যাপার, বুঝেছো।"

এমন করেই অফিসিয়ালভাবে মিঃ বিশ্বাসের অস্তিত্বটা গোচরীভূত হলো, আর সে প্রবেশ করলো নতুন এক পৃথিবীতে।

শূন্যে শূন্যে শূন্য
দুই শূন্যেও শূন্য।

শিশুদের এই কলতান লালকে খুশী করলো। সে বিশ্বাস করে সার্বিকতায়, শৃঙ্খলায় আর যে কথাটা বলতে সে পছন্দ করে, সদগুন, বিশেষ করে ধর্মান্তরিত না হওয়া হিন্দুদের মধ্যে যার অনুপস্থিতি।

দুই একে দুই,
দুই দুকনে চার।

"থামো!" লাল চেঁচিয়ে বলে, তেতুল গাছের বেতটা নাড়িয়ে।

"বিশ্বাস, দুই শূন্যে কত হয়?"

"দুই।"

"এখানে আসো। তুমি, রামগুলি, দুই শূন্যে কত হয়?"

"শূন্য।"

এখানে আসো। যে ছেলেটার শার্ট দেখতে তার মায়ের অর্ন্তবাসের মতো, কত হয়?"

"চার।"

এখানে আসো।" সে তার বেতটার দু'দিক ধরে বাঁকিয়ে দ্রুত সামনে নিয়ে এলো। তার জামার হাতাটি পড়ে গেল, নোংরা হাতাওয়ালা আর তার চিকন কব্জি কালো চুলে ঢাকা। জামাটির আসল রঙ বাদামী কিন্তু লালে'র শরীরের ঘাম শুঁকাতে শুঁকাতে সেটা জাফরানি রঙের হয়ে গেছে। সব সময়ই এই জামাটা পরেই সে স্কুলে আসতো, মিঃ বিশ্বাস তাকে কখনও অন্য জামাতে দেখেনি।

"রামগুলি, তুমি তোমার ডেস্‌কে গিয়ে বসো। ঠিক আছে, তোমাদের দুজনেরটা ঠিক আছে। এবার তোমরা সবাই ঠিক করে বলো দুই শূন্যে কত হয়?"

"শূন্য," তারা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে বললো।

"হ্যা, দুই শূন্যে শূন্যই হয়। তোমরা আমাকে বলেছিলে দুই।" সে মিঃ বিশ্বাসকে খপ্ করে ধরলো, তার পাজামার গিট্‌টা মুঠিতে ধরে, তেতুল গাছের বেতটা প্রয়োগ করতে শুরু করলো, মারের সাথে সাথে বলল,"দুই শূন্যে শূন্য হয়, শূন্যে শূন্যেও শূন্য হয়, দুই একে দুই।"

মিঃ বিশ্বাস ছাড়া পেলো, ব্যাগটা নিয়ে তার ডেস্কে ফিরে গেল।

"এবার তুমি। আগে বলো, এই অর্ন্তবাসটা তুমি কোত্থেকে পেয়েছো?"

এটার জ্বলজ্বলে লাল রঙ আর হাটুর উপর কাটা ডিজাইনটা নিশ্চিত ভাবেই বলে দেয় এটা একটা অর্ন্তবাস, এর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। ছেলেদের সবাই যারা

BanglaBoi.org

জাঙ্গিয়া পড়ে,তারা এটা সহজেই চিনতে পেরেছে যে জিনিসটা তাদের জন্য তৈরী করা হয়নি।

"কোত্থেকে এটা পেয়েছো?"

"আমার ভাবীর কাছ থেকে।"

"তাকে এজন্য ধন্যবাদ দিয়েছো?"

কোন প্রতুত্তর এলোনা।

"যাক্গে, তোমার ভাবীর সাথে দেখা হলে তাকে আমার এই কথাটি বলো। আমি তোমাকে"- এখানে লাল ছেলেটাকে পাকড়াও করে তেতুল গাছের বেতটা ব্যবহার করা শুরু করলো-"আমি চাই তুমি তাকে বলবে যে, দুই শূন্যে চার হয়না। আমি চাই তুমি তাকে বলবে, শূন্যে শূন্যে শূন্যই হয়। দুই শূন্যেও শূন্য হয়, দুই একে দুই আর দুই দুক্নে চার হয়।"

মিঃ বিশ্বাস শিখেছিল অন্য জিনিস। সে বলতে শিখেছিল হিন্দিতে প্রভুর প্রার্থনা, "কিং জর্জ ফিফ্থ হিন্দি রিডার" থেকে, আর সে মুখস্ত করেছিল "হিন্দি রিডার" থেকে অনেক গুলো ইংরেজী কবিতা। লালে'র ডিকটেশন থেকে সে নোট করে নিতো, যা সে কখনই গভীর ভাবে বিশ্বাস করতো না, গেইসারদের সম্পর্কে, স্রোত আর অসংখ্য মরুভূমি সম্পর্কে। সে আরো জানতে পেরেছিল মরুদ্যান সম্পর্কে , ইংরেজিতে যাকে বলে "ওয়েসিস," লাল তাকে উচ্চারণ করাতো "ওসিস" আর এসব মরুদ্যান তার কাছে কিছুই বোঝাতো না- চার-পাঁচটা খেঁজুর গাছে ঘেরা একটা বিশুদ্ধপানির জলাশয় ছাড়া যার চারিদিকটা সীমাহীন বিস্তৃর্ণ সাদা বালি আর রোদে ঘেরা। সে আরো জানতে পেরেছিল "ইগলু" সম্পর্কে। অঙ্কে সে শিখেছিল খুব সহজ কিছু। যেমন শিখেছিল ডলার এবং সেন্টকে পাউন্ড, শিলিং আর পেন্স এ রুপান্তরিত করলে কত হয়। লাল যে ইতিহাস শিখিয়েছিল সেটাকে সে মনে করতো স্কুলের আর দশটা বিষয়ের মতো, একটা শৃঙ্খলা, অবাস্তব, অনেকটা ভূ-গোলের মতো; আর সেটা ছিল সেই লাল প্যান্টি পড়া ছেলেটার কাছ থেকে সর্ব প্রথম জানা, অবিশ্বাসের সাথে, মহা যুদ্ধ সম্পর্কে।

সেই ছেলেটার কাছ থেকে যার নাম ছিল আলেক্, মিঃ বিশ্বাস তার বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আলেকের জামা-কাপড়ের রঙ ধারাবাহিকভাবেই ছিল অবাক করার মতো একদিন সে পুরো স্কুলে হৈচৈ ফেলে দিলো নীল রঙের প্রস্রাব করে, পরিষ্কার, হালকা নীল রঙের। কৌতুহলী প্রশ্নে আলেক্ জবাব দিলো, "আমি জানি না, বাপু। আমার মনে হয় এর কারণ আমি একজন পর্তুগীজ অথবা অন্য কিছু বলে।" অনেক দিন সে এই কাজের গুরুগম্ভীর মহড়া দিয়েছে যা বেশীরভাগ ছেলেদেরকে এক বিশ্রী প্রতিযোগীতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাসের কাছেই আলেক্ তার গোপনীয়তা প্রথম প্রকাশ করেছিল, এক সকালে আলেক্ তার ঐ কর্মটির মহড়া দেবার পর, মিঃ বিশ্বাস নাটকীয়ভাবেই সেটা দেখতে পেলো। একটা গোলমাল আর হট্টগোলের কারণে আলেক্কে বাধ্য হয়েই ডড্-কিডনী পিল্গুলো বোতল থেকে বের করতে হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই বোতলটি প্রায় খালি হয়ে গেল, শুধুমাত্র ছয়-সাতটি বড়ি যা আলেক্ বলেছিল তার কাছে রাখতে হবে, সেগুলো ছাড়া প্রায় পুরো বোতলটাই খালি হয়ে গেল। বড়ি গুলো লাল প্যান্টির মতোই

তার ভাবীর ছিল। "জানিনা সে যখন ওগুলো খুঁজে পাবেনা তখন সে কি করবে," আলেক বলেছিলো, আর যেসব ছেলেরা তখনও চাইছিল আলেক তাদেরকে বলেছিলো, "নিজে কিনে নিও, ঔষধের দোকানে এসব ভর্তি।" আর অনেকেই সত্যি সত্যি কিনেছিল এবং এক সপ্তাহ ধরে পুরো স্কুলের প্রস্রাব নীল হয়ে গেল। আর ঔষধের দোকানে হঠাৎ করেই ডড কিডনীপিল এর বিক্রি বেড়ে গেল সেই বছর, এতে করে একটা মজাদার গল্পও চালু হয়ে গেল, একের পর এক মজার গল্প যে, বড়িটা ত্রিনিদাদীয় লোকদের উপর প্রভাব ফেলে।

আলেকের সাথে মিঃ বিশ্বাস বড় রাস্তার পেছনকার রেল লাইনের উপর ছয় ইঞ্চির ছুড়ি রেখে সেটাকে চ্যাপ্টা করে চাকু আর বেয়নেট বানাতো। এক সাথে তারা প্যাগোটের নদীতে যেতো আর প্রথম সিগারেটের স্বাদ নিয়েছিল। তারা তাদের শার্টের বোতাম ছিড়ে-সেগুলো বিক্রী করে মার্বেল কিনতো আর এসবে আলেকই বেশী লাভবান হতো, লালকে অমান্য করার কাজটাও চলতো যথারীতি, যে কিনা স্কুলের মাঠে এসব খেলা নিষিদ্ধ করেছিল। তারা খেলার রুমে একই ডেস্কে বসতো, কথা বলতো, ঝগড়া করতো, মারামারি করতো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত; কিন্তু সবাই ফিরে আসতো একসাথে। আর এটা ঘটতো সেই কাজটির মধ্য দিয়ে, মিঃ বিশ্বাস সেটা আবিষ্কার করেছিল যে, সে খুব ভালো লেটারিং করতে পারে। যখন আলেক কাঁচা হাতে কিম্ভুত কিমাকার অশ্লীল সব ড্রইং এঁকে ক্লান্ত হতো সে তখন লেটারিং এঁকে দিতো। মিঃ বিশ্বাস এগুলো অঙ্কন করতো আনন্দের সাথে আর সফলও হতো। একদিন অঙ্ক পরীক্ষার সময় সে দেখলো একটা জলপাত্রের সমস্যার উত্তর হিসেবে কতগুলো এ্যাস্ট্রনমিকাল সংখ্যার সময় দেয়া আছে, সে লিখেছিল "ক্যান্সেল্‌ড" খুবই পরিষ্কার ভাবে, পৃষ্ঠা জুড়ে আর সেটাকে ব্লক করে শ্যাডোও করেছিল।

যখন পরীক্ষা শেষ হলো সে দেখলো সে কিছুই করেনি। লাল মিঃ বিশ্বাসের মেধার স্বীকৃতি দিয়েছিল, রেগে গিয়ে বলল, "আহ্! সাইন-পেন্টার। কাছে আসো।" সে মিঃ বিশ্বাসকে মারধোর করেনি। সে তাকে আদেশ করলো, ব্লাক বোর্ডে লিখতে-"আমি একটা গাধা।"

মিঃ বিশ্বাস এঁকেছিল স্টাইলিশ, ঘৃনাভরা অক্ষর আর পুরো ক্লাশ সেটা অনুমোদন করেছিল চাপা হাসাহাসির সাথে। লাল ক্লাশ রুমটা শান্ত করতে তার তেতুল গাছের বেতটা নাড়লো, মিঃ বিশ্বাসের কঁনুইতে একটা গুঁতো দিলো। মিঃ বিশ্বাস এটাকে একটা বাড়তি অলঙ্করণে বদলে দিলো, এটা তাকে আনন্দিত করলো আর পুরো ক্লাশে সমাদর পেলো। লালের জন্য মিঃবিশ্বাসকে ব্ল্যাক বোর্ড পরিষ্কার করা বা পেটানোটা একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। রেগে গিয়ে সে বিশ্বাসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। বিশ্বাস তার ডেস্কে ফিরে গেলো বিজয়ীর হাসি হেসে।

মিঃ বিশ্বাস লালের স্কুলে প্রায় ছয় বছর পড়েছে আর পুরো সময়টাতেই সে ছিল আলেকের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। যদিও তখন পর্যন্ত আলেকের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সে খুব কমই জানতো। আলেক কখনই তার মা-বাবা সম্পর্কে কিছু বলতোনা, আর মিঃ বিশ্বাস শুধু জানতো যে আলেক থাকে তার ভাবীর সাথে, ঐ লাল অর্ন্তবাসটার মালিক, আর সেই ডড-কিডনী পিলের অদৃশ্য সেবনকারী, আলেকের মতে একটা মহা

BanglaBook.org

নির্যাতনকারী, নিপীড়নকারী। মিঃ বিশ্বাস কখনই সেই মহিলাকে দেখেনি। সে কখনও আলেকের বাড়ীতে যায়নি আর আলেকও কখনও তার বাড়ীতে আসেনি। তাদের মধ্যে একরকমের অলিখিত চুক্তি ছিল যে তারা নিজেদের বাড়ী সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখ্‌বে।

মিঃ বিশ্বাস কোথায় বাস করে সেটা যদি স্কুলের কেউ দেখে ফেলে, একটা ছোট্ট মাটির ঘর, পেছনের এক চিলতে জায়গায়, তবে সে কষ্ট পাবে। সে সন্তুস্ট ছিল না সেখানে। এমনকি পাঁচ বছর পরও সে ওটাকে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করতো। মাটির ঘরটার বেশীর ভাগ মানুষই তার কাছে অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল, আর বিপ্তির সাথে তার সম্পর্কটা ছিল অসন্তোষের কারণ বিপ্তি একগাদা অপরিচিত লোকের মাঝে তার প্রতি মায়া মমতা, স্নেহ প্রদর্শনে লজ্জা পেতো। বার বার, সে খুব বেশীই নিজের মন্দ ভাগ্যটাকে নিয়ে বিলাপ করতো। যখন এরকমটা সে করতো মিঃ বিশ্বাসের তখন অর্থহীন আর অসহায় মনে হতো আর বিপ্তিকে সান্তনা দেয়ার বদলে সে বেড়িয়ে পড়তো আলেকের খোঁজে। কদাচিৎ তার (বিপ্তির) মেজাজ খুব চড়া হয়ে যেতো আর *তারা*'র সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিতো, সারাদিন চলতো সেই ঝগড়া, হুমকী দিতো, যখনই সে একটা রাস্তার কাজ জুটিয়ে নেবে তখনই ছেড়ে চলে যাবে, মাথায় করে মেয়েলোকের পাথর বয়ে নেয়ার কাজ। সেই কাজই সে জুটিয়ে নেবে। অবিরাম, যখন মিঃ বিশ্বাস তার সাথে থাকতো, রাগ আর হতাশার বিরুদ্ধে মিঃ বিশ্বাসকে লড়াই করতে হতো।

খ্রীস্টমাসে প্রতাপ আর প্রসাদ ফেলিসিটি থেকে এসেছিল এক পরিপূর্ণ যুবক হয়ে , গোঁফ ছিল তাদের , সেরা পোষাক পরে, খাকি প্যান্ট, বাদামী রঙের পালিশ না করা জুতা, নীল শার্ট , কলারে বোতাম দেয়া, আর টুপি পড়ে, তাদেরকে অপরিচিতের মতো দেখাচ্ছিল। তাদের হাতগুলো রোদে পোড়া মুখের মতোই রুক্ষ আর শক্ত ছিল, আর তারা কথা বলেছিল খুব কম।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল বার কয়েক, আধো হাসি আর একটু বিরতি দিয়ে যা তাকে ছোট ছোট বাক্য খুব সহজেই বলতে সাহায্য করেছিল কোনরকমে বাক্যের ক্ষতি না করে; যখন প্রতাপ তার গাধা কেনা আর সাম্প্রতিক কাজের পরিসর নিয়ে কথা বলছিল, মিঃ বিশ্বাস তাতে মোটেও আগ্রহ দেখায়নি। গাধা কেনাটা তার কাছে নিখাদ হাস্যকর একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, আর প্রতাপের মতো একটা কঠোর ছেলে যে খুব ঘরকুনো সে বাগানের এক লোককে খুন করার জন্য হুমকি দিয়েছিল সেটা বিশ্বাস করাও খুব কঠিন ছিল।

আর দেহুতি, মিঃ বিশ্বাস তাকে খুব কমই দেখেছে, যদিও *তারা*দের কাছেই থাকে।

মিঃ বিশ্বাস সেখানে কদাচিৎ যেতো, *তারা*র স্বামী, *তারা*র চাপাচাপিতে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে ব্রাক্ষ্মণ খাওয়ানোর প্রয়োজন পড়লে কেবল যেতো। মিঃ বিশ্বাসকে তখন খুব সম্মান করা হতো; তার ছেড়া-মলিন প্যান্ট-শার্টে আর পরিষ্কার ধূতিতে সে হয়ে উঠতো অন্য এক ব্যক্তি আর সে কখনই এটা ভাবতো না যে, যে মানুষটি তাকে খাবার পরিবেশন করছে সে তারই বোন। *তারা*র বাড়ীতে সে একজন সম্মানিত ব্রাক্ষ্মণ আর অতি আদরের একজন। অনুষ্ঠান শেষে সে তার উপহার আর টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড় গ্রহণ করে ওখান থেকে চলে আসার পর, সে আবার হয়ে যেতো

BanglaBook.org

একজন শ্রমিকের সন্তান—"বাবার পেশা শ্রমজীবি" তার বার্থ সার্টিফিটের শুরুতে ছিল, এফ, জেড গনি সেটা তৈরি করে পাঠিয়েছিল—একটা কানা কড়িও নাই এরকম একজন মায়ের সাথে ছোট একটা ঘরে থাকা। আর সারাটা জীবনই তার এরকম অবস্থায় কেটেছে। তুলসির এক মেয়ে জামাই হিসেবে আর একজন সাংবাদিক হিসেবে সে একজন টাকাওয়ালা এবং কখনও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতো; তাদের সাথে তার আচার-ব্যবহার ছিল খুব সহজ আর স্বাচ্ছন্দ। কিন্তু সবসময়ই, শেষমেশ, সে তার জরাজীর্ণ ঘরে ফিরে আসতো।

*তারা*র স্বামী, অযোধা, হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিল, তার চেহারাটাও ছিল হালকা, যা আন্তরিকতার চেয়ে সুহৃদতাই বেশী প্রকাশ করে, আর মিঃ বিশ্বাস তার সাথে কখনই স্বস্তিবোধ করে নাই।

অযোধা পড়তে জানতো কিন্তু সে মনে করতো এর চেয়ে বেশি কৃতিত্বের ব্যাপার হলো কাউকে দিয়ে পড়ানো, আর তাই মিঃ বিশ্বাসকে কখনও সখনও তার বাড়িতে ডাকা হতো পড়ার জন্য, এতে কয়েক পেনি পাওয়া যেতো, একটা দৈনিক পত্রিকার বিশেষ একটা কলাম পড়ে শোনাতে হতো যা অযোধার খুব প্রিয় ছিল। সেটা ছিল সিন্ডিকেটেড আমেরিকান কলাম, যার শিরোনাম ছিল *আপনার শরীরটা*, মানব শরীরের নিত্যদিনকার বিপদ-আপদ, সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করতো। অযোধা শুনতো গুরুত্বসহকারে, মনোযোগ দিয়ে, সতর্কতার সাথে। মিঃ বিশ্বাসকে এই ব্যাপারটা হতবাক করতো যে সে নিজে এই অত্যাচারের বিষয় হতে পারে, আর এটাও তাকে বিস্মিত করতো যে, লেখক ডঃ স্যামুয়েল এস, পিটকিন, কিভাবে দিনের পর দিন এই কলামটা লিখে যেতো। কিন্তু ডঃ সাহেব কখনও ক্লান্ত হয়নি। বিশ বছর পরও এই কলামটা চলেছে যথারীতি, অযোধার এ ব্যাপারটাতে কখনও অরুচি ধরেনি, আর মাঝে মাঝে মিঃ বিশ্বাসের ছেলেও তাকে পড়ে শোনাতো, ছয় সেন্টের বিনিময়ে।

সুতরাং মিঃ বিশ্বাস যখনই *তারা*'র বাড়িতে যেতো সেটা ছিল একজন ব্রাহ্মণ অথবা পড়ুয়া হিসেবে, দেহুতির থেকে একটু স্বতন্ত্র অবস্থায়, আর তার সাথে কথা বলার সুযোগও হতো অনেক কম।

বিপ্তি তার সন্তানদের নিয়ে একটা দুশ্চিন্তায় ভুগতো। না প্রতাপ না প্রসাদ, এমনকি দেহুতি, সবাই ছিল অবিবাহিত। মিঃ বিশ্বাসকে নিয়ে তার কোন পরিকল্পনাও ছিল না, সে বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত। তার ধারণা ছিল বিশ্বাস যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সেটা সাময়িক আর যথেষ্ট। কিন্তু *তারা* ভাবতো অন্যরকম। আর মিঃ বিশ্বাস যখন সবে স্টক আর শেয়ার লেনদেন শুরু করেছিল, তাকে *তারা* স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, আর সে বলেছিল যে বিশ্বাস একজন পন্ডিত হিসেবে তৈরি হবে। এর সবকিছু গুটিয়ে নেবার পর সে আবিষ্কার করলো যে, স্কুলের *স্টান্ডার্ড এলোকাশনিস্ট* এর একটা কপি তখনও তার কাছে রয়ে গেছে। খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্য, আর সে তা কখনও করেওনি। যেখানেই সে যেতো বইটাও তার সাথে যেতো, আর এটি শেষ হয়েছিল সিকিম স্ট্রিটের বাড়িটায় কামার এর তৈরি বই-এর আলমারিতে গিয়ে।

আট মাস বাইরে, উন্মুক্ত অবস্থায়, ফাঁকা, রঙহীন কাঠের ঘরটি নীল সাবানের গন্ধ

BanglaBook.org

ছাড়তো আর, এটার পাটাতন গুলো ছিল সাদা আর মসৃণ, অবিরাম ঘষার ফলে, এটা পয়পরিস্কার আর দেখা শোনার নিয়মিত দায়িত্ব ছিল সে ছাড়া বাকী সবার। পন্ডিত জয়রাম মিঃ বিশ্বাসকে শিখিয়েছিল মন্ত্রপাঠ আর বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠানের কায়দা কানুন। জয়রাম তাকে হিন্দীও শিখিয়েছিল। সকাল আর বিকাল সে ছিল পন্ডিতের নজরাধীন, মিঃ বিশ্বাস পন্ডিতের বাড়িতেই পূজা করতো।

জয়রামের সন্তানদের সবাই ছিল বিবাহিত এবং পন্ডিত তার বউয়ের সাথে একাই থাকতো, একজন বিধ্বস্ত, কঠোর পরিশ্রমী মহিলা যার একমাত্র কাজ ছিল জয়রাম আর তার বাড়িটাকে দেখাশোনা করা। সে কোন অভিযোগ, অনুযোগ করতো না। হিন্দুদের মধ্যে জয়রাম তার পান্ডিত্যের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তার লজ্জাকর কিছু ব্যাপারও ছিল। ঝগড়াটে ছিল সে, তা সত্ত্বেও সে ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো গভীরভাবে কিন্তু একজন হিন্দু হিসেবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেই হবে এমনটি দাবী করতো না।

সে কিছু কিছু পরিবারের নিয়ম-আচারকে আক্রমণ করতো। বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর পতাকা তুলে রাখাকে। কিন্তু তার নিজের বাগানের সম্মুখভাগে লাল-সাদা রঙের বাঁশ পোতা থাকতো। সে কোন মাংস ভক্ষণ করতো না কিন্তু নিরামিষ ভোজের বিরুদ্ধে কথা বলতো:

যখন রাম শিকারে যেতো তারা কি মনে করতো সেটা ছিল নিছক একটা খেলা?

সে *রামায়নে*র একজন ধারাভাষ্যকার হিসেবেও কাজ করতো, আর এই ধারা বর্ণনা মিঃ বিশ্বাসের হিন্দী ভাষা শেখার একটি বাড়তি অংশ হিসেবে কাজ করতো। মিঃ বিশ্বাস যাতে দেখতে পায় আর শিখতে পারে সেজন্য সব জায়গায় তাকে তার সাথে নিয়ে যেতো।

যেখানেই পন্ডিত যেতো সাথে থাকতো মিঃ বিশ্বাস। আর জয়রামের কিছু কাজও সে করতো কখনও কখনও। সে একটা পিতলের থালা বহন করতো; অনুরাগীর দল থালায় পয়সা ফেলতো আর তারা হাত দিয়ে থালাটা ছুঁয়ে সেই হাতটা কপালে ছোঁয়াতো। সে সাথে নিতো মিষ্টি দুধ যাতে তুলসি পাতার কয়েক টুকরা ছড়িয়ে থাকতো। আর একদানে চামচের সাহায্য সেই দুধ তুলে নিতে হতো। যখন পর্ব-অনুষ্ঠান শেষ হতো আর ব্রক্ষ্মণদের খাওয়ানো পর্ব শুরু হতো তখন সে পণ্ডিত জয়রামের পাশে বসতো। যখন পন্ডিত খাওয়া শুরু করতো আরো বেশি করে খেতো, তখন মিঃ বিশ্বাস তার জন্য সোডার বিকারবনেট মিশিয়ে দিতো।

এর পর মিঃ বিশ্বাস মন্দিরে যেতো, যার জমিনটা ময়দা আর ছোট কলা গাছ দিয়ে সাজানো থাকতো, আর সেখানকার দান করা পয়সাগুলো সবকিছু নষ্ট করে নিয়ে নিতো, খুব সতর্কতার সাথে। অগ্নিহোত্রি কিংবা অন্য কিছুর প্রতি কোনরকমের শ্রদ্ধা বা ভীতি তার ছিল না। ময়দা, মাটি অথবা ছাইয়ের সাথে মিশে থাকা পয়সাগুলো পবিত্র আগুন অথবা পানির জন্য অপেক্ষা করতো, মিঃ বিশ্বাস সেগুলো পন্ডিতের কাছে নিয়ে আসতো, সে সময় হয়তো মিঃ বিশ্বাসের দিকে না তাকিয়ে হাতের ঈশারা করতো। বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই জয়রাম পয়সাগুলো চেয়ে নিতো, গুনে দেখতো যে মিঃ বিশ্বাস আবার কিছু পয়সা তার কাছে রেখে দিয়েছে কিনা । সে জয়রামকে দেয়া উপহারগুলোও বাড়িতে

BanglaBook.org

নিয়ে আসতো, সেগুলো সাধারণত হতো সূতির কাপড়ের টুকরো, তবে কখনও কখনও ফলমূল আর শাক সব্জির পোটলাও থাকতো। একটা নিয়মিত উপহার ছিল এক কাদি কলা। সেগুলো জয়রামের বাড়িতে আসতো কাঁচা-সবুজ অবস্থায়, ঝুলিয়ে রাখা হতো বড়সর রান্নাঘরে, পাঁকার জন্য। ধীরে ধীরে সবুজ হালকা হতে শুরু করতো, ছোপ ছোপ নরম হলুদ রঙ উঁকি দিতো। ক্রমশই হলুদ রঙটি গাঢ় হতো। কলা পাঁকার গন্ধটা তাকে টানতো, ঘরময় গন্ধটা মৌ মৌ করতো, জয়রাম ও তার স্ত্রী এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতো, কিন্তু মিঃ বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতো।

সে মনে মনে ভাবতো, কলাগুলো হুট করে সব পেকে যাবে যাতে জয়রাম আর তার স্ত্রী সবগুলো খেতে না পারে আর অনেকগুলোই পঁচে যাবে। সে আরো মনে করতো যে দু'একটা কলা সরিয়ে ফেললে কিছুই বোঝা যাবে না। একদিন, জয়রাম যখন বাইরে, আর তার বউ রান্না ঘরে ছিল না, এই সুযোগটা তাকে প্ররোচিত করলো। তারা বুঝতেই পারেনি কিছু। তাদের চোখে ধরা পড়েনি সেটা।

জয়রাম বেতমারা লোক ছিল না। রেগে গেলে সে মিঃ বিশ্বাসের কান মলে দিতো; কিন্তু সাধারণত সে ছিল খুব কম রকমের বদরাগী। পূজা করতে ভুল করলে, তৎক্ষণাত সে হয়তো মিঃ বিশ্বাসকে রামায়ণ থেকে কয়েক ডজন স্তোত্র মুখস্ত করতে দিতো, মুখস্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘরে আটকে রাখতো।

সে সময় সারাদিন মিঃ বিশ্বাস ভাবতো কলা খেলে কি ধরনের শাস্তি হতে পারে। যখন সে সংস্কৃতের পংক্তিগুলো লিখতো, একটুকরা কার্ডবোর্ডের উপর, সেগুলো সে একটুও বুঝতো না, জয়রামের কাছে তার "অক্ষর আঁকার" দক্ষতাটি লুকিয়ে রাখতো।

জয়রাম সেদিন সন্ধ্যায় দেরী করে বাসায় ফিরেছিল। তার বউ তাকে খাওয়ালো। তারপর তার অভ্যাস মতো প্রতি সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে, একটু বিশ্রাম নিয়ে খোলা বারান্দায় প্রচুর হাটাহাটি করলো, নিজের মনে কথা বললো সেদিনকার তর্কের বিষয়টা নিয়ে। প্রথমে সে বিরুদ্ধ মতটা আওড়ালো। তারপর নিজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিত্তুরে বললো; তার কণ্ঠ চড়া হতো শেষের দিকে, শেষের কথাগুলোর সময়, যা সে বার বার উচ্চারণ করতো, একটা স্তুতি গাঁথা গানের কয়েকটা লাইন গেয়ে এটার শেষ হতো। মিঃ বিশ্বাস তার চিনির বস্তা আর ঘরে বাসন কোসন পরিষ্কার করছিল; ময়লা পানিগুলো একটা বাঁশের টুকরোর ভেতর দিয়ে নর্দমায় গিয়ে পড়তো, সেখানে শব্দ করে সেগুলো গিয়ে পড়তো জঙ্গলে।

অপেক্ষা করতে করতে, মিঃ বিশ্বাস ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুম থেকে যখন সে উঠতো, দেখতো সকাল হয়েগেছে আর কিছুক্ষণের জন্য তার ভয়-ডর কিছুই থাকতো না। কিন্তু একটু পরই তার ভয় ফিরে আসতো।

সে উঠোনে গোসল করতো একটা গাছের ডাল, তার একটা মাথা ধার করে নিয়ে দাঁত মাজতো সেটা দিয়ে, বাকী অর্ধেকটা গাছের ডাল দিয়ে জিভ পরিষ্কার করতো। তারপর সে বাগান থেকে মেরিগোল্ড আর করবী ফুল যোগাড় করতো প্রভাত পূজার জন্য, আর বসতো ধর্মীয় পোষাক ছাড়াই সাজানো মন্দিরের সামনে। পিতল আর চন্দনের পেস্ট তার কাছে ভালো লাগতো না, সেটা ছিল একটা গন্ধ যা পরবর্তীতে সে সব মন্দিরে, মসজিদে আর গীর্জায় আবিষ্কার করেছিল, আর সেটা ছিল সব সময়ই বিসদৃশ্য এ

BanglaBook.org

সময়টাতে জয়রাম সাধারণত দেখতে আসে যে, সে ঠিক মতো পূজা-আর্চনা করছে কিনা, কিন্তু সেই সকালে পন্ডিত আসেনি। মিঃ বিশ্বাস পুঁথি থেকে স্তোত্র পাঠ করছিলো, চন্দন কাঠের গুড়ো কপালে লাগিয়ে, চন্দন কাঠের চিহ্ন তখনও ভেজা ছিল, কপাল গড়িয়ে পরছিল সেটা। সে মনে মনে খুঁজছিলো জয়রামরকে, তাকে দুধ খাওয়ার কথা বলবে।

জয়রাম গোসল করে, পোশাক পড়ে, সাফ সুতরো হয়ে, বারান্দার এককোনে হেলান দিয়ে বসেছিল। চশমাটা তার নাকের নীচের দিকে নেমে ছিল, একটা বাদামী হিন্দী বই তার কোলে। যখন বারান্দার পাটাতন মিঃ বিশ্বাসের নগ্ন পায়ের ছোঁয়া পেলো, জয়রাম মাথা তুলে দেখলো, এরপর নীচের দিকে তাকালো তার চশমার ভেতর দিয়ে, আর মলিন বইটার একটা পৃষ্ঠা উল্টালো। চশমায় তাকে আরো বেশী বৃদ্ধ, ভাবালু আর প্রসন্ন মনে হয়।

মিঃ বিশ্বাস দুধের পিতলের জগটা তার দিকে এগিয়ে দিলো।

"বাবা।"

জয়রাম বসেই ছিল, একটা কাপ হাতে নিয়ে, হাতটার বাহু তে স্পর্শ করলো তার অন্যহাতটার আঙ্গুল দিয়ে। মিঃ বিশ্বাস ভিজে গেলো। জয়রাম তার হাতটা কপালে ঠেকালো, বিশ্বাসকে আর্শীবাদ করলো, তার মুখের ভেতর দুধ ঢেলে দিলো। আর ভেঁজা হাতের তালুটা তার পাতলা-ধূসর চুলের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত করলো, চশমাটা পুনরায় ঠিক করে নিয়ে বইয়ের দিকে নজর দিলো।

মিঃ বিশ্বাস তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো তার কাজের পোষাকটা পড়ে আর নাস্তার সময় ফিরে এলো। তারা চুপচাপ খাওয়া দাওয়া করলো। আচমকা জয়রাম তার পিতলের থালাটা মিঃ বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিলো।

"এটা খাও।"

মিঃ বিশ্বাসের হাতের আঙ্গুলগুলো নিস্‌পিস্ করলো কিন্তু স্থির হয়ে রইলো সে।

"অবশ্যই তুমি এটা খাবে না। আমি তোমাকে বলছি কেন? কারণ আমি এই থালা থেকে খেয়েছি।"

মিঃ বিশ্বাসের হাতের আঙ্গুলগুলো, নোংরা আর খস্‌খসে, মনে হলো ভাঙ্গা আর লম্বা।

"সোয়ানি!"

জয়রামের স্ত্রী রান্না ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে এসে তাদের মাঝখানে এবং মিঃ বিশ্বাসের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বিশ্বাস তার পায়ের ফাঁটা দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো— সেগুলো ছিলো শক্ত আর শুকনো।

এটা তাকে অবাক করলো, কারণ সোয়ানি সবসময়ই ঘরের মেঝে ধোয়া মোছা করে গোসল করে।

"যাও, কলাগুলো নিয়ে আসো।"

সে তার মাথার ঘোমটাটা টেনে নিলো। "তুমি কি মনে করো না এই ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া উচিত? এটা একটা সামান্য ব্যাপার।"

"সামান্য একটা ব্যাপার! এক কাঁদি কলা!"

BanglaBook.org

সোয়ানি রান্না ঘরে চলে গিয়ে ফিরে এলো কোলে করে কলাগুলো নিয়ে।

"এখানে রাখো, সোয়ানি। মোহন, তুমি ছাড়া আর কেউ এখন এটা ছুঁতে পারবে না। যখন লোকজন, তাদের হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা থেকে আমাকে এগুলো উপহার দেয় তো সেগুলো তোমার জন্য। আ্যাহ্?"

এরপর তার কণ্ঠ দিয়ে চিকন একটা স্বর বের হয় আর তাকে মনে হয় সদয়, ব্যাখ্যাকারী পন্ডিতের মতো, "আমরা অবশ্যই অপচয় করবো না, মোহন আমি তোমাকে বার বার বলেছি। আমরা এই কলাগুলো পঁচতে দেবো না। তুমি যা শুরু করেছো তা শেষ করো, শুরু করো।"

মিঃ বিশ্বাস জয়রামের শান্ত স্বাভাবিক ব্যবহারে উৎসাহিত হলো, আর তার নির্দেশের আন্তরিকতায় অবাক হলো। সে তার বাসনের দিকে তাকালো, আঙ্গুলগুলো নাড়াচাড়া করলো।

"শুরু করো।"

সোয়ানি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, দিনের আলোকে বাঁধা দিয়ে, যদিও সেটা ছিল ফক্ ফকে।

ঘরটা, শোবার ঘরটা আর বারান্দার নীচু ছাদটা, ঝক্ ঝক করছিল।

"দেখো। আমি তোমার জন্য খোসা ছাড়িয়েছি।"

কলাটা জয়রামের পরিষ্কার হাতে ঝুলছিল মিঃ বিশ্বাসের চোখের সামনে। সে ওটা তার ময়লা হাতে তুলে নিলো, কামড়ালো, চাবালো। অবাক করার ব্যাপার যে ওটা সুস্বাদু ছিল। কিন্তু স্বাদটা ছিল খুব বেশি, কোন মজাই লাগেনি। পরে সে আবিষ্কার করলো যে চিবানোর ফলে স্বাদটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর ইচ্ছে করে চিবানোটা মজার কিছু না, শুধু চিবানোর কচ্কচ্ শব্দটা ছাড়া যা মাথার ভেতরটা জুড়ে থাকে। সে কখনওই এতো শব্দ করে কলা খাওয়া শোনেনি।

সেই সময়টাতে কলাগুলো সব শেষ হয়ে গিয়েছিল, শুধুমাত্র এর ছোকলা আর আটির শক্ত অংশগুলো ছাড়া, যা দেখতে বড় সড় কদাকার জংলী ফুলের মতোই।

"দেখো মোহন। আমি তোমার জন্য আরেকটা খোসা ছাড়িয়েছি।"

আর সে যখন সেটা খেয়ে ফেললো, জয়রাম আরেকটা দিলো তাকে। আরো একটা, আরো একটা।

সাতটা কলা খাওয়ার পর মিঃ বিশ্বাস অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন সোয়ানি নীরবে কেঁদেছিল, তাকে পেছনের বারান্দায় কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস কাঁদেনি, সাহস পায়নি:

তার শুধু একঘেয়েমী আর অস্বস্তিকর লেগেছিল।

জয়রাম এক সময়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল আর ঘরের মধ্যে হাটাহাটি করেছিল প্রচুর, হঠাৎ রেগে গিয়ে।

মিঃ বিশ্বাস কখনই আর কলা খায়নি। সেই সকালটা তার পেটের পীড়ার শুরুর জন্য স্মরণীয় হয়ে রইলো; এরপর যখনি সে আনন্দের আতিশয্যে অথবা হতাশ হতো কিংবা রেগে যেতো, তার পেটে ব্যথা শুরু হতো, পেট খারাপ হয়ে যেতো। এর ফলে যে ফলটা হলো সেটা হলো তার কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়ে গেলো। সে সকাল বেলা

BanglaBook.org

কোনভাবেই আরামে থাকতে পারতো না, আর সে সচেতন ছিল যে সে পূজা করে ভগবানকে অসম্মান করেছিল।

একটা সময়ে তার ডাক এলো, আর সেটা ছিল জয়রামের প্রয়ান এবং তাকে অন্য একটি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়েছিল, সে প্যাগোট্-এ ঠাঁই পেলো।

সেই পৃথিবীটা লালের স্কুলের জন্য এবং এফ, জেড, গনির জীর্ণ রাবার স্ট্যাম্প আর ময়লা বই-পুস্তক এর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

একরাতে সে ভয়ে জেগে উঠেছিল। ঘর থেকে পায়খানাটা বেশ দূরে ছিল আর অন্ধকারের মধ্যে সেখানে যাওয়াটা ছিল ভীতিকর। সেও ভয় পেয়েছিল, নড়বড়ে কাঠের মেঝেওয়ালা ঘরে হেটে, তালা খুলে সম্ভবত জয়রাম ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে, যার ঘুম ছিল খুব কাঁচা।

মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো সে তার রুমাল বিছিয়ে ঘরের ভেতর হেটে যাবে, সে একটা সূতির রুমাল পেয়েছিল এক অনুষ্ঠানে। সে তার ঘর থেকে পা টিপে টিপে বের হলো, ঘরটার মেঝে ছিল ফাঁক-ফাঁক, সে খুব সতর্কতার সাথে জানালাটা খুললো, সেটা একটু উঁচুতে ছিল, সে বাম হাত দিয়ে জানালাটা ধরে ডান হাতে রুমালটা রেখেছিল, জানালা দিয়ে বের হবার সময় তার হাত থেকে রুমালটা পরে গেল খুব কাছেই। জানালা থেকে সে ফিরে সজাগ রইলো, বার বার কল্পনা করতে লাগলো যে কে যেনো তাকে ডাকছে। সে ঘুমিয়ে পড়লো, তার মনে হলো কে যেনো তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, সেটা ছিল সোয়ানি।

জয়রাম ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে।

"তুমি ব্রাহ্মণ নও," সে বললো। "আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে এসেছি এবং তোমার প্রতি সব ধরনের সহমর্মিতা দেখিয়েছি। আমি তোমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাও চাইনি। কিন্তু তুমি আমাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছো। যাও দেখে আসো তোমার কর্ম।"

রুমালটি জয়রামের তুলসি গাছের উপর পড়েছিল। সেটার ফুল আর কখনই পূজার কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

"তুমি কখনই একজন পন্ডিত হতে পারবে না," জয়রাম তাকে বলেছিল। "সিতারামের কাছে অন্য একদিন এটা বলা হয়েছিল, যে তোমার কষ্ঠি দেখেছে। তুমি তোমার বাবাকে খুন করেছো। আমি তোমাকে আমাকে ধ্বংস করতে দিবো না। সিতারাম বার বার আমায় বলেছিল তোমাকে গাছের থেকে দূরে রাখতে। যাও তোমার গাট্টি-বোচ্কা উঠাও।"

প্রতিবেশীরা সব শুনে ছিল, তারা মিঃ বিশ্বাসকে দেখতে এসেছিল, ধূতি পড়া, গাট্টি-বোচ্কা কাঁধে নিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিপ্তি তাকে স্বাগতম জানানোর মানসিক অবস্থায় ছিল না, যখন মিঃ বিশ্বাস অনেক পথ হেঁটে গরুর গাড়িতে করে প্যাগোট্-এ ফিরে এসেছিল। সে ছিল ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত আর খোচপাচরা সমেত। সে আশা করেছিল বিপ্তি তাকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হবে, জয়রামকে অভিশাপ দেবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে আর কখনওই কোন অপরিচিত লোকের কাছে তাকে পাঠাবে না। কিন্তু বাড়ির আঙ্গিনায় ঢোকার সাথে সাথেই সে বুঝতে পারলো তার ধারণা ভুল। কিন্তু দেখাচ্ছিল হতাশ আর উদাসীন, ভূসার উপর খোলা রান্না ঘরে

BanglaBook.org

অযোধার এক গরীব আত্মীয়ের সাথে বসে ছিল, তখন সে অবাক হয়নি যে, তাকে দেখে খুশী হবার বদলে সে ছিল আড়ষ্ট। তারা তাকে চুমু খেয়েছিল, এর পরই তাকে নানান প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো। সে মনে করেছিল তার ব্যবহার খুব বেশী কর্কশ আর তার প্রশ্নগুলোকে আক্রমণ হিসেবেই দেখেছিল। তার প্রতিত্তুরও ছিল বিরূপ, রক্ষণাত্মক, রাগী। তার উষ্ণতা ক্রমশ বাড়ছিল আর সে চিৎকার করে তার সাথে কথা বলছিল যে তার সব সন্তানই অকৃতজ্ঞ। এরপর তার রাগ কমে এসেছিল এবং সে কিছুটা বুঝ-সুঝ হয়ে এসেছিল আর হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীল, যেমনটি বিশ্বাস আশা করেছিল শুরুতে। কিন্তু সেটা বিশ্বাসের কাছে তেমন সুখকর মনে হলো না। বিপ্তি পানি ঢেলে দিয়েছিল তার হাত ধোয়ার জন্য, পিঁড়িতে বসিয়ে তাকে খাবার দিয়েছিল— তারটা নয়, সেটা ছিল সেই বাড়ির সাধারণ খাবার, যা তৈরি করতে তাকে খুব একটা অবদান রাখতে হয়নি শুধুমাত্র শ্রম দেয়া ছাড়া— আর তার দেখাশোনা করেছিল যথার্থভাবেই। কিন্তু সে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেনি, তার দুঃখ আর বিষাদ দূর করতে।

সে ঐ সময়টাতে দেখেনি কি রকম অর্থহীন আর মর্মস্পর্শি আচার ব্যবহার ছিল বিপ্তির একটা কুঁড়ে ঘরে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল যেটা তার নিজের ছিল না, তাকে খাবার দেয়া হয়েছিল সেটাও তার ছিল না। কিন্তু স্মৃতিটা রয়ে গিয়েছিল, আর প্রায় ত্রিশ বছর পর, যখন সে পোর্ট অব স্পেনের একটা ছোট সাহিত্য গ্রুপের একজন সদস্য ছিল, সে লিখেছিল এবং পড়েছিল একটা কবিতা সেই সাক্ষাতটার সম্বন্ধে। আশাহত, তার দুঃখ বোধ, সব অসুখকর ব্যপারই ছিল অবহেলিত, আর এই সব ঘটনা সমূহ একটা এলিগোরিতে উন্নীত হয়েছিল:

পরিভ্রমণ, স্বাগতম, অন্ন, আশ্রয়।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছিল বিপ্তির বিরক্তি হওয়ার আরেকটা কারণ রয়েছে। দেহুতি *তারা*'র কাজের ছেলেটার সাথে ভেগে গিয়েছিল, শুধু *তারা*'র সাথে অকৃতজ্ঞতাই নয় তাকে অপমানিতও করেছে, বাগানের মালি খুবই ছোট জাতের, নীচেরও নীচে, তাছাড়াও তাকে দু'জন দক্ষ চাকর বঞ্চিত করেছে। "আর *তারা* চেয়েছিল তুমি একজন পন্ডিত হও," বিপ্তি বলেছিল। "আমি জানিনা *তারা*'কে আমরা কি বলবো।" "দেহুতি'র সম্পর্কে কিছু বলো," সে বলেছিল। বিপ্তির খুব বেশী কিছু বলার ছিল না। কেউ দেহুতিকে দেখতো না; *তারা* প্রতিজ্ঞা করেছিল কখনও তার নামও উচ্চারণ করবে না।

বিপ্তি এমনভাবে বলেছিল যেনো সে দেহুতির সব রকমের আচরণেরই নিন্দা করতে চাইতো; যদিও সে ঘোষণা দিয়েছিল যে দেহুতির জন্য তেমন আর কিছু করতে পারবে না, তার আচরণ বলে দিতো যে সে শুধু দেহুতিকে *তারা*র রাগ থেকেই রক্ষা করতে চাইতো।

কিন্তু মিঃ বিশ্বাস কোন লজ্জা বা রাগ পোষণ করতো না। যখন সে দেহুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন সে শুধু এমন একটা মেয়েকে মনে করেছিল যে তার নোংরা কাপড়টা মুখে চেপে কেঁদেছিল এই ভেবে যে তার ভাই মারা গেছে।

বিপ্তি চিৎকার দিয়ে বলেছিল। "আমি জানি না *তারা* এখন কি বলবে? তুমি বরং নিজে গিয়ে দেখে আসো তাকে।"

BanglaBook.org

তারা রাগ করেনি। তার নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল, সে দেহুতির নামটিও উচ্চারণ করেনি।

অযোধা, যার কাছে জয়রাম মিঃ বিশ্বাসের অভদ্র-আচরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিল, উচ্চ কণ্ঠে হেসে, এক নিঃশ্বাসে মিঃ বিশ্বাসের কাছে বলার চেষ্টা করেছিল আসলে কী ঘটেছিল। মিঃ বিশ্বাসের বিব্রতকর হওয়াটা অযোধা আর *তারা*'কে আনন্দ দিয়েছিল' মিঃ বিশ্বাসও শেষে হেসে উঠেছিল; এরপর *তারা*'র বাড়ির আরামদায়ক বারান্দায়—যদিও সেটার মাটির দেয়াল ঠিক ঠিকই পিলারের উপর দাঁড়িয়েছিল, সেটার ছিল জালি দেয়া ছাদ আর কাঠের কার্ণিশ অর্ধেক দেয়ালের উপর, আর সেই জায়গাটা আলোকিত ছিল হিন্দু দেবতাদের ছবি দিয়ে— সে কলা'র ঘটনাটা বলেছিল, প্রথমটায় খুব ঠাট্টাচ্ছলে, কিন্তু যখন সে দেখল তার প্রতি সহমর্মিতা দেখাচ্ছে তখন নিজের দুঃখবোধটা তার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সে ভেঙ্গে পড়েছিলো, কান্নায়, আর *তারা* আঁচল দিয়ে তার অশ্রু মুছে দিয়েছিল।।

অযোধা একটা মটর বাস কিনে একটা গ্যারাজ খুলেছিল, আর সেই গ্যারাজে আলেক কাজ করতো, সে আর অর্ন্তবাস পড়তো না, নীল রঙের প্রশ্রাব করতো না, কিন্তু আজব আজব তৈলাক্ত সব কাজ কর্ম করতো। তৈল তার লোমশ পা'টাকে কালো করে ফেলেছিল; তৈল তার সাদা রঙের ক্যানভাস জুতাটাকেও কালো করে ফেলেছিল; তৈল তার কব্জি থেকে পুরো হাতটাকেও কালো করে ফেলেছিল। তৈল তার কাজ করার হাফপ্যান্টটাকেও কালো আর চট্‌চটে করে ফেলেছিল। তখনও তার প্রতিভা ছিল, যেটা মিঃ বিশ্বাস খুব সমীহ করতো, একটা সিগারেটকে তৈলাক্ত আঙ্গুলের ফাঁকে আর তৈলাক্ত দুই ঠোঁটে সেটাকে কোন রকমের দাগ না লাগিয়ে ধরে রখতে সক্ষম হতো। তার ঠোঁট তখনও মোচরাতো খুব সহজে আর তার ছোট্ট কৌতুকপ্রদ চোখটা তখনও ছিল বাঁকা, টেরা; কিন্তু তার গলাটা চারকোনা ছোট্ট চেহারাটার মধ্যে ডুবে গেছে এবং নিঃশ্বাসে সেটা ব্যাঘাত ঘটাতো।

মিঃ বিশ্বাস আলেকের সাথে ঐ গ্যারাজে যোগ দেয়নি। তাকে মদের দোকানে পাঠানো হয়েছিল।

সেটা ছিল অযোধার প্রথম ব্যবসা আর সেটা থেকে কিছু টাকা আসতো। কিন্তু, অযোধার উত্তরোত্তর সফলতা থাকা সত্ত্বেও মদের দোকানটার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল আর সেটা তারপর অযোধার ভাই ভানদাত চালাতো, যাকে নিয়ে অপ্রীতিকর গুজব রটেছিল: ভানদাত ছিল মাতাল, বউ পেটাতো আর অন্যত্র একটা রক্ষিতা রাখতো।

বিপ্তি, যে তখনও কোন উপদেশ নেয়নি, *তারা*'র প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল আর মিঃ বিশ্বাস খুব চমৎকৃত ছিল টাকা পয়সা আয়-রোজগার করতে পেরে। সে খুব একটা বেশী আয় রোজগার করতো না। সে দোকানে থাকতো আর ভানদাতের বউ তাকে খাওয়াতো; আর মাসে দুই ডলার দেয়া হতো তাকে।

মদের দোকানটি একটি সু-উচ্চ সাদামাটা দালানের, পিচের ছাদ আর কং ক্রীটের দেয়াল। সুইং দরজাগুলো শুধুমাত্র ভেজা ফ্লোর আর মদ্যপায়ীদের পায়ের কারণে দৃশ্যমান হতো, সেই জায়গার সব দরজাই বেশ প্রশস্ত আর খোলা। দরজাগুলোর প্রয়োজন ছিল, কিছু লোক যারা সেখানে আসতো আর ফিরে যেতো মদ্য পান করে,

BanglaBook.org

একটু বেখেয়ালের সাথে, তাদের জন্য। দিনের বেলা যে কোন সময়ে লোকজন পড়ে যেতো ভেঁজা ফ্লোরে বিশেষ করে যারা বয়সের তুলনায় বেশী বৃদ্ধ দেখাতো তারা, মহিলারাও; সেখানে হুড়োহুড়ি হতো, মারামারিও চলতো; বোতল ভাঙ্গা, পুলিশের লোক, এসবই চলতো।

আর নিয়মিত কপারের পয়সা সিলভারের পয়সা আর টাকার নোট চলে যেতো শেলফের নীচে, তেল-তেলে ড্রয়ারের ভেতর।

আর প্রতিটা সন্ধ্যায় যখন দোকান খালি হয়ে যেতো, আর যারা ঘুমিয়ে পড়তো তাদেরকে বাইরে ফেলে আসতে হতো, ভাঙ্গা বোতল এবং কাঁচের টুকরো ঝাড় দেয়ার সাথে সাথে। ফ্লোরটা ধোয়ামোছা হতো — যদিও মদের গন্ধ অনেক পানি দেয়ার পরও যেতোনা— ড্রয়ারটা টেনে বের করে গ্যাস ল্যাম্পটা শিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। ভানদাত সারা দিনের টাকা পয়সা হিসেব নিকেশ করতো একটা ধূসর খালি কাগজে, একদিকটা মসৃণ আর অন্য দিকটা থাকতো অমসৃণ। মসৃণ দিকটাই ভানদাত একটা নরম পেনসিল দিয়ে লিখতো। দোকানটার একটা সরু কোনায় অন্ধকার থাকতো; নোংরা বোর্ড আর রামের গন্ধ খুব এসে লাগতো নাকে। আর ভানদাত গ্যাস ল্যাম্পের হিস্‌হিস্ শব্দের ভেতর হিসেব চালিয়ে যেতো।

ভানদাতের কণ্ঠ, খুব আস্তে করে বললেও ঝগড়াটে-ঝগড়াটে শোনাতো। সে ছিল ছোট খাটো একটা মানুষ, অযোধার মতোই তীক্ষ্ম নাক আর সেই মতোই হালকা পাতলা মুখের; কিন্তু সেই মুখটা কখনওই সহৃদয়তা দেখাতে পারতো না; সব সময়ই সেটা থাকতো বিপর্যস্ত আর উত্ত্যক্তকর, আর সন্ধ্যার পর সেটা হতো সবচাইতে বেশী।

সে টেকো হয়ে যাচ্ছিল আর তার কপালের বক্রতা নাকের বক্রতার আকার ধারণ করছিল। তার উপড়ের পাতলা ঠোঁট গাঢ়ো ভাবে আউট লাইন করা ছিল।

ভানদাত মিঃ বিশ্বাসকে *তারা*'র একজন গুপ্তচর হিসেবেই দেখতো , অবিশ্বাস করতো তাকে। মিঃ বিশ্বাসের বুঝতে খুব একটা দেরী হয়নি যে, ভানদাত চুরি করতো, রাতের ঐসব হিসেব নিকেশগুলো ছিল *তারা*'র সাপ্তাহিক রুটিন চেক্‌কে বিভ্রান্ত করার জন্য।

মিঃ বিশ্বাস খুব একটা অবাক হয়নি।

সে শুধু ভানদাতের কিছু পদ্ধতিতে বিব্রত বোধ করতো

"যেসব লোকেরা তিন-চারটার পর আরো চাইবে," ভানদাত বলেছিল, "তাদেরকে পুরোপুরি মেপে দিওনা, একটু কমিয়ে দিও।"

মিঃ বিশ্বাস কোন প্রশ্ন করতো না।

ভানদাত তার দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করতো,

"এটা তাদেরই ভালোর জন্যে-সত্যি।"

মিঃ বিশ্বাস জানতো কখন ভানদাত অল্প দিতো আর নিজের পকেট ভারি করতো। যে লোকটা তাকে দাম দিতে আসতো তার দিকে সরাসরি তাকাতো ভানদাত, কয়েক মূহুর্ত নিরর্থক কিছু কথাবার্তা চালাতো, তারপর পয়সা ঘোরাতে শুরু করতো। যখনই মিঃ বিশ্বাস একটা পয়সা শূন্যে উড়তে বা পড়তে দেখতো, সে জানতো সেটা প্রকারান্তরে ভানদাতের পকেটেই ঠাঁই পাবে।

BanglaBook.org

পর মূহুর্তেই ভানদাত মিঃ বিশ্বাসের সাথে চপলতা দেখাতে শুরু করতো যেমনটা সে কাস্টমারদের সাথে করে, "তুমি," সে বলতো মিঃ বিশ্বাসকে। "কি দেখছো?"

আবার কখনও সে কাউন্টারের অপর পাশের কোন লোককে দেখিয়ে বলতো, "দেখো তাকে। সব সময়ই হাসিখুশী, অ্যাহ্? যেন সে অন্য সবার থেকে বেশী স্মার্ট। দেখো তাকে।"

"হ্যাঁ," পানরত লোকটা বলতো। "সে সত্যি স্মার্ট। তুমি তার দিকে নজর রেখো ভানদাত।"

তাই মদ পানকারিদের কাছে মিঃ বিশ্বাস স্মার্ট পুরুষ অথবা স্মার্ট বালক হয়ে উঠেছিল, যে হতে পারতো হাস্যকর কেউ।

সে প্রতিশোধ নিতো রামের বোতল ঝাকানোর সময় তাতে থু-থু মিশেয়ে, সেটা সে করতো প্রতি সকালের শুরুতে। রাম একই কিন্তু এর দাম আর লেবেল হতো ভিন্ন:

"ইনডিয়ান মেইডেন," "দ্য হোয়াইট কক্," "পারাকিত" প্রতিটা ব্র্যান্ডেরই লেবেল ছিল , আর মিঃ বিশ্বাসের কাছে সেটা ছিল একটা বাড়তি প্রতিশোধ যা তাকে ছোট্ট অথচ বিরামহীন আনন্দ দিতো।

বোতলঘরটা দোকানের বিল্ডিংয়ের পাশেই, লাগোয়া ছিল যা একটা চৌকোণা আঙ্গিনার আকার দিয়েছিল।

ভানদাত তার পরিবারের সাথে থাকতো, মিঃ বিশ্বাস থাকতো দুটো ঘর নিয়ে। শুক্‌নোর দিনে ভানদাতের স্ত্রী সিঁড়ির উপর রান্না করতো, যা বিশ্বাসের ঘরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বৃষ্টির দিনে সে ঢেউ টিনের তৈরী চুলা দিয়ে রান্না-বান্না করতো, ভানদাত সেটা তৈরী করেছিল আঙিনায়। অন্য ঘরগুলো স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো নতুবা অন্য কোন পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হতো।

মিঃ বিশ্বাস যে ঘরটাতে ঘুমাতো সেটার কোন জানালা ছিলনা আর সেই ঘরটা ছিল ঘন অন্ধকার। তার জামা-কাপড়গুলো দেয়ালের হুকে ঝোলানো থাকতো; তার বইগুলো ঘরের ছোট্ট একচিলতে মেঝেটা দখল করে থাকতো, সে ভানদাতের দুই ছেলের সাথে খাটে ঘুমাতো, গন্ধযুক্ত নারকেলের ছোবড়ার ম্যাট্রেস্ ছিল ঘরের মেঝেতে। প্রতি সকালে ম্যাট্রেসটা গুটিয়ে ফেলতে হতো, আর গোটানোর পর ছোবড়ার ছোট্ট ছোট্ট গুড়ায় মেঝে ভরে থাকতো, সেগুলো পাশের ঘরে, যেটাতে ভানদাত থাকতো সেই ঘরের মশারির খাটের নীচে ঠেলে দিতো। রোববার এবং বৃহস্পতিবার বিকেলে যখন দোকান বন্ধ থাকতো, তখন সে কোথায় যাবে জানতো না। কখনও সে তার মাকে দেখতে যেতো। সে তার মাকে প্রতি মাসে এক ডলার দিতো, কিন্তু তার মা সবসময়ই নিজেকে অসহায় আর অসুখী বলে জাহির করতো, আর বিশ্বাস আলেক্‌কে খোঁজ করাটাই বেশী পছন্দ করতো। কিন্তু আলেক্‌কে সে সময় খুব কমই পাওয়া যেতো তাই মিঃ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত *তারা*'র ওখানে যেতো। পেছনের বারান্দায় আশাতীত ভাবেই বুককেসটা বিশটা বড় বড় কালো ভলিউমের *দ্য বুক অব কমপ্রিহেনসিভ্ নলেজ* এ ঠাসা ছিল। অযোধা একজন ভ্রাম্যমান আমেরিকান বিক্রেতার কাছ থেকে ওগুলো কিনেছিল; বইগুলোর পুরো টাকা শোধ করার আগেই সে পেয়ে গিয়েছিল আর স্বভাবতই পাওনা পরিশোধ করতে ভুলে গিয়েছিল। সেই বিক্রেতা কখনওই তাগাদা দিতে আসেনি।

banglabook.org

বই পড়ার কোন ইচ্ছে অযোধার ছিল না।

আর যখন মিঃ বিশ্বাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ বইগুলো পড়ার পর বুঝতে পারলো ওগুলোর উপযোগীতা, অযোধা তখন খুশীই হয়েছিল।

সে সময়ই মিঃ বিশ্বাস রবিবারটায় রুটিন করে নিয়েছিল। সকালের মাঝামাঝি সময়ে সে *তারা*'র বাসায় চলে যেতো, অযোধাকে পড়ে শোনাতে *দ্য বডি অব ইওরস্* কলামটি, পয়সা কড়ি নিয়ে, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর অফুরন্ত অবসরে ডুবে থাকতো *দ্য বুক অব কমপ্রিহেনসিভ নলেজ* -এ। সে বিভিন্ন দেশের লোক কাহিনী পড়তো; সে পড়তো আর দ্রুত ভুলে যেতো কিভাবে চকোলেট, দিয়াশলাই, জাহাজ, বোতাম এবং আরো অনেক কিছু তৈরী হতো;

সে আর্টিকেল পড়তো যেগুলোর উত্তরগুলো থাকতো চমৎকার সব ছবির সাথে, কিন্তু সেগুলো তেমন সাহায্য করতোনা, প্রশ্ন গুলো হতো কেন বরফ পানিকে ঠান্ডা করে? কেন আগুন পোড়ায়? কেন আখ মিষ্টি হয়?

"তুমি ভানদাতের ছেলেদেরও এসব পড়াবে," অযোধা খুব সানন্দে তাকে বলেছিল।

কিন্তু ভানদাতের ছেলেদের সেগুলো প্রলুব্ধ করতোনা। তারা ধূমপান করতে শিখেছিল; তারা খুব আগ্রহের সাথে আর খোলাখুলি ভাবে যৌনতা নিয়ে আলাপ করতেই বেশী পছন্দ করতো; আর রাতের বেলা ফিস্‌ফিস্‌ করে তারা নোংরা সব যৌন কল্পনায় মেতে থাকতো। মিঃ বিশ্বাস সে সবে অবদান রাখতে চেষ্টা করতো কিন্তু সঠিক জায়গায় টোকা দিতে ব্যর্থ হতো। সে এমন আনাড়ি আর অজ্ঞ ছিল যে তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একরাতে যখন সে ভানদাতের বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো কিভাবে সে যৌনতার ব্যাপারে এতো কিছু জানে, ছেলেটা তাকে বলেছিল,"আমার একজন মা আছে, আছে না?"

ভানদাত সপ্তাহান্তের বেশীর ভাগই দোকান থেকে দূরে থাকতো। তার ছেলে তার রক্ষিতার সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই কথা বলতো, প্রথমটায় খুব উত্তেজনার সাথে আর গর্ব নিয়ে; পরবর্তীতে, যখন ভানদাতের সাথে তার বউয়ের ঝগড়া তুমুল পর্যায়ে চলে যেত তখন একটু ভয় নিয়ে বলতো। ভানদাত যখন অশ্লীল সব কথা চিৎকার করে বলতো তখনকার মূহুর্তগুলো হতো খুব বিব্রতকর যা ভানদাতের ছেলে সব সময়ই রাতের বেলা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতো। ঐ সময়টাতে ভানদাতের বউয়ের নীরবতা হতো খুবই মারাত্মক। প্রায়ই জিনিস-পত্র বাইরে ছুড়ে ফেলা হতো, আর মিঃ বিশ্বাস ও ভানদাতের ছেলেরা চিৎকার করে কাঁদতো। ভানদাতের বউ এসে ঠান্ডা ভাবে তাদেরকে শান্ত করতো। তারা তাকে চাইতো তাদের সাথে থাকতে, কিন্তু সব সময়ই সে ভানদাতের কাছে, পাশের ঘরটাতে চলে যেতো।

দোকানে ভানদাত আরো বেশী কয়েন প্রতিদিন খোরাতে শুরু করলো আর কদাচিৎ শুক্রবারের সন্ধ্যায় *তারা* আসতো হিসেব নিকেশ পরীক্ষা করতে। তার পর এক সপ্তাহান্তে মিঃ বিশ্বাস দুটা ঘর পেয়ে গেল। অযোধার এক আত্মীয় অন্য একটা দ্বীপে, মারা গিয়েছিল। শনিবারে আর দোকান খোলা হয়নি আর খুব সকালে ভানদাত তার পরিবার সহ চলে গিয়েছিল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। *তারা* ও সাথে গিয়েছিল। খালি ঘর সব সময় যা বিষাদময় থাকে , অফুরন্ত স্বাধীনতার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু মিঃ বিশ্বাস কোন সন্তোষজনক বা দুষ্ট কিছু ভাবতে পারেনি। সে ধূমপান করেছিল কিন্তু সেটাতে খুব কম মজাই পেয়েছিল। আর ক্রমশই ঘরটাতে আনন্দ নামক বস্তুটা দূর হয়ে যাচ্ছিল। আলেক্ গ্যারাজে তার কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল অথবা চাকরিচ্যুত হয়েছিল, সে প্যাগোট্-এ ছিল না; *তারা*'র বাসাটা খুব কাছেই ছিল; সেখানে যাবার কোন ইচ্ছে মিঃ বিশ্বাসের ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার অনুভূতি আর তাড়না ঠিকই ছিল তার। সে গন্তব্যহীন হেটে ছিল বড় রাস্তাটা ধরে আর পাশের ছোট রাস্তাটা দিয়ে, এর আগে কখনওই সে এসব রাস্তা ব্যবহার করেনি। সে বাস থামিয়ে ছোট্ট একটা ভ্রমনও করেছিল। সে অসংখ্য কোমল পানীয় আর হার্ড কেক খেয়েছিল রাস্তার পাশে ভ্রাম্যমান দোকান থেকে। বিকেল হয়েগিয়েছিল। রাস্তার কোনায় দোকানের সামনে আর নারকেলের গাড়িটা কে ঘিরে দাড়িয়েছিল একদল লোক, যাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ক্লান্তি ক্রমেই ভর করলে সে তার সারা দিনের হাটাহাটি থামিয়ে দেয়, স্বাধীন হবার বাসনা ছেরে দেয়। সে তার অন্ধকার ঘরে ফিরে যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত, দুঃখী হয়ে, যদিও সে তখনও ছিল উত্তেজিত তখনও ঘুমাতে রাজী ছিল না।

ঘুম থেকে জেগে সে দেখেছিল ভানদাত তার ঘরের ম্যাট্রেসের উপর দাড়িয়ে আছে। লাল-লাল চোখের উপড়ের পাতাগুলো ছিল ভেঁজা, মদপান করার পর সে রকমটা হতো।

মিঃ বিশ্বাস আশা করেনি যে, কেউ সন্ধ্যার আগেই ফিরতে পারে; সে তার সারা দিনের স্বাধীনতাটি হারিয়েছিল।

"এদিকে আসো, ভান করা বন্ধ করো। কোথায় সেটা রেখেছো?"

ভানদাতের উপরকার ঠোঁটটা রাগে কাঁপছিল।

"কি রেখেছি?"

"ওহ্, হ্যা। স্মার্ট ছেলে । তো তুমি জানোনা?"

ভানদাত মিঃ বিশ্বাসকে ম্যাট্রেষ থেকে টেনে তুলল, তার প্যান্টের পেছন দিকটা খামছে ধরে তাকে তার পায়ের পাতার উপর দাঁড়াতে বাধ্য করলো। এরকম ধরাটাকে লালের স্কুলে "পুলিশের ধরা" বলেই বেশ পরিচিত ছিল। ভানদাত মিঃ বিশ্বাসকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কেউ ছিল না; ভানদাতের বউ আর তার ছেলে-মেয়েরা শেষকৃত্যানুষ্ঠান থেকে বাড়ীতে ফেরেনি। একটা শার্ট, দুইটা ফুল প্যান্ট চেয়ারের পেছনে টাঙ্গানো ছিল।

সেই চেয়ারটার উপর একটা কয়েন, চাবি আর দোমড়ানো মোচড়ানো টাকা পড়ে আছে।

"গতরাতে আমার কাছে ছাব্বিশ ডলারের নোট ছিল। আর আজ সকালে দেখি পঁচিশ ডলার। অ্যাহ্?"

"আমি জানি না। এমনকি আপনি কখন এসেছেন তা'ও জানিনা। আমি সারাক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম।"

"ঘুমিয়ে ছিলে। হ্যাঁ, সাপের মতো ঘুমিয়ে ছিলে। দুই চোখ খোলা রেখে। বড় বড় চোখ আর লম্বা জিভ নিয়ে। সব সময় সেই জিভ, সব সময় নড়াচড়া করে *তারা* আর

BanglaBook.org

অযোধার দিকে। তুমি কি মনে করো এসব করে তুমি কোন ভালো কিছু করেছো? তুমি আশা করো এজন্য *তারা* তোমায় এক পাউন্ড আর এক ক্রাউন দেবে?" সে তখন চিৎকার করছিলো, আর তার চামড়ার বেল্টটা ফুলপ্যান্ট থেকে খুলে ফেলল। "অ্যাহ্? তুমি তাদেরকে বলবে তুমি আমার ডলার চুরি করেছো?" সে তার হাতটা তুলে মিঃ বিশ্বাসের মাথার উপর বেল্টটা দিয়ে আঘাত করলো।

যখনই বাক্‌লটা হাড্ডিতে লাগে তখনি একটা তীক্ষ্ম শব্দ হয়।

হঠাৎ মিঃ বিশ্বাস আর্তনাদ করে উঠলো। "হায় ভগবান! হায় ভাগবান! আমার চোখ! আমার চোখ!"

ভানদাত থেমে গিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাসের কপাল কেটে গিয়েছিল আর রক্ত বেয়ে নেমে গিয়েছিল চোখের উপর।

"বেড়িয়ে যা, হারামজাদা, কান-লাগানো বদমাশ। বেড়িয়ে যা এক্ষুনি, তোর পিঠের চামড়া তুলে ফেলার আগে।"

মিঃ বিশ্বাস যখন বিপ্তিকে জগিয়ে তুললো তখনও সূর্য উঠেনি আর বস্তিটা ও ফাঁকা।

"মোহন! কি হয়েছে?"

"আমি পড়ে গেছি। কিছু জিজ্ঞেস করো না।"

"আয়, আমাকে বল। কি ব্যাপার?"

"তুমি কেন আমায় অন্য লোকদের সাথে রাখো?"

"কে তোকে মেরেছে?" সে তার কপালের কাটা জায়গাটায় আঙ্গুল বোলালে বিশ্বাস সংকুচিত হয়।

"ভানদাত তোকে মেরেছে?" সে তার শার্টের পেছনে দেখে বেল্টের আঘাতের চিহ্ন। "সে তোকে মেরেছে?"

বিপ্তি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো, আর সে যখন বাচ্চা ছিল তারপর এই প্রথমবার বিপ্তি তাকে সারা গায়ে তেল মালিশ করে দিলো। সে তাকে এককাপ গরম দুধ চিনি মিশিয়ে দিলো।

"আমি আর কখনও সেখানে ফিরে যাবো না;" মিঃ বিশ্বাস বলেছিল।

সে যেরকম সান্তনা আশা করেছিল তার বদলে বিপ্তি তাকে বললো, অনেকটা তর্কের মতো করে, "কোথায় যাবি তাহলে?"

সে অধৈর্য হয়ে উঠলো। "তুমি আমার জন্যে কোনও কিছু করোনি। তুমি একটা কপর্দকহীন"।

সে তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে বলেছিল কিন্তু বিপ্তি কোন কষ্ট পায়নি। "এটা আমার দূর্ভাগ্য। সন্তানদের সাথে থাকার কপাল আমার নেই। আর তোর সাথে মোহন, আমার থাকা কপালেই নেই। সিতারাম তোর সম্পর্কে যা বলেছে, সবই সত্যি।"

"আমি তোমার এবং সবার কাছ থেকে এই সিতারাম সম্পর্কে অনেক শুনেছি সে আসলে কী বলেছিল?"

তুই একটা অপব্যয়ী এবং মিথ্যুক হবি, আর লম্পটও হবি।

"ওহ্ তাই। অপব্যয়ী হবো মাসে দুই ডলার দিয়ে। পুরো দুই ডলারে। দুইশত সেন্ট-এ। খুব ভারী হবে যদি তুমি ওগুলো একটা ব্যাগে ভরে দাও। আর লম্পট?"

BanglaBook.org

"একটা বাজে জীবন যাপন করা। একজন নারীর সাথে। কিন্তু তুমি খুব বেশী ছোট।"

"ভানদাতের ছেলে-মেয়েরা আমার চেয়ে বেশী লম্পট। আর তাদের মায়ের সাথে আরো বেশী।"

"মোহন!" তারপর বিপ্তি বলেছিল, "আমি জানিনা *তারা* কি বলবে?"

"আবার! *তারা*'র কথা তুমি এতো শোন কেন" আমি চাইনা তুমি ওখানে যাও আর তার সাথে দেখা করো। আমি তার কাছ থেকে কিছুই চাইনা। আর অযোধাকে তার মতো থাকতে দাও। ভানদাতের ছেলেদেরকে তাকে পড়ে শোনাতে দাও। আমি এসব কিছু আর করছিনা।"

কিন্তু *তারা*'র কাছে গিয়েছিল, আর সেই বিকেলেই

"বেচারা মোহন, *তারা* বলেছিল। বেশরম, ভানদাতটা।"

"আমি নিশ্চিত সে নিজেই টাকাটা চুরি করেছিল", মিঃ বিশ্বাস বললো।

"সে এটা অনেকবার করেছে। সব সময়ই করে। আমি বলতে পারি সে কখন চুরি করে। যখন সে কয়েন ঘুরায়।"

"মোহন!" বিপ্তি বলে।

"সে একটা লম্পট, অপব্যয়ী আর মিথ্যাবাদী। আমি না।"

"মোহন"!

"আর আমি সব জানি ঐ মেয়েলোকটার সম্পর্কে। তার ছেলেরা ওর সম্পর্কে জানে। তারা এ নিয়ে কানাকানি করে। সে তার বউয়ের সাথে ঝগড়া করে, পেটায়। আমি সেই দোকানে আর ফিরে যাবো না সে যদি আমার কাছে হাটু গেড়েও বলে তবুও না।"

"আমি ভানদাতকে ওরকম দেখতে পারবো না," *তারা* বললো।

"কিন্তু সে দুঃখিত। ডলারগুলো হারায়নি। ওগুলো তার ফুলপ্যান্টের পকেটেই ছিল আর সে সেটা জানতো না।"

"সে মাতালও ছিল।" এরপর তার অপমানিত বোধটা কান্নায় পরিণত হলো। "তুমি দেখলে, মা। আমার বাবা নেই যে আমাকে দেখাশোনা করবে, আর সবাই আমার সাথে যা তা ব্যবহার করে।"

তারা একটু আদ্র হলো।

মিঃ বিশ্বাস এই আদ্রতা উপভোগ করলো, যদিও সে রাগের সাথেই কথা বলেছিল। "দেহুতি তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে ঠিক কাজটাই করেছে। আমি নিশ্চিত তুমি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছো।"

দেহুতির নামটা উচ্চারণ করে সে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেললো। *তারা* একটু আড়ষ্ট হলো আর কিছু না বলেই চলে গেলো, তার লম্বা ঘাগড়াটা ফুলে উঠলো আর চান্দীর বালাগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠলো।

বিপ্তি তার পেছন পেছন দুয়ার পর্যন্ত দৌড়ে গেল।

"তুমি ছেলেটার কথায় কিছু মনে করোনা। সে খুব বাচ্চা ছেলে।"

"আমি কিছু মনে করিনি বিপ্তি।"

BanglaBook.org

"ওহ্ মোহন," বিপ্তি ঘরে ফিরে এসে বলেছিল, "তুমি আমাদের কপর্দকহীনে পরিণত করে ফেলবে। তুমি আমার বাকী জীবনটা এই ভাঙ্গা ঘরে কাটাতে দেখতে চাও।"

"আমি আমার জন্যে একটা কাজ খুঁজে নিবো। আমি আমার জন্যে নিজের একটা বাড়িও করবো।"

সোমবারের এক সকালে সে ঠিক করলো চাকরি খুঁজবে। কিভাবে একজন কাজ খুঁজে পায়? তার মনে হলো খুঁজলেই হয়। সে প্রধান সড়কটা দিয়ে হাঁটলো, খুঁজলো।

সে একটা দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় কল্পনা করলো খাকি কাপড় কাটছে, সেলাই মেশিন চালাচ্ছে। সে একটা নাপিতের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় কল্পনা করলো সে চামড়ায় খুর ধার করছে; কিন্তু সে পছন্দ করেনি যে দর্জিটাকে সে দেখেছে, একটা মোটাসোটা লোক হেলে-দুলে সেলাই করে যাচ্ছে একটা ছোট-খাটো দোকানে বসে; আর নাপিতের ব্যাপারে, সে তাদেরকে কখনও পছন্দ করে না যারা নিজের চুল নিজেই কাটে; সে ভাবে এটা খুব বেশী বাজে দেখায় যে পন্ডিত জয়রামের এক সাবেক ছাত্র নাপিতের কাজ বেঁছে নিয়েছে, খুবই নীচু জাতের কাজ। সে হাঁটতে লাগলো।

তার আর অন্য কোন দোকানে গিয়ে কাজ খোঁজার ইচ্ছে করলো না। সে একটা কঠিন অবস্থায় পড়লো। সে চেষ্টা করেছিল, যেমন কয়েক মাইল হেঁটেছিল, আর বুঝতে পেরেছিল ব্যর্থতা একটি খারাপ লক্ষণ। কিছুক্ষণের জন্য সে এক গোর দেওয়া লোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিল, তার সমান ঢেউতোলা লোহার ছাউনি দেয়া যা কোন দুঃখ কষ্টের জন্ম দেয় না। সেখানে ছিল অনেকগুলো কফিন। সস্তা, দামী, সম্পূর্ণ তৈরি হওয়া কিংবা অসম্পূর্ণ। চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। এক কোণে একটা খেলনার মতো বাচ্চাদের কফিনও ছিল। মিঃ বিশ্বাস বাচ্চাদের শেষকৃত্য খুব কমই দেখেছে। একটা ঘটনা বিশেষ করে তার মনে পড়ে যেখানে একজন লোক একহাতে কফিনটা বগল দাবা করে বাইসাইকেলে চেপে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল। "একটা কাজ যোগার করা যাক এখানে", সে ভেবেছিল, "আর ভানদাতকে কবর দেয়া যাবে।"

সে একটা শুকনা-মালের দোকান অতিক্রম করলো। ছোট্ট ঘরটা শুকনো মালে ঠাঁশা।

মিঃ বিশ্বাস বস্তিতে ফিরে এলো, তার সংকল্প ঝাঁকি খেয়েছে। "আমি কোন কাজ নিবো না, কোনটাই না" সে বিপ্তিকে বললো।

"তুমি কেন *তারা*'র সাথে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলছো না?"

"আমি *তারা*'কে দেখতে চাই না। আমি নিজেকে খুন করবো।"

"সেটাই তোমার জন্য ভালো হবে। আমার জন্যেও।"

"ভালো, ভালো। আমি কোন খাবার চাই না।।" সে খুব দ্রুত বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাগ তাকে শক্তি দান করলো, আর সে দৃঢ়কল্প হলো যতক্ষণ না ক্লান্ত হয় ততক্ষণ হাঁটবে। প্রধান সড়ক থেকে অন্য একটা দিকে সে হাঁটা শুরু করলো এবং এফ, জেড

BanglaBook.org

গনির অফিসটা অতিক্রম করলো, মলিন, কিন্তু তখনও দোকানটা বন্ধ ছিল কারণ হাটবারের দিন ছিল না। অতিক্রম করলো একই জায়গার দোকানগুলো, মনে হলো, একই মালিক, একই মালামাল, একই সহকারী; আর সেই একই হাতাশা তাকে গ্রাস করলো।

পড়ন্ত বিকেলে, যখন সে প্যাগোট থেকে কিছু মাইল দূরে, একজন যুবক, পাতলা গোঁফের, মিঃ বিশ্বাসের কাছে এলো এবং তার কাঁধে হাত রাখলো। সে রামচাঁদকে চিনতে পেরে কিছুটা বিব্রত হলো, *তারা*'র অবিশ্বস্ত কাজের ছেলে, এখন দেহুতির স্বামী। সে তাকে মাঝে মাঝে *তারা*দের ওখানে দেখেছে, কিন্তু তারা দুজন কথা বলেনি কখনও।

রামচাঁদ, তাকেও বিব্রত দেখাচ্ছে, এমন ব্যবহার করছে যেনো সে মিঃ বিশ্বাসকে অনেক আগে থেকে চেনে-জানে। সে মিঃ বিশ্বাসকে খুব অল্প সময়ে এতো বেশী প্রশ্ন করলো যে মিঃ বিশ্বাস শুধু হুঁ-হুঁ করার সময় পেল। "কেমন আছে সব? তোমাকে দেখে ভালো লাগছে। আর তোমার মা? ভালো? শুনে ভালো লাগছে। দোকানটার খবর কি? ফালতু একটা জিনিস। তুমি পারাকিত ইনডিয়ান মেইডেন আর দ্য হোয়াইট কক চেনো? আমি এখন সে সব রাম বানাই। ওগুলো একই রকম, তুমিতো জানোই।"

"আমি জানি।"

"*তারা*'র ভবিষ্যত নেই, আমি তোমাকে বলতে পারি। তুমি জানো, আমি এখন এ জায়গায় মদের দোকানে কাজ করছি। তুমি জানো কি পরিমাণ টাকা আমি পাই? আন্দাজ করো তো দেখি।"

"দশ ডলার।"

"বারো। সেই সাথে প্রতি ক্রিসমাসে বোনাস। আরো পাই কেনা দামে রাম। খারাপ না এ্যাহ্?"

মিঃ বিশ্বাস অভিভূত হয়েছিল।

"দেহুতি সব সময়ই তোমার কথা বলে। একবার সবাই ভেবেছিল তুমি ডুবে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?" এটা জানার পর তাদের মধ্যে যত অমিল ছিল তা দূর হয়ে গেল। রামচাঁদ আরো বললো, "তুমি দেহুতিকে দেখতে আসোনা কেন? গতরাতেই সে তোমার কথা বলেছিল।" সে একটু বিরতি দেয়। "তুমি কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিতে পারো।"

মিঃ বিশ্বাস বিরতিটা খেয়াল করেছে। এটা তাকে মনে করিয়ে দিলো যে রামচাঁদ নিম্ন বর্ণের লোক; রাস্তায় দাঁড়িয়ে এটা ভাবা অর্থহীন যে মাসে বারো ডলার রোজগার করে আর সেই সাথে বোনাস আর অন্যান্য সুবিধা পাওয়া লোকের ব্যাপারে। সে দেহুতিকে দেখতে যেতে রাজী হলো। রামচাঁদ উৎফুল্ল হলো, অনেক কথা বললো, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে আরো অনেক কিছু উম্মোচন করলো। সে মিঃ বিশ্বাসকে আরো জানালো যে অযোধার টাকা পয়সা সম্পর্কে যা ধারণা করা হয় বাস্তবে সেসব এতো বেশী না।

তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল কখনও রামচাঁদের নাম উচ্চারণ করবে না।

তারা'র বাড়িতে যখন মিঃ বিশ্বাস একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে খেতে যেত তখন এসব পার্থক্য সে দেখতে পেতোনা, পন্ডিত জয়রামের সাথে যখন পড়তে বসতো তখনও না;

BanglaBook.org

সে কখনও এসব গুরুত্বসহকারে নেয়নি। সে ভাবতো এটা এমন একটা ব্যাপার যা কখনও কখনও খেলা হয়। সে যখন রামচাঁদের সাথে মিশতো তখন মনে হতো এটা খেলার চেয়েও বেশী কিছু। তাদের ঘরটা কোন প্রকারের নীচতার ইঙ্গিত দেয় না। কাদা-মাটির দেয়াল, পরিষ্কার সাদা চুনকাম করা আর লাল, নীল-সবুজ রঙের হাতের ছাপ (মিঃ বিশ্বাস রামচাঁদের চওড়া আর লম্বা লিকলিকে আঙ্গুলগুলো চিনতে পারলো); খড়ের ছাদটা নতুন আর পরিষ্কার; ঘরের মাটি খুব উঁচু আর শক্ত; ক্যালেন্ডারের ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো, আর বারান্দায় একটা টুপি রাখার হ্যাঙ্গার।

কিন্তু দেহুতির কাছে বিয়েটা কোন আনন্দ বয়ে আনেনি বলে মনে হলো। সে তার গৃহস্থালী অবস্থানে স্বাচ্ছন্দ বলে মনে হলো না, তারা এমন আকারে প্রকারে বোঝালো যে তাকে নিয়ে তাদের কিছু করার নেই। যখন রামচাঁদ তার ঘরের কোন আকর্ষণীয় জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করতো তখন দেহুতি তার দাঁত জিভ দিয়ে চাটতো আর সে ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। মিঃ বিশ্বাস বিশ্বাস করতে পারেনি যে দেহুতি কখনও তার সম্পর্কে কিছু বলতে পারে, রামচাঁদ যেরকমটি বলেছে। সে খুব কমই কথা বলতো, খুব কমই তার দিকে তাকাতো। ভাবলেশহীনভাবে দেহুতি ভেতরের ঘর থেকে একটা কুৎসিত বাচ্চা নিয়ে এলো, ঘুমন্ত, আর তাকে দেখালো, ভান করলো সে ওটাকে দেখানোর জন্য বাইরে আনেনি।

তাকে গোমরা মুখো আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সে তার অভ্যস্ত চালচলনে মিঃ বিশ্বাসকে স্বাগত জানালো। মিঃ বিশ্বাস বুঝলো যে সে ভয় পাচ্ছে, মিঃ বিশ্বাস এখান থেকে ফিরে গিয়ে কি বলবে আর সেটাই তাকে অস্বস্তিতে রেখেছিল।

দেহুতিকে কখনই সুন্দর দেখাতো না, আর এখন একেবারেই কুৎসিত। তার চীনা-চোখ দুটো ঘুম ঘুম ভাবের, চোখের তারা আলোহীন, সাদা। তার গাল দুটো লাল, ব্রণে ভরা, স্ফীত হয়ে ঝুলে আছে তার মুখের দিকে। সে বসে আছে একটা নীচু তক্তায়, তার ঘাগড়ার পেছনটা আটোসাঁটো হয়ে আছে পাঁয়ের কাছে আর তার পাছার পেছনটায়, সামনের অংশটা হাঁটুর উপর উঠে আছে। মিঃ বিশ্বাস তার বাড়ন্ত শরীর দেখে অবাক হলো। এভাবেই সে বসেছিল, হাঁটু জোড়া ফাঁক করে। তার আচরণে ছিল পরিপূর্ণ নারীর ছোঁয়া। সে নারীটার মধ্যে তার চেনা মেয়েটাকে খোঁজার চেষ্টা করলো।

রামচাঁদ মিঃ বিশ্বাসকে দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিটা আর সানডে স্কুল কার্ডের লেখাগুলো পড়তে বললো, ওগুলো পড়ার সময় সে খুব আনন্দের সাথে শুনলো।

"তুমি খুব বড় মাপের মানুষ হবে," রামচাঁদ বললো।

"একজন মহান মানুষ। এই বয়সে এমন পড়া! অযোধাকে তুমি যখন শোনাতে তখন আমি শুনতাম। কখনও দেখিনি তার মতো স্বাস্থ্যবান লোক। কিন্তু একদিন, সে সত্যি অসুখে পড়লো; তাকে সাবধান করতে। এটাই তার প্রাপ্য ছিল। তোমাকে সত্যি বলছি তার জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। এই সব ধনী লোকদের জন্য আমার দুঃখ হয়।" আমি আবিষ্কার করলাম রামচাঁদের আরো অনেকের জন্যই দুঃখ হয়। "প্রতাপ, এখন সে গাধাগুলো কিনে একটা হযবরল অবস্থায় আছে, কেন যে সেওগুলো কিনেছে

BanglaBook.org

ঈশ্বরই জানে। শেষের দুটো মরেছে। তুমি কি এসব জানো?" মিঃ বিশ্বাস জানতো না। রামচাঁদ তাকে গাধাগুলোর করুণ পরিণতির কথা বললো, সে প্রসাদের কথাও বললো, সে একটা বউ খুঁজছে; খুব সংযত আবেগে সে ভানদাতের রক্ষিতার কথাও উল্লেখ করলো। এটা পরিস্কার যে সে মনে করে তার অবস্থা যথেষ্ট ভালো, আর এই ভালো হওয়াটা তাকে তৃপ্তি দেয়।

"এসব সাজ-গোজ এখনও শেষ হয়নি," সে বললো, দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে। "আরো কিছু আনতে হবে। যিশু আর মেরীর। আহ্, দেহুতি?" হেসে উঠে সে বাচ্চাটা মুখে চুষতে থাকা একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

তারা ঘরে পেছনে গেল, মিঃ বিশ্বাস দেখলো আরেকটা ঘর বানানো হচ্ছে এই ঘরটার সাথে। "বাড়তি ঘর, রামচাঁদ বললো। এটার কাজ শেষ হলে তুমি এখানে এসে আমাদের সাথে থাকতে পারবে।"

মিঃ বিশ্বাসের হাতাশা আরো গভীর হলো।

তারা ছোট্ট ঘরটাতে ঘুরে ফিরে দেখলো, রামচাঁদ আরো বললো: মাটির দেয়ালে শেল্‌ফ হবে, টেবিল, চেয়ার। বারান্দার পেছনে রামচাঁদ টুপি রাখার র‍্যাক্‌টাকে দেখালো। আটটা বই এক লাইনে সাজানো একটা ডায়মন্ড আকৃতির গ্লাসের ভেতর। "এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি নিজে বানাইনি। দেহুতির এটা মনে ধরেছিল।"

দেহুতি চোখ বন্ধ করে আর রেগে-মেগে ঠোঁট বাকিয়ে ফেলল। "আমি এটা চাইনি। আমি চাই তুমি লোকজনকে আমার আধুনিক উচ্চাভিলাষিতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া বন্ধ করবে।"

সে একটা কষ্টের হাসি দিলো আর তার আঙ্গুলের নখ দিয়ে নগ্নপাটায় আঁচর কাটলো; নখের আঘাতে সাদা দাগ তৈরি হলো।

"আমার কোন টুপি নাই টুপির র‍্যাকে ঝোলাবার মতো," দেহুতি বললো। "আমি আয়না চাই না যাতে আমার কুৎসিত মুখটা না দেখতে হয়।"

রামচাঁদ মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বললো, "কুৎসিত চেহারা, কুৎসিত চেহারা?"

দেহুতি বলে, "আমি টুপির র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচরাই না। আমার চুল দেখতে সুন্দর না, যথেষ্ট কোকড়ানোও না।"

রামচাঁদ এটা মেনে হেসে ফেললো।

বারান্দায় কালো আর হলুদ কুপির আলোতে, তারা পিঁড়িতে বসে খাওয়া-দাওয়া করলো। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস ক্ষুধার্ত থাক সত্ত্বেও এবং দেহুতি আর রামচাঁদ তার প্রতি স্নেহপ্রবণ এটা জেনেও, সে আবিষ্কার করলো যে তার পেট ফুলে উঠছে আর ব্যথা বাড়ছে, সে খেতে পারেনি। তাদের সুখে সে অংশ নিতে পারেনি, এটা তাকে বিমর্ষ করলো। মিঃ বিশ্বাস তাদের ছেড়ে চলে এলো, কথা দিলো আবার একদিন ওদের দেখতে আসবে। চাকরি খোঁজার আকাঙ্ক্ষাটা সে ত্যাগ করলো। তার মনে হলো সে সব সময় *তারা*'র কাছেই সাহায্যের জন্যে ফিরে যাবে।

BanglaBook.org

সে তাকে পছন্দ করতো; অযোধা তাকে পছন্দ করতো। সম্ভবত সে ক্ষমা চাইবে, আর *তারা* তাকে গ্যারাজে রেখে দেবে।

সে সময় আলেকের পুনরাবির্ভাব ঘটলো প্যাগোট্-এ আর ইঞ্জিনের তেলের কোন চিহ্ন ছিল না তার হাতে, বাহু আর মুখে বিভিন্ন রঙের ছোপ-ছোপ দাগ। যখন অলস আর অনিশ্চিত একটা সপ্তাহের শেষে, মিঃ বিশ্বাস তাকে দেখলো, আলেকের একহাতে ছোট্ট একটা রঙের কৌটা অন্য হাতে একটা তুলি; সে প্রধান সড়কের পাশে একটা ক্যাফে'র সাইনবোর্ড লিখছিল মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে, যা সে প্রায় করেই ফেলেছিল।

"দ্য হা মিং বার্ড সি, এ"

মিঃ বিশ্বাস খুব অনুরক্ত হয়ে দেখেছিল।

"তোমার পছন্দ হয়েছে, অ্যাহ্?" আলেক মই থেকে নেমে এলো, একটা বড়সড় রঙ-চঙ মাখা কাপড় পকেট থেকে বের করে হাতটা মুছলো। "এগুলোর শ্যাডো করতে হবে। দুই রঙে। নীচের দিকে সবুজ, আড়াআড়ি নীল।"

"কিন্তু তাতে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে যে।"

আলেকের সিগারেটটা শেষ হলে সে ফেলে দিলো, ওটা তার ঠোঁটটা পুড়িয়ে দিয়েছিল। "যখন এটা আমি শেষ করবো তখন এটাকে ছোটখাটো জবরজঙ দেখা যাবে। তারা এটাকে এরকমই দেখতে চায়।" সে তার মাথাটা হামিং বার্ড এর মালিকের দিকে ঈষৎ ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিলো, লোকটা পাশের কাউন্টারে বসে তাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তার পেছনের শেল্ফটা অর্ধেক ভরে আছে সোডা পানির বোতলে। মাছিরা তার দিকে ভনভন করছিল, তার ঘাড়ের ঘামে আকর্ষিত হয়ে, বিভিন্ন ধরণের মাছি তার শো-কেসের কেকের মোটা চিনির উপর বসে আছে।

আলেকের কাছে মিঃ বিশ্বাস তার সমস্যার কথা জানালো, তারা এ নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললো। এরপর তারা একটা ছোটখাটো ক্যাফেতে গেলো আর আলেক দু-বোতল সোডা পানি কিনলো।

আলেক্ মালিককে বললো, "এ হচ্ছে আমার সহকারী।" দোকানের মালিক মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকালো।

"এতো ছোট?"

"তরুণ" আলেক্ বললো। "তরুণদের সুযোগ দাও।"

"সে কি হামিং বোর্ড আঁকতে পারবে?"

"সে সাইন বার্ডে অনেক-অনেক হামিং বার্ড চায়," আলেক মিঃ বিশ্বাসের কাছে ব্যাখ্যা করলো। "ঝুলে থাকবে আর অক্ষরগুলোর পেছনেও।"

"কেস্কাইডি ক্যাফের মতো," দোকানের মালিক বললো।

"তুমি দেখেছো ওরটা কি রকম সাইনবোর্ড?" সে রাস্তার অপর পাড়ে আরেকটা দোকানের দিকে ইঙ্গিত করলো, মিঃ বিশ্বাস সাইনবোর্ডটা দেখলো। অক্ষরগুলো তিন

BanglaBook.org

রঙের আর শ্যাডো গুলোও ভিন্ন তিন রঙের। কেসকাইডি পাখি K অক্ষরটার উপর দাঁড়ানো, D অক্ষরটার উপর বসে আর C অক্ষরটার নীচে ঝুলে; EE'র উপর দুটো কেসকাইডি ঠোঁটে-ঠোঁট ঠুকে আছে।

মিঃ বিশ্বাস আঁকতে পারেনি।

আলেক বললো, "অবশ্যই সে আঁকতে পারতো হামিং বার্ড যদি তুমি সত্যি চাইতে। আর ব্যাপারটা হলো, এটা দেখতে বাচ্চা ছেলেদের ধরনের।"

"আর তাছাড়া, এটা খুব পুরনো ধরণের," মিঃ বিশ্বাস বললো।

"আমি খুশী তুমি এটা বলেছো," আলেক জানালো।

"এটাই আমি ওকে বলতে চাচ্ছিলাম। আধুনিক ব্যাপার হলো বেশী শব্দ থাকবে। পোর্ট অব স্পেনের সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডেই শব্দ-কথা ছাড়া আর কিছু নেই। তাকে বলো।"

"কি ধরণের কথা?" দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করলো।

"মিষ্টি পানীয়, কেক আর আইস," মিঃ বিশ্বাস বললো। দোকানের মালিক মাথা নাড়লো।

"কুকুর হইতে সাবধান," আলেক্ বললো।

"আমার কোন কুকুর নেই।"

"তাজা ফল পাওয়া যায় প্রতিদিন", আলেক চলে যেতে উদ্যত হলো।

দোকানের মালিক মাথা নাড়লো।

"বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে শাস্তি। বিদেশী অভ্যাগতদের স্বাগতম। আপনি যদি দেখেন আপনার পছন্দের জিনিসটি নেই, দয়া করে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের সহকারী আপনাকে প্রয়োজনীয় সজযোগীতা দেবে।"

দোকানের মালিক চিন্তা করতে লাগলো।

"কোন সাহায্যকারী লাগবে না," আলেক বলে, "এখানে আসুন এবং ঘুরে ফিরে দেখুন।"

দোকানের মালিক একটু সতর্ক হয়ে উঠলো। "এই জায়গায় টিকে থাকার জন্য এটাই কি ঠিক?"

"অলসেরা দূরে থাকো, আদেশ ক্রমে.......।" "একটা ভালো সাইনবোর্ড," আলেক বললো। "এই ছেলেটা তোমাকে এটা করে দেবে।"

তো মিঃ বিশ্বাস একজন সাইনবোর্ড আঁকিয়ে হয়ে গেলো, এবং অবাক হলো কেন এতোদিন এই গুণটাকে ব্যবহারের কথা সে ভাবেনি। আলেকের সাহায্যে সে ক্যাফে'র সাইনবোর্ড আঁকা শুরু করলো আনন্দ আর ফূর্তির সাথে, দোকান মালিক তার কাজে খুশী হলো। সে পেন্সিল আর কলম দিয়ে অক্ষর আঁকতে অভ্যস্ত ছিলো তাই রঙের তুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলে তার ভয় হচ্ছিলো। কিন্তু সে দেখলো, প্রথমটায় একটু অসুবিধা হলেও তুলি দিয়ে আলতো চাপে ভালোই আঁকা যায়।

আঁচড় গুলো ছিল স্পষ্ট, বাঁকানো। "তুলিটা একটু আস্তে ঘুরিয়ে নিও যখন কিছু আঁকতে হবে," আলেক বলেছিল। সে অনেক আঁকলো আলেকের সাথে।

BanglaBook.org

তার হাতটা আরো নিখুঁত আর দক্ষ হয়ে উঠলো, তার আঁচড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে ভাবলো R আর S রোমান অক্ষরগুলোর মধ্যে সব চাইতে সুন্দর; R এর মতো আর অন্য কোন অক্ষর সৌন্দর্য না হারিয়ে এতো বেশী ভাব প্রকাশ করতে পারে না; আর S এর মতো আঁকা বাঁকা, ছান্দনিকের তুলনা কি হতে পারে?

তুলিতে ছোট্ট অক্ষরের তুলনায় বড় অক্ষরই বেশী সহজ। কিছুদিন পর সে আবার *তারা*'র ওখানে যাওয়া শুরু করলো। তাকে বিরক্ত করতো না কিন্তু সে হতাশ হয়েছিল যে অযোধা আর তাকে দিয়ে *আপনার শরীর*'টা পড়ানোর প্রয়োজন ছিল না।

ভানদাতের এক ছেলে সেই কাজটা করতো তখন। মদের দোকানে দুটো ঘটনা ঘটেছিল। ভানদাতের বউ, বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিল, আর ভানদাত তার ছেলেদেরকে ফেলে রেখে পোর্ট অব স্পেনে গিয়ে রক্ষিতার সাথে থাকতে শুরু করেছে। ছেলেগুলোকে *তারা* নিজের কাছে এনে রাখলো। সে ভানদাতের নামটাও যোগ করলো যা আর কখনওই মুখে আনবেনা। কয়েক বছর পর কেউ জানলো না কোথায় অথবা কিভাবে ভানদাত থাকে, যদিও একটা গুজব রটেছিল যে সে শহরের কেন্দ্রে একটা বস্তির মধ্যে, যেখানকার বেশীর ভাগ মানুষ একে অন্যের সাথে ঝগড়া করে আর যাদের স্বভাব ভালো নয়, সেখানে থাকে। তো' ভানদাতের ছেলেরা মদের দোকানের নর্দমা থেকে *তারা*'র আরামদায়ক বাড়িতে স্থানান্তর হলো।

মিঃ বিশ্বাস সাইনবোর্ড আঁকা চালিয়ে যেতে লাগলো। কাজটা ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু কাজ পাওয়া যেত অনিয়মিত। আলেক্ জেলা থেকে জেলা ঘুরে বেড়াতো, কখনও কাজ করতো, কখনও করতো না, আর তাদের দুজনের পার্টনারশীপটা ছিল ভাঙা-ভাঙা, কখনও-কখনও।

অনেক সপ্তাহ মিঃ বিশ্বাস কর্মহীন থাকতো তখন সে শুধুমাত্র পড়তো আর নক্শা করতো, অক্ষর আকঁতো, চর্চা করতো আঁকা আঁকির।

সে বোতল আঁকতে শিখেছিল, সান্তাক্লজও আঁকতো। কাজ যখন আসতো তখন ভীড় করেই আসতো। সেপ্টেম্বর মাসে বেশীর ভাগ দোকানদারই বলতো, তারা কোন ক্রিসমাস সাইনবোর্ড চায় না। ডিসেম্বরেই তারা তাদের মত বদলাতো, আর মিঃ বিশ্বাস রাত জেগে সান্তাক্লজ আঁকতো, তুষার ঢাকা অক্ষর লিখতো।

দোকানদারদেরকে আকর্ষণীয় সব অক্ষর এঁকে খুশী করবার জন্য সে বিদেশী পত্রিকা-ম্যাগাজিন পড়া শুরু করলো। ওগুলোতে অনেক ধরনের অক্ষরের নক্শা থাকতো। ঐসব পত্রিকা দেখার সাথে সাথে সে গল্প-কাহিনীগুলোও পড়তো।

আর সপ্তাহ ব্যাপী অবসরের সময়টাতে সে উপন্যাস পড়তো যা প্যাগোটের বইয়ের স্টলগুলোতে পাওয়া যেত। সে *হলবেইন* আর *মেরি কোরেলি*'র উপন্যাস পড়তো। তারা তাকে নির্মল, আবেদনার পৃথিবীর সাথে পরিচিত করেছিল। ভূ-প্রকৃতি আর আবহাওয়ার বর্ণনা তাকে আনন্দ দিতো।

সে বস্তিতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার আয় রোজগার, ক্রিসমাস, নির্বাচন আর দোকান মালিকদের ঈর্ষার ব্যাপারগুলো ছাড়া খুব কমই আর অনিশ্চিত ছিল, তবুও

সে জায়গা বদল করতে পছন্দ করতো। কিন্তু বিপ্তি, যে সবসময়ই জায়গা বদলের কথা বলতো, সে এখন একই জায়গায় বেশীদিন থাকতে চায় আর অপরিচিতদের মাঝে বৃদ্ধ বয়সে, থাকতে চায় না।

"আমি চলে যাবো। একদিন তুমি বিয়ে করবে, আর তখন আমি কোথায় থাকবো?"

"আমি কখনও বিয়ে করবো না।" এটা ছিল তার নিয়মিত হুঙ্কার, বিপ্তি বলতো সে শুধু মিঃ বিশ্বাসকে বিয়ে করতে দেখতে চায় আর এতেই তার জীবনের কর্ম পূর্ণ হবে। প্রতাপ একজন লম্বা, সুন্দর মহিলাকে যে প্রতি আট মাস অন্তর একটা করে বাচ্চা ধারণ করে, আর প্রসাদ একজন কুৎসিত মহিলাকে বিয়ে করেছে।

"তোমার এসব বলা ঠিক না," বিপ্তি বলতো। সে তখনও বিশ্বাসের প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথাতেই তাকে খোঁচাতো।

"তাতে কি? তুমি আশা করো আমি একটা বউ আনি?" সে থাকতো বস্তিতে আর *স্যামুয়েল স্মাইল্স* পড়তো। সে তার একটা বই কিনেছিল এই বিশ্বাসে যে ওটা একটা উপন্যাস, আর তাতে সে আসক্ত হয়ে পড়ে। *স্যামুয়েল স্মাইল্স* ছিলেন একজন রোমান্টিক আর তৃপ্তিদায়ক ঔপন্যাসিক, আর মিঃ বিশ্বাস *স্যামুয়েল স্মাইল্সের* অনেক উপন্যাসের নায়কদের মাঝে নিজেকে দেখতো: সে ছিল গরীব, সে ছিল তরুণ আর সে কল্পনা করতো সে সংগ্রাম করছে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে এইসব সাদৃশ্য উধাও হতো। সেসব নায়কদের ছিল উচ্চাকাঙ্খা আর তারা থাকতো এমন সব দেশে যেখানে উচ্চাঙ্খা বাস্তবায়ন করা যেত, আর সেগুলো ছিল অর্থপূর্ণ। তার কোন উচ্চাকাঙ্খা ছিল না, আর এই তপ্ত মাটিতে, দোকান খোলা এবং মটরবাস কেনা ছাড়া সে আর কিইবা করতে পারে? কিইবা সে উদ্ভাবন করবে? যদিও সে চেষ্টা করেছিল। সে বিজ্ঞানের *এলিমেন্টারি ম্যানুয়ালস* কিনে পড়েছিল; কিছুই হয়নি; শুধু *এলিমেন্টারি ম্যানুয়ালস* এ আসক্ত হওয়া ছাড়া। সে হকিন্সের সাতটা দামী ইলেক্ট্রিক গাইড এর ভলিউমও কিনেছিল, বানিয়েছিল কম্পাস, বাজারবেল আর ডোরবেল, আর শিখেছিল বায়ু'র বর্ম, এর বাইরে সে যেতে পারেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো হয়ে উঠেছিল খুবই জটিল, আর সে জানতো না ত্রিনিদাদের কোথায় সেই সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে যা হাকিন্সের বইয়ে খুব সহজভাবেই বলা আছে। বৈদ্যুতিক বিষয়ে তার আগ্রহ মরে গিয়েছিল, আর সে নিজেকে ডুবে রেখেছিল *স্যামুয়েল স্মাইল্সের* যাদুর দেশের নায়কদের পড়ার মধ্যে।

আর সেসময় এমন একটা সময় এলো যখন সে নিজেকে আবিষ্কার করলো সে এমন একটা দেশে বাস করে যেখানে রোমান্স, প্রণয় সম্ভব। একটা সময়ে সে অযোধার একটা বাসে কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করা শুরু করলো, যা অন্যসব বাসের সাথে প্রতিযোগিতা করতো এমন একটা রুটে যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট স্টপেজ ছিল না। সে তাড়াহুড়োর দৃশ্য আর হাউমাউ প্রতিযোগীতা উপভোগ করতো।

আর একটা সময়ে যখন পলায়নবাদী আলেক্, নীতিভ্রষ্টের ইঙ্গিতপূর্ণ চেহারায়, প্যাগোটে আসলো, ফূর্তির কথা বললো আর মিঃ বিশ্বাসকে একটা নির্দ্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গেল যা ছিল উত্তেজনাকর, এরপর আকর্ষন করলো, শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র তাকে কৌতুহলোদ্দীপক করলো।

BanglaBook.org

ভানদাতের ছেলেদের সাথেও সে ওখানে গেল; কিন্তু তারা বেশী আনন্দ পেলো এই ভেবে যে তারা খুব দুশ্চরিত্রের আর তখন আরো অন্য অনেক কিছুই ছিল উত্তেজনাকর, বই আর ম্যাগাজিন থেকে সম্পর্কহীন উত্তেজনাকর সব ব্যাপার: ঐ সব বাড়ীতে গমন করার সাথে সম্পর্কহীন উত্তেজনা। একটা মুখের ঝল্‌কানি, একটা হাসি, মুচ্‌কি হাসি। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা তাকে এমন একটা অধ্যায়ের বাইরে নিয়ে গেল যখন একটা মেয়ে চমৎকারিত্বের বেদনার কিছু, আর সেটা ছিল চমৎকার যে কোন প্রাণী এতটা নরম আর চমৎকার স্বাগতম জানাতে পারে শক্ত আর কুৎসিত মানুষের উপস্থিতিতে। আর খুব কম মানুষই মিঃ বিশ্বাসকে ধরেছিল। কিছু ব্যাপার সবসময়ই তাড়িয়ে বেড়ায়, একটা কণ্ঠস্বর, সুন্দরত্বক, একটা ইন্দ্রিয় সুখকর ঠোঁট, এমন একটা ঠোঁট যা স্বপ্নে বেড়ে উঠে আর অশ্লীলভাবে রেখে যায় তাকে নোংরা অনুভূতিতে। ভালবাসা এমন একটা জিনিস যা সে ভাবতে বিব্রত হতো; এই শব্দটা সে উল্লেখ করতো খুব একটা নয় আর ঠাট্টাচ্ছলে, ভানদাত এর ছেলে আর আলেকের সাথে। কিন্তু গোপনে সে বিশ্বাস করতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Tulsis

তুলসি পরিবার

আরওয়াকাসের হাইওয়ের ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কাঠের গুড়ি এবং ঢেউ-ঢেউ লোহার দালানের মধ্যে, হনুমান হাউজ সাদা দূর্গের মতো দাড়িয়েছিল। কংক্রিটের দেয়াল যতোটা পাতলা ততোটাই দেখা যেতো আর যখন তুলসি স্টোরের সরু দরজাগুলো বন্ধ করা হতো তখন বাড়িটা বেশ বড় দেখাতো। অভেদ্য আর ফাঁকা। পাশের দেয়ালগুলো জানালাহীন ছিল, উপরের তলার জানালাগুলো পুরোপুরি রাস্তার দিকে মুখ করা। ছাদের উপর তাজের মতো কংক্রিটের ভগবান হনুমানের মূর্তি।

হিন্দুদের মাঝে তুলসিদের খুব নামডাক ছিল ধার্মিক হিসেবে, রক্ষণশীল জমিদার পরিবার। অন্য যে সব পরিবার তুলসিদের সম্পর্কে কিছু শোনেনি তারাও পন্ডিত তুলসি সম্পর্কে কিছু শুনেছে। পন্ডিত তুলসি তুলসি পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যাওয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তিদেরই একজন, এবং শ্রদ্ধাহীন আর প্রচণ্ড জনপ্রিয় একটা গানেরও বিষয় তিনি। অনেক বহিরাগতদের কাছে এজন্যে তিনি কেবল মাত্র একটা কাল্পনিক প্রাণী। হিন্দুদের মধ্যে পন্ডিত তুলসিকে নিয়ে নানা রকমের গুজব প্রচলিত আছে, কিছু রোমান্টিক, কিছু অশ্লীল। ত্রিনিদাদে তিনি যে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তা' মোটেই শ্রম থেকে আসেনি, তাই এটা একটা রহস্যই রয়ে গেছে কেন তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে অভিবাসিত হয়ে এসেছিলেন। অপরাধী চক্র থেকে এসেছিল এক বা দুইটি পরিবার, আইনের চোখ থেকে ফাঁকি দিয়ে এসেছিল তারা। এক বা দুইটি পরিবার এসেছিল পালিয়ে, তাদের পরিবারের কেউ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল বলে। পন্ডিত তুলসি এই শ্রেণীতে পড়ে না। তার পরিবার ভারতে বেশ ভালোভাবেই বেড়ে উঠেছে—নিয়মিত চিঠি আসে—আর এটা বেশ ভালোই জানা যে সে খুব উচুশ্রেণীর, ত্রিনিদাদে আসা বেশীর ভাগ ভারতীয়দের তুলনায়। প্রায় সবাই, যেমন রঘু, অযোধা, যারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তারা এখনও জানে না কোন অঞ্চলে বা প্রদেশে তাদেরকে খুঁজে পাবে। এই পরিবারটি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়; বাইরের লোকেরা শুধুমাত্র নির্দ্দিষ্ট কয়েকটা ধর্মীয় উৎসবেই এই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পেতো।

মিঃ বিশ্বাস হনুমান হাউজের তুলসি স্টোরের সাইনবোর্ড আঁকতে গিয়েছিলো, একজন বিশাল গোঁফের মাতব্বর কিসিমের লোক যার নাম শেঠ, তার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের পর। সে মিসেস তুলসি'র দুলাভাই। শেঠ মিঃ বিশ্বাসের মজুরি কমিয়ে দিয়েছিল আর বলেছিল যে মিঃ বিশ্বাস এই কাজটা পেয়েছে কেবলমাত্র সে একজন ভারতীয় বলে;, সে আরেক দফা মজুরি কমিয়ে বলেছিল যে মিঃ বিশ্বাস নিজেকে খুব

BanglaBook.org

ভাগ্যবান ভাবতে পারে যে সে একজন হিন্দু; সে আরো কমিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, সাইনবোর্ডের কোন দরকারই নেই, তবুও এই কাজে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে কেননা সে একজন ব্রাহ্মণ। তুলসি স্টোরটা ছিল বেশ হতাশাজনক। সেখানে কোন জানালা ছিল না, আলো আসতো শুধুমাত্র দুইটা সরু দরজা দিয়ে, একটা সামনের দিকে আরেকটা পেছনের। দেয়ালগুলো পাতলা আর অমসৃণ, এখানে সেখানে পলেস্তারা পরে গেছে, এর কলামগুলো পাতলা আর কদাকার। এদের সংখ্যা মিঃ বিশ্বাসকে আশাহত করলো কেননা তাকে সবগুলো দেয়ালেই আঁকতে হবে।

একটা বড় ছবি দিয়ে সে পেছনের উঁচু দেয়ালটার সাজানোর কাজ শুরু করলো।

এই দোকানটার প্রায় সব কর্মীই হলো এই বাড়ির সদস্য। এটা দেখে সে অবাক হলো। এজন্যে সে তার চোখ দুটো ইচ্ছেমতো ঘোরাতে পারলো না অবিবাহিত মেয়েদের উপর। তাই, সে যতোটা পারা যায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ওদের নিরীক্ষণ করলো। আর সে এই সিদ্ধান্তে এলো যে, সবচাইতে আকর্ষণীয় মেয়েটি হলো ষোলো বছরের, অন্যেরা যাকে শামা নামে ডাকে। সে মাঝারি উচ্চতার, হালকা-পাতলা কিন্তু দৃঢ়, সেই সাথে চমৎকার অবয়ব, এবং যদিও সে তার গলার আওয়াজটাকে অপছন্দ করে, তার হাসিতে অভিভূত হলো। এতোটাই অভিভূত যে, কয়েক দিন পর সে তার সম্পর্কে নিম্ন এবং সম্ভবত বিপজ্জনক ধরণের কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। তার বোন আর ভগ্নিপতির উপস্থিতি তাকে ভীত করতো, এবং শেঠের আচম্বিত উপস্থিতিতেও। সে তার দিকে খুব ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাকাতো। যখন সে তাকে দেখে ফেলতো মিঃ বিশ্বাস অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত ব্রাশ দিয়ে রঙ করতে শুরু করতো আর তার ঠোঁটটা এমন করতো যেনো আস্তে আস্তে শিষ বাজাচ্ছে, বাস্তবে সে শিষ বাজাতে পারতো না; যখন সে তার তাকানোর জবাবে কখনও তাকাতো মিঃ বিশ্বাসের মনে হতো যে ওদের মধ্যে নিশ্চিত একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে; আলেকের সাথে প্যাগোটে দেখা করো, যেখানে সে অযোধার গ্যারাজে পুনরায় কাজ নিয়েছে, একজন মেকানিক হিসেবে আর বাসের রঙ ও আঁকা-আঁকির কাজ, মিঃ বিশ্বাস বলেছিল, "আরওয়াকাসে আমি একটা মেয়ে পেয়েছি।"

আলেক তাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। "যেমনটি আমি বলেছিলাম, এসব জিনিস তখনই আসে যখন তুমি ওগুলো কম আশা করবে।"

কয়েকদিন বাদে ভানদাতের বড় ছেলে বললো, "মোহন আমি শুনেছি অবশেষে তুমি একটা মেয়ে জুটিয়েছো।" সে তাকে উৎসাহিত করছিল; এটা বেশ ভালোই জানা আছে যে তার সাথে অন্য একটা জাতের মেয়ের সম্পর্ক আছে যার ইতিমধ্যেই একটা সন্তানও আছে; সে বাচ্চাটা এবং অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে গর্বিত।

আরওয়াকাসের মেয়েটার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল আর মিঃ বিশ্বাস প্যাগোটে কিছুটা গর্বিতও বোধ করেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না ভানদাতের ছোট ছেলে, একটা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছেলে, বলেছিল, "আমার মনে হয় তুমি নরকে পড়ে আছো, তুমি জানো।"

যখন মিঃ বিশ্বাস পরের দিন হনুমান হাউজে গেল, সাথে করে একটা চিরকুটও নিয়ে গিয়েছিল পকেটে, ওটা শামা'কে দেবার জন্য নেয়া হয়েছিল। সারাটা সকাল শামা ব্যস্ত ছিল, কিন্তু বিকালের আগে লাঞ্চের সময় স্টোরটা বন্ধ করা হলো, সেখানে একটা শান্ত-

BanglaBook.org

স্থিরভাব ছিল আর কাউন্টারটা ছিল খালি। মিঃ বিশ্বাস মই থেকে নেমে এলো, শিষ বাজালো তার মতো করে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে সে তার রঙের কৌটাগুলোর মুখখোলা আর মুখবন্ধ করতে লাগলো। এরপর স্টোরের মধ্যে হাটাহাটি করতে থাকলো, খুঁজতে থাকলো সেই কৌটাটা যা ওখানে ছিল না। সে শামা'র কাউন্টারটা অতিক্রম করার সময় ওর দিকে তাকালো না।

চিরকুটটা একটা কাপড়ের বাক্সে রাখলো। চিরকুটটা দোমরানো-মোচরানো, কিছুটা ময়লাও আর সেটা অকার্যকর দেখাচ্ছিল। কিন্তু শামা ওটা দেখে ফেলল। সে তাকিয়ে একটু হাসলো। হাসিটা ছিল না প্রশংসার না আনন্দের; হাসিটা ছিল এমন যা মিঃ বিশ্বাসকে বলে ছিলো যে সে একটা বোকামি করে ফেলেছে। সে নিজেকে খুব বোকা মনে করলো, আর ভাবতে লাগলো শামার কাছ থেকে চলে যাবে আর চিঠিটা ফিরিয়ে নেবে কিনা।

যখন সে দ্বিধান্বিত ছিল তখন একটা নিগ্রো মহিলা শামা'র কাউন্টারে এসে রক্ত মাংসের রঙের এক জোড়া মোজা চাইলো।

শামা তখনও হাসছিল। একটা বাক্স থেকে একজোড়া সূতির মোজা বের করলো। "অ্যাহ্!" মহিলাটির খেদ পুরো দোকানটায়ই ছড়িয়ে পড়েছিল। "তুমি আমার সাথে মজা করছো? কোত্থেকে তোমাদের মতো সব অল্প বয়সিদের নিযুক্ত করেছে?" সে অভিশাপ দিতে লাগলো। "আমার সাথে মশকরা!" সে কাউন্টার থেকে সমস্ত বাক্সগুলো নিয়ে বলতে থাকলো, "আমার সাথে চালাকি!" তুলসি'র এক মেয়ে জামাই দৌড়ে এসে তাকে ঠাণ্ডা করলো। সে তাকে পেছন থেকে খামছে ধরে বললো, "কোথায় বৃদ্ধ মহিলাটি?" সে ডাকতে লাগলো আর চিৎকার করে বললো, "মাই! মাই!" অসহ্য যন্ত্রণার মতো। শামার হাসি উবে গেল। তার মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। মিঃ বিশ্বাসের কোন ইচ্ছে ছিল না তাকে আশ্বস্ত করার। তাকে বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। কাপড়ের ভাঁজ খুলে গিয়ে ভেতরে রাখা চিঠিটা বেড়িয়ে এলো।

সে কাউন্টারের দিকে এগোলো, কিন্তু মোটা মহিলার মোটাসোটা হাতের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল।

এরপর দোকানে নীরবতা নেমে এলো।

মিসেস তুলসি'র আগমন ঘটলো। সে *তারা*'র মতো ভারাক্রান্ত ছিল জুয়েলারিতে।

মিঃ বিশ্বাস তার কৌটা আর তুলি গুলোর দিকে ফিরে গেলো।

"হ্যাঁ মাদাম, আমি আপনাকেই চাচ্ছিলাম।" মহিলাটি রাগে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। "আমি আপনাকেই চাচ্ছিলাম। আমি চাই আপনি এই মেয়েটাকে পেটান, মাদাম। আমি চাই আপনি আপনার বেয়াদপ আর অভদ্র মেয়েটাকে পেটান।"

"ঠিক আছে, মিস্! ঠিক আছে।" মিসেস তুলসি তার পাতলা ঠাঁটটা চেপে বার কয়েক বললো, "বলো কি হয়েছে?" সে খুব ধীরে ধীরে ইংরেজী বলে। এটা মিঃ বিশ্বাসকে খুব অবাক করলো।

মিঃ বিশ্বাস তখন তার তুলিগুলো পরিষ্কার করতে ব্যস্ত রইলো। তুলিগুলো শুকাতে থাকলো যাতে মিসেস তুলসি কোনভাবেই *আমি তোমাকে ভালবাসি আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই* লেখা চিরকুটটা দেখতে না পায়।

BanglaBook.org

মিসেস তুলসি হিন্দীতে শামাকে কিছু গালাগালি দিলো। মহিলাটিকে একটু শান্ত দেখালো।

মিসেস তুলসি কথা দিলো এ ব্যাপারটা সে দেখবে সেই সাথে মহিলাটিকে একজোড়া রক্ত মাংস রঙের মোজা বিনামূল্যে দিয়ে দিলো। মহিলাটি পুণরায় গল্পটা বলা শুরু করলো। মিসেস তুলসি ব্যাপারটা খুব গভীরভাবে দেখতে থাকলো আর বার বার বলতে লাগলো মোজাটা বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। শেষে মহিলাটি চলে গেলো। বড় সর পাছাটা দুলিয়ে।

চিরকুটটা মিসেস তুলসির হাতে ছিল। সে ওটাকে কাউন্টারের উপর রাখলো, চোখের থেকে একটু দূরে নিয়ে পড়লো ওটা।

"শামা, এটা খুবই লজ্জার একটা ব্যাপার।"

"আমি না, মাই।" শামা বললো, আর কান্নায় ভেঙে পড়লো একটা হামাগুড়ি দেয়া বাচ্চার মতো।

মিঃ বিশ্বাসের নিরানন্দের পরিপূর্ণতা পেলো। মিসেস তুলসি তখনও চিরকুটটার দিকে তাকিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাস দ্রুত স্টোর থেকে বের হলো। হাই স্ট্রিটে মিসেস মিউআং এর একটা বড় ক্যাফে আছে সেখানে গেল, এবং একটা সারডাইন রোল ও এক বোতল সোডা পানির অর্ডার দিলো।

সারডাইনগুলো ছিল শুকনো, পেঁয়াজ তাকে অসন্তুষ্ট করে, আর রুটিগুলোর শক্ত কোনা তার ঠোঁটের ভেতরের অংশ কেটে ফেললো। সে একটু আরাম বোধ করলো এই ভেবে যে সে চিরকুটে কোন স্বাক্ষর করেনি, আর এটা সে অস্বীকার করতে পারে যে সে এটা লেখেনি।

যখন সে স্টোরে ফিরে গেল সে দৃঢ়ভাবে ভান করলো যে কিছুই ঘটেনি, আরো দৃঢ় প্রতীজ্ঞ হলো যে শামা'র দিকে আর তাকাবেনা। খুব সর্তকভাবেই সে তার তুলিগুলো প্রস্তুত করলো কাজ শুরু করবার জন্য। সে খুব স্বস্তি পেলো যে কেউই তার প্রতি আগ্রহ দেখালো না। আরো স্বস্তির ব্যাপার যে, শামা স্টোরে ছিল না সেই বিকেলে। দায়সারাভাবে সে অমসৃণ পিলারটার গায়ে একটা কুকুরের পা আঁকলো। কুকুরটার নীচে একটা লম্বা রেখা টেনে আঁকলো "দামাদামি! দামাদামি!" সে লাল রঙে কুকুরটা আঁকলো, প্রথম "দরদাম!" টা কালোতে, আর দ্বিতীয়টা নীল রঙে। কাজে ডুবে থাকলো পুরোটা বিকেল, শামা আর স্টোরে আসেনি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ বিশ্বাস ভুলে গেল সকালে কী ঘটেছিল। চারটা বাজার আগে, যখন স্টোরটা বন্ধ হলো আর মিঃ বিশ্বাস তার কাজ শেষ করলো, শেঠ আসলো, এমনভাবে তাকালো যেন সে সারাদিন মাঠে কাটিয়ে এসেছে। সে পড়েছিল বুটজুতা আর খাকি টুপি, ঘামে ভেঁজা শার্টের পকেটে সে একটা কালো নোট বুক আর হাতির দাঁতে তৈরী সিগারেট হোল্ডার রাখে। সে মিঃ বিশ্বাসের কাছে এসে খুব কর্তৃত্বমূলক ভাব নিয়ে বললো, "বৃদ্ধ মহিলা তোমাকে যাওয়ার আগে দেখা করতে বলেছে।"

মিঃ বিশ্বাস কণ্ঠস্বরটা লক্ষ্য করলো, সে বিরক্ত হলো কেননা শেঠ ইংরেজীতে কথাটা বললো। সে কিছুই বললো না, মই থেকে নেমে এসে তুলিগুলো পরিষ্কার করলো,

শব্দহীন শিষ বাজালো যেমনটি সে করে থাকে, শেঠ তখনও তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তুলসি স্টোরের সামনের দরজাটা গোটানো হলে পুরো স্টোরটা অন্ধকার, উষ্ণতায় নিরাপদ হয়ে উঠলো।

সে পেছনের দরজা দিয়ে শেঠকে অনুসরণ করে হাঁটা শুরু করলো, ঢুকলো একটা অন্ধকার বৈঠকখানায়, এখানটায় সে কখনও আসেনি। এখানে তুলসি স্টোরটাকে আরো ছোট মনে হয়: পেছনে তাকিয়ে সে দেখে মনুষ্য-সমান একটা হনুমানের মূর্তি, অদ্ভুত রঙের, দোকানের দরজার উভয় দিকেই। বৈঠক খানাটা পেরিয়ে সে দেখতে পেলো একটা বড়, পুরাতন, ধূসর, কাঠের তৈরি বাড়ি যা আসল তুলসি হাউজ হবে বলে সে ভাবলো।

স্টোর থেকে এই বাড়িটার আকার সে কখনও অনুমানও করতে পারেনি; আর রাস্তা থেকে এটা পুরোপুরি আড়াল হয়ে থাকে বড় কংক্রিটের দালানের জন্য; ঐ দালানটার সাথে মূল বাড়িটার একটা সংযোগ আছে কাঠের সেতু দিয়ে, দেখতে ওটা নতুন, রঙহীন।

তারা একটা ছোট্ট ভাঙা চোড়া কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হলরুমে প্রবেশ করলো। ঘরটা ফাঁকা। শেঠ মিঃ বিশ্বাসকে রেখে চলে গেল, বললো সে ধুয়ে মুছে আসছে। হলটা ছিল বেশ বড়-সর। ধোয়া আর পুরাতন কাঠের গন্ধ আসছিল।

মিঃ বিশ্বাসের জন্য আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দরজাটা দিয়ে দূরের রান্না-ঘরটা দেখা যাচ্ছে। আর রান্না-ঘরটার দেয়াল মাটির। ওটা হল-ঘরের চেয়ে খাটো আর অন্ধকার, পুরোপুরি অন্ধকার। দরজাটা কালো রঙের;

হল-ঘরের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আসবাব বলতে ছিল একটা দীর্ঘ বার্নিশহীন পিচ্‌পাইন টেবিল, ঘরের এক কোণে পুরাতন সুইং মেশিন, একটা বাচ্চাদের চেয়ার এবং একটা কালো বিস্কিট-ড্রাম অন্য কোনায় দখল করেছিল। ঘরের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বিসদৃশ্য কিছু চেয়ার, টুল আর বেঞ্চি। একটার মধ্যে তখনও জাফরানি রঙ লেগেছিল যা বিয়ের সময়ে ব্যবহার করা হয়। সবচাইতে রাজকীয় জিনিস ছিল একটা ড্রেসার, একটা ডেস্ক, একটা পিয়ানো, কাগজপত্রের মধ্যে চাপা পড়ে থাকা।

সিঁড়ির মধ্যে কারো হাঁটার শব্দ সে শুনতে পেলো, সে দেখলো লম্বা-শাদা স্কার্ট আর লম্বা শাদা পেটিকোট, সিলভারের ব্রেসলেট পড়া মিসেস তুলসি। সে খুব আস্তে নড়ে চড়ে; বিকালটায় সে বিছানায় কাটিয়েছে।

তার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না করেই মিসেস তুলসি একটা বেঞ্চে বসে পড়লো, যেন সে ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার অলঙ্কার ভর্তি হাত দুটো টেবিলের উপর বিশ্রামের জন্য রাখলো। সে দেখলো তার একহাতে চিরকুটটা ধরা আছে। "এটা তুমি লিখেছো?"

সে খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে এমন একটা ভাব করার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। সে চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে এক হাত বাড়িয়ে ওটা নিতে গেল। মিসেস তুলসি হাতটা সরিয়ে চিরকুটটা উপরের দিকে তুলে ধরলো।

"এটা? আমি এটা লিখি নাই। আমি কেন এটা লিখতে যাবো?"

"আমি এরকমটি ভেবেছি কারণ কেউ একজন তোমাকে এটা রাখতে দেখেছে।"

BanglaBook.org

নীরবতা ভাঙলো। বাইরের লোহার লম্বা দরজাটা বার বার প্রচণ্ড শব্দ করতে লাগলো। বাচ্চাদের স্কুল থেকে ফেরার শব্দে মুখরিত হলো বৈঠকখানাটি। একটা বাচ্চা কাঁদছিল। আরেকজন ব্যাখ্যা করলো এর কারণ। এক মহিলা চিৎকার করে চুপ করতে বললো। রান্না ঘর থেকে কাজ কর্মের শব্দ আসছিল। তৎক্ষাণাৎ ঘরটি লোকজনে ভরে গেল।

শেঠ হল-ঘরে ফিরে এলো, তার বুট জুতা ঘরের মেঝেতে শব্দ তৈরি করলো। সে ধুয়ে মুছে এসেছে, টুপিটা ছাড়া। তার ভেজা চুল ধূসর। চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো। সে মিসেস তুলসির টেবিলের পাশে বসলো এবং সিগারেট হোল্ডারে একটা সিগারেট ধরালো।

"কি?" মিঃ বিশ্বাস বললো। "কেউ একজন আমাকে ওটা রাখতে দেখেছে?"

শেঠ হেসে উঠলো। "লজ্জার কিছু নেই।" সে ঠোঁটে সিগারেটের হোল্ডারটা চেপে রেখে, ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে হাসলো।

মিঃ বিশ্বাস ঘাবড়ে গেল। তারা যদি তাকে বলে দিতো এই বাড়িতে আর না আসতে সেটাই হতো বেশী বোধগম্য।

"আমি বিশ্বাস করি, আমি তোমার পরিবারকে চিনি," শেঠ বললো।

বাইরে আর রান্নাঘরের ভেতরটায় তখন বিরামহীন হৈ-চৈ চলছিল। কালো রঙের দরজাটা দিয়ে এক মহিলা হাতে পিতলের প্লেট আর ব্লু-রিম্‌ড এনামেলের কাপ নিয়ে এলো। সে মিসেস তুলসির সামনে বসলো, কোন কথা বললো না, ডানে-বায়েও তাকালো না। কাপে ছিল দুধের-চা, প্লেটে রুটি আর শিমের তরকারি। আরেকজন মহিলা একইভাবে একই খাবার নিয়ে এলো শেঠের কাছে। মিঃ বিশ্বাস মহিলা দুজনকে চিনতে পারলো, শামার বোন। তাদের আচার-ব্যবহার আর পোষাকে বোঝা গেল তারা বিবাহিত। মিসেস তুলসি, একটুকরো রুটি আর কিছুটা শিমের তরকারি নিলো।

সে বললো শেঠকে, "তাকে খাওয়াবে?"

"তুমি কি খেতে চাও?" শেঠ এমনভাবে বললো যেন মিঃ বিশ্বাস খেতে চাইলে কৌতুহলোদ্দীপক একটা ব্যাপার হয়ে যাবে।

মিঃ বিশ্বাসের অপছন্দের ছিল যা সে দেখেছে আর তাই সে মাথা নাড়লো।

"চেয়ারটা নিয়ে এখানে বসো," মিসেস তুলসি বললো আর কণ্ঠস্বরটা একেবারে চড়া করে ডাকলো, "সি, এই লোকটার জন্য এক কাপ চা আনো।"

"আমি তোমার পরিবারকে চিনি," শেঠ পুনরায় বললো।

"আবার কে তোমার বাবা হয়েছে?"

মিঃ বিশ্বাস প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। "আমি অযোধ্যার ভাগিনা। প্যাগোটে।

"অবশ্যই।" খুব দক্ষতার সাথে শেঠ তার মুখের সিগারেটটা মাটিতে ফেললো, বুট জুতা দিয়ে পিষিয়ে দিলো, নাক দিয়ে ধোয়া ছেড়ে মুখ দিয়ে উপরের দিকে ধোয়া নির্গত করলো। "আমি অযোধাকে চিনি। কিছু জমি তার কাছে বিক্রি করেছিলাম। ধানকু'র জমি," সে মিসেস তুলসির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো।

"ও হ্যাঁ।" মিসেস তুলসি খাওয়া চালিয়ে গেল।

BanglaBook.org

সি মিসেস তুলসির একজন সেবিকা হবে। শামার সাথে তার মিল আছে কিন্তু সে খাটো আর গাট্টা-গোট্টা এবং তার অবয়ব কম আকর্ষণীয়। তার ঘোমটাটা টানা ছিল খুব সুন্দর করে কপালের উপরে, কিন্তু যখন সে মিঃ বিশ্বাসকে চায়ের কাপটা দিতে এলো সে খুব আন্তরিক আর ভাবলেশহীন চাহ্নি দিলো। সেও ওরকম চাহ্নি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই মেয়েটা ঘুরে চলে গেল হালকা নগ্ন পায়ে। সে লম্বা কাপটায় ঠোঁট লাগালো, ধীরে ধীরে পান করলো শব্দ করে, আর ভাবতে লাগলো এই পরিবারে শেঠের অবস্থানটা কি? সে কাপটা নামিয়ে রাখলো যখন শুনতে পেলো হলঘরে কেউ একজন আসছে। এই মানুষটা ছিল লম্বা, হালকা-পাতলা, হাসি খুশী লোক আর সাদা পোশাক পড়া। তার মুখ রোদে পোড়া আর হাতগুলো রুক্ষ। সে এক নিঃশ্বাসে হিস্ হিস্ করে শেঠকে অনেক জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে বলে চললো। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শেঠ খুশী হলো। সি রান্না-ঘর থেকে এসে লোকটাকে সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে নিয়ে গেল। লোকটা নিশ্চিত ভাবেই ওর স্বামী। মিঃ বিশ্বাস আরেক চুমুক চা নিলো। বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলো প্রত্যেক দম্পতিরই কি আলাদা-আলাদা কামড়া আছে। সে আরো ভাবলো যেসব বাচ্চা-কাচ্চা বাইরে চিৎকার করছে আর চড়-থাপড় খাচ্ছে তাদের ঘুমের জন্য কী ব্যবস্থা আছে।

"তো' তুমি সত্যি বাচ্চা-কাচ্চা পছন্দ করো?" মিঃ বিশ্বাসের কিছুক্ষণ লেগেছে বুঝতে যে মিসেস তুলসি তাকেই প্রশ্নটা করেছে। আরো কিছুক্ষণ লেগেছে এটা বুঝতে যে বাচ্চাটা কে।

তার মনে হলো 'না' বলাটা কর্কশ ও নিষ্ঠুর শোনাবে। "হ্যাঁ," সে বললো, "আমি বাচ্চাদের পছন্দ করি।"

মিসেস তুলসি কিছু বললো না।

শেঠ বললো: "আমি অযোধাকে চিনি। তুমি চাও আমি তার সাথে দেখা করি?"

অবোধ্য, বিস্ময়, তারপর আতংক মিঃ বিশ্বাসকে গ্রাস করলো। "বাচ্চা," সে খুব ব্যাকুলভাবে বললো। "বাচ্চার ব্যাপারটা কি?"

"তার ব্যাপারটা কি?" শেঠ বলে। "সে খুব ভালো, একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানে।"

"একটু-আধটু লিখতে পড়তেও জানে"—মিঃ বিশ্বাস প্রতিধ্বনি করলো, কিছুটা সময় অতিবাহিত করবার জন্য।

শেঠ, চিবোতে লাগলো, তার ডান হাতটা রুটি আর শিমের তরকারি নিতে ব্যস্ত।

"একটু-আধটু। অনেক। ঘাবড়াবার কিছু নেই। দুই তিন বছরের মধ্যেই সে হয়তো সব ভুলে বসবে।" সে একটু হাসলো। তার নকল দাঁত ছিল যা চিবোনোর সময় খল্-খল্ করলো।

"বাচ্চাটা"—মিঃ বিশ্বাস বললো।

মিসেস তুলসি তার দিকে তাকালো।

"মানে,"

মিঃ বিশ্বাস বললো, "বাচ্চাটা জানে?"

BanglaBook.org

"কিছু না," শেঠ বলে।

"মানে," মিঃ বিশ্বাস বললো, "বাচ্চাটা আমাকে কি পছন্দ করে?"

মিসেস তুলসি এমনভাবে তাকালো যেন সে কিছু বুঝতে পারছে না। চিবোতে চিবোতে সে তার খালি হাতটায় চিরকুটটা তুলে ধরলো আর বললো, "ব্যাপারটা কি? তুমি কি বাচ্চাটাকে পছন্দ করো না?"

"হ্যাঁ," মিঃ বিশ্বাস অসহায়ভাবে বললো।

"আমি বাচ্চাটাকে পছন্দ করি।"

"এটাই আসল কথা", শেঠ বললো।

"আমরা তোমাকে জোড় করে কিছু করাতে চাইনা। আমরা কি জোড় করছি?"

মিঃ বিশ্বাস চুপ রইলো।

শেঠ আরেকটা অপমানজনক ছোট্ট হাসি দিলো আর মুখে চা ঢাললো, কাপটা তার ঠোঁট থেকে একটু দূরে ধরে রেখে চো-চো শব্দ করে চা-খেলো।

"আহ্, আমরা কি জোড় করছি তোমাকে?"

"না," মিঃ বিশ্বাস বললো। আপনি আমাকে জোড় করছেন না।"

"ঠিক আছে তাহলে। কিসের জন্য মন খারাপ হয়ে আছে?"

মিসেস তুলসি মিঃ বিশ্বাসের দিকে চেয়ে হাসলো।

"বেচারা খুব লাজুক। আমি জানি।"

"আমি লাজুক নই আর আমি মন খারাপ করেও নেই," মিঃ বিশ্বাস বললো, আর তার কণ্ঠের আক্রমণাত্মক ভাবটা তাকে চম্‌কিত করলো যে সে নরম হয়ে গেল "শুধু এই যে— তো, শুধু এই যে, আমার টাকা পয়সা নেই যে বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করবো।"

মিসেস তুলসি খুব অনমনীয় হয়ে গেল যেমনটি সে দেখেছে সকালবেলা স্টোরে। "তাহলে এটা লিখেছো কেন?" মিসেস তুলসি চিরকুটটা নেড়ে বললো।

"আহ! ওকে নিয়ে ভেবো না," শেঠ বলে উঠলো।

"কোন টাকা-পয়সা নেই! অযোধার পরিবার, আর কোন টাকা-পয়সা নেই!"

মিঃ বিশ্বাস ভাবলো এটা ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। মিসেস তুলসি কিছুটা শান্ত হয়ে এলো। "যদি তোমার বাবা টাকা-পয়সা নিয়ে এতোই চিন্তিত হতো, সে মোটেই বিয়ে-শাদী করতো না।"

মিঃ বিশ্বাস হতভম্ব হয়ে গেল তার মুখ থেকে "তোমার বাবা" শব্দটার ব্যবহার শুনে। প্রথমে সে ভেবেছিল সে শেঠের সাথে কথা বলছিল, কিন্তু এরপরই সে দেখলো বক্তব্যটা আরেকটু ব্যাপক, সর্তকতার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাচ্চা-কাচ্চা আর মহিলাদের মুখগুলো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারছিল। পৃথিবীটা খুব ছোট, তুলসি পরিবারটা বেশ বড়। তার মনে হলো সে ফাঁদে পড়ে গেছে।

যখন সে হনুমান হাউজ থেকে বেড় হয়ে এলো, সাইকেলে চেপে প্যাগোট্-এ ফিরে গেল, সে আসলে গর্বিত অনুভব করছিল। বড়-সড় হল-ঘর সেই সাথে রান্নাঘরটা এক পাশে, ঘরের ভেতরের আসবাবপত্র, অন্ধকার ইত্যাদি এবং শেঠ আর মিসেস তুলসি, তুলসিদের সব মেয়েরা এবং বাচ্চাগুলো তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল; তারা ছিল অদ্ভুত, অপরিচিত আর তাদের উপস্থিতি ছিল খুব প্রবল; সে আর কিছুই চাইছিলো না শুধু ঐ

BanglaBook.org

বাড়িটা থেকে বেড় হয়ে যাওয়া ছাড়া। তার মনে হয়েছিল সে একটা বিশাল ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তার এও মনে হলো সে আভিজাত্য অর্জন করেছে।

যখন সেই সন্ধ্যায় আলেক্ বন্ধুসূলভ ঠাট্টায় জিজ্ঞেস করলো, "মেয়েটা কেমন, হে?"

মিঃ বিশ্বাস বলেছিল আনন্দের সাথে, "আমি মা-টিকে দেখেছি"।

আলেক্ বোকা বনে গেল। "মা? তো ঐ নরকে তুই ঢুকলি কেন?"

মিঃ বিশ্বাস বললো, "ঠিক আছে সব। আমি আমার চোখ খোলা রেখেছি। পরিবারটি ভালো, তুমি জানো। টাকা। একরের পর একর জমি। আর সাইনবোর্ড আঁকাআঁকি না।"

আলেক্‌কে খুব নিশ্চিত মনে হলো না।

"কিভাবে তুমি এসব এতো তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিলে?"

"আমি মেয়েটাকে দেখেছি, তুমি জানো। আমি মেয়েটাকে দেখেছি আর সে আমার দিকে তাকিয়েছে, আমিও তার দিকে তাকিয়েছি। সুতরাং আমি তার সাথে একটু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি। এবং আমি দেখলাম সেও আমাকে পছন্দ করেছে। আর, এই বিশাল কাহিনীটা ছোট করতে.....। ধনী লোক, তুমি জানো। বড় বাড়ি।" কিন্তু সে ঐ বিকেলে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল হনুমান হাউজে তার ফিরে যাওয়া উচিত কিনা। সে ভাবতে শুরু করলো যে সে অভিনয় করেছে, এবং অভিনয়টা বোকামীপূর্ণ হয়েছে। আর মোটের উপর, মেয়েটা দেখতে ভালো।

সকাল বেলায় তার মনে হলো সব কিছুই খুব সাধারণ, তার ভয় আর অনুতাপ দুটোই খুব অ-বাস্তব হয়ে উঠলো। আর স্বাভাবিক ব্যবহার না করার কোন কারণই সে খুঁজে পেলো না।

সে তুলসি স্টোরে গিয়ে একটা পিলার রঙ করে আসলো। হল-ঘরে সে দুপুরের খাওয়ার জন্য ডাক পেলো, পিতলের থালায় ভাত, শাকসব্জি আর মসুর ডালা, মাছি ভন্ ভন্ করছিল টাটকা খাবারের চারিদিকে, টেবিলটা ঘিরে। সে পিতলের থালায় খেতে অপছন্দ করে, সে খাবারগুলোও অপছন্দ করলো। মিসেস তুলসি যে তার পাশে বসে ছিল, নিজে কিছুই খাচ্ছিলো না, তার প্লেটের দিকে তাকিয়েছিল। এক হাতে বাতাস করে খাবার থেকে মাছি তাড়া করছিল—আর কথা বলছিল। কার্নিশের নীচে একটা ছবির ফ্রেমের দিকে তাকে মনোযোগ দিতে বললো। ছবির লোকটা বড় গোফওয়ালা, জ্যাকেট আর ধূতি পড়া এবং কাঁধে চাদর চাপানো, কপালে তিলক চিহ্ন, হাতে খোলা ছাতা ধরা।

এটাই পন্ডিত তুলসি।

"আমাদের কখনও ঝগড়া-ঝাটি হয়নি," মিসেস তুলসি বললো। "ধরো আমি যেতে চাইলাম পোর্ট অব স্পেনে আর উনি যেতে চাইলেন না। ভাবতে পারো এরকম ব্যপার নিয়ে আমরা ঝগড়া করতাম? না। আমরা বসে, ঠিক করে নিতাম, আর উনি বলতেন," ঠিক আছে, চলো যাই। অথবা আমি বলতাম, "ঠিক আছে আমরা যাবো না।" এরকমই ছিলাম আমরা, জানো।" মিঃ বিশ্বাস খাওয়া বন্ধ করলেই মিসেস তুলসি কথা বলা বন্ধ করে দেয়।

BanglaBook.org

“এই বাড়িটা,” মিসেস তুলসি বললো, নাকটা ঝেড়ে, চোখটা আচঁল দিয়ে মুছে নিয়ে হাতটা ক্লান্তভাবে নেড়ে, “এই বাড়ি উনি নিজ হাতে তৈরী করেছেন। এইসব দেয়ালগুলো কংক্রিটের না, জানো। তুমি কি এসব জানতে?”

মিঃ বিশ্বাস খেতে শুরু করলো।

ওগুলো তোমার কাছে কংক্রিটের মনে হয়, তাই না?’

“হ্যাঁ, কংক্রিটেরই মনে হয়।”

“সবার কাছেই ওগুলো কংক্রিটের মনে হয়। কিন্তু সবাই ভুল করে। এইসব দেয়াল কাঁদার ইট দিয়ে তৈরি।”

“কাদার-ইট!” সে বললো। “আমি কখনও বুঝতেই পারিনি।”

“কাদার-ইট। উনি প্রতিটা ইটই নিজ হাতে বানিয়েছিলেন। এখানেই। সেইলনে।”

“সেইলন?”

“পেছনের আঙিনাকে আমরা এই বলেই ডাকি। তুমি এখনও ওটা দ্যাখোনি? সুন্দর জায়গা। অনেক ফুলের গাছ আছে। উনি ফুল খুব ভালবাসতেন। ইটের ফ্যাক্টরিটা এখনও আমাদের আছে আর সব কিছুই আছে। এই বাড়ি সম্পর্কে অনেক লোকেই কিছু জানে না। সেইলন। তোমার এসব নাম জানা শুরু করা দরকার।” সে হাসলো আর মিঃ বিশ্বাস একটু ভয়ে কুকড়ে গেল। “তারপর,” সে আবার বলতে শুরু করলো, “একদিন সে পোর্ট অব স্পেনে যাচ্ছিলো, আমাদেরকে ভারতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। শুধু ঘোরার জন্য জানো। আর গাড়িটা এসে তাকে চাপা দিলো, সে মরে গেলো। মরেই গেলো।”

সে পুনরুক্তি করে অপেক্ষা করলো।

মিঃ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বললো, “সেটা খুব বড় রকমের একটা আঘাত ছিল।”

“সত্যি একটা বিপর্যয়, একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। দুটো ছেলে লেখা-পড়া করছিল। সেটা একটা বিপর্যয়ই ছিল। আমাদের কোন টাকা-পয়সাও ছিল না, জানো।”

মিঃ বিশ্বাসের কাছে এটা একটা খবর ছিল। সে প্লেটে তাকিয়ে খেয়ে যাচ্ছিলো।

“আর শেঠ বললো, আমিও তার সাথে একমত হই, যে, বাবা মারা যাবার সাথে কারোর উচিত নয় খুব বেশী বিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তৈরি করা” দেয়ালে টাঙানো পন্ডিত তুলসির ছবিটা দেখিয়ে মিসেস তুলসি বললো, “সে তোমাকে পছন্দ করতো। সে খুব গর্বিত বোধ করতো যে তুমি তার এক মেয়েকে বিয়ে করছো। উনি তোমার কাজ কিংবা তোমার টাকা-পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। উনি সবসময় বলতেন, যে জিনিসটা সবচাইতে বেশী জরুরী তা' হলো রক্ত। আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি ভালো রক্ত থেকে এসেছো। রেজিস্ট্রি অফিসে একটা সাধারণ রেজিস্ট্রি অনুষ্ঠান লাগবে শুধু তোমার।”

মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারলো যে সে রাজী।

হনুমান হাউজে সব কিছুই খুব সাদামাটা আর সঙ্গত কারণেই আভির্ভূত হয়। বাইরে, সে ছিল হত্চকিত, বিয়েতে যে সমস্যা বয়ে আসে সেসব চিন্তা করার সময় তার

BanglaBook.org

ছিল না। এখন তাদেরকে খুব অস্বাভাবিক লাগছে। তার মায়ের কি হবে? কোথায় সে? তার কোন টাকা-পয়সা নেই আর নেই কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা-আঁকি ভালো যখন কোন ছেলে তার মায়ের সাথে থাকে আর খুব অনিশ্চিত একটা পেশা, একজন বিবাহিত লোকের জন্য। একটা বাড়ি পেতে হলে তাকে সবার আগে একটা কাজ পেতে হবে। তার দরকার অনেক সময় কিন্তু তুলসি'রা তা দেয়নি।

যদিও তারা তার অবস্থা সম্পর্কে সজাগ। সে অনুমান করলো তারা বড়জোড় তাকে একটা যৌতুক দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,

প্যাগোটে কথা বলার মতো তার কেউ ছিল না। লজ্জায় সে বিপ্তি অথবা আলেক্‌কে বলতে পারলো না সে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

হনুমান হাউজে সে মেয়েদের, মেয়ে-জামাইদের আর বাচ্চা-কাচ্চাদের চাপে নিজেকে হারিয়ে ফেললো, নিজকে মনে হলো কম গুরুত্বপূর্ণ এমনকি ভীত। কেউ তাকে বিশেষভাবে খেয়াল করে না। কখনও সাধারণ খাওয়া-দাওয়া পর্বে তাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

কিন্তু তার বউ তাকে আলাদা করে একটু মূল্যায়ন করবে সবার সামনে তা' হবারটি নয়। শামার অন্যান্য বোনরা অবশ্য তাদের স্বামীদের সাথে ওরকমটি করে: খোঁজ খবর নেয়া, সাধারণ মনোযোগীতা। শামাকে সে কিছুটা দেখেছে, আর যখন সে তাকায় শামা ভান করে, এড়িয়ে যায়।

এক সকালে বিপ্তিকে বলা হলো যে, একটা কাজে তাকে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র থাকতে হবে, সে তার কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে হনুমান হাউজে গিয়ে উঠলো। সেটা ছিল শুধুমাত্র একটা অর্ধ-মিথ্যা: সে বিশ্বাস করতোনা যে ভূমিকায় সে নেমেছে সেটার কোন নির্ভরযোগ্যতা আছে কিনা।

আর তাকে পরিবর্তনও করতে পারবে না কোন ভাবেই। সেজন্যে দিনগুলো ছিল খুব সাদা-মাটা; ব্যতিক্রম কিছু তার ভাগ্যে ঘটতোনা আর খুব শীঘ্রই সে জেনেছিল, সে ফিরে যাবে, অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যাক্‌ট্রেসের বস্তিতে। তার ফিরে যাবার নিশ্চয়তার জন্য সে তার বেশীর ভাগ কাপড়-চোপড় আর বই-পত্র ঘরেই রেখে গিয়েছিল, সেটা ছিল অংশত, তার ফিরে যাবার নিশ্চয়তার জন্য সে বিপ্তির কাছে মিথ্যা বলেছিল।

রেজিস্ট্রি অফিসের একটা ছোট খাটো-অনুষ্ঠানের পর, যেনো বাচ্চাদের খেলাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য, কাগজের ফুল আর ছোট্ট একটা বিছানাসহ মিঃ বিশ্বাস আর শামাকে উপরের তলার বড় কাঠের ঘরের একটা অংশ দেয়া হলো।

তখন সে ভীষণ সর্তক হয়ে উঠলো। সে ভাবলো পালাবার ছেড়ে যাওয়াটাকে সহজ করার জন্য সে ভাবলো চূড়ান্ত কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। সে শামাকে জড়িয়ে ধরলোনা অথবা স্পর্শ করলোনা। সে জানতো না যে একটা শব্দও বলে না তার সাথে কিভাবে কথা বলা শুরু করবে। প্রলুব্ধ না হবার জন্য সে শামার দিকে তাকালোও না, আর স্বস্তি পেলো যখন শামা ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাকী দিনটা সে বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিলো, যেখানে সে বাড়ি-ঘরের কোলাহল শুনে যাচ্ছিল।

না সেদিন, না পরের দিন, কেউই তার সাথে কোন কথা বললো না। সে বুঝতে পারলো কোন ধরণের আলাপ-আলোচনা না হবার কারণ শেঠ আর মিসেস তুলসি

আলোচনা করার মতো কোন সমস্যা খুঁজে পায়নি। তুলসি হাউজের ভেতরটা খুবই সাদামাটা, সহজ সরল। মিসেস তুলসির একজনই চাকরানি ছিল, একজন নিগ্রো মহিলা, যাকে শেঠ আর মিসেস তুলসি বলতো কালি আর সবাই বলতো মিস্ ব্ল্যাকি বলে।

মিস্ ব্ল্যাকি'র কাজ ছিল অনির্দ্দিষ্ট। মেয়েরা এবং তাদের বাচ্চারা ঝাড়ু দেয়া আর ধোয়ামোছা, রান্না-বান্না এবং স্টোরের কাজ করতো। জামাইরা শেঠের তত্ত্বাবধানে তুলসি ল্যান্ডে, তুলসিদের পশুগুলোকে দেখাশোনা আর স্টোরের কাজ করতো। এর বিনিময়ে তারা পেতো খাবার, আশ্রয় আর অল্প কিছু টাকা। তাদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করা হতো। বাইরের লোকেরা তাদেরকে সম্মান করতো কেননা তারা তুলসি পরিবারের সাথে খুবই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল। তাদের নাম-ধাম সব বিশ্রুত হয়ে গেছে; তারা তুলসি হয়ে উঠেছে। অনেক কন্যা আছে যারা "তুলসি বিবাহের" লটারীতে স্বামী আর টাকা-পয়সা সহ সম্পত্তি পেয়েছে; কন্যারা হিন্দুরীতি অনুসারে তাদের স্বামীদের পরিবারের সাথেই থাকতো এবং তুলসি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তারা আর তুলসি হিসেবে পরিচিত হতো না।

প্রথম দিকে মিঃ বিশ্বাসের মনে হয়েছিল সে তুলসিদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু যখন সে দেখতে পেলো তুলসিরা কিভাবে তাদের মেয়েদের পরিত্যক্ত করে তখন সে বুঝতে পারলো দুদিনের মাথায় শেঠ আর মিসেস তুলসি তাকে আকর্ষণ করে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। তারা শামাকে তার কাছে বিয়ে দিয়েছে কেননা সে সঠিক বর্ণের ছেলে, ঠিক যেমনটি তারা 'সি' নামের মেয়েটিকে এক অশিক্ষিত ডাব বিক্রেতার কাছে বিয়ে দিয়েছে।

মিঃ বিশ্বাসের টাকা-পয়সা কিংবা জমিজমা ছিল না। সে আশা করেছিল একজন তুলসি হয়ে উঠবে। তখনি, একসময়ে সে বিদ্রোহ করলো।

ভান করলো সে, জানেনা কি তার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে, সে তুলসি স্টোরে সাইনবোর্ড আঁকা শেষ করলো এবং ঠিক করলো পালাবার সময় এসে গেছে, শামাকে সাথে করে অথবা তাকে ছাড়াই। তাদের মধ্যে তখনও কথাবার্তা হয়নি। আর তার অতিসতর্কতার নীতি অনুসারে সে তার সাথে বড় একটা ঘরের মধ্যে থেকেও কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করলো না। সে বুঝে গিয়েছিল যে শামা এক পুরোদস্তুর তুলসি। আর সে তার সতর্কতার জন্য খুশীই হলো যখন শামা হল-ঘরে প্রকাশ্যে কান্নাকাটি করা শুরু করলো, তার বোনেরা দুলাভাইয়েরা, ভাতিজা-ভাগ্নেরা ঘিরে ছিল আর বলেছিল যে, মিঃ বিশ্বাস দু'সপ্তাহেরও কম হলো বিয়ে করেছে তাকে কিন্তু এরই মধ্যে মিঃ বিশ্বাস তার হৃদয়ে আঘাত দেয়া আর পরিবারে সমস্যা তৈরি করছে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রবল রাগে মিঃ বিশ্বাস তার তুলি আর কাপড়-চোপড় গোছগাছ করতে শুরু করলো।

"হ্যাঁ, তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে যাও," শামা বললো। "তুমি এই বাড়িতে এসেছিলে সস্তা খাকি প্যান্ট আর একটা পুরাতন নোংরা শার্ট নিয়ে আর কিছুই ছিল না তোমার সাথে।" সে হনুমান হাউজ ত্যাগ করলো এবং ফিরে গেলো প্যাগোটে। তার মনে হলো কিছুই ঘটেনি, অবিবাহিত। তার পরিষ্কার একটা ভীতি ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভালো করেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরে পালালো।

BanglaBook.org

প্যাগোটে যেভাবেই হোক, সে দেখলো তার বিয়ের খবরটা গোপন থাকেনি। বিপ্তি তাকে অশ্রুভেঁজা চোখে আনন্দের সাথে স্বাগতম জানালো। সে বললো, সে সব সময়ই জানতো মিঃ বিশ্বাস তাকে ছোট করবে না। সে এটা মুখে কখনও বলেনি, কিন্তু সে সবসময়ই ভাবতো মিঃ বিশ্বাস খুব বড় কোন পরিবারে বিয়ে করবে। এখন সে খুশী মনে মরতে পারে।

মিঃ বিশ্বাস তার গোপন কথাগুলো বললো না। সে বিপ্তিকে নিয়ে চিন্তিত না মোটেই; তার নিজের জীবন একান্তই নিজের।

মানা করার পরও বিপ্তি তার সবচাইতে ভালো কাপড়টা পড়ে আরওয়াকাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো পরের দিন। সে ফিরে এলো মিসেস তুলসির উষ্ণ আতিথেয়তা, শামার অবিশ্বাস-সংশয় আর হনুমান হাউজের জাঁকজমকতা নিয়ে।

সে বাড়িটার যে বর্ণনা দিলো তা মিঃ বিশ্বাসের কাছে কমই চেনা মনে হলো। সে একটা বসার ঘরের কথা বললো যেটায় দুটো বিশাল মেহগনি কাঠের রাজকীয় চেয়ার আছে, মার্বেল পাথরের মেঝে আর ধর্মীয় ছবি এবং হিন্দু ধর্মের অনেক দেবমূর্তি আছে। অনেকটা মন্দিরের মতো: একটা নীচু, ঠাণ্ডা, সাদা ঘর, ফাঁকা, শুধুমাত্র মাঝখানের মন্দিরটা ছাড়া।

বিপ্তি শুধুমাত্র দেখেছে কংক্রিটের তৈরি উপরের তলাটি অথবা কাদার ইট, দালান। সে বিপ্তিকে বলেনি ঐ ঘরটা শুধুমাত্র অভ্যাগতদের জন্য। সে ভাবলো কাঠের তৈরি পুরাতন বাড়িটা পরিবারের লোকেরা যাকে পুরানা ব্যারাক বলে ডাকে সে ব্যাপারে চুপ থাকাই ভালো।

মিঃ বিশ্বাস বস্তিতে এ দুদিন লুকিয়ে রেখেছিল নিজেকে আলেক্ অথবা ভানদাতের ছেলেদের কাছ থেকে।

তৃতীয় দিনের দিন সে ভাবলো একটু স্বস্তি পাওয়ার দরকার। সেই বিকেলেই *তারা*'র বাসায় সে চলে এলো। সে পাশের গেট দিয়ে ঢুকলো।

সে দেখলো অযোধা ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছিলো। তার মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে রাখা, অন্ধকারময়, তার চোখ বন্ধ আর ভানদাতের ছোট ছেলেটা যখন *আপনার এই দেহটা* পড়ে শোনাচ্ছিল তখন তার চোখের পাতা-কাঁপছিল।

মিঃ বিশ্বাসকে দেখে ভানদাতের ছেলে পড়া থামিয়ে দিলো। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো আনন্দে আর তার মুখে দেখা দিলো হাসি।

অযোধা চোখ খুললো একটা বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দে। "বিবাহিত পুরুষ!" সে ইংরেজীতে কথাটা চিৎকার করে বললো। "বিবাহিত পুরুষ!"

মিঃ বিশ্বাস হাসলো, তাকে খুব লাজুক দেখালো। "*তারা, তারা,*" অযোধা ডাক দিলো। "দেখো তোমার বিবাহিত বোন-পো'কে।"

সে রান্নাঘর থেকে গুরুগম্ভীরভাবে বের হয়ে এলো, জড়িয়ে ধরলো মিঃ বিশ্বাসকে।....সে তার আঁচল থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করে তাকে দিলো। মিঃ বিশ্বাস প্রথমটায় ইতস্তত করলেও পরে সেটা নিলো।

"বিবাহিত পুরুষ!" অযোধা আবার হাক দিলো। *তারা* মিঃ বিশ্বাসকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে খাবার খেতে দিলো। আর তখনও ভানদাতের ছোট ছেলেটা *আপনার এই শরীরটা*

BanglaBook.org

পড়ে যাচ্ছে, তেলের প্রদ্বীপের আলোতে বিরামহীন মথেদের আনাগোনার ভেতরে। *তারা* তার তিক্ততা হাতাশা আর ভালো না লাগ'টা লুকাতে পারলো না। আর এটাই মিঃ বিশ্বাসকে তুলসিদের সম্পর্কে তিক্ত-তিক্ত কথা বলতে উৎসাহিত করলো।

"কি ধরনের যৌতুক তারা তোমাকে দিয়েছিল?,"

তারা জিজ্ঞেস করলো।

"যৌতুক? সেগুলো খুব একটা মান্ধাতা আমলের ছিল না। তারা আমাকে এক পেনিও দেয়নি।"

"রেজিস্ট্রি?"

সে আমের এক টুকরা মুখে দিয়ে হু-হু করলো।

"এটা একটা আধুনিক রীতি," *তারা* বললো। "আর বেশীর ভাগ আধুনিক রীতির মতোই এগুলো খুব অল্প-ব্যয়ের জিনিস।"

"তারা আমাকে সাইনবোর্ড আঁকার জন্যও টাকা-পয়সা দেয়নি।"

"তুমি চাওনি?"

"হ্যাঁ," সে মিথ্যা বললো। "কিন্তু তুমি এসব লোককে চেনোনা।" সে খুব সম্ভবত তুলসি পরিবারের কথা নিয়ে আলোচনা করাটায় লজ্জা বোধ করেছিল।

"তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও," *তারা* বললো।

তার মন প্রশমিত হলো। সে চাইছে *তারা* যেন ঘোষণা দেয় যে সে মুক্ত, যেনো তার আর সেখানে ফিরে যাবার কোনই প্রয়োজন নেই, যেনো সে শামা আর তুলসিদের ভুলে যেতে পারে।

আর সে মোটেই খুশী হয়নি যখন *তারা* হনুমান হাউজ থেকে ফিরে এসে তাকে জানালো সুখবর আছে। সে চিরকাল হনুমান হাউজে থাকবে না: দ্য চেজ নামের এক গ্রামে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলসিরা তাকে একটা দোকানের ব্যবস্থা করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সে বিবাহিত। মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুই এটা বদলানো যাবে না।

"তারা আমাকে বলেছে, তারা শুধু চায় তোমাকে সাহায্য করতে," *তারা* বললো। "তারা বলে তুমি কোন যৌতুক বা বড় আয়োজনের বিয়ের অনুষ্ঠান চাওনি আর তাই তারাও তোমাকে সেটা প্রস্তাব করেনি কারণ এটা একটা প্রেমের বিয়ে ছিল।" তার কণ্ঠে ছিল তখন অনুযোগ।

"প্রেমের বিয়ে!" অযোধা চিৎকার করে বললো। "রবিদাত শোন্ কি বলে।" সে ভানদাতের ছোট ছেলেটার পেটে একটা কিল মারলো। "প্রেমের বিয়ে!"

রবিদাত একটা অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি দিলো। মিঃ বিশ্বাস রবিদাতের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো। সে অন্য যে কারো চেয়ে রবিদাতকেই তার বিয়ের জন্য বেশী দায়ী মনে করে আর তার বলতে ইচ্ছে করলো যে রবিদাতের প্ররোচনাতেই সে চিরকুটটা লিখে শামাকে দিয়েছে।

সে বললো, "প্রেমের বিয়ে? কিসের প্রেমের বিয়ে? তারা মিথ্যে বলেছে।"

BanglaBoi.org

তারা খুব হাতাশ আর ক্লান্তভাবে বললো, "*তারা* আমাকে একটা প্রেম পত্র দেখিয়েছে।" সে ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করলো। এটা খুব নীতিহীন শোনালো। অযোধা আবারও শ্রাগ করলো। "লাভ লেটার! মোহন!" *তারা* বললো, "মিসেস তুলসি আমাকে বলেছে যে সে বিশ্বাস করে তুমি তোমার সাইনবোর্ড আঁকাআঁকি চালিয়ে যাও আর হনুমান হাউজই এ কাজ করবার সবচাইতে ভালো জায়গা।" সে হাসতে শুরু করলো। "সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে এখন, বাছা। তুমি তোমার বউয়ের কাছে ফিরে যেতে পারো।"

সে 'বউ' শব্দটার উপর যেভাবে জোর দিলো তাতে মিঃ বিশ্বাস আঘাত পেলো। "তুমি নিজেকে একটা আঠার-কড়াই এ ফেলেছো," সে আরো বললো, আরো সহানুভূতি সহকারে। "তোমার জন্য আমার কাছে একটা চমৎকার পরিকল্পনা আছে।"

"আমার মনে হয়েছিল তুমি আমাকে বলেছো," সে বললো। নিন্দা ছাড়াই।

"ফিরে যাও তোমার বউয়ের কাছে।' অযোধা বললো। সে অযোধার কথায় কান দিলো না, *তারা*কে জিজ্ঞেস করলো ইংরেজীতে," ইউ লাইক শি?" হিন্দীতে সেটা খুব ঘনিষ্ঠ আর কোমল ছিল।

তারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো যে এটা তার ব্যাপার না; আর এটা মিঃ বিশ্বাসকে আহত করলো, এতে তার একাকীত্বই বেড়ে গেল: মনে হলো শামা এসবকিছুই খুব ভালোভাবে সহ্য করে নিতে পারবে। মিঃ বিশ্বাস রাগত স্বরে *তারা*কে বললো, "আমার মনে হয় তারা আমার সাথে জ্বালাতন করেছে, এখন সেটা শেষ, আহ?"

তার কণ্ঠস্বর *তারা*কে রাগিয়ে দিলো। "কি হয়েছে, ব্যাপার কি? তুমি কি ইতিমধ্যেই তাদেরকে ভয় পেতে শুরু করেছো, যেমনটি এই এলাকার লোকেরা করে থাকে?"

"ভয়? না। তুমি আমাকে চেনোনা।"

কিন্তু এটা ছিল তার ফিরে যাবার সিদ্ধান্তের কয়েকদিন আগে। সে জানতো না তার অধিকার কি, দ্য চেজ এর দোকনটি সম্পর্কেও তার বিশ্বাস ছিল না। আর তার পরিকল্পনাগুলো ছিল অনিশ্চিত। শুধু, সে সন্দেহ করে যে সে বস্তিতে ফিরে যাবে, আর যখন সে গোছগাছ করে, সে সবকিছুই গোছগাছ করে, সবসময়ই বিপ্তি আনন্দের কান্না কাঁদতো।

"হোয়াট?" শামা ইংরেজীতে বললো। "তুমি ফিরে এসেছো? প্যাগোটে তুমি মাছ ধরে ক্লান্ত হয়ে গেছো?"

মাছ ধরা হলো নীচু থেকেও নীচু জাতের কাজ। "আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে এখানে এসে ওসব ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবো," মিঃ বিশ্বাস প্রতিত্ত্যুরে বললো, আর হলঘরের চাপাহাসিটা দমন করলো।

আর কোন মন্তব্য করা হলো না। সে আশা করলো নীরবতা আর চাহ্নি, শত্রুতা এবং সম্ভবত একটু ভয়-ভীতি।

বিপ্তি এবং *তারা*'র এখানে আসার ব্যাপার সে কিছুই শুনলো না। বাড়িটা মানুষ ভর্তি আর খুব ব্যস্ত সমেত ছিল। তার অবস্থা এখন সেখানে স্থির হয়ে গেছে। সে সমস্যা সৃষ্টিকারী আর অবাধ্য আর তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে দূর্বল আর সেজন্য ঘৃণ্য।

দ্য চেজ এর দোকানের কথা সে আর আশা করেনি। আর সেটা ঘটেওনি। সে

BanglaBook.org

সন্দেহ করতে শুরু করলো সেটা আদৌ আছে কিনা। সে তার সাইনবোর্ড আঁকা-আঁকিতেই ব্যস্ত রইলো আর চেষ্টা করলো যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে থাকা যায়। কিন্তু আরওয়াকাসে সে অপরিচিত তাই কাজ পাওয়াটা কষ্টকর হলো। তার হাতে ছিল অজস্র সময় যতক্ষণ না সে তার মতোই কাজহীন একজন মানুষ মিঃ মিসিরের দেখা পেলো, আরওয়াকাসের *ত্রিনিদাদ সেন্‌টিনেল* এর সংবাদদাতা। তারা কাজ নিয়ে, হিন্দুত্ব নিয়ে ভারত আর তাদের পরিবার নিয়ে আলোচনা করলো। প্রত্যেকদিন বিকেল বেলায় সে গোসল করার জন্য হনুমান হাউজে ফিরে আসতো। বাচ্চাদের কাছ থেকে কোন কিছু গোপন রাখাটা ছিল অসম্ভব। অন্ধকার নামতে নামতেই তাদের জন্য বিছানা পাতা হতো বই ঘরে এবং বারান্দায়। কংক্রিটের বাড়িটার সাথে পুরানো দোতলা ঘরটার সাথে যে কাঠের সেতুটা সংযোগ দেয়া আছে সেখানে ঘুম কাতুরেদের ভীড় জমে যেত। যে ঘরটায় মিসেস তুলসি আর তার দু'সন্তানের জন্য বরাদ্দ করা সেটাতে শেঠেরও স্থান ছিল না। ঐ ঘরটাই বিপ্তিকে চমৎকৃত করেছিল। মিঃ বিশ্বাস সেখানে যাবার প্রয়োজন বোধ করতো না। সেই ঘরটা ছিল নিষিদ্ধ। দুটা চেয়ার ছাড়া ঘরটাতে বসার জন্য কিছুই ছিল না, আর ঘরটা খুব ভারাক্রান্ত দেখাতো অসংখ্য হিন্দু দেবতার মূর্তির জন্য, ওগুলো ছিল ভারী আর কুৎসিত, যা পন্ডিত তুলসি ভারত থেকে নিয়ে এসেছিল। "উনি অবশ্যই এইসব কিনেছিলেন পাইকারী দরে কোন মূর্তির দোকান থেকে," মিঃ বিশ্বাস পরে শামাকে এই কথা বলেছিল। তাদের মধ্যে কিছুটা বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলতো। শামা তাকে তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে খুব সতর্ক হয়ে উঠতো কোন কিছু প্রকাশ করা থেকে যা পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। যদিও সে কি পরিমাণ আয় করে সেটা বলা থেকে বিরত করতো নিজেকে তার কারণ সে খুব লজ্জিত বোধ করতো। আর খাওয়ার সময়টাতেই মিঃ বিশ্বাস তুলসিদের উপর প্রতিশোধ নিতো।

ক্ষুদে দেবতারা আজ কী করলো? সে জিজ্ঞেস করতো।

দেবতা মানে তার ভাইয়েরা। বড়টা পোর্ট অব স্পেনের রোমান ক্যাথলিক কলেজে পড়তো আর প্রত্যেক সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসতো। ছোটটা পুরো কলেজের কোচ ছিল।

হনুমান হাউজে তারা উভয়েই পুরাতন দোতলার নির্জনতায় আলাদা-আলাদাভাবে থাকতো। তারা ড্রইং রুমে কাজ করে অন্য একটা ঘরের বিছানায় শুতো। সেই সব বিছানাগুলো ছিল খুবই হালকা, কিন্তু তাদের দেয়াল গুলো ছিল খুব পাতলা আর সেসব জিনিস এই নির্দেশই দিতো যে, তারা খুব ধনী আর নিরাপদ। পূজা ঘরে দুই ভায়ে প্রায়শই পূজা করতো। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তারা শেঠ আর মিসেস তুলসির উপদেস্টা হিসেবে পরিগণিত হতো আর তাদের মতামতকে বোনেরা এবং তাদের স্বামীরা যথেষ্ট সম্মানের সাথে গ্রহণ করতো। তাদের মেধাকে সাহায্য করবার জন্যে সব চাইতে ভালো খাবার তাদের জন্য আলাদা করে রাখা হতো। তাদেরকে দেয়া হতো বিশেষ রকমের বুদ্ধি বাড়াবার জাতীয় খাদ্য, বিশেষ করে মাছ। কখনও কখনও দুই ভাই স্টোরে বসতো। ক্যাশবক্সের নিকটে বসে পড়ার বই চোখের সামনে ধরে রাখতো।

"দেবতারা কেমন, আহ্?"

শামা উত্তর দিতোনা।

BanglaBoi.org

"আর বড় লাট সাহেব কিভাবে আজ সময় পার করলো?" শেঠকে ইঙ্গিত করে বলতো।

শামা উত্তর দিতো না।

"আর বৃদ্ধা রাণী কেমন?" সেটা ছিল মিসেস তুলসি। "বৃদ্ধ মুরগী? বৃদ্ধ গরুটা?"

"কেউ তোমাকে এই পরিবারে বিয়ে করতে বলেনি, তুমিতো জানোই।"

"পরিবার? পরিবার? এই এই নারকীয় মুরগীর খোয়ারটাকে তুমি পরিবার বলছো?"

আর এটা বলেই মিঃ বিশ্বাস পিতলের জগটা নিয়ে জানালায় চলে গেল, সেখানে সে খুব শব্দ করে গার্গল করলো। গার্গলের সাথে সাথে পরিবারটি সম্পর্কে আজেবাজে কথা বললো কিন্তু সে জানতো গার্গলের কারণে শব্দগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারলো না। এরপর সে নীচের আঙিনায় মুখ থেকে শব্দ করে পানি ফেললো।

"সাবধানে। নীচেই রান্না-ঘরটা যে।"

"জানি আমি। আমার আশা তোমার পরিবারের কারোর উপর থুথু ফেলি।"

"তো তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে তোমার উপরও থুথু ফেলতে কারোর কসুর হবে না।"

এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার, এক বাড়িতে একদঙ্গল লোকের সাথে বাস করে শুধুমাত্র একজনের সাথে কথা বলাটা। দু'সপ্তাহ পর মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো মিত্র খুঁজে নেবার। হনুমান-হাউজে সম্পর্কগুলো খুব জটিল আর বিরল।

কিন্তু সে লক্ষ্য করলো যে, দুজন বন্ধুভাবাপন্ন বোন দুজন বন্ধুভাবাপন্ন স্বামী বানিয়েছে, আর দুজন বন্ধুভাবাপন্ন স্বামী দুজন বন্ধুভাবাপন্ন বোন বানিয়েছে। বন্ধুভাবাপন্ন বোনেরা তাদের স্বামীদের অক্ষমতার গল্প বিনিময় করতো, ইংরেজীতে।

"সেসব দিনগুলোতে তার কোমর ব্যথা করতো।"

"তুমি হরিণের শিং ব্যবহার করো নিশ্চয়। তারও কোমর ব্যথা আছে। সে ডডের কিডনী পিল, বিচাম্‌স আর কার্টারের ছোট্ট লিভার বড়ি আরো কতশত ছোট বড়ি দিয়ে চেস্টা করেছে। কিন্তু হরিণের শিং এ তার আরোগ্য হয়েছে।"

"সে হরিনের শিং পছন্দ করে না। সে সোলানের লিনিমেন্ট এবং কানাঙ্গার হিলিং তেল পছন্দ করে।"

"আর সেও সোলানের লিনিমেন্ট পছন্দ করে না।"

শামা আর সি' এর সাথে লক্ষণীয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো সি'র স্বামী সাবেক ডাব বিক্রেতার সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলবে, যার নাম গোবিন্দ। লোকটা লম্বা, পেটানো শরীর আর দেখতে খুব সুন্দর। মিঃ বিশ্বাস ভেবেছিল এরকম দেখতে শুনতে ভালো একটি লোক ডাব বিক্রি করবে আর আনায় না। এখন সে মাঠে কায়িক শ্রম দেয়, সেটাও বেমানান।

আর মিঃ বিশ্বাসের খুব কষ্ট হয়েছিল গোবিন্দকে শেঠের সামনে দেখে। তার সুন্দর মুখটা দূর্বল হয়ে উঠলো সবদিক থেকেই। তার চোখ ছোট আর উজ্জ্বল এবং চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে ঢোক গিলতে শুরু করলো, ঘাবড়ে গেলো, নার্ভাস হাসি দিলো। আর এরপরেই, যখন, মুক্ত হলো, সে বসে পড়লো একটা লম্বা পাইন কাঠের টেবিলে খাওয়া

BanglaBook.org

দাওয়া করতে। উচ্চস্বরে আর এক নিঃশ্বাসে, নাক দিয়ে শব্দ করে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার খাবারগুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো, সে এমন একটা ভাব করলো যে কঠিন কায়িক শ্রম খাবারের প্রতি স্বাদ, রুচি নষ্ট করে ফেলেছে। আর একই সময়ে সে বোঝাতে চাইলো যে খাদ্য তার কাছে কোন ব্যাপারই না।

মিঃ বিশ্বাস ভাবলো গোবিন্দ একজন ভূক্ত ভোগী, কিন্তু এমন একজন যে তুলসিদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে এবং অধঃপতিত হয়েছে। সে ভুলে গেল তার নিজের অবস্থার কথা। একজন ভাড় হিসেবে এবং সমস্যাসৃষ্টিকারী হিসেবে; গোবিন্দকে খুব কমই দেখা যেত। তাদের মধ্যে অল্প বিস্তর কথাবার্তা হতো। মেয়ে মানুষ, অবশ্যই সেটা আলোচনার বিষয় হতো না। আর গোবিন্দও চাইতো না ভারত ও হিন্দু নিয়ে আলোচনা করতে। তাই মিঃ বিশ্বাস শুধুমাত্র তুলসিদের নিয়েই কথাবার্তা চালাতো। সে জিজ্ঞাসা করেছিল শেঠের অধীনে কাজ করতে কেমন লাগে। গোবিন্দ বলেছিল ঠিকই আছে। সে জিজ্ঞেস করেছিল গোবিন্দ কি ভাবে মিসেস তুলসি সম্পর্কে। সেও ভালো। তার দুই ছেলেও ঠিক আছে। সবাই ঠিক আছে। তাই মিঃ বিশ্বাস কাজ নিয়ে কথা বলেছিল। গোবিন্দ এ ব্যাপারে খুব কমই আগ্রহ দেখালো। "এসব সাইনবোর্ড আঁকাআঁকি তোমার ছেড়ে দেয়া উচিত," এক বিকেলে সে বলেছিল, মিঃ বিশ্বাস খুব অবাক হলো এমনকি কিছুটা বিরক্ত হলো যে গোবিন্দ, সব লোকজন, তাকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়, এবং সেগুলো ভালোই।

"তারা ভালো ড্রাইভার খুঁজছে এস্টেটের জন্য," গোবিন্দ বললো।

"ছেড়ে দেবো সাইনবোর্ড আঁকাআঁকি? আর আমার স্বাধীনতা? না, হে। আমার নীতি হলো: নিজের সাইকেল নিজেই প্যাডল মারো।" মিঃ বিশ্বাস *"বেল্‌স স্টান্ডার্ড এলোকাশনিস্ট"* এর কবিতা থেকে উদ্ধৃত করতে শুরু করলো।

"তোমার ব্যাপারটা কি? তারা কত দেয় তোমাকে?"

"তারা আমাকে যথেষ্ঠই দেয়।"

"এটা তুমি বলছো। কিন্তু এই লোকগুলো রক্তচোষা জোঁক হে। তাদের জন্য কাজ করার চেয়ে আমি বরং মাছ ধরবো অথবা ডাব বিক্রি করবো।"

তার পূর্বেকার কাজের কথাটি উল্লেখ করাতে গোবিন্দ একটা মার্জিত হাসি দিলো আর তার লম্বা পা-টা বিরক্তিকরভাবে দোলাতে লাগলো।

"তুমি দেখতে না মাঠে, ছোট্ট দেবতাটি, আমি বাজি ধরতে পারি।"

"দেবতা?""

মিঃ বিশ্বাস ব্যাখ্যা করলো। সে অনেক ব্যাখ্যাই দিলো। গোবিন্দ হাসলো, দাঁত চাটলো আর ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠলো, কিছুই বললো না। শেষ বিকেলে শামা খাবার নিয়ে এলো মিঃ বিশ্বাসের জন্য এবং বললো, "কাকা তোমাকে দেখা করতে বলেছে।" কাকা মানে শেঠ।

"কাকা আমাকে দেখা করতে বলেছে? যাও কাকাকে গিয়ে বলো তার যদি আমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হয় সে যেনো এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে।"

BanglaBook.org

শামা খুব অবাক হলো। "তুমি কি বলছো আর করছোটা কি? তুমি সবাইকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছো। তুমি কিছু পরোয়া করোনা। কিন্তু আমার কি হবে? তুমি আমাকে কিছু দিতে পারো না এবং তুমি চাওনা কেউ আমাকে কিছু দিক, তোমার জন্য এটা খুব সহজ, গোছগাছ করে বলবে আমি গেলাম। কিন্তু তুমি জানো এটা শুধুই বলা। কি পেয়েছো তুমি?"

"আমি এসব বাজে জিনিস চাই না। আমি নীচে গিয়ে তোমার কাকার সাথে দেখা করবো না। এই বাড়ির সবার মতো আমি তার ভৃত্য নই।"

"নীচে গিয়ে তুমি নিজেই এটা বলে এসো। খুবতো পুরুষের মতো কথা বলছো, যাও সেরকমই করে আসো না।"

"আমি নীচে যাবো না।"

শামা চিৎকার করে উঠলো এবং শেষে মিঃ বিশ্বাস তার ফুলপ্যান্টটা পড়ে নিলো। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সাথে সাথেই তার সাহস তাকে ছেড়ে চলে গেলো আর সে মনে মনে বলেছিল যে সে একজন মুক্ত মানুষ এবং যখন ইচ্ছে তখনই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবে। হলঘরে, লজ্জায়, সে শুনলো বলছে, নিজেই, "জ্বি কাকা?"

শেঠ তার লম্বা হাতির দাঁতের তৈরি সিগারেটের হোল্ডারে সিগারেট লাগাচ্ছিল। তার ভাবটা এমন যে মিঃ বিশ্বাসকে খেয়ালই করছে না। আর এটা কোন মতেই তার রুক্ষ জামা কাপড় আর রুক্ষতা এবং দাড়ি কামানো চেহারার সাথে বেমানান নয়। এটা তার বৈশিষ্টেরই অংশ। মিঃ বিশ্বাস শেঠের আঙ্গুলের দিকে মনোযোগসহকারে তাকিয়ে রইলো। নীরবে-নিঃশব্দে।

"মোহন." শেষে শেঠ বললো, "কতদিন হলো তুমি এখানে আছো?"

"দুই মাস, কাকা।" আর সে গোবিন্দের মতো করে বলছে কিনা তা না লক্ষ্য করে পারলো না।

মিসেস তুলসি সেখানে ছিল, বসে ছিল লম্বা টেবিলটার উপর। অপ্রত্যাশিত দেবতারা, গোমরা মুখের ছেলেরা, সেখানে সুপার স্যাকের ঝোলা বিছানায় বসে ছিল।

"তুমি ভালোমতো খাচ্ছ তো?"

শেঠের উপস্থিতিতে মিঃ বিশ্বাসের নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। শেঠের সব কিছুই কর্তৃত্বপরায়ণ: তার শীতল ব্যবহার, তার ধূসর চুল, তার মসৃণ হাতির দাঁতের তৈরি সিগারেট হোল্ডার, তার শক্ত মজবুত বাহু: কথা বলার পর সে ওষ্ঠগুলোতে আঘাত করে।

"ভালো মতো খাচ্ছি?" মিঃ বিশ্বাস অখাদ্যগুলোর কথা ভাবলো, তার পেটের বেড়ে উঠা। "হ্যাঁ, আমি ভালো মতোই খাচ্ছি।"

"তুমি জানো যেসব খাবার তুমি খাও সেসব কে যোগান দেয়?"

মিঃ বিশ্বাস কোন উত্তর দিলো না। শেঠ হেসে উঠলো, সিগারেট হোল্ডারটা মুখ থেকে বেড় করে কাশি দিলো, বুকের গভীর থেকে। "এটা একটা আজব লোক। যখন কোন পুরুষ বিয়ে করে তখন সে আশা করতে পারে না অন্য কেউ তাকে খাওয়াবে। আসলে, তারই উচিত তার বউকে খাওয়ানো। যখন বিয়ে করি, তুমি কি ভেবেছো আমি চাইছি আমার মাই আমাকে খাওয়াবে?"

মিসেস তুলসি তার ব্রেসলেট পড়া হাতটা টেবিলে রেখে মাথাটা ঝাঁকালো।

BanglaBook.org

দেবতা দুটো গুরুগম্ভীর ভাব করলো।

"আর আমি শুনেছি যে তুমি এখানে থেকে সুখী নও।"

"আমি কাউকে এমন কিছু বলিনি যে, এখানে আমি সুখী না।"

"আমি হলাম বিগবস্ আহ্? আর মাই হলো বুড়ি রাণী এবং বুড়ি মুরগী। আর এই ছেলে দুটো হলো গিয়ে দুই দেবতা, আহ্?"

দেবতা দুটো চমকে উঠলো।

"আহ্?" প্রথমবারের মতো শেঠের কণ্ঠে অধৈর্যের লক্ষণ দেখা দিলো।

আর তার অখুশী মনোভাব প্রকাশ করতে শেঠ হিন্দিতে বলা শুরু করলো। "এটাই কৃতজ্ঞতা, তুমি এখানে এলে কপর্দকহীন, একজন আগন্তুক হিসেবে। আমরা তোমাকে তুলে নিলাম, আমাদের এক মেয়েকে তোমাকে দিলাম, খাবার দিলাম, ঘুমাবার জায়গা দিলাম। তুমি স্টোরে কাজ করতে রাজী হলে না, তুমি এস্টেটেও কাজ করতে রাজী হলে না। ঠিক আছে। কিন্তু তারপর উল্টো আমাদের অপমান!"

মিঃ বিশ্বাস এরকমটি কখনওই ভাবেনি। সে বললো, "আমি দুঃখিত।"

মিসেস তুলসি বললো, "এরকমটি ভাবার পর কিভাবে একজন লোক বলতে পারে দুঃখিত।"

"তুমি এ বাড়ির লোকদেরকে কি সব নাম দিয়েছো, আহ্?" মিঃ বিশ্বাস কিছু বললো না।

"ওহ্, তুমি তাদের কোন নাম দাওনি। শুধুমাত্র আমি, মাই আর তাঁর দু'ছেলেকেই নাম দিয়েছো?"

"আমি দুঃখিত।"

মিসেস তুলসি বললো, "এরকমটি করার পর কিভাবে একজন দুঃখিত—"

বাচ্চাগুলো হাসলো; বোনেরা তাদের মাথার ঘোমটা টেনে মুখটা ঢেকে নিলো, স্বামীরা খেয়েই চললো; দেবতা দুটো বিছানায় বসে পা দোলাতে লাগলো।

"তুমি এস্টেটের কাজ করতে চাও না, তাই তো?"

মিঃ বিশ্বাস বললো, "এস্টেটের কাজ সম্পর্কে কিছু জানিনা তাই।"

"ওহো! এ কারণে যে তুমি লিখতে ও পড়তে জানো তাই হাতে ময়লা লাগাতে চাও না, আহ্? আমার হাত দেখো।" সে তার নখ দেখালো যা আঁকাবাঁকা হয়েছিল, শক্ত আর বিস্ময়কর ভাবে ছোট। তার হাতের পেছনটায়, লোমশ অংশটা বিবর্ণ আর কাটা কাটিতে ভরা। হাতের তালু শক্ত।

"তোমার ধারণা আমি লিখতে পড়তে জানিনা? আমি এদের অনেকের চাইতে ভালো লিখতে ও পড়তে জানি।' সে তার একটা হাত দিয়ে বোনদের, তাদের স্বামীদের আর বাচ্চা কাচ্চাদের দিকে ইঙ্গিত করলো। সে তার অন্য হাতের তালুটা বিছানায় বসে থাকা দেবতা দুটোর দিকে নির্দেশ করে বোঝাতে চাইলো তারা ব্যতিক্রম।

"এই ছেলেগুলোর ব্যাপারে কি বলবে মোহন? দেবতা।" ছোট দেবতাটির চোখ কপালে উঠে গেল, মুখে বিস্ময়ের ছবি।

"তুমি ভাবো তারাও লিখতে পড়তে জানে না?"

"তাদেরকে স্টোরে দেখো," মিসেস তুলসি বললো।

BanglaBook.org

"পড়ে আর বিক্রি করে। পড়ে আর বিক্রি করে আর খায়। পড়ে আর টাকা পয়সা গুণে। তারা তাদের হাত ময়লা করতে ভয় পায়না।"

ছোট দেবতাটি বিছানা থেকে উঠে বললো, "সে যদি এস্টেটের কাজ নিতে না চায় সেটা তার ব্যাপার। মা তুমি তোমার জামাইদের বেছে নাও, তারা তোমার খুশী মতোই চলবে।"

"বসো, আওয়াদ," মিসেস তুলসি বললো।

তিনি শেঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলেটার মেজাজ খিটখিটে।"

"আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না," শেঠ বললো।

ছোট দেবতাটি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "আমার বাবা মারা যাবার পর যারা আমার মায়েরটা খেয়ে পরে আছে তারা তাকে মুরগি বলবে। আমি চাই বিশ্বাস মা'য়ের কাছে ক্ষমা চাইবে।"

"ক্ষমা," মিসেস তুলসি বললো। "এতে কিছু যায় আসে না। আমি দেখতে চাই না কিভাবে একজন এরকমটি ভাবার পর দুঃখিত বলে।"

কিছু কিছু দূর্বল লোকও অনেক সময় চূড়ান্ত অপমানে ক্ষেপে উঠে, যদিও তারা জানে তাদের অপরাধ সম্পর্কে। মিঃ বিশ্বাসও তার কু-কর্মগুলো চুপচাপ শুনে আসছিল। হঠাৎ সে রেগে গিয়ে ফেটে পড়লো।

"তোমরা সব জাহান্নামে যাও!" সে চিৎকার করে বললো। "আমি ক্ষমা চাইবো না তোমাদের কাছে, যতই সে গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন?"

কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে চলে গেল বড় ঘরটায়।

"অন্য লোকদের সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটায় তুমি কিছু পরোয়া করো না, আহ্?" দরজায় দাঁড়িয়ে শামা এটা বললো, তার খালি পা, মাথার ঘোমটা মুখের কাছে নামানো, তাকে খুব ভীত দেখাচ্ছে যেমনটি সেই সকালে স্টোরে দেখা গিয়েছিল।

"পরিবার! পরিবার!" মিঃ বিশ্বাস বললো, কাপড়-চোপড় আর বইপত্র গোছাতে গোছাতে— *সেল্ফ হেল্প, বেলস স্টান্ডার্ড এলোকাশনিষ্ট, হকিন্স ইলেক্ট্রিকাল গাইড'র* সাতটি খন্ড—বাক্সে ভরে নিলো। "আমি আর এখানে এক মিনিটও থাকবো না। সেই ফালতু ছেলেটা ওভাবে আমার সাথে কথা বলার পর!"

সে খুব জোড়ে শোরে গোছগাছ করতে শুরু করলো যেন খুব তাড়াতাড়িই গোছানো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার রাগ ঠান্ডা হতে শুরু করলো। সে অপেক্ষা করলো শামা এমন কিছু বলুক যাতে তার রাগ প্রশমন হয়। শামা নীরব রইলো।

"আমি যাবার আগে," সে বললো, গোছগাছ করতে করতে, "আমি চাই তুমি ঐ বিগ্‌বস্‌কে গিয়ে বলো—কারণ এটা পরিষ্কার যে সে এই পরিবারের বড় ষাড়, আমি চাই তুমি ঐ বিগ্‌বস্‌কে গিয়ে বলো— আমি চাই তুমি ওকে বলো যে, সে আমাকে স্টোরে সাইনবোর্ড আঁকার জন্য কোন পয়সা দেয় নাই।"

"তুমি নিজে গিয়ে বলছো না কেন?" শামা রেগে গেল এবং প্রায় কেঁদেই ফেললো।

সে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করলো শেঠের কাছে টাকা চাইছে। সে পারে না। "তুমি এবং তোমাদের সবাই, আমাকে খেপিওনা। ভেবেছো আমি ঐ লোকটার সাথে কথা

BanglaBook.org

বলবো? তুমি তাকে অনেকদিন ধরেই চেনো। সে তোমার কাছে দ্বিতীয় বাবার মতো। তুমিই তাকে জিজ্ঞেস করো।"

"আর ধরো উনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার কাছ থেকে উনি কি পান?"

"আমি সোজা তোমাকে ফিরিয়ে দিবো।"

"তুমি উনার কাছ থেকে যতো পাও তার চেয়ে বেশী উনি তোমার কাছ থেকে পান।"

"কিভাবে সে আমার কাছে বেশী পায়।"

তারা এব্যাপারটাকে একটা সোজা তর্কে নিয়ে গেল, যা তার রাগটাই শেষ করলো না, এমনকি উত্তেজিত করলো তাকে, আর কি করবে তা' নিয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

সে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই, সি এবং পদ্মা, শেঠের বউ, দরজায় নক্ না করেই ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। সি কাঁদছে। পদ্মা হাত জোড় করে মিঃ বিশ্বাসকে বললো, পরিবারের একতা এবং সুনামের কথা মাথায় রেখে সে যেনো রাগের মাথায় কিছু না করে।

সে খুব বিব্রত হয়ে গেল, সি এবং পদ্মার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট ঘরটায় জোড়ে হাটা শুরু করলো। মহিলাদের আগমনের সাথে সাথে শামার আচরণ বদলে গেল। সে শান্ত আর চুপ মেরে গেল। ছোট্ট বেঞ্চটায় বসে হাটুর ওপর কনুই রেখে দু'হাতটা মুখের দুপাশে রাখলো।

"ভাই আমার, যেয়ো না," সি অনুরোধ করলো। "তোমার বোন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছে!" সে প্রায় হাটু গেড়ে বসে পড়লো।

মিঃ বিশ্বাসকে খুব বেসামাল দেখালো।

"চিন্তা তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছে।" সে তার নিজের নাম উল্লেখ করে বোঝাতে চাইলো তার অনুরোধের গভীরতা আর একনিষ্ঠতার মাত্রা কত প্রকট; সে স্বীকার করলো যে, তার স্বামী গোবিন্দই শেঠের কাছে মিঃ বিশ্বাসের নিন্দা সূচক কথাবার্তাগুলো লাগিয়েছে। সে আরো দাবী করলো গোবিন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মিঃ বিশ্বাস জানতো যখন স্বামীরা ঝগড়া করে তখন স্ত্রীদের দায়িত্ব হলো তাদের দুষ্ট স্বামীদের, পরাজিত স্বামীদের শান্ত করা, আর পরাজিত স্বামীদের স্ত্রী'র দায়িত্ব রাগ প্রকাশ না করা।

চিন্তার আগমনের সাথে সাথে শামাও এই কঠিন ভূমিকাটি নিতে শুরু করলো।

এই সুক্ষ্ম অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করার কোন উপায় নেই। এই ঘটনার আগ পর্যন্ত মিঃ বিশ্বাসের কখনও মনে হয়নি তার কোন শত্রু আছে। লোকজন তার কাছে একেবারেই উদাসীন মনে হতো। কিন্তু এখন একজন শত্রু আছে, শত্রুটি নিজেই ঘোষণা দিয়েছে। আর সে সিদ্ধান্ত নিলো পালাবে না।

আর তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পারলো ইতিমধ্যেই সে বিজয় অর্জন করেছে। আর একজন বিজয়ী হিসেবে সে চিন্তা এবং পদ্মাকে করুণার সাথে দেখলো। চিন্তা ফোপাচ্ছিল, ঘুমটা দিয়ে তার চোখ দুটো মুছছিল। সে চিন্তাকে বললো, দয়াবশত হয়ে, "তোমার স্বামী গ্যাজেট-এ কেন কাজ জুটিয়ে নিচ্ছেনা? অ্যাহ্? সে তো একজন জন্মগতভাবেই রিপোর্টার।" চিন্তার উজ্জ্বল চোখের অশ্রুপাতে এই কথাটি কোন

BanglaBoi.org

কাজেই আসলো না। শামা তখনও বসেছিল স্তব্ধ আর নিশ্চল হয়ে, চোখ দুটো বড় বড় করে খোলা, হাটু জোড়া ফাঁক করে, ঘাগড়াটা হাটুর উপর উঠেছিল। "তুমি কি খেলা খেলছো অ্যাহ্?" চিন্তা কথাটা শুনতে পেলো না। পদ্মা অবিরাম ছেলে মানুষি আচরণ করে যাচ্ছিলো।

বিশ্বাস তাকে কিছু বলল না। তার সাথে মিসেস তুলসির বেশ মিল আছে কিন্তু সে একটু মোটা আর দেখতে বয়স্ক মনে হয়। তার চামড়া তৈলাক্ত আর নিজেকে বাতাস করে যাচ্ছে যেন ভেতর থেকে কোন উত্তাপ বেড় হচ্ছে। প্রথমবার আবেদন-নিবেদন করার পর সে বিশ্বাসের দিকে তাকায়নি। কথাও বলেনি। তাকে নারাজও দেখালো না, আর সে কান্নাকাটিও করেনি।

এই বাড়ির এমন কোন পুরুষ নেই যার সাথে শেঠের কোন না কোন সময় ঝগড়া লাগেনি। পদ্মা এসে তার অনুরোধ জানালো, বসে পড়লো, তাকে খুব অসুস্থ দেখালো।

সে কখনও হলঘরে অথবা অন্যত্র, শেঠের কাজকর্মের পক্ষ নেয়নি অথবা তার বোনঝি'দের স্বামীদেরকে অগ্রাহ্য করেনি। এতে তার সম্মান বেড়ে গেছে আর তাকে একজন শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আচমকা এবং অধৈর্যভাবেই মিঃ বিশ্বাস বললো, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমাদের কান্না থামাও। আমি চলে যাচ্ছি না।"

চিন্তা একটা ছোট্ট, উচ্চস্বরে ফোঁপানি দিলো; এটা তার কান্না থামানোর সংকেত।

"কিন্তু তাদেরকে বলে দিও আমাকে যেন না ক্ষেপায়, ব্যস।"

পদ্মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো খুব জোড়ে, অস্বাস্থ্যকরভাবে; আর কোন কথা না বলেই সে এবং চিন্তা ঘর থেকে চলে গেল। শামা আড়ষ্টহীন হলো। তার চোখ একটু বাঁকা হলো, গাল থেকে হাতটা নামালো। সে কাঁদতে শুরু করলো, নিঃশব্দে, তার শরীরটা নেতিয়ে পড়লো, যা মিঃ বিশ্বাসকে মুগ্ধ করলো, ক্ষুব্ধ করলো। শামার হাতদুটোকে মনে হলো গোল হয়ে যাচ্ছে; তার কাঁধ ঝুলে যাচ্ছে; তার নিতম্বটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে; তার চোখ গলে যাচ্ছে; তার হাত দুটো হাটুর উপর ছড়ানো যেনো ভেঙ্গে গেছে ওগুলো; তার হাত ঝুলঝুলে আর ঢিলে ঢালা। তার লম্বা-লম্বা আঙ্গুলগুলো প্রাণহীনভাবে ঝুলে গেছে যেনো প্রতিটা গিটই ভেঙ্গে গেছে।

"বাজে রক্ত সম্পর্কে বলছিলে," মিঃ বিশ্বাস বললো।

"বাজে রক্ত!"

গোবিন্দ'র ব্যাপারে হতাশ হয়ে মিঃ বিশ্বাস তার বোন জামাইর মাঝে সদ্গুণ খুঁজলো যাকে সে আসলেই জানতোনা। হরি নামের একজন, লম্বা, ঋজু, শান্তশিষ্ট মানুষ যে তার বেশীর ভাগ সময় লম্বা টেবিলটায় কাটায় কিন্তু দক্ষতার সাথে, আর গর্ভবতী স্ত্রী'র প্রতি লক্ষ্য রেখে। সে পায়খানাতে আরো বেশী সময় কাটায় আর এটা তাকে ভীত করে। "তাদের উচিত একটা বেল লাগানো যখন হরি পায়খানাতে যায়," মিঃ বিশ্বাস শামাকে বলেছিল। হনুমান হাউজে এ ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল যে হরি অসুস্থ, বিভিন্ন ডাক্তারের চিকিৎসা সম্পর্কে তার স্ত্রী দুঃখ আর গর্ব নিয়ে বলে বেড়ায়। এস্টেটে কাজ করা কাউকে কম স্বস্তিদায়ক মনে হতো না। এটা কল্পনা করা খুব কষ্টকর যে একটা পাতলা নম্রকণ্ঠ শ্রমিকদেরকে আদেশ করছে। আলস্য ত্যাগ করতে আর তর্কাতর্কি বন্ধ করতে।

BanglaBook.org

আর লোকটা ঘটনাক্রমে একজন পন্ডিত। তাকে খুব একটা সুখী দেখাতো না। এস্টেটের কাজ শেষে কাজের পোশাকটা খুলে একটা ধূতি পড়ে লোকটা দোতলার বারান্দায় বসে একটা বড় হিন্দী বই, যেটা একটা সুন্দর কাশ্মিরী বুক কেস থেকে নিয়ে পড়তো। সে পূজাও করে থাকে আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সে নিয়মিতই করে থাকে। সে কাউকেই গালাগালি এবং উত্তেজিত করতো না। সে তার অসুস্থতা, তার খাবার আর ধর্মীয় পুস্তক নিয়ে আচ্ছন্ন থাকতো। এস্টেটের কাজ, বারান্দায় পড়াশোনার আর পায়খানায় যাতায়াতের মধ্যে, হরি খুব কমই সময় পেতো।

হরির পাশে বসে এক বিকেলে মিঃ বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা পেলো।

হরি জিজ্ঞেস করলো, "আর্যদের ব্যপার তুমি কিভাবে দেখো?"

সে একজন প্রোটেস্টান্ট হিন্দু মিশনারির মতো কথা বললো যে ভারত থেকে এসেছে আর উপদেশ পেয়েছে যে বর্ণ প্রথা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না, আর হিন্দু মতবাদের ধর্মান্তরিত হওয়াটাকে মেনে নেওয়া উচিত। মেয়েদের লেখাপড়া করা উচিত, তুলসিদের সমস্ত পুরাতন মূল্যবোধগুলো ঝেড়ে ফেলা উচিত।

"তুমি আর্যদের ব্যাপারে কি ভাবো?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো। "আর্যরা?" হরি বললো। তার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল একজন ক্ষতিকর লোকের কাছ থেকে এটা একটা মূখতাপূর্ণ প্রশ্ন।

হরি'র বউয়ের মুখে যন্ত্রণা দেখা দিলো।

"হ্যাঁ, মিঃ বিশ্বাস বললো, অসহ্য নীরবতাকে পূর্ণ করলো "অর্যরা"।

"আমি তাদের সম্পর্কে খুব একটা ভাবিনা।" সে বলতে শুরু করলো, "আমি শুনেছি," একটু সময় নিয়ে কণ্ঠটায় গাম্ভীর্য ধারণ করে বলে, "তুমি এসব নিয়ে অনেক ভাবো।"

মিঃ বিশ্বাস প্রায় একজন ধর্মান্তরিত আর্য সেটা ছিল মিসির, বেকার সাংবাদিক, যে তাকে পঙ্কজ রায়ের কাছে যেতে উৎসাহিত করেছিল। সে ছিল ত্রিনিদাদের অশিক্ষিত পন্ডিতদের একজন।

মিসির বলেছিল। পঙ্কজ একজন বি, এ এবং এল এল, বি। লোকটা সত্যিকারের বাগ্মী; একজন বিশুদ্ধ মানুষ: বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেনি বিশুদ্ধ কি? কিন্তু শব্দটা যেভাবে মিসির উচ্চারণ করেছিল, খুব শক্তভাবেই তার কাছে আবেদন সৃষ্টি করলো, শুধুমাত্র বিশুদ্ধতাকেই নির্দেশ করলো না সুরুচিকর, মার্জিত আর শিষ্টাচারমূলকও মনে হলো।

তার আরো একটি বাড়তি উৎসাহ ছিল: সাক্ষাতটা হয়েছিল নাথের বাড়িতে। নাথ একটা বাড়ি আর সাবানের কারখানার মালিক ছিল। আরওয়াকাসে তুলসিদের সবচাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল সে। নাথদের সাথে তুলসিদের সব বয়সের লোকের সাথেই শত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমনটা হয়ে থাকে মুসলিমদের সাথে। শত্রুতা আরো দৃঢ় হলো যখন নাথরা পোর্ট অব স্পেনে আধুনিক রীতির একটা বাড়ি তৈরি করলো।

বিশুদ্ধতা, মিঃ বিশ্বাস ভেবেছিল, যখন সে পঙ্কজ রায়কে দেখেছিল। লোকটা একজন নীতিবাগিশ। লম্বা-কালো ভারতীয় আচকানে লোকটাকে খুব মার্জিত মনে হয়। মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারলো সে পঙ্কজ রায়ের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত:হাজার

BanglaBoi.org

বছরের ধর্মীয় দেব-দেবী মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অপমানিত করবার পর; জন্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়; মানুষের বর্ণ-শ্রেণী তার কাজের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত। পঙ্কজ রায়ের সাথে কথা বলার পর তার বই "সংস্কারই একমাত্র পথ" বিলি করেছিল, মিঃ বিশ্বাস তার কাছ থেকে অটোগ্রাফ চেয়েছিল। পঙ্কজ রায় দিয়েছিল আরো বেশী। সে লিখেছিল মিঃ বিশ্বাসের নামটি এবং তাকে একজন "প্রিয় বন্ধু" হিসেবে উল্লেখ করেছিল। এই লেখাটার নীচে মিঃ বিশ্বাস লিখেছিল: মিঃ বিশ্বাসের ঘনিষ্ট বন্ধু পঙ্কজ রায়ের বি, এ, এল, এল বি'র উপহার।

হনুমান হাউজে ফিরে গিয়ে বইটা আর লেখাটা শামাকে দেখিয়েছিল সে।

"এগিয়ে যাও," শামা বলেছিল।

"আমাকে বলো, আমার বিরুদ্ধে তোমার আর কি বলার আছে। তোমরা সবাই বলো তোমরা উচ্চবর্ণের-শ্রেণীর। তোমরা কি ভেবেছো পঙ্কজ তোমাদের এই নামে ডাকবে? দেখি তো। দেখিতো পঙ্কজ কোথায় বড় ষাড়টাকে রেখেছে। হা! গরুদের সাথে। রাখাল বানিয়ে। না। এটা ভালো কাজই।" সে মনে করলো তার নিজের রাখাল জীবনের দিনগুলোর কথা। "ভালো হতো চামড়ার শ্রমিক বানালে, মরা পশুর চামড়া ছোলানো।"

"হ্যা, এটাই। বড় ষাড়টা চামড়া শ্রমিক, মুচি শ্রেণী-বর্ণের মধ্যেই পড়ে। আর দুই দেবতার ব্যাপারটা কি? পঙ্কজ তাদের কোথায় রাখে ভাবতে পারো?"

"যেখানে তুমি তোমার ভাইদের রাখো।"

"রাস্তার ঝাড়ুদার? মেথর? নাপিত? হ্যা, নাপিতই।

পঙ্কজ তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতো সে একটা যথাযথ অবস্থা চায়। আর তোমার মা?" সে একটু থামে। শামা! এটা আমাকে দারুণ আঘাত করেছে। পঙ্কজ বলতো তোমার মা আদৌ কোন হিন্দুইনা! মানে, সত্যগুলো খেয়াল করো। প্রিয় কন্যাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে দেয়া। দুই নাপিতটাকে ক্যাথলিক কলেজে পাঠানো। পঙ্কজ তোমার মা'কে দেখামাত্রই ক্রশ আঁকা শুরু করবে। রোমান ক্যাথলিক, এটাই সে!"

"তুমি তোমার মুখটা বন্ধ করবে কি?" শামা চেষ্টা করলো তৃপ্তিকর আওয়াজ দিতে, কিন্তু সে বলতে পারতো যে সে রেগে যাচ্ছে।

"রোমান ক্যাথলিক! রোমান বিড়াল, কুত্তি। ভেবেছো সে পঙ্কজকে বোকা বানাতে পারবে? পঙ্কজ তোমাদের মায়ের জন্য একটা আশার বাণী দিয়েছে, বলেছে যে হিন্দুদের উচিত ধর্মান্তরিত গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে তাদের মতোই ব্যবহার করা, বলেছে উচ্চ বর্ণের হবার জন্য উচ্চ বর্ণেই জন্মাতে হবে এমন কোন কথা নেই। আশার বাণী, বুঝেছো। আর কি? তোমার মা দৌড়ে যাবে লোকটার কাছে, কৃতজ্ঞ হবে, লোকটার পায়ে চুমু খাবে। কৃতজ্ঞতা, আহ্?"

"আমি আশা করতে পারি এই পঙ্কজ রায় তোমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আর তোমাকে একটা জমি দিবে। এগিয়ে যাও।"

"শামা।"

"তুমি তোমার ছোট্ট লেজটা গুটিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছো না কেন?'

BanglaBook.org

"শামা, আমাদের অন্য একটা সমস্যাও আছে। তুমি কি মনে করো কোন ভালো হিন্দু একজন রোমান ক্যাথলিক মেয়েকে বিয়ে করবে। যদি সে সত্যিকারের হিন্দু হয়ে থাকে? শামা, তুমি জানো, কি? আমার কাছে মনে হয় তোমার পুরো পরিবারটাই নিম্ন বর্ণের।"

"তোমারই জানা উচিত। তুমি এখানেই বিয়ে করেছো।"

"এখানে বিয়ে করা। হ্যাঁ! তোমার ধারণা এতে আমি সুখী হয়েছি। আমাকে দেখলে মনে হয় যেন আমি সুখী?"

"কেন তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি সুখী? তোমাকে দুখী মনে হওয়া উচিত। তোমার জীবনে দিনে তিন বেলা খাওয়া কি এবারই প্রথম। এটা তোমার পাকস্থলীকে খুব বেশীই ব্যয়াম করিয়েছে। আমার তাই বলা উচিত।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো আমার পেট মুখে পুরবো। এই বাড়িতে আমার সব চাইতে বড় খাবারটি হলো সোডা পাউডার আর পানি।"

সে আর্যদের নিয়ে হরি'র সাথে আলোচনা করতে গেলো। সে ভেবেছিল হরি, পন্ডিত জয়রাম ও অন্যসব পন্ডিতদের মতোই তর্ক-বির্তকটাকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু লম্বা টেবিলটাতে হরি নিশ্চুপ রইলো, তার বউকে হতবুদ্ধিকর দেখালো, আর মিঃ বিশ্বাস সেখান থেকে চলে এলো। হরি যখন বারান্দায় বসে ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে গুণগুণ করে অনেকটা শব্দহীনভাবে কিছু পড়ে যাচ্ছিল। মিঃ বিশ্বাস তখন তাকে খেপিয়ে তুলতে চাইলো।

তার "সংস্কারই একমাত্র পথ" বইটা নিয়ে এলো, তাকে দেখালো। হরি এক ঝলক বইটা দেখে বললো, "ম্ ম্"

হরি'র সাথে না পেরে মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো যে ঐ দুই ভায়রা-ভাই কে দেখাবে, যারা কম বুদ্ধিমান আর বেশী রগচটা।

প্রায় এক সপ্তাহ পর শেঠ হলঘরে মিঃ বিশ্বাসের সাথে দেখা করলো আর হেসে বললো, "তোমার প্রিয় বন্ধু পঙ্কজ রায় কেমন আছে?"

"আপনি আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন?" মিঃ বিশ্বাস প্রায় সবসময়ই হনুমান-হাউজে ইংরেজিতে কথা বলে, এমনকি যেসব লোক হিন্দিতে কথা বলে তাদের সাথেও। এ ব্যাপারটা হরিকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন, জ্যোতিষী"

"তুমি জানো রায় জেলে যেতে বসেছিল প্রায়?"

অন্য লোকেরা যে কোন কিছুই বলতো। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস নীতিবাগিশ সম্পর্কিত এই সংবাদটি শুনে বিব্রত হলো।

"এইসব আর্যরা মেয়েদের সম্পর্কে সব কিছুই বলে থাকে" শেঠ বললো। "তুমি জানো কেন? তারা চায় তাদেরকে উপরে তুলতে। তুমি জানো রায় নাথের ছেলের বউয়ের ব্যাপারে নাক গলিয়েছিল? তাই তারা তাকে ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ বাড়ির অনেক কিছুই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু লোকটা বি, এ পাশ।"

"এল, এল, বিও। আমি জানি। আমি একজন আর্যকে বিশ্বাস করবো না।"

BanglaBook.org

"এটা একটা ঘাপলা। লোকটা একজন চমৎকার বন্ধু, একজন নীতিবাগিশ। পঙ্কজ এরকম কিছু করতে পারে না। আপনি কখনই তার কথা শোনেন নাই এজন্যেই।"

"নাথের ছেলের বউ শুনেছে, তো। সে ওসব পছন্দ করেনি।"

"কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারি। এটা একটা কেলেঙ্কারি, আপনারা সনাতনিরা এই কাঁদা খুড়েছেন।"

"আমার যদি উপায় থাকতো," শেঠ বললো, "আমি এইসব আর্যদের বিচি কেটে ফেলতাম। তারা কি তোমাকে ধর্মান্তরিত করে ফেলেছে?"

"এটা আমার নিজের ব্যাপার।"

বারান্দায় মিঃ বিশ্বাস দেখতে পেলো হরি ধূতি পড়ছে।

"হ্যালো, পন্ডিত! মিঃ বিশ্বাস বললো।

হরি একটু অন্যমনস্কভাবে মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকালো তারপর বইতে ফিরে গেল।

মিঃ বিশ্বাস বারান্দার দিকে গেল। সে হরিকে বললো, "হ্যালো মিঃ গড।"

হরি, গুণ গুণ করছে, শুনতে পারা যায় না।

"তোমার আরেক বোন জামাইয়ের একটা নাম দিয়েছি।"

সে শামাকে বিকেল বেলায় বললো, "কোষ্ঠ কাঠিন্য-পবিত্র মানুষ।"

"হরি?" শামা বললো, উঠে বসলো সে, যেন সেও এই খেলায় অংশ নিতে ইচ্ছুক।

সে তার হলুদ-থলথলে উরুতে চাপড় মারলো আর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলো।

শামা তার হাতটা সরিয়ে দিলো। "এটা করো না। আমি তোমাকে এরকম করতে দেখতে পারি না। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। তোমার মতো একজন যুবকের খুব তুল তুলে ।"

"সেটা এজন্যে যে, এখানে আমি খুব বাজে খাবার খেয়ে থাকি।" সে শামার হাতটা ধরে রাখলো। "সত্যি বলতে কি, ওর জন্যে আমি অনেকগুলো নাম দিয়েছি। পবিত্র আত্মা, তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"হায়রে মানুষ!"

"ঐ দুই দেবতার ব্যাপার কি? এটা কি তোমাকে কখনও আঘাত করেছে যে, তারা দুজন দুটি বানর? তো' তোমাদের ঘরের বাইরে একটা কংক্রিটের বানর আর ঘরের ভেতর আছে দুটি বানর। এই বাড়িটাকে বানরের বাড়ি বলা যেতে পারে। বানর, ষাড়, বলদ, মুরগী। জায়গাটা একটা অভিশপ্ত চিড়িয়াখানার মতো।"

"আর তোমার ব্যাপারটা কি? ঘেউ ঘেউ করা কুকুর?"

"মানুষের সেরা বন্ধু।"

বিশ্বাস উরুটা আবার চাপরাতে লাগলো।

"বন্ধ করো এসব!"

এসময় শামার মাথাটা তার নরম হাতের উপর, আর তারা পাশাপাশি শোয়া।

BanglaBook.org

শালাদের সবাইকে পরিত্যাগ করে, মিঃ বিশ্বাস নিজেকে নাথের আর্যদের সাথেই জড়িত রাখলো।

পঙ্কজ রায় তাদের সাথে আর ছিল না আর কেউ স্বেচ্ছায় তার সম্পর্কে কিছু বলতো না। তার জায়গাটা দখল করেছিল শিবলোচন বি, এ (প্রফেসর) নামের এক লোক। সে নীতিবাগিশ ছিল না। সে খুব ভালো হিন্দিতে কথা বলতো আর অল্প অল্প ইংরেজিতে।

সে সব সময়ই মিসির নামের একজনের সাথে কথায় মেতে থাকতো। মিসির আলোচনা আর প্রস্তাবনায় ওস্তাদ ছিল, তারা তার তত্ত্বাবধানে এই সব প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদন করতো যে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা উচিত, যুবক যুবতীরা তাদের নিজেদের স্বামী-স্ত্রী পছন্দ করা উচিত।

মিসির , যে তার বাবা-মায়ের পছন্দের কারণে ভুগছিল। সে বলে, "বর্তমান অবস্থাটা 'ঝোলার ভেতর বেড়াল' ছাড়া আর কিছুই না।" মিঃ বিশ্বাস মিসিরের উক্তিটি পছন্দ করেছিল। "তোমার পরিবারই তোমার জন্য করবে।" সে শামাকে সেই বিকেলে কথাটা বলেছিল। "তোমার সব কিছুকে বিয়ে করার মানে, ছালার ভেতরে বেড়াল।"

"ভেবোনা আমি জানিনা, এসব তুমি কোথেকে টুকে নাও," শামা বললো। "চালিয়ে যাও।"

"দেখো আমি কি পেয়েছি," মিসির বললো, ছালার ভেতর বেড়াল বিয়ে করা থেকে। তোমার ব্যাপার কি মোহন? তুমি কি এই *ছালার ভেতর বেড়াল* অবস্থায় সুখী?"

"সত্যি বলতে কি," মিঃ বিশ্বাস বললো, আমি ঐ রকম বিয়ে করিনি। আমি মেয়েটাকে প্রথম দেখেছিলাম?"

"তার মানে তারা বাচ্চাটাকে তোমায় প্রথম দেখতে দিয়েছিল?"

"আসলে সে ওখানেই ছিল, তুমি জানো, দোকানে কাপড়-চোপড়, মোজা আর রিবন বিক্রি করা হয়। আমি তাকে দেখার পর—"

"সেই পুরনো গোলক ধাধা, আহ্?"

"না, ঠিক তা' নয়। এর পরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।"

"আমি জানতাম না, "মিসির বললো। "তো তুমি যা চেয়েছিলে তাই পেয়েছো। যাই হোক আমরা এসব ছালার ভেতর বেড়াল মার্কা বিয়ের বিরুদ্ধে।"

"আমরা তাই বলতে পারি," মিঃ বিশ্বাস বলে।

"এখন আমরা কিভাবে আমাদের ধ্যান-ধারণাকে অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারি?" মিসির বললো, মিঃ বিশ্বাস লক্ষ্য করলো মিসিরের আচরণ পঙ্কজ রায়ের মতোই মনে হচ্ছে। "আমি মনে করি প্রভাবিত করার মাধ্যমে।"

"শান্তিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করা। *মোহাম্মদের মতো* শুরু করা। ছোট্টভাবে শুরু করা। নিজের পরিবার থেকে শুরু করা। নিজের বউকে দিয়ে শুরু করা। তারপর অন্য জায়গায়।

"আমিই চাই তোমরা আজ বিকেল থেকেই এই কথাগুলো প্রতিবেশীদের জানিয়ে দিবে। আর আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার বন্ধুরা, আরওয়াকাস আর কোন আর্যবাদের ঘাঁটি হিসেবে টিকে থাকবে না।"

BanglaBook.org

"একটু দাঁড়াও," মিঃ বিশ্বাস বলে। "এতো জলদি না। তোমার নিজ পরিবার দিয়ে শুরু করা? তোমরা আমার পরিবারকে চেনোনা। আমার মনে হয় তাদের বাদ দিয়ে করাটাই ভালো।"

"এটা অদ্ভুত লোক" মিসির বললো। "তুমি ত্রিশ কোটি হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে চাও আর সামান্য একটা গ্রামের পরিবারকে ভয় পাচ্ছো?"

"আমি বলছিতো, তুমি আমার পরিবারকে চেনোনা।"

"ঠিক আছে, মিসির বললো। "ধরো শান্তিপূর্ণভাবে হলো না। ধরো আর কি। তখন তোমার কি করার থাকবে, হে বন্ধু? কিভাবে ধর্মান্তরিত করা যাবে যা আমরা ভীষনভাবে চাচ্ছি?"

"তলোয়ারের মাধ্যমে," মিঃ বিশ্বাস বললো। "একমাত্র উপায়। তলোয়ারের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত।"

"আমিও এরকমটিই ভাবি," মিসির বললো। "দাঁড়ান, ভদ্রলোকগণ," শিবলোচন, বি, এ (অধ্যাপক) বললো, উঠে দাঁড়িয়ে।

"আপনারা অহিংসা পথকে বর্জন করছেন। আপনারা কি তা' বুঝতে পারছেন?"

"স্বল্প সময়ের জন্য বর্জন করছি," মিসির অধৈর্য হয়ে বললো। "স্বল্প-সময়" শিবলোচন বসে পড়লো।

"আমার মনে হয় আমরা একটা প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারি যে সশস্ত্র ধর্মান্তরিত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবেও প্রভাবিত করার কাজ চলবে। ঠিক আছে?"

"আমিও তাই মনে করি," মিঃ বিশ্বাস বলে।

"আমার মনে হয় একটা ভালো সংবাদ কাহিনী হতে পারে," মিসির বললো। সরাসরি *সেনটিনেল* এ টেলিফোন করে দাও।"

পরবর্তী তিনদিন *সেনটিনেল* এর মফশ্বল পাতায় একটা আইটেম ছিল, দুই ইঞ্চি লম্বার, আরওয়াকাসের আর্য সমিতির কার্যক্রম, মিঃ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ ছিল—এ, এ, এ মিঃ বিশ্বাস এবং তার ঠিকানাটাও।

সে পত্রিকাটির একটি কপি খোলা অবস্থায় রাখলো হল-ঘরের টেবিলের উপর। আর বিকেলবেলায় যখন শামা এলো তখন সে পড়ছিল "সংস্কারই একমাত্র পথ," শামা তাকে জানালো শেঠ তাকে দেখা করতে বলেছে। মিঃ বিশ্বাস কোন তর্ক করলো না। শব্দহীন শিষ বাঁজিয়ে, ফুলপ্যান্টটা পড়ে চলে গেল পরিবারটির বিচারালয়ের মুখোমুখি হতে।

"দেখছি পত্রিকায় তুমি তোমার নামটা ওঠাতে পেরেছো," শেঠ বললো।

মিঃ বিশ্বাস কাঁধ ঝাঁকালো।

দেবতারা ধীরে ধীরে বিছানায় দুলতে লাগলো, "তুমি কি করতে চাচ্ছো? পরিবারকে অসম্মান করতে? এই যে এই ছেলেগুলো যারা ক্যাথলিক কলেজে ঢোকার চেষ্টা করছে। তুমি কি মনে করো এই ধরণের কার্য কলাপ এদেরকে সাহায্য করবে?"

"দেবতাদেরকে খুব আহত দেখাচ্ছে।

"ঈর্ষা," মিঃ বিশ্বাস বললো। "সবাই হিংসা করছে।"

BanglaBook.org

"তোমার কি আছে যে তারা তোমাকে হিংসে করবে?" মিসেস তুলসি জিজ্ঞেস করলো।

বড় দেবতাটি উঠে দাঁড়ালো, কেঁদে। "আমি বিছানায় বসে থাকতে পারিনা, যে কেউ আমাকে অপমান করবে তাও মেনে নিতে পারিনা। তোমার কি দোষ, মা। তোমার টাকায় খাওয়াচ্ছো আর এরা তোমার ছেলেদের অপমান করে বেড়াচ্ছে।"

মিসেস তুলসি তার ছেলেদের জড়িয়ে ধরে আঁচলে চোখের জল মুছতে লাগলো।

"ঠিক আছে, বাবা," শেঠ বললো। আমি এখনও তোমাদের দেখাশোনা করবার জন্যে আছি।" সে মিঃ বিশ্বাসের দিকে ঘুরে দাড়ালো। "ঠিক আছে," কথাটা সে ইংরেজীতে বললো। "তুমি চাও এই পরিবারের ঝামেলা বাড়াতে। তুমি চাও এরা সব জেলে যাক। তারা তোমাকে খাওয়ায় আর তুমি চাও আমাকে আর মাই'কে জেলে দেখতে। তুমি দেখতে চাও এই ছেলে দুটো, যার বাবা নেই, তারা লেখাপড়া না শিখুক। তো ঠিক আছে। এই বাড়িটা ইতিমধ্যেই একটা রিপাবলিকের মতো হয়ে গেছে।"

শেঠ আরো বললো, "তো, তুমি দেখতে চাও মেয়ে-ছেলেদের শিক্ষা দিতে আর তারা যেন নিজেদের স্বামী নিজেরাই বেছে নিতে পারে, অ্যাহ্? ঠিক যেমনটি তোমার বোন করেছে।"

মিঃ বিশ্বাস বললো, "আমার বোন এখানকার যে কারোর চেয়ে বেশী ভালো আর সেরা। আর, তাছাড়া, সে এখানকার চেয়ে বেশী পরিস্কার একটা বাড়িতে বাস করে।"

শেঠ তার কনুইটা টেবিলের উপর রেখে বিষণ্ন মুখে চুরুটে টান দিয়ে বললো, "কলিযুগ," সে কথাটা হিন্দিতে বললো। "অবশেষে কলিযুগ সমাগত হলো। এটা আমারই ভুল। তোমরা আমাকেই দোষ দিতে পারো।"

"আমি বলছিনা এখানে থাকতে চাই," মিঃ বিশ্বাস বললো। আমিও পুরনো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করি। তোমরা আমাকে বিয়ে করিয়েছো তোমাদের মেয়ের সাথে। তোমরা ওয়াদা করেছিলে এটা করবে সেটা করবে। এ পর্যন্ত আমি কিছুই পাইনি।"

"তো, তুমি চাও মেয়ে-ছেলেরা লেখাপড়া করুক, ছেলে বন্ধু জুটিয়ে নিক? তুমি দেখতে চাও তারা ছোট ছোট ফ্রক পড়ুক?"

"আমি ছোট ফ্রক পড়া সম্পর্কে কিছু বলিনি। আমি বলছি আপনারা কি ওয়াদা করেছিলেন।"

"ছোট ফ্রক আর প্রেম-পত্র। প্রেম-পত্র! মনে করো শামাকে তুমি যে প্রেমপত্র লিখেছিলে?"

এই মোকাবেলাটা যদিও পরাজয়েরর ছিল, মিঃ বিশ্বাস মনে মনে ভাবলো তুলসিদের বিরুদ্ধে যে প্রচারণায় সে নেমেছিল তাতে সে জয়ী হয়েছে।

আশাতীত সাপোর্ট পাওয়া গেল আর্য সমিতির কাছ থেকে।

সমিতিটা মিসেস ওয়্যার নামের একজন ছোট সুগার এস্টেটের মালিকের স্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করলো। তিনি তাঁর শ্রমিকদেরকে ভালো পারিশ্রমিক দিতেন না কিন্তু শ্রমিকরা তাকে সম্মান করতো তাঁর ধর্মের প্রতি আগ্রহ আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মনোযোগীতার জন্য। তাঁর শ্রমিকদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু এবং মিসেস ওয়্যার বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি কৌতুহলী ছিলেন। গুজব ছিলো যে প্রকারান্তরে হিন্দুদের

BanglaBook.org

পাইকারী হারে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য আছে তাঁর, কিন্তু মিসির তা' অস্বীকার করলো। সে বললো যে, সে প্রকারান্তরে মিসেস ওয়্যারকেই ধর্মান্তরিত করেছে। মিসেস ওয়্যারও আর্য সভায় একদিন এসেছিলেন। তিনি কয়েকজন আর্যকে চা'য়ের দাওয়াতও দিয়েছিলেন। মিঃ বিশ্বাস, শিবলোচন, মিসির এবং অন্য দুজন গিয়েছিল। মিসির কথা বলেছিল। মিসেস ওয়্যার শুনেছিলেন এবং একদম ভিন্নমত পোষণ করেননি। মিসির বই আর প্যামফ্লেট দিয়েছিল। মিসেস ওয়্যার বলেছিলেন তিনি এসব পড়বেন। তারা ওখান থেকে আসার আগে মিসেস ওয়্যার তাদের সবাইকে *মেডিটেশন* এর কয়েকটি বই আর এপিকটেটাস এর ডিসকোর্সসহ অনেকগুলো বই দেখালেন।

কয়েকদিন পর হনুমান হাউজ ধর্মের প্রচারণার বিষয় হয়ে উঠলো। মিসেস ওয়্যার'র বুকলেটগুলো টেবিলে, তুলসি স্টোরে, রান্নাঘরে আর শোবার ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। একটি ধর্মীয় ছবি পায়খানার দরজার ভেতর স্থাপন করা হলো। যখন একটা বুকলেট প্রার্থনা ঘরের মন্দিরে পাওয়া গেল, শেঠ মিঃ বিশ্বাসকে ডেকে পাঠালো এবং বললো, "পরবর্তী জিনিসটা হবে তুমি বাচ্চাদেরকে *হাইম* শেখাবে। আমি ভেবে পাইনা কিভাবে কেউ একজন তোমাকে পন্ডিত বানাতে চেয়েছিল।"

মিঃ বিশ্বাস বললো, "এই বাড়িতে যখন থেকে আছি তখন থেকে ভাবতে শুরু করেছি যে ভালো হিন্দু হতে হলে আপনাকে অবশ্যই আগে একজন ভালো রোমান ক্যাথলিক হতে হবে।"

বড় দেবতাটি মনে করলো এটা তাকেই আক্রমণ করে বলা হয়েছে, বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো এবং প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করলো।

"তাকে দেখো," মিঃ বিশ্বাস বললো। "*লিটল জ্যাক হর্নার*। সে তার হাতটা শার্টের ভেতরে ঢোকালেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যাবে।"

বড় দেবতাটি একটা ক্রুশ বিদ্ধ যীশু মূর্তি পড়েছিল।

"তুমি নিজেকে হিন্দু মনে করো?" মিঃ বিশ্বাস বললো। শামা মিঃ বিশ্বাসকে চুপ করাতে চেষ্টা করলো।

ছোট দেবতাটি বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো। "আমি আর এখানে বসে থাকতে পারি না, আমার ভাইদেরকে অপমানিত করা দেখতে পারিনা, মা। আপনিতো গায়ে মাখছেন না।"

"কি?" বললো মিঃ বিশ্বাস। "আমি কাউকে অপমান করেছি? ক্যাথলিক কলেজে তারা তাকে চোখ বন্ধ করে মুখ খোলা রেখে বলতে বলে, *হেইল মেরি*। সেটা কি?"

"আহ্!" শামা বললো।

বড় দেবতাটি কাঁদতে শুরু করলো।

ছোট দেবতাটি বললো, "তুমি কিছুই গায়ে মাখছো না, মা।"

"বিশ্বাস!" শেঠ বললো। "তুমি কি চাও আমার হাতটা তোমার গায়ে উঠুক?"

শামা মিঃ বিশ্বাসের শার্ট ধরে টানতো লাগলো আর মিঃ বিশ্বাস চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে ছাড়াতে যেন সে শারিরীক লড়াইয়ে জিতেছে এবং সেটা চালিয়ে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু সে শেঠের হুমকীটা লক্ষ্য করেছে আর তাই নিজেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ির উপরে নিয়ে যেতে শুরু করলো যাতে কেউ সেটা না বোঝে।

BanglaBook.org

উপরে ওঠতেই তারা শুনতে পেলো শেঠ ডাকছে তার বউকে। "পদ্মা! তাড়াতাড়ি এসো, দেখো তোমার বোনকে। সে জ্ঞান হারাচ্ছে।"

কেউ একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো, সেটা ছিল চিন্তা। সে মিঃ বিশ্বাসকে না দেখার ভান করে শামাকে অভিযুক্ত করলো "মা অজ্ঞান।"

শামা মিঃ বিশ্বাসের দিকে কঠিনভাবে তাকালো।

"অজ্ঞান, অ্যাহ্?" মিঃ বিশ্বাস বললো।

মিসেস তুলসি প্রায়ই অজ্ঞান হন।

সবাই মিসেস তুলসির গোলাপ-ঘরে চলে গেল। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মিঃ বিশ্বাস হল-ঘরে গেল না। সে তার ঘরে কম্বলের ভেতর শুয়ে রইলো, আর ভাবতে লাগলো নতুন একটা ম্যাগাজিন *দ্য নিউ আরিয়ান*-এ একটা আর্টিকেল লেখার ব্যাপারে। ম্যাগাজিনটা বের করা মিসিরের পরিকল্পনা। সে এতে মনোযোগ দিতে পারেনি। তাই খুব তাড়াতাড়িই পত্রিকাটা রিপিটেশন এ ভরে গেল।

ঘরটা হরিণের শিং এর গন্ধে ভরে গেল।

"তুমি খুশী, অ্যাহ্, মাকে অজ্ঞান করে?" শামা বললো। তার হাত তৈলাক্ত।

"কোন পা'টা তুমি মালিশ করেছো?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত যে তারা তোমাকে পা-স্পর্শ করতে দিয়েছে। তুমি জানো, এটা আমাকে ভাবায় যে কেন তোমার বোনেরা এই বুড়ি মুরগীটা নিয়ে এতো বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। এ মুরগীটা কি তোমাকে দেখাশোনা করে? সে তোমাদেরকে তুলে নিয়ে কোন ডাব বিক্রেতার কাছে বিয়ে দিয়ে দেয়।"

পরের দিন সকালে বিশ্বাস নীচে নেমে এলো। সবাইকে শুভ সকাল জানালো কিন্তু কোন প্রতিত্তুর পেলো না। সে খাবার খেতে লাগলো। মিসেস তুলসি হল-ঘরে, তাকে বয়স্ক আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো।

"ভাল লাগছে, মাই?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো, একটা বিস্কিট খেতে খেতে খুব উৎফুল্লভাবে।

হল-ঘরটা নিঃস্তব্ধ ছিল।

"হ্যাঁ, বাবা," মিসেস তুলসি বললো। "ভাল লাগছে এখন।"

মিঃ বিশ্বাস একটু অবাকই হলো।

(তোমার মা সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম," সে শামাকে সকালে বের হবার আগে বলেছিল। সে বুড়ি মুরগি না। না, সে একটা বুড়ি গাভী।

"আমি খুশী যে তুমি কৃতজ্ঞতা দেখাতে শিখেছো" শামা বললো।

"সে একটা শিয়াল। একটা বুড়ি শিয়াল। এটাকে কি বলে? তুমি জানো আমি কি বলতে চাচ্ছি। তুমি কি তোমার *ম্যাক ডুগাল* ব্যাকরণ বইটার কথা মনে করতে পারো— এবোট, এ্যাবিস্। স্ট্যাগ্। রো, হার্ট, হিন্ড। শিয়াল, কি?

"আমি বলবো না।"

"আমি খুঁজে নেবো। তো এই ফাঁকে তুমি মনে রাখতে পারো পরিবর্তিত নামটা। সে একটা বুড়ি শেয়াল।"

BanglaBook.org

ছোট দেবতাটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। সে সকালের পূজা করছিল। ছোট-খাটো ধূতিতে, ছোট্ট চাদরে আর কপালের তিলক চিহ্নে তাকে একটা পূত-পবিত্র খেলনা মনে হচ্ছিল। তার হাতে জ্বলন্ত কর্পূর। এটা এখন পরিবারের সবাইকে দেয়া হবে।

দেবতাটি প্রথমে মিসেস তুলসির কাছে গেল। উনি হাতের রুমালটি রেখে, কর্পূর এর ধোঁয়া হাতদিয়ে স্পর্শ করে সেই হাতটা কপালে ছোঁয়ালেন।

"রাম, রাম।" এরপর তিনি আরো বললেন, "তোমার ভাই মোহনকে দাও।"

হলঘরে আবারও ফিস্‌ফিসানি শুরু হলো। আর পূর্ণবার মিঃ বিশ্বাসও অবাক হলো।

সুশিলাও বললো, "হ্যাঁ, আওয়াদ। তোমার ভাই মোহনকে এটা দাও।"

দেবতাটি দ্বিধাগ্রস্ত হলো, সে তার দাঁতটা চেটে কর্পূর এর ধোঁয়া মিঃ বিশ্বাসকে এগিয়ে দিলো। মিঃ বিশ্বাস তার চায়ের কাপ থেকে ভেজা বিস্কিটটা চামচ দিয়ে তুলে নিলো। মুখে পুড়লো, শব্দ করে খেলো আর বললো, "তুমি এইভাবে নিতে পারো। জানোই তো আমি এসব মূর্তি পূজা করি না।"

দেবতাটি বিরক্ত ও বিব্রত হলো কিছুটা। মিঃ বিশ্বাসের প্রত্যাখান তাকে অবাক করেছে। সে দাঁড়িয়ে রইলো, কর্পূর জ্বলছে। প্লেটে মিশে যাচ্ছে।

হলঘরটাও থমকে গিয়েছিল।

মিসেস তুলসি নীরব রইলেন। ক্লান্তি আর দূর্বলতা ভুলে উনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"হায়রে মানুষ!" শামা চিৎকার করে বললো।

শামার চিৎকার দেবতাটিকে জাগিয়ে দিলো। সে হলঘরের দিকে হেটে গেল, ক্রোধ আর অশ্রু তার চোখে, বললো "আমি তাকে কোন কিছু দিতে চাইনি। আমি না। আমি জানি সে লোকজনের সাথে কতটুকু সম্মান করে কথা বলে।"

মিঃ বিশ্বাস আবার চা খেতে লাগলো।

"দেব-মূর্তি শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্যই প্রয়োজনীয়। নীচের ছোট্ট ছেলেটাকে দ্যাখো। তোমাদের কি ধারণা সে সকাল বেলা কি করেছে সে সম্পর্কে জানে?"

দেবতাটি রেগে গিয়ে দ্রুত বললো, "আমি এ সম্পর্কে তোমার চেয়ে ভালো জানি—তুমি একটা খ্রীস্টান!"

সুশিলা দেবতাটিকে বললো, "পূজা করার সময় তোমার মেজাজ খারাপ করা ঠিক হবে না, আওয়াদ। এটা ঠিক না।"

"আমাকে, মা'কে আর সবাইকে অপমান করাটা তবে ঠিক?"

"তাকে কিছু দড়ি দিয়ে দাও। সে নিজেই গলায় ঝুলিয়ে মরবে।"

বড় ঘরটায় মিঃ বিশ্বাস তার পেইন্টিং-এর সকল যন্ত্র-পাতি জড়ো করে বার বার গান গাইতে লাগলো:

তুষারে আর বাতাসে,
বাতাসে আর তুষারে।

আর মিঃ বিশ্বাস যেই হনুমান-হাউজ থেকে পাশের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেল, তার চেতনা উধাও হয়ে গেল, আর একটা বিষণ্নতা তাকে পেয়ে বসলো, সেটা সারাদিন বজায়

BanglaBook.org

ছিল। সে ভালমতো কাজ করতে পারেনি কিন্তু তাকে একটা বড় সাইনবোর্ড আঁকতে হয়েছিল। একটা গরু আর বড় বড় কয়েকটা অক্ষর। গরুটা আড়ষ্ট দেখালো, বাঁকা আর আকৃতিটা একটু বিকৃত হয়ে গেল, সেটা খুব দুঃখী দেখালো, আর এরকমটি হলো পুরো সাইনবোর্ডটিই।

সে ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত ছিল, হনুমান হাউজে যখন ফিরে আসলো। তুলসিদের বিরুদ্ধে তার প্রচারণা যেটা সে খুব আনন্দের সাথে করেছিল, এখন সেটা মনে হলো অর্থহীন। তার কাছে মনে হলো সে যদি এই ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত, উধাও হয়ে যেত, তাহলে তাকে নিয়ে কি কথাবার্তা চালাচালি হবে। কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু বই পুস্তক। হৈহল্লা আর চেচামেচি হলঘরে ঠিকই চলবে; পূজাও চলবে যথারীতি; সকাল বেলা তুলসি স্টোরটাও ঠিক ঠিক খুলবে।

সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। শামা পিতলের থালায় করে ভাত, আলুর তরকারি, মসুর আর বাদাম-চাটনি নিয়ে এলো।

"তোমাকে কতবার বলবো যে আমি এইসব পিতলের থালা ঘৃণা করি?"

শামা থালাটা মেঝেতে রাখলো।

মিঃ বিশ্বাস পায়চারি করলো। "কেউ তোমাকে স্কুলে স্বাস্থ্যকর সম্পর্কে শেখায়নি? ভাত, আলু। সব ফালতু খাবার।" সে তার পেটে টোকা মারলো। "তুমি আমাকে শেষ করে দিতে চাও?" শামাকে দেখে তার বিষণ্নতা ক্রোধে পরিণত হলো, কিন্তু সে কথা বললো তাচ্ছিল্যভাবে।

"আমি সব সময়ই বলি," শামা বললো, "তুমি কেবল তখনি খাবারের ব্যাপারে নালিশ করবে যখন তুমি নিজের খাবার নিজই যোগাবে।"

মিঃ বিশ্বাস জানালার ধারে গেল, হাত ধুলো, পানি দিয়ে গার্গল করলো, থুথু ফেললো।

নীচ থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, "উপরে! দেখো কি করেছো!"

"আমি জানি, আমি জানি," শামা বললো, জানালার ধারে দৌড়ে গেল। "আমি জানতাম এটা একদিন ঘটবে। তুমি থুথু ফেলবে কারোর উপর।"

সে কৌতুহলী হয়ে দেখতে গেল। "কে? বুড়ি শেয়াল, অথবা দেবতাদের একজন?"

"তুমি আওয়াদের উপর থুথু ফেলেছো।"

মিঃ বিশ্বাস আরো পানি নিয়ে মুখে পুরলো আর গার্গল করলো, তারপর, গলাটা আগ বাড়িয়ে, জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লো, যতটুকু পারা যায়।

"ভেবোনা আমি তোমাকে দেখছিনা," দেবতাটি চিৎকার করে বললো। "আমি মনে রাখলাম তুমি আমার সাথে কি করেছো, মিঃ বিশ্বাস।"

আমি এখানেই দাড়িয়ে রইলাম, যদি তুমি আমার উপর আবার থুথু ফেলতে যাও তবে মা'কে বলে দেব।"

"বলো, শালার কুত্তার বাচ্চা," মিঃ বিশ্বাস থুথু ফেললো।

"ওফ্।"

"হায় ভগবান!"

দেবতাটি আঁতকে উঠলো।

BanglaBook.org

"ভাগ্যবান বানর," মিঃ বিশ্বাস বললো। তার থুথুটা লক্ষ্যভ্রস্ট হয়েছে।

"হায়রে মানুষ!" শামা চিৎকার করে উঠলো, মিঃ বিশ্বাসকে জানালা থেকে টেনে সরিয়ে দিল।

"হাটো", শামা বললো। "নিজে নিজের খাদ্য যোগার করে তারপর সমালোচনা করো।"

"কে তোমাকে এই কথা আমাকে বলতে বলেছে? তোমার মা?"

আমি নিজেই ভেবেছি।"

"তুমি নিজে ভেবেছো, অ্যাহ্?"

সে প্লেটের ভাতগুলো মাটিতে ফেলেদিলো। জানালা দিয়েও কিছু ফেললো। পুরো প্লেটটাই ফেলে দিতে চেয়েছিল জানালা দিয়ে কিন্তু পাছে ভাবলো: নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলে প্লেটের আঘাতে কেউ মারা যেতে পারে তাই তার ইচ্ছাটা দমালো। প্লেট থেকে শুধু ভাত আর তরকারি নীচে ফেললো।

"হায় ভগবান! ওহ্-ভগ-বা-ন!"

একটা মৃদু আর্তনাদ শোনা গেল। নীচে খেলতে থাকা বাচ্চাদের আর্তনাদ। মিঃ বিশ্বাস শুনলো, "আমি মা'কে বলছি," দেবতাটির কণ্ঠস্বর। "মা-দেখো তোমার মেয়ের জামাই আমার কি করেছে। সে তার নোংরা খাবার আমার উপর ছুড়ে ফেলেছে।"

শামাকে খুব করুণ দেখালো।

নীচে অনেক লোকের আর বাচ্চা-কাচ্চাদের ফিস্ফিসানি শোনা গেল।

জোড়ে জোড়ে পায়ের আওয়াজে সিঁড়িটা কেঁপে উঠলো। গোবিন্দ এসে হাজির হলো মিঃ বিশ্বাসের ঘরে।

"তুমি করেছো!" গোবিন্দ বেশ চড়া গলায় বললো জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিলো। তার সুন্দর চেহারাটা রেগেমেগে আগুন। "তুমি আওয়াদের উপর থুথু ফেলেছো।"

মিঃ বিশ্বাস একটু ভয় পেয়ে গেল।

সে আরো পায়ের আওয়াজ শুনলো সিঁড়িতে।

"থু থু?" মিঃ বিশ্বাস বললো। "আমি কারোর উপর থুথু ফেলিনি। আমি শুধু একটু গার্গল করেছিলাম, জানালা দিয়ে ফেলেছিলাম সেই পানি। আর কিছু নষ্ট খাবার জানালা দিয়ে ফেলিছি।"

শামা চিৎকার করে উঠলো।

গোবিন্দ মিঃ বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে এলো।

অবাক করার ব্যাপার, ভয়ে আড়স্ট হয়ে গেল মিঃ বিশ্বাস। সে না পারলো চিৎকার দিতে না পারলো গোবিন্দের আঘাতের পাল্টা জবাব দিতে। সে শুধু মার খেয়ে গেল। গোবিন্দ এক একেকটা ঘুষি মারে মিঃ বিশ্বাসের গালে আর বলে, "তুমি।" ঘরে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। অনেক মানুষ এসে জড়ো হলো। তারা চিৎকার করতে লাগলো। গোবিন্দের উপর হামলে পড়লো, তাকে নিরস্ত করবার জন্যে। মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেলো দেবতাটি বলছে, "হ্যা সে-ই!" মহিলারা গোবিন্দ আর মিঃ বিশ্বাসের উপর হামলে পড়ে আছে। তাদের চুল আর ঘোমটার-আচঁল খুলে গেছে। একটা আঁচল মিঃ বিশ্বাসের নাকের উপর এসে পড়লো।

BanglaBook.org

"থামাও তাকে!" চিন্তা চিৎকার করে বললো। "গোবিন্দ বিশ্বাসকে মেরে ফেলবে, তোমরা যদি ওকে না থামাও। সে খুব ভয়ংকর লোক, আমি তোমাদের বলছি, যখন সে রেগে যায়। "থামাও – থামাও" বলে সে চেচাঁতে লাগলো। "গোবিন্দকে ফাঁসিতে ঝোলাবে তোমরা যদি ওকে না থামাও। আমাকে বিধবা করার আগে ওকে থামাও।"

মিঃ বিশ্বাস অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে, মহিলাটি কিসের জন্য কাঁদছে? মহিলাটি বিধবা হবে, ঠিক আছে' কিন্তু তার ব্যপারে কি হবে? সে গোবিন্দ'র হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেস্টা করলো। সে গোবিন্দকে খাম্চি আর আঁচড় কাঁটতে চাইলো। কিন্তু সেটা খুব কাপুরুষোচিত হবে বলে করলোনা।

"খুন করো ওকে!" দেবতাটি চিৎকার করে বললো।

"খুন করো, গোবিন্দ কাকা।"

"আওয়াদ, আওয়াদ," চিন্তা বললো। "এসব তুমি কি বলছো?" সে দেবতাটিকে নিরস্ত করতে চাইলো।

"তুমিও? তোমরা কি চাও আমি বিধবা হই।"

কিন্তু দেবতাটি ওসবে কান দিলোনা বরং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "খুন করো, খুন করো ওকে, গোবিন্দ কাকা।" প্রতিবেশীরাও চিৎকার করতে লাগলো।

"কি হচ্ছে, মাই? মাই! মিসেস তুলসি! মিঃ শেঠ! কি হচ্ছে?"

তাদের আকুল আবেদন ভয়ার্ত কণ্ঠ মিঃ বিশ্বাসকে আরো ভীত করে ফেলল। হঠাৎ সে শুনতে পেলো সে নিজেই বলছে, "হায় ভগবান! আমি মরে গেলাম। মরে গেলাম। সে আমাকে মেরে ফেলবে।"

তার আর্তনাদ বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়লো।

মেয়েরা গোবিন্দকে মিঃ বিশ্বাসের উপর থেকে তুলে ফেলল। গোবিন্দ জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো।

মিঃ বিশ্বাস ভাবতে লাগলো, কি দুর্গন্ধরে বাবা লোকটার শরীরে। কি তৈলাক্ত তার দেহ। আর মুখের ব্রনগুলো কি বিচ্ছিরি। এমন একটা লোককে বিয়ে করাটা কি অস্বস্তিকর হতে পারে।

"সে কি তাকে মেরে ফেলেছে?" চিন্তা জিজ্ঞেস করলো। তাকে একটু শান্ত মনে হলো। সে বললো, "কথা বলো, ভাই। কথা বলো। কথা বলো তোমার বোনের সাথে। তাকে কথা বলতে বলো।"

"সে ঠিকই আছে," সুশিলা বললো।

কেউ তাকে তুলে বসালো। তার শরীর থেকে আদা আর তেলের গন্ধ আসছে। পদ্মা। সে জিজ্ঞেস করলো তুমি ঠিক আছো?" সে তাকে ঝাঁকালো।

"সে ঠিকই আছে," গোবিন্দ বললো, ইংরেজিতে সে আরো বললো, "তোমরা এখানে এসে ভালোই করেছো, তানা হলে আমি এই লোকটার জন্যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতাম।"

"আমর উপর থুথু ফেলা, অ্যাহ্?" দেবতাটি বললো। "ফেলো। এখন ফেলছোনা কেন? আমাদের ধর্ম নিয়ে হাসাহাসি করো। আমি যখন পূজা করি তখন হাসো। আমি জানি আমি পূজা করে ভালো কাজই করছি, শুনেছো।"

"ঠিক আছে, বাবা", গোবিন্দ বললো।" আমি থাকতে কেউ তোমাকে আর মাইকে অপমান করতে পারবেনা।"

BanglaBook.org

ঘটনাটি সমাপ্ত হলো। ঘরটা খালি হয়ে গেল। শামা আর মিঃ বিশ্বাস রয়ে গেল। শামা দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর মিঃ বিশ্বাস সবুজ দেয়ালটায় চেয়ে রইলো।

হলঘরে আবার প্রাণ ফিরে এলো। বৈকালিক খাবার খাওয়াতে দেরী হয়েছিল, সেটার তোড়জোড় শুরু হলো। বাচ্চাদেরকে গান গেয়ে গেয়ে শান্তনা দেয়া হলো।

“যাও, আমার জন্য এক টিন লাল স্যামন নিয়ে আসো” মিঃ বিশ্বাস শামাকে বললো, দেয়ালের দিকের মুখটা না ফিরিয়েই। “আর কিছু হপ্‌স রুটিও।”

শামার জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে একটু কেশে নিলো। এটা তাকে আবারও বিব্রত করলো। সে উঠে দাড়ালো, তার প্যান্ট ঢিলা হয়েগেছে, শামার দিকে চাইলো সে। শামা তখনও দরজা দিয়ে ঘরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল। মিঃ বিশ্বাসের চেহারাটা ভারি ভারি মনে হলো। সে একটা হাত দিয়ে তার চোয়ালটা একটু ঠিক করে নিলো। সেটা খুব শক্তভাবে নড়লো।

অশ্রু শামার বড় বড় চোখ দুটো থেকে গড়িয়ে পড়ছে এবং তা গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

“কি হয়েছে? তোমাকেও কি কেউ মেরেছে?”

সে তার অশ্রু মুছে নিলো, গালে হাত না লাগিয়েই।

“যাও, আমার জন্য এক টিন লাল স্যামন নিয়ে আসো। কানাডিয়ান। কিছু রুটি আর মিনার রসও নিয়ে এসো।”

“কি হয়েছে? তোমার কি অসুখ হয়েছে? বাচ্চা হয়েছে তোমার?”

সে তাকে মারতেই চেয়েছিল। কিন্তু সেটা খুব হাস্যকর হতো বিশেষ করে সদ্য ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পর।

“বাচ্চা হয়েছে তোমার?” শামা প্রতিত্যুরে বললো। সে উঠে দাঁড়ালো, তার স্কার্টটা একটু বেঁধে নিলো। উচ্চস্বরে বললো, যাতে সেটা নীচের তলার লোকদের কানে পৌছায়, “যাও তুমি নিজে গিয়ে সেটা নাও। তুমি আমাকে আদেশ করবেনা, শুনেছো।” সে তার নাকটা ঝেড়ে, মুছে চলে গেল।

সে রইলো একা। দেয়ালের পদ্মটার উপর একটা লাথি মারলো। তার গোড়ালিতে চোট পেলো। সে আরেকটা লাথি কষালো বইয়ের স্তুপে। তার চেহারাটা ফুলে গেছে। চোয়াল শক্ত হয়েগেছে আর ভীষন ব্যথা করছে। অদ্ভুত ব্যাপার যে আঘাতের সময় সেটা খুব একটা বোঝা যায়নি। এরকমটি জন্তু জানোয়ারের সাথেই করা যায়। এরচেয়ে অরণ্য-জীবনও সহনীয়।

পরের দিন সকালে শেঠ তাকে ডেকে পাঠালো, ইংরেজিতে তাকে বললো, “আমি গতকাল রাতে ক্যারাপিছাইমা থেকে ফিরে এসে শুনলাম যে তুমি আওয়াদকে পেটাচ্ছো। আমার মনে হয়না তোমাকে আর এখানে রাখা যাবে। তুমি তোমার নিজের ডিঙ্গি নৌকা নিজেই বাও। ঠিক আছে যাও – নিজেই বাও। যখন তোমার লেঁজটা ভিজতে শুরু করবে তখন আমার এবং মাই'র কাছে ফিরে আসতে দ্বিধা করোনা শুনেছো। তুমি এখানে আসার আগে এই পরিবারটা ছিল সুন্দর, ঐক্যবদ্ধ একটা পরিবার। নতুন কোন ঝামেলা পাকাবার আগেই তুমি কেটে পড়ো।”

তো মিঃ বিশ্বাস দ্যা চেজ এ সোয়া নটায় চলে এলো। এসময়ে শামা গর্ভবতী ছিল।

The Chase

দি চেজ

দি চেজ হলো ইক্ষুক্ষেত এলাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাটির ঘরের বস্‌তি বাড়ি। বাইরের খুব কম লোকই ওখানে যায়। এস্টেট্‌স্‌ আর রাস্তায় কাজ করে যারা সাধারণতঃ তারাই ওখানে বাস করে। ইক্ষুক্ষেতের বাইরের এলাকা অনেক দূরে-দূরে। আর গ্রামগুলোর সাথে সংযোগের একমাত্র পথ হচ্ছে গ্রামবাসীদের গাড়ি, সাইকেল, পাইকারী ক্রেতাদের ভ্যান আর লরি। একটা প্রাইভেট মটর বাস মাঝে মাঝে এখানে আসে। তবে নির্দ্দিষ্ট কোন সময় বা রুট নেই।

মিঃ বিশ্বাসের জন্য ব্যাপারটা ছিল তার শৈশবের দিনগুলো যেখানে কাটিয়েছিল সেই গ্রামে ফেরার মতো ঘিরে থাকা আঁধার আর রহস্য- এখন আর নেই, শুধুমাত্র এটাই। সে জানে ইক্ষুক্ষেত থেকে রাস্তাগুলো কোনদিকে গিয়েছে। ওগুলো গ্রামের দিকে গিয়েছে যেগুলো অনেকটা দি চেজ এর মতোই, অনেকগুলো গিয়েছে শহরের দিকে। সেখানে, হয়তোবা কিছু-কিছু দোকান অথবা ক্যাফেতে আলোকসজ্জ করা হয়েছে।

ঐসব শহরগুলোতে গ্রামবাসীরা মাঝে-মাঝে যায় শুকনো খাবার কিনতে, পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ জানাতে, কোর্টে হাজিরা দিতে। কেননা দি চেজ এ কোন শুক্‌নো খাবারের দোকান, একটা পুলিশ স্টেশন এমন কি একটা স্কুল পর্যন্ত নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ দুটো পাবলিক বিল্ডিং দু'টো রামশপ্‌, যেগুলো ছোট-খাট খাবারের দোকানের মতোই। এর একটা ছিল মিঃ বিশ্বাসের।

বিশ্বাসের দোকানটা ছিল ছোট্ট, সরু একটা দোকান, এর উপরে একটা মরচে ধরা টিনের চাল। মাটি থেকে সামান্য উঁচু কংক্রিটের মেঝে। দেয়ালটা হেলে গেছে, জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে। পলেস্তারা খসে এসব স্থানে মাটি, ঘাস, লতা-পাতা জন্মে আছে। দেয়ালটা নড়-বড়ে, তবে দেয়ালের জন্মানো বড়-বড় ঘাস, ওটাকে অবিশ্বাস্য রকমের স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছে। তাই ওখানে কেউ হেলান দিয়ে দাঁড়ালেও মিঃ বিশ্বাস ভয় পায় না ভেঙ্গে পড়ার।

দোকানটার পেছনে মাটির দেয়াল আর খড়ের চালদেয়া দুটো ঘর আছে। খড়ের চালাটা বাইরে একটা উন্মুক্ত গ্যালারী পর্যন্ত বর্ধিত। মাটির ফ্লোরটাতে প্রতিবেশীদের মুরগীগুলো দিনের বেলা প্রচন্ড গরমের সময় এসে ধুলোর স্নান নেয়, ফলে মেঝেটা সবসময় ধূলোময় হয়ে থাকে।

উঠানের মাঝখানে রান্নাঘর বানানো হয়েছে গাছের ডালের ছাউনি দিয়ে, উপরে ঢেউটিনের চাল। চারদিকেও তেমনি কোন কিছু দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

তবে বাড়ির পেছন দিকে জায়গা আছে, ডানদিকের প্রাচীরের ঐপাশে যেখানে মাথা লম্বা ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া। একটা পতিত জমি যেটাকে গ্রামবাসীরা পরে, মিঃ বিশ্বাসও বলতো 'বন্দন'।

এরকম আরো পতিত জমি আছে এক পাশে। এককালের এই সুন্দর শিরোনামের মাঠটা বর্তমানে গবাদিপশুর জন্য একটি চমৎকার চারনভূমি হয়ে উঠেছে।

শেঠের উপদেশ শুনে তুলসিরা এই অলাভজনক সম্পত্তিটা কিনেছিল। সে ছিল 'লোকাল রোড বোর্ড এর একজন সদস্য, সে খবর দিলো যে মিঃ বিশ্বাসের দোকানটা যে জাগয়াগায় সেখানে একটা ট্রাঙ্ক রোড যাবে, অবশ্য পরে এটা ভিত্তিহীন ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

কোন ঝামেলা ছাড়াই মিঃ বিশ্বাস হনুমান হাউজ থেকে চলে এলো। তার খুব কম জিনিসপত্রই ছিল নেয়ার মতো; তার কাপড়-চোপড়, কিছু বইপত্র আর ম্যাগাজিন, ছবি আঁকার সরঞ্জাম। শামার আরো বেশী জিনিস ছিল। ওর অনেক কাপড়-চোপড় ছিল যা মিসেস তুলসি ওকে তুলসি স্টোরের শেলফ্ থেকে দিয়েছিল। তারপরও শামা তুলসি স্টোর থেকে বেশী দামে হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট কেনার কথা চিন্তা করলো। বিশ্বাসের জমানো টাকা-পয়সা সব তর্তর্ ক'রে শেষ হয়ে এলো হনুমান হাউজ ছাড়ার আগেই।

গাধার পিঠে চড়িয়ে ওদের জিনিসপত্রগুলো আনা হলো। দি চেজ এ ওদের আসার সংবাদে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, কারও মাঝে সহানুভূতি কারও শত্রুতা। অন্যান্য দোকানিদের মাঝে এই বৈরীভাব দেখা গিয়েছিল। মিঃ বিশ্বাসের চোখ এড়ালোনা যে ওর দোকান বন্ধ থাকার পরও দি চেজ এর সবকিছু ঠিকমতই চলেছে।

গাড়িটা এসে নামতেই কিছু ছেলে-পেলে চিৎকার করে উঠলো, "হুঁই!"

গাড়িওয়ালার সাথে সাথে বিশ্বাসও সব বস্তা-ব্যাগগুলো টেনে নামালো। তারপর পেছনের ধূলোময় ঘরটার ভেতর দিয়ে অন্ধকার দোকানঘরে নিয়ে রাখলো। ওদের জিনিসপত্র দিয়ে শুধুমাত্র দোকানের কাউন্টার পর্যন্ত পূর্ণ হলো, খুব বেশী জায়গা নিলো না। মিঃ বিশ্বাস গাড়িওয়ালাকে বলল, "এটা প্রথম লটের মাল, আরেক লট আসছে পরের গাড়িতে।" লোকটা কোন কিছুই বলল না।

"ওঃ হো।" মিঃ বিশ্বাসের মনে পড়লো গাড়িওয়ালাকে টাকা দিতে হবে। তার মানে আরও টাকা।

লোকটা ময়লা নীল রংয়ের ডলারের নোটগুলো নিলো, তারপর চলে গেল।

"এই শেষবারের মতো সে আমাকে নিয়ে আসলো কথাটা ওকে বললেই পারতাম।" মিঃ বিশ্বাস বলল। বন্ধ গুমোট দোকানের ভেতরে তখন শুধুই নীরবতা। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ সয়ে গেছে, সে তাকাতে লাগলো। উপরে একটা তাকে কয়েকটা টিন, আগের দোকানদার ফেলে গেছে। ঐ লোকটি সম্পর্কে মিঃ বিশ্বাস বিশ্লেষণ করতে লাগলো, এই টিনগুলোতে তার কোন লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ছিল। ওগুলোর লেবেল ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে ইদুঁর, কোন কোনটাতে লেবেলই নেই।

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেলো গাড়িওয়ালা সরু রাস্তা দিয়ে বাঁক নিতে না পেরে ওর গাধাগুলোর সাথে চেঁচাচ্ছে। গ্রামবাসীরা উপদেশ দিচ্ছে, ছেলেরা উৎসাহ দিচ্ছে। একটা কিছু ভাঙ্গার শব্দ হলো, একটা চিৎকার, গাড়িটা থেমে গেলো, ছেলেরা আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো।

শামা কাঁদতে শুরু করলো। এই সময়ে সে সাধারণত, আস্তে আস্তে কাঁদেনা। ওর অভিব্যক্তি বিহীন মুখের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আর ও বাচ্চাদের মতো কাঁদছিল কাউন্টারের উপর জাপানি কফি সেটের বাক্সটা হেলান দিয়ে রেখে। "তুমি এইটা চেয়েছিলে। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দিতে চেয়েছিলে। আমি আমার সারাজীবনে এতোটা লজ্জা পাইনি আজকের মতো। মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।" ও তার চোখ মুছে ফেলল এক হাতে আর অন্য হাতে কাউন্টারের উপরের বস্তাগুলো নাড়তে লাগলো।

সে ওকে স্বস্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার নিজেরই স্বস্তি পাওয়া দরকার। দোকানটা কেমন নিঃসঙ্গ! আর কেমন ভীতিকর! সে ভাবেনি এমনটা লাগতে পারে। এখন পড়ন্ত বিকেল; হনুমান হাউজ সরগরম হয়ে উঠেছে। এখানে ওর ভয় হচ্ছিল নীরবতা ভাঙতে, দোকানের ঝাঁপি খুলতে, আলো জ্বালতে।

আর সবশেষে শামাই ওকে স্বস্তি দিলো। ও কান্না থামিয়েছে, নাক দিয়ে জোরে-জোরে দম নিচ্ছে। তারপর ঝাড়ু দেয়া শুরু করেছে, জিনিসপত্র গোছগাছ করছে, সে ওকে অনুসরণ করতে লাগলো, কোন সাহায্য লাগবে কিনা জানতে চাইলো, তারপর কাজটা খারাপ হয়েছে বলে ওর অভিযোগটাকে উপভোগ করলো।

পেছনের দুটো ঘরের একটাতে একটা চারপায়া খাট, কালো রঙ করা, যার অনেকটাই ম্যাট-ম্যাটে হয়ে গেছে।

"কি গন্ধ," শামা বলল। মিঃ বিশ্বাস দেখলো খাটের কাঠে ছারপোকা, এটা তারই ঝাঁঝালো গন্ধ। শামা ওগুলোর উপর কেরোসিন ঢেলে দিয়ে বলল, "এতে ওগুলো না মরলেও কিছুক্ষণ থেমে থাকবে।"

এবং এরপর বহু বছর পর, বিশেষ করে এক শনিবারের সকালে মিঃ বিশ্বাসকে কেরোসিন আর ছারপোকার গন্ধ চিনতে হয়েছিল। খাটের পাটাতন, ম্যাট্রেস সবকিছু বদলে দেয়া হলো, তবু ছারপোকাগুলো রয়েই গেলো। খাটটা যত জায়গায় গিয়েছে, দি চেজ থেকে গ্রীনভেইল, তারপর পোর্ট অব স্পেন, তারপর শর্টহিলের বাড়িতে এবং সবশেষে সিকিম স্ট্রিটের বাড়িতে সেখানে এটা ওপর তলার দুটো বেডরুমের একটা প্রায় দখল করে ফেলেছিল।

দোকানটার সাথে আরো যে আসবাবটা পাওয়া গেলো তা' হচ্ছে একটা কিচেন টেবিল, ছোট্ট আর নিচু টেবিলটা এতো সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে যে ওটা উঠানে না রেখে বেডরুমেই রাখা হলো। ওটার ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে শামা ওটার উপর ওর কাপড় চোপড় রাখলো। জাপানি কফিসেট এর বাক্সটা রাখলো এর নীচে মাটির ফ্লোরের উপরে। কফি সেটটার কথা মিঃ বিশ্বাস আর চিন্তা করলো না, আর এটার প্রতি শামার মনোযোগটা হাস্যকর। শামার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে সে কফি-সেটটার ব্যাপারে নমনীয় হলো। সে তার ভেতরে এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবে

BanglaBook.org

শামার পরিবর্তনে অবাক হলো। শেষ দিন পর্যন্ত হনুমান হাউজ ছাড়তে সে বাঁধা দিয়েছে, অথচ এখন ওর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে ও এই বাড়িতে প্রতিদিনই আসে। ও খুব হৈ-চৈ করে ধুমধাম কাজ করছে। ওরা দোকান আর বাড়িটা দখল করে নিলো, ওরা সব নীরবতা আর নিঃসঙ্গতাকে দূর করে দিলো।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ও উঠানের ঐ রান্না-ঘরে কাজ করে খাবার তৈরী করে ফেলল।

একটা সাধারণ খাদ্য হিসেবে সে ওটাকে দেখলো না। এই প্রথমবারের মতো একটা খাবার তৈরী হলো কোন বাড়িতে যেটা একান্তই তার বাড়ি। শামা ব্যাপারটাকে কোন বিশেষ কিছু না মনে করাতে সে খুশি হলো। বেডরুমের টেবিলে খাদ্য পরিবেশনের সময় ও কোন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো না, অসহিষ্ণুতা দেখালো না যেটা সে হনুমান হাউজের লম্বাটে ডাইনিং রুমে প্রকাশ করতো।

কিছু দিনের মধ্যে বাড়িটা পরিচ্ছন্ন আর বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। তবে যত দিন যাচ্ছিলো ওদের উৎসাহে ভাটা পড়তে লাগলো। আগের ভাড়াটেদের কথা কমই মনে থাকলো ওদের। সবকিছু ক্রমেই ওদের নিজস্ব হয়ে উঠলো। রান্না-ঘরটাকে একটু ঠিকঠাক করা হলো। মিঃ বিশ্বাস বলল, "এটা শুধুমাত্র ভগবানের কৃপায় ঠিকমত দাঁড়িয়ে আছে। একটা কাঠ খুলে ফেললেই পুরোটা ধসে পড়েব।" বেডরুম আর গ্যালারির ফ্লোরটা ভালোমত মেরামত ক'রে একটু উঁচু ক'রে মসৃণ ক'রে লেপে দেয়া হলো। বাক্স থেকে জাপানি কফি-সেটটা বের ক'রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হলো। তবে শামা বলল একটা ভালো জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ওগুলো ওখানে রাখা হবে।

আর এই কারণেই মিঃ বিশ্বাস ভাবতে শুরু করলো যে এটা সাময়িক এবং পুরোপুরি বাস্তব নয়। এই ভাবনাটা দি চেজ ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওর মধ্যে কাজ করেছে। ওদের সত্যিকারের জীবন খুব শিঘ্রই শুরু হবে এবং সেটা অন্য কোথাও। দি চেজ্ হলো একটা বিরতি, একটা প্রস্তুতি।

এরই মাঝে সে দোকানদারি শুরু করেছে। বিক্রির কাজটা তার কাছে এতোই সহজ একটা জীবিকা ব'লে মনে হলো যে সে ভাবলো লোকে অন্য কাজ করতে যায় কেন। দোকানে মালামাল বোঝাই ক'রে সে যখন দরজা খুলে বসে তখন একের পর এক লোক এসে তার কাছ থেকে পন্য কিনে নেয় আর তার হাতে নগদ টাকা দেয়। প্রতিবার বিক্রি করার পর সেই সব দিনগুলোতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতো অনেক, আনন্দ লুকানোটা তার কাছে কঠিন হয়ে পড়তো।

প্রথম মাসের শেষে দেখা গেলো সে প্রচুর টাকা লাভ করেছে, সাইত্রিশ ডলার। খাতায় হিসাব রাখার ব্যাপারটা সে কিছুই জানতো না। শামাই ওকে পরামর্শ দিলো দোকানের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় বাকির হিসাব লিখে রাখতে। শামাই ওকে পরামর্শ দিলো যে খাতাগুলো পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে, শামাই তা করলো। একটা শর্টহ্যান্ড রিপোর্টিং নোটবুক, মিশন স্কুলের চমৎকার গোল-গোল হাতের লেখায় শামাই সব হিসাবপত্র লিখে নিলো।

ঐ দিনগুলোতে ওদের আলাদা থাকবার বিস্ময়টা একটু একটু কমে গিয়েছিল। তবে তাদের এই অনভ্যস্ত নতুন সম্পর্কের মধ্যে কোন ঝাগড়া-ঝাটি না হলেও কথাবার্তা ছিল

BanglaBook.org

একটু ছাড়া-ছাড়া। আলাদা সংসারে ঘনিষ্ঠতাটা স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে ওঠে বিশেষ করে খাবার পরিবেশনের সময়। পরিবেশনের সময়ে হালকা হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ তৈরী হলেও একই সাথে ব্যাপারটা খাপছাড়া মনে হয়। মিঃ বিশ্বাস এমতাবস্থায় খুশি হলেও একই সময়ে সেটা বাঁধাগ্রস্তও হয়ে যায়।

এক সন্ধ্যায় শামা বলল, "আমাদের একটা আর্শীবাদ অনুষ্ঠান করা উচিত। হরি এসে দোকানটা আশীর্বাদ ক'রে দিয়ে যাবে, বাড়িটাও। আর মাই এবং চাচা সহ অন্য সবাইকে এখানে ডাকবো।"

সে খুবই অবাক হলো এবং উত্তেজিত হয়ে ইংরেজীতে বলল, "আমাকে দেখতে তোমার কি মনে হয়? আমি কি ব্যারাকপুরের মহারাজ? হরিকে আমি কেন ডেকে আনবো এই জায়গা আশীর্বাদ করার জন্য? এই জায়গা? নিজের দিকে খেয়াল করো।" সে রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করলো আর দোকানের দেয়ালে চাপড় দিলো "যথেষ্ঠই খারাপ। তোমার পরিবারকে সবার চেয়ে বেশী খাওয়ানোর জন্য এটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।"

শামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেটা বহুদিন ধরে সে শোনেনি। সেই বুড়িয়ে যাওয়া পরিশ্রান্ত শামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর কিছুই বলল না।

তার পরের দিনগুলোতে সে একটা নতুন জিনিস শিখলো, কিভাবে একজন মহিলা জ্বালাতন করে। "জ্বালাতন" বই আর ম্যাগাজিন থেকে শেখা এই শব্দটা ওকে বিপর্যস্ত করলো। স্ত্রী-নির্যাতনের এই সমাজে বাস করে সে বুঝতে পারতো না মহিলারা কিভাবে জ্বালায় অথবা এর প্রভাব কি ক'রে পড়তে পারে। সে দেখেছিল দু'জন ব্যতিক্রমী মহিলাকে, মিসেস তুলসি আর *তারা*, এদের কখনো পেটানো হয়নি, কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই সুশীলার মতো, তুলসিদের বিধবা কন্যা। তার স্বল্পায়ু স্বামীর পেটানো সম্পর্কে সে গর্বের সাথে বলতো। সে এ ব্যাপারটাকে খুব প্রয়োজনীয় শিক্ষণের বিষয় ব'লে মনে করে। প্রায়ই ত্রিনিদাদের হিন্দু সমাজের পতনের কারণ ব'লে মনে করে সেখানকার দূর্বল, বউকে না পেটানো স্বামীদেরকে।

মিঃ বিশ্বাস এই দলের অন্তর্ভূক্ত। তাই শামা ওকে জ্বালাতন করে, খুব ভালো ভাবেই করে। তাকে আশ্চর্য করে এই ব্যাপারটা যে এতো কমবয়সী একটা মেয়ে দক্ষতার সাথে এটা করছে। তবে আরো কিছু ব্যাপারও তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল। ও কখনো একটা সংসার চালায়নি। অথচ দি চেজ এ এসে সে একেবারে পাকা গৃহিনীর মতো আচরণ করছে।

তার ওপর ওর গর্ভাবস্থা। সে ব্যাপারটাকে এতো সহজভাবে নিলো যেন সে অনেক ছেলে-মেয়ে জন্ম দিয়েছে। সে এই ব্যাপারে কোন কথা বলল না, বিশেষ কোন খাবার খেলো না, কোন আলাদা জিনিস তৈরী করলো না, আর সাধারণত এতই স্বাভাবিক আচরণ করলো যে সে মাঝে-মাঝে ভুলেই গেল যে সে গর্ভবতী।

এভাবে শামা জ্বালাতন করলো, প্রথমত কথা বলতে অস্বীকার ক'রে। তারপর খুব সামান্য আর প্রয়োজনীয় কথার মাধ্যমে। ও মিঃ বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে না, তবে এটা

BanglaBook.org

বুঝিয়ে দেয় যে তার ব্যাপারে ও হতাশ। রাতের বেলা তার পাশে শুয়ে থাকে স্পর্শ না করে। তারপর জোরে-জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। অস্থির ভাবে সে এপাশ-ওপাশ করে।

প্রথম দু'দিন সে না দেখার ভান করলো।

তৃতীয় দিন জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে তোমার?" ও কোন জবাব দিলো না। টেবিলের ঐ পাশে বসে জোরে-জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বিশ্বাসের খাওয়া দেখতে লাগলো।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো।

শামা বলল, "অকৃতজ্ঞের মতো কথাবার্তা!" বলেই সে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সে খেলো অনাসক্ত ভাবে।

সেই রাতে শামা বারবার নাক টানতে লাগলো, তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে রইলো। বিশ্বাস প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হলো।

তখন শামা চুপ হলো।

মিঃ বিশ্বাস ভাবলো তার জয় হয়েছে।

তারপর শামা খুব আস্তে একবার নাক টেনে নিলো।

মিঃ বিশ্বাস তার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস শুনলো, নিয়মিত এবং অস্বাভাবিক শোনালো। সে চোখ খুলে খড়ের চালের দিকে তাকালো। আলগা খড়গুলো মনে হচ্ছে এক্ষুনি খুলে ওর চোখে পড়বে। শামা গোঙাচ্ছিল, তারপর সশব্দে ওর নাকটা টান দিলো, একবার, দুইবার, তিনবার। তারপর সে খাট থেকে নেমে ঘরের বাইরে চলে গেলো। উঠানের ঠিক পেছনেই ল্যাট্রিন।

ও যখন ফিরে এলো কয়েক মিনিট পর, বিশ্বাস হার স্বীকার করলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে? ঘুমাতে পারছো না?"

ও বলল, "আমার গাঢ় ঘুম হচ্ছিলো।"

পরদিন সকালে সে বলল, "ঠিক আছে, রাণী আর বড় সাহেবকে এবং হরিকে খবর পাঠাও, অন্যান্য যারা আছে সবাইকে। দোকানের আশীর্বাদ করা হোক।"

শামা যথাসাধ্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করলো। উঠানের মাঝে খুঁটি পেতে শামিয়ানা টানানো হলো। ওরা সবাই এলো, শুধুমাত্র শেঠ, মিস ব্লাকি আর দুই ছেলে ছাড়া।

মিসেস তুলসি ইংরেজীতে বলল, "আওয়াদ আর শেখর পড়াশুনা করছে," এটা বোঝানো হলো যে ওরা দু'জন স্কুলে।

উঠান দেখে সে অবাক হলো, দরজাগুলো খুলে-খুলে সব পর্যবেক্ষন করতে লাগলো। তার চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই।

হরিকে মিঃ বিশ্বাসের যে রকম মনে ছিল, একজন স্বল্পবাক, হালকা মেজাজের মানুষ। সে এসে মিঃ বিশ্বাসকে নিরসভাবে অভিনন্দন জানিয়ে তার জন্য নির্ধারিত বেডরুমে চলে গেল। তারপর পন্ডিতের পোষাক পরে বের হয়ে এলে সবাই তাকে বিশেষভাবে সম্মান দেখালো।

BanglaBook.org

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা রঙ-বেরঙের পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাচ্চারা কেউ কাঁদছে, কেউ হামাগুঁড়ি দিচ্ছে, কোন-কোনটি একেবারেই চুপচাপ।

গোবিন্দ মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নাড়লো, কিন্তু কোন কথা বলল না। সে শামিয়ানার নীচে গিয়ে বসলো। সেখানে অন্যান্য ভায়রা-ভাইদের সাথে সে কথা বলতে লাগলো, জোরে-জোরে হাসা-হাসি করলো।

চিন্তা আর পদ্মা মিঃ বিশ্বাসের কুশল জানতে চাইলো নিরাবেগভাবে। এই দুই মহিলা বেশীর ভাগ সময়ই একসাথে ছিল। মিঃ বিশ্বাস দেখলো একইরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গোবিন্দ আর শেঠের মাঝেও।

এটাও দেখলো যে সুশীলা, সন্তানহীনা বিধবা, তার কর্তৃত্বের একটা সময়কাল উপভোগ করছে। মিসেস তুলসির সাথে যোগ দিয়ে সেও ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হিন্দীতে নিজেদের মধ্যে কি গল্প করছে।

নিজের উঠানে দাঁড়িয়ে মিঃ বিশ্বাসের নিজেকে একজন আগন্তক মনে হলো। কিন্তু এটা কি তার নিজের? মিসেস তুলসি আর সুশীলাকে দেখে মোটেই সে রকম মনে হলো না। গ্রামবাসীরাও তা মনে করে না। তারা সবসময় দোকানটাকে বলে তুলসি-শপ, এমনকি সে একটা সাইবোর্ড লিখে দরজায় টানিয়ে দেয়ার পরও।

একটা বেডরুমে হরি, আরেকটাতে মিসেস তুলসি আর দোকানঘরে বাচ্চারা। মিঃ বিশ্বাস কোথাও স্থির হতে পারলো না। দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে পেটে হাত বুলাতে-বুলাতে সে ঠিক করছিল শামার সাথে পরে কি কি কথা ব'লে ঝগড়া করবে।

দোকান থেকে বাড়ির সীমানা প্রাচীরের কাছে হেঁটে গেল সে। ওখানে একটা জঙ্গলের বেড়ার নীচে একদল ছেলে-মেয়ে ঘর সংসার খেলছে।

একটা মেয়ে আরেকটা মেয়েকে বলছে, "তুমি হচ্ছো মাই", একটা ছেলেকে বলল, "তুমি শেঠ।" বিশ্বাস এড়িয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু একটা মেয়ে তাকে দেখে গলা চড়িয়ে বলল, "আর মোহন কে হবে? তুমি, ভোজ। তোমার পরণে থ্রি-কোয়ার্টার সাদা প্যান্ট। আর তুমি খুব ভালো লড়াকু।"

অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো।

মিঃ বিশ্বাসের খুন করতে ইচ্ছা হলো, তাড়াতাড়ি সরে যাবার সময়ও তার মনে হলো ভোজ দেখতে কেমন, তাকে একটু দেখবে।

শামার বোনেরা আসবার তিনদিন আগে থেকেই শামা তুলসিদের একজন হয়ে গেল এবং একজন অপরিচিতের মতো লাগলো ওকে। উৎসব শুরু হলে বিশ্বাস ওটা দেখতে চাইলো না। উৎসবে থাকা মানে অন্যান্য ভায়রাদের সঙ্গে শামিয়ানার নীচে, আর সে জানে এখানে শামার অতিউল্লসিত আচরণ ওকে ক্রুদ্ধ করে তুলবে। তার তখন দোকানটার কথা মনে হলো। সে প্রায় দৌড়ে গেল সেখানে। সামনের দরজাটা বন্ধ, ভেতরে অন্ধকার, দোকানের ভেতরে শিশুরা ঘুমিয়ে আছে। আস্তে-আস্তে এগিয়ে একটা অন্ধকার কোণায় সে একদঙ্গল ছেলে-মেয়েকে দেখলো চুপচাপ, মনোযোগের সাথে কিছু করছে।

ছোট দলটা সোডা ওয়াটারের বোতল ভাঙছিল, ওগুলোর মুখ থেকে কাঁচের মার্বেল টেনে তুলে ফেলছিল। বোতলগুলোকে মুড়ে নিয়েছিল যাতে আওয়াজ বের না হয়।

BanglaBook.org

নীচের তাকের মিষ্টির বৈয়ামগুলো এলোমেলো করে রাখা। মিঃ বিশ্বাস এগিয়ে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিয়ে সেটা সশব্দে আছড়ে ফেলল। তারপর চিৎকার ক'রে বলল, "বের হয়ে যাও এখান থেকে আমার হাত গায়ে ওঠার আগে।" ছেলে-মেয়ের দলটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো।

সে একটা ছেলের কলার চেপে ধরলো। ছেলেটা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো, ওর সাথের মেয়েগুলো চেঁচিয়ে উঠলো, ঘরের ঘুমন্ত শিশুগুলোও কেঁদে উঠলো।

বাইরে থেকে একজন মহিলা জানতে চাইলো, "কি হয়েছে, কি হয়েছে?"

মিঃ বিশ্বাস ছেলেটাকে ছেড়ে দিলে ও দৌড়ে বাইরে গেল।

"মোহন চাচা আমাকে মেরেছে, মা।"

অন্য একজন মহিলা সম্ভবত ছেলেটার মা, বলল, "তুমি কিছু না করলে সে তোমাকে ধরতো না।" তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো মিঃ বিশ্বাস সাহসই পেতো না কিছু করতে। "তুমি নিশ্চয়ই কিছু করছিলে।"

ছেলেটা ইংরেজীতে বিড় বিড় ক'রে বলল, "আমি কিছুই করিনি, মা।"

"মা ও কিছুই করেনি" মেয়েগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠলো। মেয়েটাকে সে চেনে। বড়-বড় চোখের ফোলা-ঠোঁটের মেয়েটা শারিরীক কসরত দেখাতে জানে, হনুমান হাউজে কোন অতিথি এলে সে পারফর্ম করে দেখায়।

"মিথ্যুক।" মিঃ বিশ্বাস বলল, দৌড়ে বাইরে এসে সে বলল, "কিছুই না করলে এই সোডা ওয়াটারের বোতলগুলো কে ভেঙেছে।"

শামিয়ানার নীচে হরি ওর কাজ করে যাচ্ছে।

শামা সাদা পোষাক পড়ে মাথা নীচু করে আছে। তুলসি জামাইরা সেখানে বসে আছে অনড় হয়ে।

পদ্মা ধীর পদক্ষেপে দোকানের ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এসে বলল, "কয়েকটা বোতল ভাঙা হয়েছে।"

"প্রতিটা বোতল আট পয়সা করে। ওরা কিছুই করেনি, হুঁ।"

ছেলেটার মা দুটো কঞ্চি ভেঙে ছেলেটাকে পেটাতে শুরু করলো, "এতে তোমার আর কখনো অন্যের জিনিসে হাত না দেয়ার শিক্ষা হলো। এতে তোমার শিক্ষা হবে অধিকার নেই এমন কাউকে গায়ে হাত দিতে প্ররোচিত না করার।"

অন্যান্য বোনেরা বাচ্চা কোলে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি ছেলেটাকে মেরে ফেলবে, সুমতি, থামো, ওকে তুমি যথেষ্ঠ মেরেছো।"

সুমতি বেত মেরেই চলল, ওর কথা বলাও থামলো না।

শামিয়ানার ভেতরে হরি তার কাজ করে যাচ্ছে। শামার পিঠটা দেখা যাচ্ছে, মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারলো ওর অসন্তোষ।

"গৃহ-আশীর্বাদ অনুষ্ঠান।" মিঃ বিশ্বাস বলল।

বেত মারা তখনো চলছে। সে বলল,

Banglabook.org

"এটা নিতান্তই লোক দেখানো।" সে এই ধরণের ঘটনা আরও দেখেছে। পরে এটা নিয়ে খুব প্রশংসাবানী বলা হয়। যেমন, "সুমতি ওর ছেলে-মেয়েদের সত্যিই খুব ভালো পেটাতে পারে।" তারপর বোনেরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বলবে, "তোমরা কি এমন মার খেতে চাও সুমতি যেভাবে ঐদিন দি চেজ এ ওর ছেলেকে মেরেছিল?"

ছেলেটাকে পেটানো বন্ধ হলো। সে ওর এক খালার কাছে আদর পেতে গেলে খালা তার বাচ্চাটাকে বলে।

"এসো, ওকে চুমু খাও। ওর মা ওকে আজ খুব পিটিয়েছে।" তারপর ছেলেটা বাচ্চাটাকে আদর করে, আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

সুমতি বলল, "ভালো। এখন তো সবাই খুশি। সোডা ওয়াটারের বোতলগুলো আবার জোড়া দিয়ে দেয়া হবে। কারও আর আট পয়সা ক্ষতি হবে না।

"শোন, আমি কাউকে তার সন্তানদের মারতে বলিনি।" মিঃ বিশ্বাস বলল।

সুমতি নিজে নিজেই বলল, "কেউই বলেনি। আমি শুধু বলছি এখন সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে।"

সে শামিয়ানায় ফিরে গিয়ে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বসে পড়লো।

আশেপাশের গ্রামের ছেলে-পেলেরা খাওয়ার জন্য এসে হাজির হয়েছে। এই অনামন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সে দু'জন দোকানদারকেও দেখলো।

সুশীলার তত্ত্বাবধানে উঠানের খোলা উনুনে রান্নার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগের রাতে সারারাত জেগে-জেগে বোনেরা সবাই চাল পেড়েছে। তরকারি কেটেছে আর কফি খেয়েছে। ওরা পাতিলের পর পাতিল ভর্তি ভাত, শব্জী, বড় পাত্রে চা, কফি তৈরী করেছে।

সে বলল, "আমাকে একেবারে ফকির করে দিয়ে যাচ্ছে।"

সে ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে পাতা ছিঁড় ছিলো, মুখ দিয়ে চিবিয়ে আবার থু করে ফেলে দিচ্ছিলো।

"খুব চমৎকার একটা ছোটখাটো প্রোর্পাটি হয়েছে তোমার, মোহন।"

বলছিল মিসেস তুলসি, খাটে শুয়ে থাকতে থাকতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইংরেজীতে 'প্রোর্পাটি' শব্দটা উচ্চারণ করলো সে। এতে সে একধরণের আত্মতুষ্টি লাভ করে। এইভাবে 'শপ' অথবা 'প্লেস' শব্দগুলোও সে ইংরেজীতে উচ্চারণ করে।

"চমৎকার?" বিশ্বাস বলল, সে নিশ্চিত নয় মিসেস তুলসি কথাটা ব্যাঙ্গ করে বলেছে কি না।

"খুব চমৎকার প্রোর্পাটি তোমার?"

"দোকানের দেয়াল ধসে পড়তে যাচ্ছে।"

"ওগুলো পড়বে না"

"ঘরের চালে ফুটো আছে।"

"সারাক্ষণতো বৃষ্টি হচ্ছে না।"

"আর আমিও সারাক্ষন ঘুমাই না। একটা নতুন রান্না-ঘর দরকার।"

"রান্ন-ঘরটা আমার কাছে ঠিক আছে বলেই মনে হয়।"

"আর সারাক্ষন কে খাওয়া-দাওয়া করে, হুঁ? আমরা একটা বাড়তি ঘর পেতাম।"

BanglaBook.org

"কি ব্যাপার? তুমি হনুমান হাউজের মতোই একটা চাও?"

"আমি কোন হনুমান হাউজ চাইনা আদৌ।"

"দেখো তুমি কোন বাড়তি রুম চাও না, রাতের বেলা তুমি কিছু আখের আঁটি ঝোপ্লাতে পারতে, আর তোমার বাড়তি রুম তো আছেই', ওরা তখন গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে।

সে তাকালো তার দিকে। মিসেস তুলসি বলল,

"সকালবেলা এগুলো সরিয়ে ফেলবে। তাহলে তোমার গ্যালারিটা তুমি পেয়ে যাবে।"

"আখের আঁটি, না?"

"ছয়-সাতটা। এগুলো তোমার আর কোন দরকার নেই।'

"আপনি আমাকে এগুলো পাঠাতে যাচ্ছেন?"

"তুমি একজন দোকানদার। তোমার কাছে আমার চেয়ে বেশী আছে।"

"ভয় পাবেন না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমাকে শুধু একটা কয়লার ব্যারেল পাঠিয়ে দিন। একটা পুরো পরিবারকে আমি এর ভেতরে পেয়ে যাবো। আপনি কি জানেন না তা?"

সে এতই অবাক হয়ে গেল যে কোন কথা বলতে পারলো না।

"আমি জানিনা তারা কেন এখনো বাড়ি বানাচ্ছে।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আজকাল কেউ আর বাড়ি চায়না। তারা শুধু একটা কয়লার ব্যারেল চায়। একজনের জন্য একটা ব্যারেল। যখনই কোন শিশু জন্ম নিবে আরেকটা কয়লার ব্যারেল আনবে। আপনি তখন আর কোন বাড়ি দেখতে পাবেন না। উঠানের উপর পাঁচ-ছয়টা কয়লার ব্যারেল সারিবদ্ধ ভাবে রাখা।"

মিসেস তুলসি ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠানের দিকে পা বাড়ালো। আলতো স্বরে ডাকলো, "সুশীলা।"

"আর ঐ ব্যারেলগুলোকে আর্শীবাদ করতে তুমি হনুমান হাউজেই হরিকে পেয়ে যাবে। ওকে আর দি চেজ এ ডেকে আনতে হবে না।"

সুশীলা এসে বিশ্বাসের দিকে চোখ পাকালো। তারপর মিসেস তুলসির দিকে হাত বাড়ালো, কি হয়েছে, মা"

সুশীলা তাকে শামিয়ানার কাছে নিয়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস বেডরুমে চলে গেল। সে বিছানায় শুয়ে পড়লো যেখানে এতক্ষন মিসেস তুলসি বিশ্রাম নিয়েছে নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ছিল সে, তখন দরজায় একটা শব্দ হলো। সাধারণ কোন আওয়াজ নয়, কোন উদ্দেশ্য মূলক কিছু। সে শামার হাতটা চিনতে পারলো। চোখ বন্ধ করে সে ঘুমের ভান করলো। দরজার হুক খোলার আওয়াজ হলো। ঘরে ঢুকলো শামা, মাটির ফ্লোরেও তার পা পড়ছে ভারী হয়ে, নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে। খাটের একপাশে দাঁড়িয়ে ও বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে অনড় রইলো, তার শ্বাস-প্রশ্বাস বদলে গেল।

শামা বলল, "আচ্ছা, আজ আমাকে তুমি খুব গর্বিত করেছো।"

BanglaBook.org

আর, আসলেই, এটা সে আদৌ প্রত্যাশা করেনি। দি চেজ এ এসে সে ওর আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে আশা করেছিল ও তার পক্ষ নেবে। তার ভেতর থেকে সব স্নেহ উবে গেল।

শামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সে উঠে বসলো। "বাড়িটা আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে?"

"তুমি কি আশা করছিলে? বাইরে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে আসো এটা যথাযথভাবে আশীর্বাদ করা হয়েছে কিনা।"

তার ক্ষীপ্রতায় শামা আশ্চর্য হয়ে গেল। কোন দীর্ঘশ্বাস না ফেলে অথবা কথা না বলে সে ঘর থেকে চলে গেল।

সে শুনতে পেলো ও কোন অজুহাত তৈরী করে বলছে,

"ওর মাথাটা ব্যাথা করছে।"

সে শুনলো শামা বোনদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে, বোনদের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরী করতে অথবা ওদের সমর্থন পেতে শামার এরকম অজুহাতের সুরে কথা বলছে।

শামাকে সে এজন্যই ঘৃণা করে। আবার কারও জবাব শোনার জন্যে ও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। তার অসুস্থতার কথা সহানুভূতির সাথে আলোচনা করছে।

কিন্তু কেউ এমনকি এটাও বলল না যে, "ওকে একটা এসপিরিন দাও।"

গৃহ-আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে মিঃ বিশ্বাসকে কপর্দকশুন্য করে দিয়েছে। আর এই উৎসবের পর দোকানের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল।

যে দু'জন দোকানীকে বিশ্বাস খাইয়েছিল তাদের একজনের দোকান বিক্রি করে দেয়। অন্যজনে ব্যবসায় সাফল্য আসে। দি চেজ এর ব্যাবসার ধরণটাই এমন।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "একটা ব্যাপার নিশ্চিত, বাড়িটার আশীর্বাদ হয়েছে। তুমি ভাবো প্রত্যেকে সেই ফ্রি খাবারের জন্য অপেক্ষায় ছিল, তারপর এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে?"

শামা বলল, "তুমি অনেককে বাকী দিয়েছো। ওদেরকে বাকী শোধার জন্য তোমার ধরা উচিত।"

"তুমি চাও আমি গিয়ে ওদেরকে পেটাই?"

শামা যখন দোকানের হালখাতা বের করলো সে বলল, "এটা দেখে তুমি আর হিসাবের অঙ্ক কতটা বাড়াতে চাও? রাখো, যথেষ্ঠ হয়েছে।"

সে গৃহ-আশীর্বাদ বাবদ ব্যয়ের সাথে বাকীর টাকাটা যোগ করলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমি কিছু জানতে চাইনা। আমি আর কিছুই জানতে চাইনা। বাড়িটা আশীর্বাদ না করা অবস্থায় কেমন ছিল? তুমি কি মনে করো হরি এটার ব্যবস্থা করতে পারতো?"

শামার একটা তত্ত্ব আছে, "লোকজন লজ্জাবোধ করছে। ওরা অনেক টাকা বাকী নিয়েছে।"

"আমি কি ভাবছি জানো? আমার চেহারা। আমার মনে হয় না আমার চেহারাটা কোন দোকানীর মতো। আমার চেহরাটা এমন যে কিনা শুধু বাকী দিতে জানে, সেটা

BanglaBook.org

আদায় করতে জানে না।” সে একটা আয়না নিয়ে তার চেহারাটা বিশ্লেষন করতে শুরু করলো। “আমার চেহারার দিকে তাকাও, মেয়ে। মনে করো প্রথমবার দেখছো আমাকে। কল্পনা করতে চেষ্টা করো।”

ও তাকালো।

“ঠিক আছে। চোখটা বন্ধ করে। তারপর খোলো। প্রথমবারের মতো আমাকে দেখছো তুমি। আমি কেমন ছিলাম তুমি বলবে?”

ও কিছু বলতে পারলো না।

“এটাই হচ্ছে মুশকিল। আমাকে কারও মতই লাগে না। দোকানদার, আইনজীবি, ডাক্তার, শ্রমিক, ওভারশিয়ার–কারও মতো নয়।”

স্যামুয়েল স্মাইলস্ এর হতাশা ভর করলো ওকে।

শামা বিপর্যস্ত হয়ে ছিল। হনুমান হাউজের সেই হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল শামা। যে দৌড়ে-দৌড়ে সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতো, সে এখন বড় হয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় সে মুক্তি পাবার জন্য অপেক্ষা করছে, একজন স্ত্রী, গৃহিনী আর এখন একজন মা। একা থাকলে শামার মধ্যে ওর গর্ভাবস্থা নিয়ে কোন আলাদা ব্যাপার প্রকাশ পায় না। কিন্তু ওর বোনেরা এলেই ওর মাঝে পরিবর্তন আসে, ও ঘন-ঘন নিজেকে বাতাস করতে থাকে আর থুথু ফেলে। ওর বোনদেরকে খুশি করা বা ওদের সহানুভূতি পাবার জন্য না, বরং ওরা যাতে নাখোশ হয়ে না যায় তাই এটা করে।

বোনদের সাহায্য নিয়ে গোপনে ও কিছু শিশুদের কাপড়-চোপড় তৈরী করে নিয়েছিল। তারপর শামার হনুমান হাউজে যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। সুশীলা আর চিন্তা এলো ওকে নিয়ে যেতে। সেই মিথ্যা ভান এখনো বজায় রইলো যার কোন কারণ জানেনা মিঃ বিশ্বাস।

তখন সে আবিষ্কার করলো যে শামা তার ব্যপারেও কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তার কাপড়-চোপড় ধোয়া হয়েছে, রিপু করা হয়েছে। তারপর তাকে রান্নাঘরে নিয়ে শামার হাতের লেখা দুই-তিন লাইনে সহজে তৈরী কোন খাবারের রেসিপি দেখানো হলো। দোকানে অলস মূহূর্তগুলোতে সে বসে বসে নাম ঠিক করে, বেশীর ভাগই ছেলেদের নাম, এর বাইরে সে ভাবতে পারেনি। সে দোকানের খাতার উপরে ওগুলো লেখে।

এবং সন্তানটি হলো কন্যাশিশু। তবে ওর জন্ম হয়েছে যথা সময়ে, কোন সমস্যা ছাড়াই। ওর স্বাস্থ্য ভালো আর শামাও পুরোপুরি সুস্থ আছে। সে ওর কাছে এর চেয়ে কম কিছু আশা করেনি। দোকান বন্ধ ক'রে সে হনুমান হাউজে গেল এবং দেখলো তার মেয়ের ইতিমধ্যেই নাম রাখা হয়ে গেছে।

“ছবির দিকে তাকাও,” শামা বলল।

“ছবি?”

ওরা ছিল মিসেস তুলসির ঘরে, এটা সব বোনেদের আঁতুড়ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

“খুব চমৎকার নামটা,” শামা বলল।

BanglaBook.org

সুন্দর নাম: সে দি চেজ এ বসে সারাক্ষণ নাম নিয়ে ভেবেছে, তারপর ঠিক করেছে এই নামটা-সরোজিনী লক্ষ্মী কমলা দেবী।

"শেঠ আর হরি এটা পছন্দ করেছে।"

"আমাকে না বললেও চলতো," তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো, "ওরা কি নামটা রেজিস্ট্রি করেছে?"

বিছানার পাশে একটা তামার প্লেটের নীচে এক টুকরো কাগজ। ও সেটা বিশ্বাসের হাতে দিলো।

"আচ্ছা! আমি খুশি যে ওর রেজিষ্ট্রি হয়েছে। তুমি জানো সরকার এবং অন্য কেউ বিশ্বাসই করে না যে আমার জন্ম হয়েছে। মানুষ শুধুমাত্র কাগজ দ্বারা প্রমাণ পায়।"

"আমাদের সবার নাম রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল।" শামা বলল।

সে সার্টিফেকেটের দিকে তাকিয়ে বলল, "ছবি? আমি তো এখানে ঐ নাম দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখছি বাসু।"

ও তার চোখ বড় বড় করে বল্‌ল, "শ্‌শু"

"আমি কাউকে বাসু নামে আমার সন্তানকে ডাকতে দেবো না।"

"শ্‌শ্‌,"

সে বুঝলো। শিশুটির আসল নাম বাসু। 'ছবি' ওর ডাকনাম। আসল নামই একজন মানুষকে ডুবিয়ে দেয়, ডাকনামের কোন মূল্যই নেই। তবে সে বেঁচে গেল যে তার মেয়েকে 'বাসু' বলে ডাকতে হবে না। কি একটা নাম।

"হরি এই নাম রেখেছে। না? ঐ পবিত্র-ভূত।"

"আর শেঠ।"

"ঐ পন্ডিত আর বড় ঠগটাকে বিশ্বাস করো।"

"কি করছো তুমি?"

সে ঐ সার্টিফিকেটটার উপর আঁকিজুঁকি কাঁটছিল।

"দেখো," সার্টিফিকেটের উপরে সে লিখেছে;

আসল ডাক নাম: লক্ষ্মী, মোহন বিশ্বাসের স্বাক্ষর দিয়ে লেখা; পিতার নাম। তার নীচে তারিখ দেয়া।

তারা দু'জনই ভাবলো যে সরকারী দলিল অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা উচিত, সেটা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

শামার মুখের আশঙ্কাকে উপভোগ করলো সে। আসার পর এই প্রথম ওকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলো। বালিশের উপর ওর খোলা চুল ছড়িয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "এটা কি?"

"কোনটা?"

সে সার্টিফিকেটা তুলে ধরলো, "দেখো, বাবার পেশা শ্রমিক। শ্রমিক! আমি! তোমার পরিবারের লোকজন এসব কোথায় পেয়েছে, হুঁ?"

"আমি এটা দেখিনি।"

"শেঠকে বিশ্বাস করো। দেখো, সন্ধানদাতার নামঃ আর, এন, শেঠ। পেশা এস্টেট ম্যানেজার।"

BanglaBook.org

"আমার অবাক লাগছে সে এটা কেন করলো।"

"দেখো, এরপর যদি তুমি কোন সন্ধানদাতা চাও, হুঁ, আমাকে জানাবে। লক্ষ্মী বাসু আর ছবি, হ্যালো, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, আমি তোমার বাবা আর পেশা কি? পেশা হচ্ছে পেইন্টার।

"তারমানে তুমি একজন হাউজ পেইন্টারের মতো দেখতে।"

"সাইন পেইন্টার? দোকানদার? ভগবান, তা নয়।" সার্টিফিকেটটা নিয়ে সে আবার আঁকিজুঁকি করলো। লিখলো, "স্বত্ত্বাধিকারী," তারপর ওটা এগিয়ে দিলো ওর কাছে।

"কিন্তু তুমি নিজেকে তা বলতে পারো না। দোকানটাতো মায়ের।"

"তোমরাও আমাকে শ্রমিক বলতে পারো না।"

"তারা তোমাকে এজন্য উৎখাত করতে পারে।"

"করতে দাও।"

"তুমি বরং এখান থেকে চলে যাও।"

শিশুটি তাকিয়েছিল।

"হ্যালো, লক্ষ্মী।"

"ছবি।"

"বাসু।"

'শ্‌শ্‌।"

"ঐ জোচ্চোরটার কথা বলো। ঐ বুড়ো বিছা। আমি বলবো।"

সে ঐ অন্ধকার ঘর ছেড়ে ড্রয়িংরুমে এলো যেখানে বড় বড় দুটি চেয়ার পাতা আছে অনেকটা সিংহাসনের মতো। তারপর কাঠের বারান্দা পার হয়ে হলঘরে চলে এলো। সেখানে ছেলে-মেয়েরা বসে আছে খাবার টেবিলে। তবে মিঃ বিশ্বাস দেখলো ওরা খাবার না খেয়ে হলুদ একটা পদার্থ খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই পটিয়সী বালিকাটি জবাব দিলো, "সালফার আর কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক।"

"খাদ্যের দাম বেশী নাকি, হুঁ?"

"এটা এগ্‌জিমার জন্য।" মেয়েটি বলল। রান্নাঘর থেকে মিসেস তুলসি বেরিয়ে এলো। বিশ্বাস বলল, "সালফার এবং কন্‌ডেন্সড মিল্ক।"

"হ্যাঁ, মিষ্টি স্বাদের জন্য," মিসেস তুলসি বলল। সে আবার ও বিশ্বাসকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

"এক্‌জিমার জন্য খুব ভালো।"

সে মেয়েটির পাশে বসে তার প্লেটটা তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে নিলো। তারপর বলল, "তোমার মেয়েকে দেখেছো, মোহন?"

"লক্ষ্মীকে।"

"লক্ষ্মী?"

"হ্যাঁ, লক্ষ্মী, আমার মেয়ে। আমি ওর জন্য এই নামটাই পছন্দ করেছি।"

মিসেস তুলসি টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়া সালফার হাতের তালুতে তুলে নিতে নিতে বলল, "শামা ভালোই আছে। আমি ওকে গোলাপরুমে রেখেছি। আমার নিজের ঘর।"

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস কিছুই বলল না।

মিসেস তুলসি একটা বেঞ্চির ধূলো ঝেড়ে বলল, "মোহন, এখানে এসে বসো।"

সে বসলো ওখানে।

"ভগবানের ইচ্ছা", ইংরেজীতে কথাটা বলল মিসেস তুলসি। সে বলে চলল,

"সবকিছুই আসে, একটু একটু ক'রে। আমাদের ক্ষমা করা উচিত। তোমার বাবা যেরকম বলতেন" সে দেয়ালের একটা ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখালো,

"যা তোমার জন্য তা তোমারই জন্য, যেটা তোমার জন্য নয়, তা তোমার জন্য নয়।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিঃ বিশ্বাস শুনে মাথা নাড়তে লাগলো।

মিসেস তুলসি নাকটা টেনে নাকের উপর কাপড় তুলে দিলো। তারপর বলল, "বছর আগে কে ভাবতে পেরেছিল যে তুমি এখানে বসবে, এই হলরুমে। এই ছেলে-মেয়েদের সাথে, আমার জামাতা এবং একজন পিতা হয়ে? জীবনটা বড়ই বিস্ময়কর। তবে আসলে তা বিস্ময়কর নয়। তুমি এখন একটা জীবনের জন্য দায়ী, মোহন। সে কাঁদতে লাগলো। মিঃ বিশ্বাসের কাঁধে হাত রাখলো সে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নয়, নিজে সান্ত্বনা পেতে। "আমি শামাকে আমার ঘর দিয়েছি। গোলাপ-ঘর। আমি জানি তুমি ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছো। আমাকে বলোনি। আমি জানি।" কাধে চাপড় দিতে দিতে বলল সে।

মিঃ বিশ্বাস ধন্ধে পড়ে গেল। এমনভাবে মাথা নাড়লো যেন সে গভীরভাবে চিন্তা করে ভবিষ্যৎ নিয়ে। মিঃ বিশ্বাসকে এই অবস্থায় ফেলে সে তার হাত সরালো, চোখ মুছলো। "যাই ঘটুক, তুমি বেঁচে থাকবে। যাই ঘটুক। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রভূ তোমাকে না নেয়। তোমার বাবার সাথে তিনি যেমনটা করেছেন। তবে সে সময় যতক্ষন না আসবে, এটা কোন ব্যাপার নয় ওরা তোমাকে না খাওয়ায় কিনা বা কি আচরণ করে, ওরা কখনো তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।"

ওরা, মিঃ বিশ্বাস ভাবলো, ওরা কারা?

সেই সময় শেঠ ঢুকলো হলঘরে, সে বলল,

"মোহন তোমার মেয়েকে দেখেছো? আমাকে অবাক করে দিয়েছো তুমি।"

বিশ্বাস মনে মনে বলল, তুমি বিশ্বাস ঘাতক, বুড়ো শেয়াল।

শেঠ বলল, "আচ্ছা, তুমি এখন একজন বড় মানুষ, স্বামী এবং পিতা। বাচ্চা ছেলের মতো আচরণ করো না আর। দোকানটা কি এখনো জমেনি?"

"একটু সময় দিন, হরি আশীর্বাদ করেছে মাত্রতো চার মাস হলো।" বলতে বলতে বিশ্বাস দাঁড়ালো।

সেই মেয়েটি হেসে উঠলো। মিঃ বিশ্বাস প্রথম বারের মতো মেয়েটির প্রতি উৎসাহ বোধ করলো। উৎসাহ পেয়ে সে বলল,

"তুমি কি মনে করো আমরা ওকে ওটা আশীর্বাদ না করার জন্য পেতাম?"

আর কোন হাসি শোনা গেল না।

শেঠ তার স্ত্রী আর খাবারের জন্য চিৎকার করে ডাকলো।

খাবারের কথা শুনে ছেলে-মেয়েরা উপরে তাকালো।

BanglaBook.org

শেঠ বলল, "তোমাদের কারও জন্য আজ খাবার নেই। ময়লার মধ্যে খেলাধুলা করে এগ্‌জিমা বাধানোর জন্য এতে তোমাদের শিক্ষা হবে।"

মিসেস তুলসি বিশ্বাসের পাশে বসে বলতে লাগলো, "একটু একটু করেই সব হয়। তুমি কখনো ভাবোনি যে তোমার প্রথম সন্তান এরকম একটা জায়গায় জন্ম নেবে।" সে মাথা ঝাঁকালো।

"মনে রেখো, ওরা তোমায় মারতে পারবে না।"

আবার ও সেই 'ওরা'।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "উফ্, পরিবারে এখন তিনজন তাহলে।"

বিশ্বাসের কণ্ঠ শুনে সতর্ক হলো সে।

"আমাকে একটা ব্যারেল পাঠিয়ে দিন, একটা ছোট কয়লার ব্যারেল।" চিৎকার করে বলল সে।

সাইড গেট দিয়ে সে বেরিয়ে এলো, তারপর সাইকেল চালিয়ে ঐ ভবন থেকে চলে গেল। ঐ বাড়িটা এখন জনাকীর্ণ হয়ে গেছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকের দ্বারা যারা ওখানে এসেছে সিগারেট ফুঁকতে আর গল্প করতে। সে মিসিরের ছোট্ট কাঠের বাড়িটাতে এলো জানালার বাইরে থেকে ডাক দিলো ওকে।

মিসির পর্দাটা একটু সরিয়ে মাথা বের করে বলল, "যাকে আমি দেখতে চাইছিলাম। ভেতরে এসো।"

মিসির বলল সে তার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের শ্বশুর-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। মিঃ বিশ্বাস আন্দাজ করলো কোন ঝগড়া অথবা, স্ত্রী গর্ভবতী।

"ওদেরকে ছাড়া কোন কাজ করা নরকতুল্য। গল্প লিখছি।" মিসির বলল।

"*সেন্‌টিনেলের*।"

"ছোট গল্প, বসো, পড়ে শোনাচ্ছি," অস্থিরভাবে মিসির বলল।

মিসিরের প্রথম গল্পটা একজন মানুষের যে দীর্ঘ দিন বেকার এবং না খেয়ে আছে। তার পাঁচ ছেলে-মেয়েও না খেয়ে আছে। তার স্ত্রী আবার গর্ভবতী। ডিসেম্বর মাস, দোকানে দোকানে খাবার আর খেলনা। ক্রিস্টমাসের সকালে সে একটা কাজ পেলো। সেই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় সে একটা মটরগাড়িতে চাপা পড়লো।

"গাড়ি না থামার ঐ অংশটা আমার পছন্দ হয়েছে।"

মিসির হাসলো, বলল, "কিন্তু জীবনটা এমনই। এটা রূপকথা নয়। এটা একদা একদেশে ছিল এক রাজা নয়। এটা শোনো।"

মিসিরের দ্বিতীয় গল্পটা একজন ব্যক্তির যে দীর্ঘ দিন বেকার এবং না খেয়ে আছে। তার বিশাল পরিবারকে রক্ষা করতে সে তার জায়গা-জমি সব বিক্রি করে দেয়। অবশেষে তার কাছে একটা দুই শিলিং মূল্যের লটারীর টিকেট ছিল। সে ওটা বিক্রি করতে চাইলো না। কিন্তু তার এক সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে সে এক শিলিং নিয়ে টিকেটটা বিক্রি করে দিলো। বাচ্চাটা মারা গেল, আর যার কাছে টিকেটটা বিক্রি করেছিল সে লটারীটা জিতে গেল।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "তারপর কি হলো?"

"ঐ লোকটার? আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

BanglaBook.org

তোমার কল্পনাকে কাজে লাগাও?”

“যত্তসব,”

“এই ব্যাপাগুলো মানুষের জানা দরকার,” মিসির বলল। “জীবনকে জানা। তোমারও কিছু গল্প লেখা শুরু করা উচিত।”

“আমার কোন সময়ই নেই। দি চেজ এ আমার সামান্য সম্পদ আছে।” মিঃ বিশ্বাস একটু থামলো, মিসির কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। “বিবাহিত ব্যক্তি, তুমিও জানো। দায়িত্ব আছে।” আবার একটু বিরতি দিয়ে সে বলল, “কন্যাসন্তান।”

“ভগবান।” মিসির বিরক্তি নিয়ে বলল।

“সদ্যজাত।”

মিসির সহানুভূতি নিয়ে মাথা নাড়লো, “থলের ভেতর বেড়াল, থলের ভেতর বেড়াল। আমরা এই প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকি।”

প্রসঙ্গ পাল্টে মিঃ বিশ্বাস বলল, “আর্যদের ব্যাপারটা কি হলো?”

“আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো? তোমাদের কিছুই আসলে যায় আসে না। কারোরই না। ওদের কয়েকটা রূপকথা শোনালেই ওরা খুশি। তারা বাস্তবের মুখোমুখি হতে চায় না। আর এই শিবলোচন একটা আস্ত বোকা, তুমি জানো ওরা পঙ্কজ রায়কে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে। আমি মাঝে-মাঝে ওর কথা ভাবি। নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে, কোন কাজ পাচ্ছে না। তুমি জানো, পঙ্কজকে নিয়ে তুমি একটা ভালো গল্প তৈরী করতে পারো।”

“আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম। লোকটা একেবারে বিশুদ্ধ।”

জাত-বিশুদ্ধ লোক।”

“মিসির, তুমি কি এখনো *সেন্‌টিনেলে* কাজ করছো?”

“কেন?”

“একটা মজার ব্যাপার হয়েছে আজ। তুমি জানো আজ আমি কি দেখেছি? দুই মাথার একটা শুকর।”

“কোথায়?”

“এই এখানে। হনুমান হাউজে। ওদের খোয়ারে।”

“কিন্তু তুলসিদের মতো হিন্দুরাতো শুকর রাখে না।”

“তুমি অবাক হয়ে যাবে। অবশ্য ওটা মৃত ছিল।”

মিসিরের সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে স্পষ্টতঃই হতাশ হলো। “টাকার জন্য এযুগে সবকিছুই এখনো গল্পকাহিনী।”

মিসিরকে ছেড়ে যাবার সময় বিশ্বাস বলল, “পেশা, শ্রমিক। ওদের দেখিয়ে ছাড়বো।”

দি চেজ এ শামার ফিরে আসার তিন সপ্তাহ আগের কথা। বাচ্চাটার জন্য গ্যালারিতে চট বিছিয়ে দিলো সে। তারপর অপেক্ষা করলো। শামা লক্ষ্মীকে নিয়ে এলো

“ওর নাম ছবি”– শামা জোর করলো। ছবি নামটাই শেষে বহাল রইলো।

বিশ্বাস বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করতে লাগলো, যেটা তাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। যেমন, খাবার দিতে দেরী হয়েছে। এসব মুহূর্তে শামা কোন জবাব দেয় না।

BanglaBook.org

বাচ্চাকে গোসল দেয়ার সময় সে পর্যবেক্ষন করে।

শামা খুব দক্ষতার সঙ্গেই কাজটা করে, মনে হয় যেন অনেক বছর ধরেই শিশুদের গোসল করানোর কাজটা ও করে আসছে। গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে শিশুটির শরীর ধুইয়ে ওকে নারিকেল তেল মাখানো হয়। বিশ্বাস ভাবে তার এবং শামার ক্ষেত্রেও হয়তো এই একই সুর একই ছন্দে গেয়ে এভাবে গোসল করানো হতো। হাজার বছর আগেই হয়তো এই ছন্দ, এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল।

তারও প্রায় ছয় মাস পরে এক সন্ধ্যায় মতি এলো দোকানে, কাউন্টারের উপর করাঘাত করতে লাগলো।

মতি এই গ্রামের কেউ নয়। সে ছোট-খাটো ভীতু-ভীতু চেহারার পাকা চুলের একজন লোক। ওর পরনে নোংরা শার্ট, প্যান্টে ভাঁজের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। শার্টের পকেটে একটা কলম, একটা পেন্সিল, কিছু কাগজের টুকরা।

সে নার্ভাসভঙ্গীতে এক পয়সার কিছু শুকরচর্বি চাইলো।

মিঃ বিশ্বাসের হিন্দু চেতনা ওকে শুকরচর্বি রাখতে অনুমোদন দেয় না। "আমাদের কাছে মাখন আছে।"

মতি মাথা ঝাঁকালো, তারপর বলল, "আমাকে এক পয়সার প্যারাডাইস প্লাম্‌স্‌ দেও।"

মিঃ বিশ্বাস তিনটা কাগজের টুকরায় পান দিলো।

মতি চলে গেল না। এক টুকরা পান মুখে দিলো।

বলল, "তুমি শুকরচর্বি রাখোনি বলে আমি খুশী হয়েছি। এজন্য আমি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই।" চোখটা বন্ধ করে পান চিবুতে-চিবুতে আবার বলল, "তোমার অবস্থানে থাকা একজন মানুষ কয়েকটা টাকার জন্য নিজের ধর্মকে বিসর্জন দেয়নি দেখে আমি খুশি। তুমি জানো আজকাল অনেক হিন্দু দোকানী কয়েকটা টাকা পয়সার জন্য গরুর মাংস বিক্রি করছে?"

সে জানে, আর এই কাজটা করতে বাঁধা দেয়ার জন্য তার খুঁত-খুঁতে স্বভাবটাকে অপছন্দ করে।

"আর অন্য ব্যাপারটা দেখো," মতি বলল, "তুমি কি শুকরের কথা শুনেছো?"

"তুলসিদের শুকর। আমাকে একেবারেই অবাক করে না।"

"সবাই ওরকম নয় এটাই আশীর্বাদের কথা। তুমি হয়ে গেছো। আর ছিবারণ। ছিনারণকে চেনো?"

"ছিবারণ?"

"ছিবারনকে চেনোনা? এল, এস, ছিবারণ? যে কিনা আমলা অফিসে সব কাজ সুন্দরভাবে করে যাচ্ছে।"

"ও, সে।" মিঃ বিশ্বাস বলল, এখনো সে পুরোপুরি অন্ধকারে আছে।

"খুব কঠোর হিন্দু। আর এখানকার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবি, আমি বলতে পারি। ওকে নিয়ে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। তোমার আগে এখানে যে লোক ছিল – তার নাম কি? যাই হোক, সেই লোক ছিবারণের প্রতি কৃতজ্ঞ। ছিবারণ না হলে আজ সে একটা ফকির থাকতো।"

BanglaBook.org

মতি আরেকটা পান মুখে দিয়ে দোকানের তাকগুলো দেখতে লাগলো।

"সবাই তাহলে দুখির কাছে যায়, হুঁ?" মতি আরো আন্তরিকভাবে বলল। সে ইংরেজীতে বলল কথাটা। দুখি, আরেকজন নতুন দোকানদার এখানে "কি লজ্জার ব্যাপার, কিছু লোক শুধু ধার করে করে তাদের জীবন চালায়। এটা ও এক ধরণের ডাকাতি। মাংরুকে ধরো। চেনো তাকে?"

মিঃ বিশ্বাস তাকে ভালো করেই চেনে।

"মাংরুর মতো একজন লোকের জেল হওয়া উচিত।" মতি বলল।

"আমিও তাই মনে করি।"

পান চিবুতে চিবুতে সে বলে চলল, মাংরু যে ফকির তাতো নয়। তোমার চেয়েও ধনী সে, আমার চেয়েও হতে পারে।" মিঃবিশ্বাসের জন্য এটা একটা তথ্য। মতি আবার বলল, "লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত।"

মতি যখন বলল যে সে তার নিজের মতো নিষ্ঠুর, রুঢ় লোককে ফাঁকি দেয় না, তখন বিশ্বাস বলতে চাইলো যে সে কখনো মাংরুর কাছে বোকা হয়নি। মতি বলছিল, "সুন্দর নরম মনের মানুষের কাছে ধোঁকা দেয় সে। সে যদি তোমাকে দেখে তার স্ত্রী এসে তোমার কাছে একাজে দু'পয়সা, ও'কাজে তিন পয়সা চাইবে, পরেরদিন ফেরত দেয়ার কথা ব'লে। এইভাবে দুই-তিন গড়াবে। সে আবার এসে নাকিসুরে অজুহাত দেবে। এরকম লোককে জেলেই দেয়া উচিত, কারও যদি সেই হিম্মত থাকতো।"

মিঃ বিশ্বাস এর সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত, তারও এরকম উপলব্ধি হলো, কিছুই বলল না সে।

"তোমার হিসাবটা দেখাও তো। শুধু দেখার জন্য মাংরু তোমার কাছ থেকে কত ধার নিয়েছে।" মতি বলল।

মিঃ বিশ্বাস ওকে খাতাটা দেখালো।

"ও বাবা" মতি বলে উঠলো, যতোই দেখছে ওর চেহারাটা ততোই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। সে ঘুরে অন্ধকারের দিকে তাকালো যেখানে ওর বাইসাইকেলের চাকা দেখা যাচ্ছে। বিষন্নভাবে পান চিবুতে চিবুতে বলল, "দুঃখের বিষয় তুমি ছিবারণকে চেনো না। তোমার মতো লোকদের সে সাহায্য করে। নয়তো সে একটা ভিক্ষুকে পরিণত হতো। একটা ভিক্ষুক। একটা মজার ব্যাপার, সেখানে একদল লোক ধার করে করে ধনী হচ্ছে। আর ওদের ধার দিয়ে দরিদ্র দোকানীরা খেতে পায় না, পড়তে পারে না, ছেলে-মেয়েদের না খেয়ে থাকা দেখে, ওদের অসুস্থতা দেখে।"

মিঃ বিশ্বাস ওর মধ্যে মিসিরের গল্পের নায়ককে খুঁজে পেলো, ওর আশঙ্কা লুকাতে প্রায় ব্যর্থ হলো।

"তো ঠিক আছে, ভাই", সাইকেলের ক্লিপ ঠিক করতে করতে বলল সে, "আমাকে যেতে হবে। গল্প করার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি তোমার সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলবে।"

"কিন্তু তুমিতো ছিবারণকে চেনো।" বিশ্বাস বলল

"হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু আমি জানি না ওকে কোথায় পাওয়া যাবে আমার এক বন্ধুকে সাহায্য করতে বলা যাবে। ব্যস্ত মানুষ, তুমিতো জানো সব কাজ নিজেই সামলায়।"

BanglaBook.org

"তবুও, তুমি তাকে বলতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমি ওকে বলতে পারবো। তবে ছিবারণ অনেক বড় মানুষ। ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে তাকে বিরক্ত করতে পারো না তুমি।" মতি বলল।

হালখাতার উপরে ধুলা ঝাড়লো মিঃ বিশ্বাস।" ওর জন্য এখানে প্রচুর কাজ আছে। তুমি তাকে বলবে।"

"ঠিক আছে, আমি তাকে বলবো।" মতি সাইকেলে চড়লো। "তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি না।"

মিঃ বিশ্বাস যখন পেছনের ঘরে গেল ছবি ঘুমিয়ে গেছে।

মাংরু আর অন্য যারা আছে ওদের ঠিক করে দিচ্ছি, ছিবারনকে ওদের পেছনে লাগিয়ে দিবো।" মিঃ বিশ্বাস শামাকে বলল।

"ছিবারণ কে?"

"ছিবারণ কে। তার মানে তুমি ছিবারণকে চেনো না? আমলা অফিসে সব কাজ যে সামলায় সেই তো ছিবারণ।"

"আমি সব জানি। ঐ লোকটা কি বলেছে আমি শুনেছি।"

"তাহলে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো।"

"কোন লোককে এখানে আনতে হলে কারও উপদেশ নেয়ার কথা তুমি ভাবো না।"

'উপদেশ? কার কাছ থেকে? ঐ বুড়ো জোচ্চোর-শেয়ালের কাছ থেকে? আমি জানি ওরা সবকিছু জানে। আমাকে তোমার সেটা বলার দরকার নেই। কিন্তু ওরা কি আইন জানে?"

"শেঠ বহু লোককে তুলে এনেছে।"

"আর প্রতিবারই যাদের সে তুলে এনেছে সবাই হেরে গেছে। তোমাকে আর এটা বলতে হবে না। আরওয়াকাসের সবাই শেঠ আর তার তুলে আনা লোকদের ব্যাপারে জানে। সে সবকিছু জানে না।

"সে ডাক্তারী পড়তে অভ্যস্ত। ডাক্তারী বা চিকিৎসক।"

"ডাক্তারী পড়তে অভ্যস্ত। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো হাঁসের ডাক্তার। ওকে ডাক্তারের মতো দেখায়? তুমি ওর হাত দু'টো কখনো দেখেছো? মোটা, থলথলে। একটা পেন্সিল পর্যন্ত ঠিকমত ধরতে পারে না।"

মাংরু ছিল গ্রামের লাঠিয়ালদের নেতা। লম্বা চওড়া পেটানো শরীর। গ্রামবাসীরা ওকে ডাকতো 'মেষ' বলে। তার টাকা আর দক্ষতা দু'টোই আছে। সে খ্রীষ্টিয় উৎসব আর মুসলমানদের উৎসবের দিনগুলোতে গ্রামের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য একটা লড়াকু-বাহিনী গঠন ক'রে দি চেজ এর তরুণদের নিয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার উঠানে তারই নির্দেশনায় ওদের অনুশীলন চলে। গ্রামের ছেলেরা এই সান্ধ্য অনুশীল দেখতে যায়, শামার নিষেধ স্বত্ত্বেও মিঃ বিশ্বাসও তা দেখতে যায়।

খেলার পাশাপাশি সে লাঠি তৈরীটাও পছন্দ করে। লাঠি তৈরী শেষ হলে একজন বৃদ্ধ লাঠিয়ালের হাতে দিয়ে ওটাকে মন্ত্রপাঠ করানো হয় কোন এক মৃতের নামে। একধরণের রহস্য আর রোমান্সের মধ্য দিয়ে এই পর্ব শেষ হয়।

BanglaBook.org

মাংরু পেশায় একজন রাস্তানির্মাতা। সে নিজেকে সরকারের হয়ে কাজ করছে বলতে পছন্দ করে, আর সে আদৌ কোন কাজ করে না। মাংরু সরলীকরণ করে এভাবে যে যেহেতু সে গ্রামের সম্মান রক্ষা করে, তাই গ্রাম তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে দিতে বাধ্য। মিঃ বিশ্বাস মাংরুকে পছন্দ করে। তাই তার কাছে বাকী চাইলে সে তা দেয়। কিন্তু মাংরুর দাবী বাড়তেই থাকে। বিশ্বাস এব্যাপারে অন্যান্য ক্রেতাদের কাছে অভিযোগ করলে তারা মাংরুকে তা বলে। মাংরু কোন জবাব না দিয়ে মিঃ বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলে। ওর সাথে কথা বলে না, ওকে দেখলে থুথু ফেলে, দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময়। মাংরুর ঋণের টাকা বাকী পড়ে থাকে, আর মিঃ বিশ্বাস আরো কিছু কাস্টমার হারায়।

মিঃ বিশ্বাসের প্রত্যাশার চাইতেও আগে মতি ফিরে আসে। বলে, "তোমার ভাগ্য ভালো। ছিবারণ তোমাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি বলেছি তুমি আমার বন্ধু এবং একজন কঠোর হিন্দু। সে নিজেও তাই। ব্যস্ততা স্বত্ত্বেও সে তোমাকে সাহায্য করবে।"

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো, ছাপা লেখার মাঝখানে দাগ টানা। "তোমার কাগজপত্র সব পেলেই ছিবারণ কাজ পুরো করবে।" ইংরেজীতে কথাগুলি বলল সে।

মিঃ বিশ্বাস কৌতুহল নিয়ে পড়লো, "Unless this sum together with one Dollar and Twenty Cents (1.20), the cost of this letter, is paid within ten days, legal proceedings shall be instituted against you." নীচে আরেকটি দাগ টানা যেখানে ছিবারণ নিজে সই করবে।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ক্ষমতাবান লোক, আইনী পদ্ধতি, হুঁ, আমি জানতাম না এতো সহজে মানুষজনকে টেনে উপরে তোলা যায়।"

মতি একটু শব্দ করলো মুখে।

"এক ডলার আর বিশ সেন্ট। এই চিঠিটার মূল্য, তুমি বলতে চাইছো আমাকে এমনকি তা'ও পরিশোধ করতে হবে না?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো।

"এটা তোমার কেস নিয়ে ছিবারণের লড়াই করার জন্য নয়।"

"এক ডলার বিশ সেন্ট। তুমি বলছো ছিবারণ এই টাকাটা নেবে ঐ খালি ঘরগুলো পূর্ণ করার জন্য? শিক্ষা, বাছা। এটা একটা ব্যাবসা ছাড়া কিছু নয়।"

"তুমি নিজেই তোমার গুরু। তুমি নিজে একজন পেশাজীবি মানুষতো।"

"কিন্তু একশত বিশ। পাঁচ মিনিট লেখার জন্য একশ বিশ সেন্ট।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছো ছিবারণ বছরের পর বছর ধরে মোটা-মোটা বই পড়েছে তাকে এই ধরণের কাগজ পাঠাতে অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে।"

"তুমি জানো, ব্যাপারটা অনেকটা তিন পুত্র থাকার মতো। একজনকে ডাক্তার, একজনকে দন্ত চিকিৎসক আর অন্যজনকে আইজীবি বানানোর মতো।"

"সুন্দর ছোট্ট-পরিবার। তোমার যদি সেরকম পুত্র থাকতো। আর যদি টাকাটাও থাকতো। ঐসব জায়গা তার কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নাই।"

শামার একাউন্টটা নিয়ে এলো বিশ্বাস, ঋণের কাগজটা আবার দেখতে চাইলো মতি। বলল, "অনেকগুলোতে স্বাক্ষর করা হয়নি।'

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস অনেকবার ভেবেছিল ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেবে। সে বলল, "ওরা শেষবার পর্যন্ত কোন স্বাক্ষর করেনি।"

মতি নার্ভাসভাবে হাসলো, "ভয় পেও না। ছিবারণ এমন অনেক টাকা-পয়সা পুনরুদ্ধার করেছে যাতে কাগজ-পত্র বা অন্য কিছুই ছিল না। তবে এখানে অনেক কাজ করতে হয়। তুমি যে সিরিয়াস ছিবারণকে সেটা বোঝাতে হবে।"

বিশ্বাস ওর শেলফ্ এর নীচের ড্রয়ার খুলল। বড় কিন্তু হালকা, একটানেই সেটা খুলল সে। বলল, "এক ডলার আর বিশ সেন্ট?"

একটা গলাখাঁক্রীর আওয়াজ শোনা গেল। শামা।

"মহারাজি" মতি বলল,

কোন জবাব নেই।

মিঃ বিশ্বাস ঘুরলো না। "একশত বিশ?" সে আবার বলল। ড্রয়ারের ভেতরে পয়সাগুলো ঘাঁটতে লাগলো সে।

মতি অসন্তুষ্ট ভাবে বলল, "তুমি ছিবারনের মতো একজনকে একটা মামলা লড়ার জন্য একশ বিশ ডলার দিতে পারো না।"

"পাঁচ," মিঃ বিশ্বাস বলল,

"হ্যাঁ এটা ভালো হয়," মতি এমনভাবে বলল যেন সে দশ আশা করেছিল।

'দুই', কাউন্টারের কাছে হেঁটে গিয়ে একটা লাল নোট বের করে সে বলল।

"ঠিক আছে, এটা গুনতে ঝামেলা করো না।"

"আর একটা তিন, "মিঃ বিশ্বাস একটা নীল নোট রাখলো।

"আর একটা চার এবং একটা পাঁচ।"

মতি বলল, "পাঁচ।"

"ছিবারণকে বলো আমি এটা পাঠিয়েছি।"

মতি নোটগুলো পাশের পকেটে আর শামার শর্টহ্যান্ড রিপোর্টাস বুক'টা পিছনের পটেকেট ভরে সাইকের চড়লো, উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহারাজি", মিঃ বিশ্বাসের কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকালো সে। রাস্তা থেকে ডেকে বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে।" বিশ্বাস জবাব দিলো, "ঠিক আছে, মতি।"

শামার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে কেউ মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে?"

শামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আমি মনে করি আমি আর সিমের গুরু।"

"আর একজন ব্যবসায়ী লোক।" শামা বলল।

"ওকে দশ ডলার দেয়া উচিত ছিল।"

"খুব একটা দেরী হয়নি। ড্রয়ারটা খালি করে ওর পেছনে দৌড়ে যাচ্ছো না কেন?" বিশ্বাসের মধ্যে তর্ক করার আকাঙ্খা দেখতে পেয়ে ও দরজা দিয়ে পেছনের ঘরে ফিরে গেল। ওখানে বেশ কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও একটা জনপ্রিয় হিন্দী গান গাইতে শুরু করলো। গানটা শেষ হলে বিশ্বাস পেছনের ঘরে গিয়ে শামাকে বিশেষ পোষাকে সজ্জিত দেখলো। ছবিকেও কাপড় পরিয়ে নিয়েছে। সে বলল, "কি কোথাও যাচ্ছো?"

শামা ছবির জুতা ঠিকঠাক করে দিলো।

BanglaBook.org

তারপর বলল, "তুমি তোমার সব লজ্জা খোয়াতে পারো। কিন্তু সবাই তা করেনি। এটা শুধু মনে রেখো।"

সে জানে তুলসি পরিবারের মেয়েরা ওদের স্বামীদের সাথে ঝগড়া করে মাঝে-মাঝেই হনুমান হাউজে চলে যায়। সে বলল, "ঠিক আছে, গোছ-গাছ ক'রে চলে যাও। আমার মনে হয় ওরা ঐ বানরের বাড়িতে তোমাকে কিছু মেডেল দিতে যাচ্ছে।"

ও চলে যাওয়ার পর বিশ্বাস দোকানের সামনে দাড়িয়ে পেটে হাত বুলাতে লাগলো। তার বাকীর খদ্দেররা বাড়িতে ফিরছিল। এই ভাবনাটা তাকে আনন্দ দিলো যে অল্প দিনের মধ্যেই এই লোকগুলোর জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

"বিশ্বাস।" রাস্তা থেকে চিৎকার করলো মাংরু, "আমি ভেতরে যাওয়ার আগে বের হয়ে এসো।"

সকাল হয়েছে। মাংরুর হাতে একটুকরা কাগজ ধরা।

"বিশ্বাস।"

ভিড় জমতে শুরু করেছে। অনেকের হাতেই কাগজ।

"কাগজ, আমাকে সে কাগজ পাঠিয়েছে। এই কাগজের টুকরাটা আমি ওকে খাইয়ে দেবো। বিশ্বাস।"

বিশ্বাস দোকানের ঝাঁপি খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো, আইন ওর সঙ্গে আছে, ওকে রক্ষা করবে। সে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

"বিশ্বাস। এই কাগজটা আমি তোমাকে খাইয়ে দেবো।"

রাস্তা থেকে মহিলারা চেঁচামেচি করছে।

"আমাকে স্পর্শ করো" বিশ্বাস বলল।

উঠানের ভেতরে এগিয়ে এলো মাংরু।

"আমাকে স্পর্শ করো, আমি তোমাকে দেখিয়ে ছাড়বো।" মাংরু আরো এগোলো।

"আমি তোমাকে জেল খাটিয়ে ছাড়বো।"

তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হলো। মাংরু থেমে গেল। মিঃ বিশ্বাস বলল, "তোমাদের সবাইকে স্বাক্ষী রাখছি। ওকে স্পর্শ করতে দাও। আর কোর্টে সবাই আমার স্বাক্ষী হবে।"

মাংরু বিড়-বিড় করে বলল, "কাগজ, লোকটা আমায় কাগজ পাঠিয়েছে," তার অনুসারিদের নিয়ে হাটতে হাটতে সে বলল।

বিশ্বাস বলল, "আচ্ছা একজন কাগজ পেয়েছে। আমি আপনাদের বলছি টম, ডিক অথবা, হ্যারি যাতে আমার সাথে খেলা করার কথা না ভাবে। একজন কাগজ পেয়েছে। আরো অনেকেই কাগজ পেতে যাচ্ছে। আর আমার সাথে কথা বলতে আসবেন না। ছিবারণের কাছে গিয়ে কথা বলুন।

এক সপ্তাহ পর মতি যখন বিশ্বাসের দোকানে এলো ওকে ব্যাবসায়ী মনে হলো। মিঃ বিশ্বাসকে শুভেচ্ছা জানিয়েই সে তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো, কাউন্টারের উপর মেলে ধরলো। তারপর কলম দিয়ে নামগুলোতে টিক চিহ্ন দিতে লাগলো।

BanglaBook.org

"আচ্ছা, রত্নী টাকা দিয়েছে, দুখী দিয়েছে, সোহান, গোবর্ধন, রতন দিয়েছে।"

"আমরা ওদের ভয় দেখিয়েছি, তাই না? কাজেই ওদের বিরুদ্ধে কোন আইনী লড়াই চলবে না। এখন?"

"জানকী সময় চেয়েছে, প্রিতমও। তবে তারা দিয়ে দেবে, অন্যরা যেহেতু দিচ্ছে।"

"ভালো, ভালো, আমি তাহলে এখন থেকেই ওদের টাকা দিয়ে কাজ করতে পারি।"

মতি কাগজটা ভাঁজ করলো।

"তো?" বিশ্বাস বলল।

মতি কাগজটা পকেটে পুরলো।

মিঃ বিশ্বাস এমন ভাব করলো যেন সে তার জন্য আর অপেক্ষা করছে না। "আর মাংরু?"

"ওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে আমি খুশি হয়েছি। সত্যি কথা হচ্ছে ও আমাদের একটু ঝামেলায় ফেলেছে।" একটা লম্বা খাম বের ক'রে বিশ্বাসের হাতে দিয়ে সে বলল, এটা তোমর জন্য।"

এটর্নী জেনারেলের কাছ থেকে পাওয়া একটা শক্ত কাগজের পত্র।

অবিশ্বাস আর বিরক্তি নিয়ে ওটা পড়লো সে।

"এই মুসলিম মাহমুদটা কে যার নোংরা নামটা এই স্ট্যাম্পের নীচে লিখেছে? একজন সলিসিটর এবং দলিল লেখকও বটে। আমার মনে হয়ে ছিবারণই সব কাজ সামলায়।"

"না, না, এটা আদালতের হাজিরা সংক্রান্ত।"

"হাজিরা, হাজিরা।

"হায় ভগবান্? দেখো, দেখো মাংরু ওর ঋণের ক্ষতি করার জন্য আমাকে দায়ী করেছে।"

"আর ওরও একটা ভালো মামলা আছে। তুমি মানুষজনকে বলতে যেওনা সে তোমার টাকা ধার নিয়েছে। সবসময় ছিবাণরকে ওর ক্লায়েন্টদের বলতে শুনি, আমার উপর সব ছেড়ে দাও। তোমার মুখ বন্ধ রাখো, বন্ধ রাখো এবং বন্ধ রাখো, আর আমার উপর ছেড়ে দাও সব কিছু।"

"ছিবারণ আমাকে এইসব হাবিজাবি বলেনি। ঐ লোকটাকে আমি এখনো দেখিনি।"

"সে এখন তোমাকে দেখতে চায়।"

"সহজভাবে আমাকে ব্যাপারটা দেখতে দাও। মাংরু আমার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। এটা বলেছি আমি, ফলে সে কারও কাছ থেকে বিশ্বাস অর্জন করে মাল নিতে পারছে না টাকা ছাড়া। তাই সে আমার পেছনে লেগেছে। এইতো ব্যাপার? আর ঐ স্লিপগুলোর ব্যাপারটা কি?"

"ওগুলোতে স্বাক্ষর নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করেছিলাম, মনে করে দেখো। কিন্তু তুমি শোননি। ক্লায়েন্টরা শোনে নি। ক্লায়েন্টরা শোনে না। এটা একটা বড় কাজ

BanglaBook.org

হে। যেকোন কিছুর মতো এই ব্যাপারটা ছিবারণকে উদ্বিগ্ন করেছে। আমি তোমাকে বলতে পারি।"

"শোনো, এতে ছিবারণ উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমার ব্যাপারটা কি?"

"ছিবারণ মনে করে না আদালতে তুমি সুবিধা করতে পারবে। ব্যাপারটা বাইরে মিটিয়ে ফেলো।"

"তুমি টাকা-পয়সা দিয়ে মিটাতে বলছো? আমাকে শুনতে দাও কার কত টাকা লাগবে। এইভাবে ছিবারণ সব কাজ নিজের হাতে সামলায় তাই না?"

"তুমি জানো ছিবারণ শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। তুমি তোমার মামলাটা কোন ক খ বা অন্য কাউকে দিয়ে চালাতে পারো বিনিময়ে শত-শত টাকা দিয়ে। কেউ তোমাকে আটকাচ্ছে না।"

মিঃ বিশ্বাস শুনলো। সে আশ্চর্য হয়ে শুনলো মাংরুর উকিল মাহ্‌মুদ আর ছিবারনের মধ্যে বন্ধুসুলভ আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। মাংরু ইতোমধ্যে একশ ডলার দিয়ে লড়তে রাজী হয়ে গেছে। আর ছিবারণ বিশ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করে শুধু যে টাকাটা পণ বাবদ তোলা সম্ভব হবে সেটা নিতে চাইলো।

বিশ্বাস বলল, "ধরো অন্যসব দেনাদাররাও মাংরুর পথ ধরলো, তখন।"

মতি বলল, "এটা ভেবো না। তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে।"

যত তাড়াতাড়ি পারে মিঃ বিশ্বাস সাইকেল নিয়ে আরওয়াকাসে চলে গেল শামাকে নিয়ে আসতে। ওকে সে কিছুই বলল না। সে মিসেস তুলসি বা শেঠের কাছ থেকে টাকা ধার না নিয়ে মিসিরের কাছ থেকে নিলো তার জমানো দুইশ ডলারের পুঁজি থেকে।

দি চেজ এ মিঃ বিশ্বাস যতদিন ছিল তার অর্ধেক সময়ই এই ঋণ শোধ করতে কেটে গিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাস সব মিলিয়ে মোট ছয় বছর কাটিয়েছিল দি চেজ এ। দিনগুলো ছিল একঘেঁয়েমিতে ভরা যা শেষ হতো একইরকমভাবে। কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের বয়স বেড়েছিল। তার হাত-পায়ের চামড়া ঝুলে পড়ে গেছে, পেটটা স্ফীত হয়ে উঠেছে। এটা হয়েছে তার হজমের গোলমালের জন্য। তাই *ম্যাকলিনস ব্রান্ড স্টমাক পাউডার* শামার ক্রয় তালিকায় চাল, আটার মতোই স্থান করে নিয়েছে।

তার ছোট্ট পৃথিবীতে সে সবকিছু বাদ দিয়ে দিয়েছে, *স্যামুয়েল স্মাইল্‌স* পড়ে না সে, এই লেখক ওকে প্রচন্ড হতাশায় নিমজ্জিত করে। ধর্ম আর দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সে। আরওয়াকাসের দোকান থেকে সে *দি সুপার স্প্রিসুয়্যাল লাইফ'* কিনে এনেছে। তার মাঝে গভীর দার্শনিকবোধ ভর করেছে, দর্শনের বইগুলো ওকে পরমানন্দ দেয়। সে এই বোধ থেকে মুক্ত হতে পারে না যে, এগুলো ওর অবস্থানের সাথে সম্পর্কবিহীন। এবং কমপক্ষে সপ্তাহে একবার সে দোকান, শামা তার ছেলে-মেয়ে সব কিছুকে ছেড়ে রাস্তাকে আপন করে নেয়।

ধর্ম হচ্ছে একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় আঁকাআঁকি। সে তার দোকানের ভেতরের অংশ আর কাউন্টারের সামনেটা তুলি দিয়ে নিসর্গের দৃশ্য এঁকে ভরে দিয়েছে। সে শামার একটা পোর্ট্রেট আঁকার চেষ্টা করেছিল। মেঝেতে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে। চেষ্টা চালানোর পর মুখের স্কেচ শুরু করার আগেই শামা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লো।

BanglaBook.org

সে প্রচুর বই পড়ে, বিশেষ করে রিডার্স লাইব্রেরি থেকে আনা। পোর্ট অব স্পেন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মিসিরের একটা গল্প পড়ে সে লিখতেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কোন গল্প দাঁড় করাতে পারেনি। তার মধ্যে মিসিরের ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গী না এসে এক ধরণের অশ্রদ্ধা আর কৌতুকপূর্ণবোধ কাজ করে। লিখতে শুরু করলেই সবকিছু এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেটা হয়ে ওঠে মতি, মাংরু, ছিবারণ, শেঠ আর মিসেস তুলসি সম্পর্কে এক ধরণের ভাঁড়ামীপূর্ণ বর্ণনা।

সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে অদ্ভূত সব কাজ করে সে। সে তার নখগুলোকে অনেক বড় করে কাস্টমারদের চমকে দেয়ার জন্য। ওগুলো দিয়ে তার গালে কপালে আঁচড় কাটে। শরীরে যখন ছোট-ছোট ফুসকুঁড়ি দেখা দেয় ওগুলো মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষন করে, ওগুলো আকৃতির যথার্থতা নিরুপনের চেষ্টা করে। হঠাৎ হঠাৎ সে তার মুখে বিভিন্ন রঙের মলম লাগিয়ে দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে পরিচিত লোকজনদের স্বাগত জানায়।

শামা যখন বাইরে থাকে সেসময় সে এসব করে। আর শামা বেশীর ভাগ সময়ই হনুমান হাউজে চলে যায়। কোন ঝগড়াঝাটি না হলেও অনেকদিন থাকে। ছবির জন্মের তিন বছর পর শামার একটা ছেলে হলো। বিশ্বাস এবার কোন নাম দিলো না। শেঠ পরামর্শ দিলো ছেলেটার নাম হবে আনন্দ, আর বিশ্বাস কোন নতুন নাম ঠিক করেনি বলে সে মেনে নিলো। এই আনন্দই শামার সাথে যাওয়া আসা করতো। ছবি থেকে যেতো হনুমান হাউজে। মিসেস তুলসি যেটা চাইতো, শামাও তাই করতো। ছবিও ব্যাপারটা পছন্দ করতো। হনুমান হাউজের কর্মচঞ্চলতা, অনেক বাচ্চাকাচ্চা ওর ভালো লাগতো। দি চেজ এ এলে সে অস্থির হয়ে যেতো, খারাপ আচরণ করতো।

ছবি একদিন ওর মাকে বলল, "মা, তুমি আমাকে চিন্তা খালার কাছে দিয়ে বিদ্যাধরকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারো না?

বিদ্যাধর চিন্তার নতুন শিশুটির নাম, আনন্দের জন্মের কয়েক মাস আগে ওর জন্ম হয়েছে। আর ছবির এই অনুরোধের কারণ হলো, পারিবারিক রীতি অনুযায়ী চিন্তা হচ্ছে ওর খালাদের মধ্যে এমন একজন যে কিনা বাড়িতে অতিথিদের আনা মিষ্টি বা খাবার-দাবার সবার মাঝে বিতরণ ক'রে থাকে।

শামা একটা কৌতুক হিসেবে গল্পটা বিশ্বাসকে বলে, আর ও বুঝতে পারে না এতে মিঃ বিশ্বাস বিরক্ত হয়েছে।

সপ্তাহে একবার সে হনুমান হাউজে সাইকেলে চড়ে যায় ছবিকে দেখতে। কখনো কখনো ওর ভেতরে যেতে হয় না, ছবি ভবনের বাইরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করে। প্রতিবার গিয়ে সে ওকে ছয় সেন্টের একটা রূপালী কয়েন দেয় আর উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু প্রশ্ন করে।

"তোমাকে কে মেরেছে?"

ছবি মাথা নাড়ে।

"তোমাকে বকাবকি করেছে কে?"

"ওরা সবাইকে বকাবকি করে।"

ওর কোন রক্ষকের প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

এক শনিবারে ওর পায়ে শক্ত বুটজুতা যার সাথে লোহার ব্যান্ড বেঁধে দু'পায়ের পাশে ঝোলানো।

BanglaBook.org

"এগুলো কে বেঁধেছে তোমার পায়ে?

"নানু" ওর মধ্যে কোন বিকার নেই। সে ওর পায়ের জুতা, লোহার বেড়ী নিয়ে গর্বিত। "এগুলো অনেক ভারী।"

"এগুলো ওরা কেন তোমার পায়ে বেঁধেছে? তোমাকে শাস্তি দিতে?"

"শুধুমাত্র আমার পা দুটো সোজা করবার জন্য।"

ওর পা'দুটো সামান্য বাঁকা। কিন্তু সে বিশ্বাস করলো না যে ওভাবে তা ঠিক করা যায়। সে কারণ খোঁজারও চেষ্টা করলো না।

"এগুলো খুব বিশ্রী, তোমাকে খোঁড়া মনে হচ্ছে দেখে।" সে শুধু এটুকুই বলতে পারলো। কথাটা শুনে ও ভ্রু কুঁচকে বলল, "আমি এটা পছন্দ করি।" তারপর ছয় সেন্টের মুদ্রাটা নিয়ে বলল, "আমি এতে কিছু মনে করিনি অন্ততপক্ষে'। তুলসি পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কন্যাদের সন্তান জন্ম নেয়। একজন মেয়ের জামাই মারা গেলে তার সন্তান-সন্ততিরা এসে জায়গা নিলো হনুমান হাউজে। ওদের চাকচিক্যময় পোষাক-আশাকে আলাদা করে নজরে পড়তো যা'ছিল সাদা-কালো ইত্যাদি শোকের রঙের। এই খ্রীষ্টান পোষাক আশাক ওদের পছন্দ হলো না। এই নতুন আগন্তকদের আচরন ও কথাবার্তায় শামা দি চেজ এ চলে আসার কথা বলল। এমন কি ওদের বিরুদ্ধে চুরি এবং অন্যান্য দৃষ্টিকটু বিষয়ের অভিযোগ এনে ফিস্‌ফাস্‌ হতো। শামা ঐ বিধবার এতিম সন্তানদের বিশেষ শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অনুমোদন পাওয়ার সুপারিশ করে।

এসবকিছু মিঃ বিশ্বাসকে অস্বস্তি দেয়। সে লক্ষ্য করে যে ছবি অন্য আর কিছু নয়। ঐ নবাগতদের কীর্তিকলাপ এবং শাস্তির ব্যাপারে কথা বলে।

ছবি বলে, "মাঝে-মাঝে ওদের মা ওদেরকে নানুর হাতে তুলে দেয়।"

"দেখো, ছবি। তোমার নানী অথবা অন্য কেউ যদি তোমার গায়ে হাত দেয়, আমাকে শুধু জানাবে। তোমাকে যাতে ওরা ভয় না দেখায়। তখনই আমি তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো। আমাকে শুধু জানাবে।"

"আর নানু বিমলাকে বিছানায় শুইয়ে ওকে চোখ বেঁধে সারা শরীরে চিমটি কেটেছে।"

"ও ভগবান।"

"এতে কাজ হয়েছে। মেয়েটির ঐ ভাষা দূর হয়ে গেছে।"

মিঃ বিশ্বাসের জানতে ইচ্ছে হলো ছবিকেও ঐ রকম শাস্তি দিয়েছে কিনা। কিন্তু সে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলো।

"আমি নানুকে খুব পছন্দ করি। আমার মনে হয় সে খুব মজার। আর আমাকেও সে পছন্দ করে।"

"তাই নাকি?"

"আমাকে সে ছোট্ট-হাঁস ব'লে ডাকে।"

সে কোন মন্তব্য করলো না।

আরেকদিন ছবি বলল, "নানু আমাকে মাছ খাওয়া শেখাচ্ছে। আমার এটা পছন্দ নয়।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা, তুমি ওটা খাবে না। ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওদেরকে তুমি কোন খারাপ জিনিস খাওয়াতে দেবে না।"

"কিন্তু আমি না করতে পারি না। নানু সব কাঁটা বেছে আমাকে খেতে দেয়।"

দি চেজ এ ফিরে সে শামাকে বলে, "শোন, তুমি তোমার মাকে সব আজবাজে খাবার খাওয়ানো বন্ধ করতে বলবে।"

সে এটা জানতো। "মাছ? কিন্তু মাছের মগজ মস্তিষ্কের জন্য ভালো, তুমি জানো।"

"আমার মনে হয় তোমার পরিবারের লোকজন খুব বেশী আজে বাজে মাছের মগজ খায়। আর আমি চাই ওরা আমার মেয়েকে ছোট হাঁস বলে ডাকবে না। কেউ আমার সন্তানকে কোন নাম দিক আমি চাই না।"

"আর তুমি যে নাম দিয়েছো তার কি হলো?"

"আমি চাই ওরা এটা বন্ধ করুক, ব্যস।"

দি চেজ এ ওদের অবস্থিতি বেশি দিনের নয়, এটা ভুলতে পারেনি বলে সে এটার কোন উন্নয়ন ঘটায় না। গ্যালারীতে পার্টিশন দিয়ে একটা নতুন রুম সে তোলে না, অথবা বাড়ির সামনে কোন ফুল বা ফলের গাছ লাগানোর কথা ও চিন্তা করে না সে।

এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে একদিন সে আবিষ্কার করলো বাড়িটা এবং দোকানে তার বসবাসের বহু চিহ্ন ফুটে উঠেছে। খড়ের চালায় ঝুল জমেছে, পেছনের ঘরে ওর সিগারেটের ধূমোট গন্ধ।

আর এটাও বিস্ময়কর যে সে বুঝতে পারলো এতদিনকার এই উপেক্ষিত বছরগুলো ওর জন্য কোন কিছু অর্জনের বছর ছিল। তারা দি চেজ থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারতো শুধুমাত্র একটা গাধাচালিত গাড়িতে। এ বছর গুলোতে ওদের একটা সাদা কাঠের কিচেন সেফ পেয়েছে, শামার জন্য পেয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল। ফরাসী পালিশ দেয়া ড্রেসিং টেবিলটায় একটা বড় ঝক্‌ঝকে আয়না। এটাকে ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেডরুমের ভেতরে একটা অন্ধকার কোণায় রেখে দিয়েছে যার ফলে জিনিসটা প্রায় অব্যাবহৃত হয়ে পড়ে আছে। খড়ের ঘরে জিনিসটা আলাদা রকমের জৌলুশ নিয়ে টিকে আছে। শামা ঋণের ভয় পায় না, ও একটা ওয়ার্ডরোবও চেয়েছিল। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস বলে এটা ওকে কফিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রথম প্রথম হনুমান হাউজটাকে বিশৃঙ্খল মনে হলেও অল্প দিনেই মিঃ বিশ্বাস বুঝলো যে আসলে এখানে একটা নিয়ম অনুসৃত হয়, যেমন, পদমর্যাদা অনুযায়ী একজনের নীচে আরেকজন, চিন্তার পরে পদ্মা, শামা ও তাই, তারপর ছবি, আর বিশ্বাস এর মর্যাদা ওদের চেয়ে অনেক অনেক নীচে। হনুমান হাউজে এতো ছেলে-মেয়েদের বসবাস, মিঃ বিশ্বাস ভেবে পেতো না কিভাবে ওদের লালন-পালন করা সম্ভব। কিন্তু ওখানে ওদেরকে ভবিষ্যৎ অর্থ প্রতিপত্তির একটা উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর বিশ্বাসের ভেতর একটা অমূলক ভয় কাজ করতো যে ছবিকে হয়তো অমানবিক আচরণ সহ্য করতে হয়, বিশেষ করে ওর মাছের প্রতি অনীহার কারণে।

শুধু এই কারণেই যে হনুমান হাউজের ব্যাপারে ওর মনোভাব বদলেছে, তা নয়। এই বাড়িটা এমন একটা জগৎ যেটা দি চেজ এর চাইতে অনেক বেশী বাস্তব, এবং বাইরে থেকে আড়াল করা। তার এমন একটা পবিত্র স্থান প্রয়োজন। কখনো কখনো বাড়িটা তার কাছে তার শৈশবে দেখা তারাদের বাড়ির মতো মনে হয়। যখনই তার ইচ্ছা হয় সে হনুমান হাউজে চলে যায় এবং অনেক মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যায়। তার প্রতি বিদ্বেষ না দেখিয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। সে প্রায়ই সেখানে যায়, তার মুখটাকে সংযত করে এবং ওদের মনোযোগ পাবার চেষ্টা করে। এটা ওর একটা প্রচেষ্টা, আর এমনকি উৎসব অনুষ্ঠানে সবাই যখন আনন্দ আর উদ্যম নিয়ে কাজ করে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে থাকে সে।

এই অবজ্ঞা পরে মেনে নেয়ার পর্যায়ে যায়, আর সে খুশি হয়ে আবিষ্কার করে যে ওর অতীত আচরণের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে অনুমোদন পেয়েছে। উৎসবের দিন সবাই ওর কাছ থেকে বিভিন্ন কটূমন্তব্য শুনতে চায় এবং সে যা কিছুই বলে তাতে হাসাহাসি শুরু হয়। বর্তমানে সে তার প্রতীমা পূজা বন্ধ করেছে। ওরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে, হলঘরে এই আলোচনাটা একটা পারিবারিক বিনোদন হয়ে গেছে। সবসময়ই সে হেরে যায়, ওর বলা যুক্তিগুলো যেনতেনভাবে খন্ডিত হয়। আর এতে সকলে সন্তুষ্ট হয়। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ওর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে হরির মতো মিঃ বিশ্বাসও অন্যান্য জামাতাদের দেয়া গৃহস্থালী কাজের জন্য যেমন অযোগ্য তেমন হরির মতো বুদ্ধিমান ও।

উৎসব থাকলে ঐদিন সন্ধ্যায় গিয়ে বিশ্বাস ওখানে রাতে থেকে যায়। আর এই সময় তার পুরনো একটা গোপন লক্ষ্যের কথা মনে পড়ে। শৈশবে সে অযোধা আর পন্ডিত জয়রামের দ্বারা প্রভাবিত হতো। জয়রাম প্রায় দিনই সন্ধ্যাবেলা গোসল সেরে পরিষ্কার ধূতি পরে বারান্দায় বালিশে হেলান দিয়ে বই পড়তো। অন্যদিকে অযোধাও যখন চেয়ারে বসে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিতো মনে হতো ঐ চেয়ারটাতে সব আরাম। অন্য যেকোন কিছুর চাইতে অযোধার সাথে একসাথে খেতে বসলেও বিশ্বাসের মনে হতো তার প্লেটের চাইতে অযোধার প্লেটের খাবারটা বেশী সুস্বাদু। আবার ঘুমের বেলা পেষাক পাল্টে রকিং চেয়ারে দুলে দুলে যখন সে দুধ পান করতো মিঃ বিশ্বাসের মনে হতো সে বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করছে। সে ভাবতো যখন বড় হবে, পূর্ণ মানুষে পরিণত হবে সেও ঠিক এরকম রকিংচেয়ার কিনবে এবং এক গ্লাস গরম দুধ পান করবে। অথচ হনুমান হাউজে এই সন্ধ্যাগুলো এই আলোর ঝলকানির মাঝে ঝক্‌মকে মেঝেতে কুশন নিয়ে অন্য সবার সাথে গরম দুধ পান করে সে কোন তীব্র সুখ অনুভব করে না। বরং এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করে। সে জানে এখান থেকে বেরিয়ে তার উঠানে পা দিলেই সে অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি। তার দোকান, দোকানের তাকে সাজানো টিনের কৌটা যা বিক্রি হবে না কখনো, এসবই ওকে ভীত করে, ভবিষ্যতের ভয়। তার ভবিষ্যৎ সে জানে না, এটা একটা অন্ধকার, আর স্বপ্নগুলোর মতো শুন্য। যার মধ্যে সে আগামীকাল, তার পরের সপ্তাহ এবং তারও পরের বছর পার করতে করতে সে পতিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

অনেক বছর আগে একবার অযোধার মটর গাড়ির কন্‌ডাক্‌টরি করার সময় এক পড়ন্ত বিকেলে গ্রামের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার চোখে পড়লো দূরে একটা মাটির ঘরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে।

ঘরের চালার উপর দিয়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, রাতের খাবার রান্না হচ্ছে। ছেলেটার পরণে শুধু একটা সাদা কাপড়ের টুকরো, আর কিছুই নয়। আখের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বাসটা দ্রুত চলে গেল, কিন্তু বিশ্বাসের মনে ছবিটা এঁকে রইলো; অন্ধকার আকাশের নীচে একটা ছেলে মাটির ঘরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে কিনা জানে না বাসটা কোথায় যাচ্ছে, রাস্তাটা কোথায় চলে গেছে।

এবং, প্রায়ই হনুমান হাউজে পন্ডিতদের মাঝে বসে ঐসব উৎসব অনুষ্ঠানে বসে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে ঐ মূহুর্তগুলো উপভোগ করার চেষ্টা করতো অন্যদের মতো করে।

আর হনুমান হাউজে তার খুশি হওয়ার প্রচেষ্টার সময়গুলোতে দি চেজ এ শামার সাথে তার আচরণ খিট্‌খিটে হয়ে উঠতে লাগলো। প্রতিবার ওখানে গিয়েই ফিরে এসে শামাকে সে তুলসিদের ব্যাপারে অভিযোগ করতো, মজা বা ফ্যান্টাসী ছাড়াই সে ওদের সম্পর্কে তীব্র কটূক্তি করতো।

শামা বলতো, "ওদের হিপোক্রেসির ব্যাপারে বলছো, ওদরে মুখের উপর সেটা বলতে পারোনা কেন?

সে ভাবতে থাকে যে শামা হয়তো ওকে হনুমান হাউজে ফিরেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফন্দি আঁটছে। সে অবাক হতো শামা ওকে এটা বিশ্বাস করাতে উৎসাহিত করছে না যে দি চেজ এর অবস্থানটা সাময়িক। এখানকার কোন কিছুর উন্নয়নের ব্যাপারে ও তাকে বলে না। দি চেজ হলো শামার সময় কাটানোর স্থান, ও হনুমান হাউজকেই বাড়ি বলতো। আর সেটা শামা, ছবি আর আনন্দের বাড়ি, কিন্তু তার নয়। প্রতি ক্রিসমাসে সে এটা উপলব্ধি করে।

তুলসিরা ওদের বাড়িতে এবং দোকানে সমান তালে ক্রিসমাস পালন করে। এটা ওদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। সব মেয়ে-জামাইরা এমনকি শেঠও হনুমান হাউজ থেকে বের হয়ে তাদের যার যার পরিবারে ফিরে যায়। এমনকি মিসেস ব্লাকিও তার নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যায়।

মিঃ বিশ্বাসের জন্য ক্রিসমাসের দিনটা খুব হতাশাজনক। এইদিন সে প্যাগোটে তার মা আর *তারা* আর অযোধাকে দেখতে যায়। ওদের কেউই ক্রিসমাস পালন করেনা। তার মা তাকে দেখে এতোই কাঁদতে থাকে যে সে বুঝতে পারে না সে খুশি হয়েছে কিনা। প্রতিবারই এক কথা বলে। সে কথা বলার সময় চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হয় তার বাবা বেঁচে আছে। নিজের কথা সে সামান্যই বলে। যেখানে আছে সেখানে সুখেই আছে। তার কোন সন্তানের উপর সে বোঝা হতে চায় না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে গিয়ে বলে তার জন্য চা বানাতে যাচ্ছে, সে দরিদ্র এর চেয়ে বেশী কিছুর কথা বলতে পারেন না। সামান্য পরিমানে চা, যাতে দুধের পরিমান বেশী আর কাঠ পোড়ানো গন্ধ, তিনি বলেন এটা খাওয়ার দরকার নেই। সে তার কাঁধে হাত রাখে কর্তব্যবোধ থেকে। তিনি আবারও কাঁদতে থাকেন, সেই একই কথা বলেন। আরো বলেন তাকে

BanglaBook.org

বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য টমেটো, গাজর, লেটুস পাতা দিয়ে দেবেন। তাঁকে এক ডলার দেয় সে, অবাক না হয়ে সেটা গ্রহন করেন তিনি কোন ধন্যবাদ না দিয়েই। তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলে বিশ্বাস খুশি হয়।

অবশেষে শামা বলল সে আর দি চেজ এ থাকতে চায় না। সে দোকানটা ওদের ফেরত দিয়ে হনুমান হাউজে ফিরে যেতে চায়। এতে আবার সেই পুরনো ঝগড়া, শুধু এখন শামা যা কিছু বলে তা সত্য।

"এখানে আমরা কিছুই করছি না।" শামা বলল।

"ঠিক আছে, *মিসেস স্যামুয়েল স্মাইল্স্*। দেখো, আমি দোকানের ঐ নোংরা পুরনো কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি বলো আমার আসলে আর কি করা উচিত। বলো।"

"তুমি জানো আমি এটা বোঝাইনি।"

"তুমি চাও আমি স্পিনিং জেনি আর উড়ন্ত যান তৈরি করি? স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করি?"

আর এভাবেই এই বিতর্ক শেষ হয় অপমানে এবং কিছুদিন নীরবতা বজায় রেখে।

শেষের দুই বছর দি চেজ এ এরকমই পারস্পারিক বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। শুধুমাত্র হনুমান হাউজেই শান্তি ছিল।

তৃতীয় বারের মতো শামা গর্ভবতী হলো।

ওর পেটে হাত দিয়ে সে বলে, "ঐ বানর-বাড়ির জন্য আরো একজন আসছে।"

"এতে তোমার কিছুই করার নেই।"

আর যদিও সে ঠাট্টা করে কথা বলে, এতে আরেকটা সাংঘাতিক ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে এবং এক পর্যায়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ওকে আঘাত করে।

ওরা দু'জনই আশ্চর্য হয়ে যায়। একটা বাক্যের মাঝখানেই শামা থেমে যায়। কিছু সময় পর্যন্ত অসম্পূর্ণ বাক্যটি মনে থেকে যায়। মনে হয় কথাটি সে বলেছে। তার চাইতেও শক্তিশালী, ওর নীরবতাই বিশ্বাসকে অপমানিত করে সম্পূর্ণভাবে। ও আনন্দকে পোষাক পরিয়ে আরওয়াকাসে চলে যায়।

এটা ঘুড়ি ওড়ানোর দিন, বিকালবেলা যখন উত্তরের পাহাড় থেকে বাতাস বয়ে আসছে আকাশে বিভিন্ন রঙের লম্বা লেজওয়ালা ঘুড়ি দেখা যায়। সেভাবে আর দুই তিন বছর পরে সে আর আনন্দ একত্রে ঘুড়ি ওড়াতে পারবে।

সে সিদ্ধান্ত নিলো এইবার শামাই আগে আসবে। তাই বেশ কয়েক মাস সে হনুমান হাউজে গেল না, ছবিকে দেখতেও না। তারপর যখন সে আঁচ করলো নতুন শিশুটি জন্ম নিয়েছে সে তার দোকান বন্ধ করে সাইকেলে চড়ে আরওয়াকাসে গেল।

আরওয়াকাসে যখন পৌছুলো তখন অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারে হনুমান হাউজটি ধূসর মনে হচ্ছে, সেখানে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বয়স্ক লোকদের হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেছে।

এই মানুষগুলিকে মিঃ বিশ্বাসের একটু অচেনা আর রোমান্টিক মনে হয়। তারা এই সময়টার জন্য বেঁচে থাকে। তারা ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না, যেই ভুমিতে বাস করে তার প্রতি আগ্রহ দেখায় না। তারা সর্বক্ষণ ভারতে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু

BanglaBook.org

সুযোগ এলে বেশীর ভাগই যেতে অস্বীকার করে, অজানার ভয়, এই পরিচিত ক্ষণস্থায়িত্বকে ছেড়ে যাবার ভয়। প্রতি সন্ধ্যায়ই তারা এই বাড়িতে আসে, ধুমপান করে, গল্প করে আর ভারত নিয়ে কথা বলা অব্যাহত রাখে।

মিঃ বিশ্বাস বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। লম্বা টেবিলে বসে কেউ কেউ খাচ্ছিলো, কেউ চেয়ারের বা বেঞ্চে বসে, কেউ মেঝেতে। তুলসিদের দুই বোন এবং মিসেস ব্লাকি তত্ত্বাবধানে ছিল।

ওকে দেখে কেউ অবাক হলো না। সে কৃতজ্ঞতাবোধ করলো। সে ছবিকে খুঁজলো, ওকে খুঁজে বের করতে সমস্যা হলো। ছবিই ওকে প্রথম দেখলো, কিন্তু টেবিল ছেড়ে এলো না। সে এগিয়ে গেল ওর কাছে।

ছবি বলল, "তোমাকে অনেকদিন দেখতে পাইনি।" তবে সে এতে কষ্ট পেয়েছে কিনা তা বলল না।

"তোমার ছয় পয়সা পাওয়া হয়নি, তাই না?" সে ওর প্লেটের দিকে তাকালো, শিমের তরকারী, টমাটো ভাঁজা আর রুটি। "তোমার মা কোথায়?"

ওর আকেরটা বাবু হয়েছে, তুমি জানতে?"

সে পিতৃহীন ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে তাকালো, সবাইকে সে চেনে না ভালো করে। ওরা তাকে একজন দর্শনার্থী বাবা হিসেবে কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করে।

ছবি বলল, "মা বলেছে যে তুমি ওকে মেরেছো।"

পিতৃহীন ছেলে-মেয়েগুলো অবিশ্বাস আর ভয়ের চোখে তাকালো। ওদের চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেছে।

মিঃ বিশ্বাস হাসলো। বলল, "সে ঠাট্টা করেছে।"

ছবি বলল, "মা উপরের তলায়। ময়নাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছে।"

"ময়না, হুঁ? আরেকটা মেয়ে!" সে হালকাস্বরে বলল, দু'জন তুলসি বোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো। "এই পরিবারটা মেয়ে শিশুতে পরিপূর্ণ।" ওরা চাপা হাসি হাসলো। সে ওদের দিকে ঘুরে হাসলো।

শামা গোলাপঘরে ছিল না, বরং দুটো ঘরের মাঝখানে কাঠের সেতুতে ছিল। বেবি-সোপ, সুগন্ধী-পানি মেঝের উপর। ছবির কথা অনুযায়ী ঠিকই শামা শিশুটিকে স্নান করাচ্ছিল।

শামা ওকে দেখলো, কিন্তু শিশুটার দিকে মনোযোগ দিলো। সে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ভাঁজ করে উপরে তুলছে। তালি দিয়ে আবার ছেঁড়ে দিচ্ছে।

মিঃ বিশ্বাস লক্ষ্য করলো।

ময়নাকে কাপড় পরাতে পরাতে বলল, "তুমি খেয়েছো?" সে মাথা নাড়লো। এক ঘন্টা আগেও ওরা আলাদা ছিল। আর শুধু তাই নয়। শামা খাওয়ার কথা বলছে, অথচ ওর গলায় এমন কোন ভাব নেই যাতে ফুটে উঠতে পারে খাবার নিয়ে ওদরে মধ্যে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঝগড়ার আভাস। শামার খাবার না খেয়ে সে প্রায়ই দোকান থেকে টিনজাত মাছ খেতো, ওর দেয়া খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।

BanglaBook.org

শামার বুকের কাছে ময়না ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে আনন্দের পাশে শুইয়ে দিলো ও। শামা আর মিঃ বিশ্বাস যখন বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল ছেলে-মেয়েরা সবাই মাদুরে বসে পড়ছিল অথবা কার্ড খেলছিল। শামা বলল,

"আম্মা অসুস্থ।"

এই কারণেই ছেলে-মেয়েরা দেরীতে খাবার খেলো এবং বোনদেরও বেশী দেখা যায়নি।

শামা তার জন্য খাবার বেড়ে দিলো। সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, রুটির বাইরেরটা শক্ত হয়ে আছে। সে কোন অভিযোগ করলো না।

শামা জানতে চাইলো, "তুমি কি রাতে ফিরে যাচ্ছো?"

সে জানে সে আর কখনোই ফিরে যেতে চায় না। সে কিছুই বলল না।

"তুমি বরং এখানেই ঘুমাও আজ।"

কয়েকজন বোন হলঘরে এসেছে। তাসের প্যাকেট আনা হলো, ওরা দলবেঁধে বসে পড়লো। চিন্তার খেলাটা একটু নাটকীয়। সে কৌশলে জিততে পছন্দ করে। মিঃ বিশ্বাস সবই লক্ষ্য করলো।

উপরের বারান্দায় ছেলে-মেয়েদের মাঝখানে শামা বিশ্বাসের জন্য বিছানা পেতে দিলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন সে হলঘরে গেল দেখলো সব বোনেরা ওদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত করছে। দিনের এই সময়টাতেই শুধু বোঝা সম্ভব কার সন্তান কোন জন। সে অবাক হয়ে দেখলো শামা একটা ব্যাগের ভেতর শ্লেট, চক্, পেন্সিল, প্রথম শ্রেণীর বইপত্তর ভরে দিচ্ছে। সবশেষে শামা একটা কমলা মুড়ে দিলো টিস্যু কাগজে, ব্যাগে রাখতে রাখতে ছবিকে বলল, "টিচারের জন্য।"

মিঃ বিশ্বাস জানতো না যে ছবি স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

শামা একটা বেঞ্চে বসে ছবিকে দু'পায়ের মাঝখানে নিয়ে চুল আঁচড়ে দিলো, ওর নেভী ব্লু ইউনিফর্মের কলার ঠিক করে দিলো। তার মেয়ে অনেকদিন ধরে এই কাজটা করছে। অথচ সে কিছুই জানে না।

শামা বলল, "আজ যদি তোমার জুতায় ফিতা আল্‌গা হয়ে যায় তুমি কি ওগুলো বাঁধতে পারবে?" ও ঝুঁকে ছবির জুতার ফিতা খুলে দিলো। আমি দেখি তুমি কেমন বাঁধো?"

"তুমি জানো আমি বাঁধতে পারি না।"

"জলদি করো, নয়তো তোমার পিঠে বেত পড়বে।"

"আমি বাঁধতে পারি না।"

"এসো, আমি বেঁধে দেই।" মিঃ বিশ্বাস নির্লজ্জভাবে পিতৃত্ব জাহির করলো।

"না," শামা বলল, "ওকে ফিতা বাঁধা শিখতে হবে। নয়তো আমি ওকে বাড়িতে আটকে রেখে পেটাবো যতক্ষন না ও বাঁধতে পারে।"

হনুমান হাউজে এভাবেই কথা বলতে হয়। দি চেজ এ শামা কখনো এভাবে কথা বলে না।

BanglaBook.org

কেউ এখনো মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু শামা যখন একটা বেত খুঁজলো যেগুলো হলঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা থাকে সব সময়, অন্যান্য বোনেরা এবং ওদের ছেলে-মেয়েরা সবাই হৈ-চৈ থামিয়ে এদিকে মনোনিবেশ করলো কি ঘটে দেখার জন্য।

মিঃ বিশ্বাস ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল, ও তখন ভয়ে কাঁপছিল। মেঝেতে বসে ফিতাটা নাড়াচাড়া করে চেষ্টা করলো। কিন্তু আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ওগুলোকে একত্র করে শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করলো। ওর ব্যর্থতা সবার হাসির উদ্রেক করছিল। এমন কি শামাও বেত হাতে নিয়ে ওদের এই হাসি আনন্দকে মেনে নিচ্ছে।

"ঠিক আছে, শেষবারের মতো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন চেষ্টা করো।" শামা বলল।

ছবি আবারও বাঁধতে লাগলো অপরিপক্ক হাতে। এবার হাসিটা একটু কম হচ্ছে।

শামা বলল, "তুমি আসলে আমাকে লজ্জা দিতে চাও। তোমার মতো একটা ধাঁড়ি মেয়ে, ছয় বছর বয়স চলছে, নিজের জুতোর ফিতাটা পর্যন্ত বাঁধতে পারে না। জয়, এসো তো।"

জয় অন্যকোন বোনের ছেলে। ওর মা ওকে সামনে ঠেলে দিলো, মহিলার কোলে আরেকটা শিশু।

"জয়কে দেখো, ওর মাকে ওর ফিতা বেঁধে দিতে হয় না। আর ও তোমার চেয়ে পুরো এক বছরের ছোট।"

"চৌদ্দমাসের ছোট।" জয়ের মা বলল।

"আচ্ছা, চৌদ্দ মাসের।" শামা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে হাত উঠিয়ে বলল, "তুমি আমাকে ছোট করতে চাও?"

ছবি তখনো মাটিতে বসে আছে।

শামা জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, "জলদি করো এখনি।" সাথে সাথে ছবি লাফিয়ে পড়ে বোকার মতো ওর ফিতাটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

কেউ হাসলো না।

ছবির পায়ে শামা বেত দিয়ে ছপাৎ করে আঘাত করলো।

মিঃ বিশ্বাস তাকিয়ে ছিল, ওর মুখে হাসি স্থির হয়ে আছে। সে আস্তে একটু শব্দ করে শামাকে থামতে বলল।

ছবি কাঁদছিল।

বিধবা সুশীলা সিঁড়ির উপরে এসে দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের স্বরে বলল, "আমার কথা মনে রেখো।"

ওদের সবার মনে পড়লো। অসুস্থের জন্য সবাই চুপ করলো। শামা মেজাজ খারাপ করে রান্নাঘরে চলে গেল।

সুমতি, দি চেজ এ বেত মারার জন্য সুপরিচিত, সে ছবিকে ওর কাছে টেনে নিলো। ছবি ওর জামায় চোখ মুছলো, ফোঁপাতে লাগলো। সে তখন ওর জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলো।

দি চেজ এ শামা খুব কমই মারতো ছবিকে, আর তাও দু'একটা চড়-থাপড়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হনুমান হাউজে বোনেরা প্রায়ই গল্প করে মিসেস তুলসির বেত

BanglaBook.org

মারার ব্যাপারে। কোন কোন বেত মারার ঘটনা ওরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে যেনো কোন হত্যা কান্ডের ঘটনার বর্ণনা করছে। আর এমনকি বোনেদের মাঝে কে সবচেয়ে বিশ্রীভাবে মার খেয়েছে সেটা নিয়েও বড়াই চলে।

মিঃ বিশ্বাস নাশ্‌তা সারলো। কালো বড় ড্রাম থেকে বিস্কুট, লাল মাখন আর হাল্‌কা গরম চা। রাগ হওয়া সত্ত্বেও শামা ঠিকমতই ওর দায়িত্ব পালন করছে। ওকে খেতে দেখে শামার রাগ আরো বাড়লো, আরো রক্ষণাত্মক হয়ে উঠলো। অবশেষে সে বলল,

“তুমি কি আম্মাকে দেখেছো?”

সে বুঝলো।

ওর গোলাপ ঘরে এলো। সুশীলা ওদের ঢুকতে দিয়ে সাথে সাথে বের হয়ে গেল। একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। আস্তে-আস্তে। মিসেস তুলসি শুয়ে আছে, কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

টেবিলের উপর বিভিন্ন বোতল, পাত, গ্লাস। তার পাশে রাখা চেয়ারে শামা বসলো। মিসেস তুলসির সাথে বিশ্বাস হিন্দীতে কথা বলতে চাইলো না, কিন্তু বলার সময় হিন্দী বের হয়ে এলো। “কেমন আছেন, আম্মা? কালরাতে আপনাকে দেখতে আসতে পারিনি, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।” ওর ব্যাখ্যা দেয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না।

“তুমি কেমন আছো?” নাকি-স্বরে অত্যন্ত নরম গলায় বলল সে, “আমি বুড়ো মানুষ, আমি কেমন আছি তা কোন বিষয় নয়।”

কন্ঠস্বরের কোমলতাকে কর্তৃত্বে রূপ দিয়ে সে বলল, “আমার মাথাটা একটু টিপে দাওতো, শামা।”

শামা তাই করলো, বিছানার এক পাশে বসে মাথায় ব্যান্ডেজটা খুলে চুলগুলো আলগা করলো। তারপর ওগুলোকে ভাগ-ভাগ করে তালুর মধ্যে ওষুধ ঘষে ঘষে লাগাতে লাগলো। আরামে দু'চোখের পাতা বুজলো মিসেস তুলসি।

“তোমার মেয়েকে দেখেছো তুমি?”

মিঃ বিশ্বাস হাসলো।

মিসেস তুলসি বলল, “দু'মেয়ে। আমাদের পরিবারটা এদিক দিয়ে দুর্ভাগা। তোমার শ্বশুর মারা যাবার পর আমার ভয়ের কথা চিন্তা করো। চৌদ্দজন মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। আর যখন তুমি তোমার কন্যাসন্তানকে বিয়ে দেবে তুমি বলতে পারো না ওদেরকে তুমি কেমন জীবনে ঠেলে দিচ্ছো। ওরা ওদের ভাগ্য নিয়ে বেঁচে থাকবে। শ্বাশুড়ি, ননদ, অলস স্বামী, বউ-পেটানো।”

শামার দিকে তাকালো মিঃ বিশ্বাস। ওর মনোযোগ মিসেস তুলসির মাথার প্রতি। শামার আঙুল চালনায় মিসেস তুলসি আরামে চোখদুটো বন্ধ করে বলে ওঠে, “আহ্!”

মিসেস তুলসি বলে, “একজন মাকে এটাই মানতে হয়। আমি কিছু মনে করি না। দীর্ঘ জীবনে আমি জেনেছি তুমি কারও কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারো না। তুমি কি ভাবো যে আমি চাই তুমি আমাকে দেখেই মাথা নীচু করবে, আমার পায়ে কদমবুছি করবে? না। আমি আশা করি তুমি আমায় গায়ে থুথু ফেলবে। আমি এটাই প্রত্যাশা করি। যখন তুমি আবার পাঁচশত-ডলার চাইতে আসবে আমার কাছে তুমি কি চাও আমি

BanglaBoi.org

বলি, "এর আগে আমি তোমাকে পাঁচশ' ডলার দিয়েছি, তুমি আমার গায়ে থুথু মেরেছো। কাজেই এবার আমি তোমাকে পাঁচশ-ডলার দিতে পারবো না? তুমি চাও আমি এটা বলি? না। আমি চাই আমার গায়ে যারা থুথু ফেলবে তারা আবার আসুক আমার কাছে। আমার একটা কোমল হৃদয় আছে। তোমার যখন নরম হৃদয় থাকবে তখন তুমি নরম মনেরই থাকবে। তোমার শ্বশুর আমাকে সব সময় বলতো, 'আমার বধূ,' সে বলতো, 'তোমার মনটা সবচেয়ে কোমল আমি এ পর্যন্ত যতজনকে দেখেছি তাদের মধ্যে। সতর্ক থেকো, মানুষ তোমার এই কোমল হৃদয়ের সুবিধা নেবে, একে ক্ষত-বিক্ষত করবে।' আরও বলতো, 'তোমার যখন একটা কোমল হৃদয় থাকবে তোমার হৃদয়টা কোমলই থাকবে।"

তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বালিশের উপর তার কাঁচাপাকা চুল ছড়িয়ে আছে।

মিঃ বিশ্বাস লক্ষ্য করলো তখন, অন্ধকারে যেটা সে লক্ষ্য করেনি, শামার গালও ভেঁজা। ও নিশ্চয়ই নীরবে কাঁদছিল।

মিসেস তুলসি বলল, "আমি কিছু মনে করি না।" নাকটা টেনে সে বাম দিতে বলল। শামা হাতে বাম নিয়ে তার মুখে-নাকে মেখে দিলো। সে মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস নিলে শামা হাতটা সরিয়ে নিলো। মিসেস তুলসি বলল, তবে আমি জানি না শেঠ কি বলবে।"

সেই সময়েই শেঠ ঘরে ঢুকলো। মিঃ বিশ্বাস আর শামাকে উপেক্ষা করে সে মিসেস তুলসিকে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছে, তার কথায় উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠলো। ঘরের অন্য মানুষেরা তাকে বিরক্ত করছে এরকম অসহিষ্ণুতা দেখা গেল। বিছানার অন্যপাশে বসলো সে।

মিসেস তুলসি আলতোস্বরে বলল, "আমরা কথা বলছিলাম।"

শামা সামান্য ফোঁপালো।

শেঠ দাঁত দিয়ে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করলো, খুবই যন্ত্রনার একটা আওয়াজ বের হলো, যেন সে নিজেই খুব অসুস্থ। মিসেস তুলসি বলল, "তুমি কিছু মনে করো না।"

মিঃ বিশ্বাস পুরোপুরি বুঝলো সে যেটা অনুমান করেছে মিসেস তুলসির কথায় এবং শামার চোখের পানি দেখে সেটাই ঠিক। এই দৃশ্যটা পূর্ব পরিকল্পিত। এটা শুধু আলোচনা নয়, সিদ্ধান্তও বটে। আর শামা এই দৃশ্যের রচয়িতা, সে তার বিপর্যস্ততা কাটিয়ে ওঠার জন্যই চোখের জল ফেলছে। অন্য দিক থেকে ওর কান্নার যৌক্তিকতা আছে; এই কান্না ওর দুরবস্থার জন্য যা তার অদৃষ্ট ডেকে এনেছে ওর স্বামীর মাধ্যমে।

শেঠ ইংরেজীতে জানতে চাইলো, "তাহলে দোকানটার ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি?" শেঠের গলার স্বরে যন্ত্রণা, যদিও সে ব্যবসায়ীদের মতো করে কথা বলছিল।

মিঃ বিশ্বাস কিছু ভাবতে পারলো না। বলল, "দোকানের জন্য জায়গাটা ভালো নয়।"

শেঠ বলল, "আজকের খারাপ জায়গাটা আগামীকাল ভালো হয়ে যেতে পারে। মনে করো আমি এখানে ওখানে টাকা ছিটিয়ে ওখান দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড নিয়ে গেলাম? হুঁ?" তারপর বলল, "তুমি কারও কাছে ধারের টাকা পাও না?"

"হ্যাঁ, অনেক লোক আমার কাছে বাকী নিয়ে টাকা দিচ্ছে না।"

"মাংরুর সাথে হয়েছে সেটা নয়। আমার মনে হয় ত্রিনিদাদে তুমিই একমাত্র লোক যে কিনা ছিবারণ আর মাহমুদকে চেনে না।"

শামা এবার খোলাখুলি কাঁদছিল।

শেঠ হঠাৎ করেই মিঃ বিশ্বাসের উপর থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল, বলল, "চুঃ চুঃ।" সে ওর পায়ের বুটজুতাটর দিকে তাকালো।

মিসেস তুলসি বলল, "তুমি কিছু মনে করো না। আমি জানি তোমার কোমল মন নেই। তবুও তোমার কিছু মনে করা ঠিক নয়।"

শেঠ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তাহলে দোকানটার কি করতে যাচ্ছি আমরা?"

মিঃ বিশ্বাস শ্রাগ করলো।

"ইনস্যুর-এন্ড-বার্ন?" শেঠ বলল।

বিশ্বাস বুঝলো এই ধরণের কথাবার্তার সঙ্গে বিপুল অঙ্কের টাকা-পয়সার সম্পর্ক।

শেঠ তার দু'হাত বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে বলল, "এটাই তোমার জন্য একমাত্র পথ যা তুমি করতে পারো।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "এর মাধ্যমে আমি কতো পেতে পারি?"

"এটা না করলে যা পেতে তার চাইতে বেশী। দোকানটা আম্মার, মালামাল তোমার। মালামালের জন্য তুমি প্রায় পাঁচাত্তর থেকে একশ' ডলার পেতে পারো।"

এটা বিশাল অঙ্কের টাকা। মিঃ বিশ্বাস হাসলো।

কিন্তু শেঠ শুধু বলল, "এবং এরপর, কি?"

মিঃ বিশ্বাস চিন্তা করছে এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করলো।

শেঠ বলল, "আমি গ্রীন ভেইলে একজন ড্রাইভার চাইছি।"

শামা জোরে ফোঁপানোর শব্দ করে হঠাৎ মিসেস তুলসির মাথা থেকে হাত সরিয়ে মিঃ বিশ্বাসের কাছে এসে বলল, "কাজটা নিয়ে নাও, আমি তোমার কাছে মিনতি করছি।" সে কাজটা গ্রহণ করার জন্য ব্যাপারটা সহজ করে দিলো। ও কাজটা করবে, শেঠকে কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, "ও কাজটা করবে।"

শেঠকে একটু দুঃখিত মনে হলো, সে ঘুরে বসলো।

মিসেস তুলসি গোঙাচ্ছে।

শামা তখনও কাঁদছে, সে বিছানার কাছে গিয়ে মিসেস তুলসির মাথায় হাত বোলাতে লাগলো।

মিসেস তুলসি 'আহ্' ধ্বনি করলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমি এস্টেটের কাজ কিছুই জানি না।"

শেঠ বলল, "তোমার কাছে কেউ আবেদন জানাচ্ছে না।"

মিসেস তুলসি বলল, "তোমার কিছু মনে করা উচিত না। তুমি জানো আওয়াদ আমাকে কি বলতো। সে সব সময় অভিযোগ করে যে পদ্ধতিতে আমি মেয়েদের বিয়ে দেই সে ব্যাপারে। আর আমার মনে হয় সে ঠিকই বলে। কিন্তু এরপর আওয়াদ কলেজে যাচ্ছে, পড়ছে, সারাক্ষণ নতুন কিছু শিখছে। আমি, আমি খুবই সেকেলে।" সে আওয়াদকে নিয়ে গর্ব করলো, নিজের সেকেলেপনা নিয়ে গর্ব করলো।

BanglaBook.org

শেঠ দাঁড়ালো। মেঝেতে ওর বুটের শব্দ হলো, মিসেস তুলসি সামান্য বিরক্ত। কিন্তু শেঠের যন্ত্রণা তখন উবে গেছে। সে তার খাকি শার্টের পকেট থেকে আইভরি সিগারেটের হোল্ডারটা বের করে মুখে ধরালো। আগুন জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, "আওয়াদ। ওকে তোমার মনে আছে, মোহন?"

সে হাসলো।

"ঐ বুড়ো মুরগীর বাচ্চা।"

"যা গেছে তা গেছে।" মিসেস তুলসি বলল, "মানুষ যখন শিশু থাকে ওরা শিশুর মতোই আচরণ করে। বড় হলে পূর্ণ মানুষের মতো আচরণ করে।"

শামা জোরে-জোরে মিসেস তুলসির মাথায় হাত বোলাতে লাগলো, আর সে বারবার "আহ্, আহ্" ধ্বনি করে গেল। মিসেস তুলসির মুখে, নাকে, মাথায় ঔষধ মাখিয়ে দিলো।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "যেটা বলছিলেন, ইন্স্যুর-বার্নিং। ব্যাপারটা কে দেখবে? আমি?"

শামা এই প্রথমবার হাসলো। শেঠ দেখলো মিসেস তুলসিও 'খুক্' করে একটু হেসে উঠলো। বলল, "ও চাইছে," সে ইংরেজীতে বলল, "কড়াই থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় কোথায় "

ওরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো।

"আগুনের ভেতর।"

একটা হাস্যরসের পরিবেশ তৈরী হলো।

মিঃ বিশ্বাস উচ্চ গলায় দ্রুতলয়ে বলল, "আমরা ঠিকভাবে কাজটা করছি তো?"

শেঠ বলল, "তুমি প্রথমে তোমার আসবাবপত্রগুলো বের করবে।"

"আমার ব্যুরো।" শামা ওর মুখের উপর হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। যেন সে মিঃ বিশ্বাসকে ছেড়ে আসবার সময় ঐ ফার্নিচারটা সাথে নিয়ে আসতে ভুলে গেছে।

"তুমি জানো, তোমার জন্য এই কাজটা করাই উত্তম হবে।" শেঠ বলল।

শামা বলল, "না, চাচা। ওর মাথায় এইসব ধারণা ঢোকানো শুরু করবেন না।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ওকে নিয়ে ভয় পাবেন না। আমাকে শুধু বলুন।"

শেঠ আবার বিছানায় বসলো। "আছা, দেখো", সে বলতে লাগলো, ওর কণ্ঠে আনন্দের আভাস। "তুমি মাংরুকে নিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছো। তুমি পুলিশের কাছে যাও এবং তোমার জীবনটা মাংরুর হাতের মুঠোয় তুলে দাও।"

"আমার কী মাংরুর হাতে তুলে দেবো?"

"ওদেরকে এই হাঙ্গামার ব্যাপারে বলো। মাংরু তোমাকে হত্যার হুমকী দিচ্ছে বলো। আর যখনই তোমার কোন কিছু ঘটবে ওরা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মাংরুকে তুলে নেবে।"

"আপনি বোঝাতে চাইছেন ওরা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমাকে তুলে নেবে। কিন্তু আমাকে সোজাসাপ্টা বিষয়টা দেখতে দিন। আমি যখন একটা তেলাপোকার মতো মরে

BanglaBook.org

পড়ে থাকবো, আপনি চান আমি হেঁটে হেঁটে এই অবস্থায় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বলি, "আমি আপনাদের এটাই বলেছিলাম।"

মিসেস তুলসি তখনো তার নিজের সেই কৌতুকের জন্য হাসি হাসি মুডে ছিল, সে মিঃ বিশ্বাসের এই অজুহাত শুনে হাসিতে আবার ফেটে পড়লো।

শেঠ বলল, "হ্যাঁ তুমি মাংরুর মাথার নীচে নিজের জীবন পেতে দাও। দি চেজ এ ফিরে যাও তুমি। সেখানে চুপচাপ থাকো। এক, দুই সপ্তাহ, এমনকি তিন সপ্তাহ যেতে দাও। তারপর তুমি সামান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। শামাকে ওর ব্যুরো নিয়ে আসতে দাও। বৃহস্পতিবার, অর্ধদিবসে তুমি তোমার দোকানের সর্বত্র পিচ অয়েল ছিটিয়ে দেবে। তুমি যেখানে ঘুমাও সেখানে ছাড়া। রাতের বেলা তুমি ওটাতে দিয়াশলাই চালিয়ে দেবে। খুব অল্প সময়ে এটা করবে, বেশী সময় নেবে না। আর তারপর তুমি বাইরে বেরিয়ে এসে মাংরুর নাম ধরে চিৎকার করবে।

"তার মানে," মিঃ বিশ্বাস বলল, "এজন্যই এখানে এতো মটরগাড়ি পুড়ে প্রতিদিন? আর এতো এতো বাড়ি?"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Green Vale

গ্রীন ভেইল

মিঃ বিশ্বাস পরবর্তীতে যখনই গ্রীনভেইলের কথা মনে করতো, তার মনে পড়তো গাছগুলোর কথা, লম্বা খাড়াখাড়া গাছ, আর তাতে দীর্ঘ পাতাগুলো এমন ভাবে ঝুলে থাকতো যে গাছের গুঁড়িগুলো ঢেকে গিয়ে গাছগুলোকে মনে হতো শাখা-প্রশাখাবিহীন। পাতাগুলোর অর্ধেকই ছিল মৃত। একদম চূড়ার দিকের পাতাগুলো ছিল গাঢ় সবুজ। ধীরে ধীরে চূড়ার সবুজ পাতাগুলোও হলুদ বর্ণ হয়ে যেত, তারপর বাদামী হয়ে জীর্ণ হয়ে যেত। অতঃপর নীচের মরাপাতার উপর ঝুলে পড়তো, তবে মাটিতে খসে পড়তো না। আবার নতুন পাতা গজাতো, ছুড়ির ফলার মতো তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোন সজীবতা ছিল না। পাতাগুলো শুধু বড় হতো, তারপর একসময় ওগুলোও শুকিয়ে যেত এভাবেই। গ্রীন-ভেইলের জায়গাটা ছিল একটু স্যাতস্যাতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন। দীর্ঘ গাছগুলো ছায়া ফেলতো রাস্তায়। ব্যারাকগুলোর পুরোটা ঘিরে ছিল ওই গাছগুলো।

ব্যারাকগুলো দেখার সাথে সাথেই মিঃ বিশ্বাস স্থির করে ফেলল তার নিজস্ব একটা বাড়ি করার সময় এসে গেছে যেমন করেই হোক । ওখানে একেকটা পরিবারের জন্য একটা করে কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছিল। একটা লম্বা ঘরকে বারোটা ভাগে ভাগ করে মোট বারোটা পরিবারের স্থান সংকুলান করা হয়। কাঠের তৈরী বাড়িটা কংক্রিটের ছোট ছোট পিলারের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। দেয়ালের সাদা রঙে ময়লা ধরে গেছে। ঘরটির মাঝামাঝি যে দশটি কক্ষ আছে ওগুলোর প্রতিটাতে সামনে একটা দরজা আর পেছনে একটা জানালা। তবে দুই প্রান্তে কক্ষ দু'টোর একটা সামনের দরজা, একটা পেছনের জানালা এবং পাশে একটা জানালা রয়েছে। ড্রাইভার হিসেবে মিঃ বিশ্বাস একপ্রান্তের একটা কক্ষ পেয়েছে। তার কক্ষের পেছনের জানালাটা এর আগে যে ভাড়াটিয়া ছিল সে বন্ধ করে সংবাদ পত্র সেঁটে দিয়েছে। এখন শুধু ওখানে জানালাটার অস্তিত্বই বোঝা যায়। কাজটা কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের, কারণ কোনটাই ভালো করে লাগানো হয়নি।

ঐ কক্ষে তারা তাদের সব ফার্নিচার রাখলো, রান্না ঘরের শেলফ্, খাবার টেবিল, খাট, মিঃ বিশ্বাসের সদ্য কেনা রকিং চেয়ার আর একটা ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলটার একটামাত্র ড্রয়ার ছিল তার নিজের। অন্যগুলোর কোনটাতে যদি কোনভাবে সে খুলে ফেলতো কখনো, তার কাছে মনে হতো সে অনধিকার প্রবেশ করছে। ব্যাপারটা সে গ্রীন ভেইলে আসার সময়ই উপলব্ধি করে। শামা আর তার ছেলে-মেয়েদের ভালো ভালো পোষাকগুলোর পাশাপাশি ওগুলোতে শামার বিবাহ সার্টিফিকেট, ছেলে-মেয়েদের বার্থ সার্টিফিকেট, একটা বাইবেল আর বাইবেলের ছবি যেগুলো সে মিশন স্কুল থেকে পেয়েছিল। কোন ধর্মীয় অনুভূতি থেকে সে ওগুলো রাখেনি। বরং অতীতের সুকৃতিকে

BanglaBook.org

মনে করার জন্যই সে ওগুলো রেখে দিয়েছিল। আরো ছিল নর্দামবার-ল্যান্ডের একজন কলম বন্ধুর অনেকগুলো চিঠি মিঃ বিশ্বাস উপন্যাস পড়ে পড়ে বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ অনুভব করতো। সে কখনো বিশ্বাস করতো না যে এই বাইরের বিশ্বের সাথে শামার কোন সংযোগ আছে।

"তুমি কি তোমার লেখা চিঠিগুলো কোন ভাবেই রেখে দাওনি?"

"হেডস্যার ওগুলো পড়ে পড়ে পোস্ট করে দিতো।"

"তোমার চিঠিগুলো পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।"

তো এভাবে মিঃ বিশ্বাস একজন ড্রাইভার অথবা সাব-ওভারশিয়ার হয়ে গেল, মাসে পঁচিশ ডলার বেতনে, যা একজন শ্রমিকের পাওনা টাকার প্রায় দ্বিগুন। শেঠকে সে বলেছিল যে সে এস্টেট এর কাজ ভালো জানে না, সে সারাজীবন ইক্ষু ক্ষেতের মধ্যে বড় হয়েছে, সে এই লম্বা লম্বা গাছগুলোর বেড়ে ওঠা, রসে পরিপূর্ণ হওয়া, অথবা ফসল তোলার উৎসব সম্পর্কে জানে। কিন্তু সে জানে না কি করে আগাছা বাছতে হয়, ক্ষেতে নিড়ানি দিতে হয়, জানে না কখন নতুন চারার পাশে আগাছার জঞ্জাল তৈরী হয়। শেঠের কাছ থেকে সে নির্দেশনা পেতো, প্রতি শনিবার শেঠ গ্রীন-ভেইলে আসতো, শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করতে। মিঃ বিশ্বাসের কক্ষের বাইরে রান্নাঘরের সামনে টেবিল নিয়ে বসতো সে। এসময় বিশ্বাসকে তার কাছে বসিয়ে শ্রমিকদের কাজের পরিমান পড়ে শোনাতে হতো।

মিঃ বিশ্বাস জানতো না যে তার বাবা রঘু ড্রাইভারদের কিরকম পছন্দ করত, সম্মান করতো। তবে শ্রমিকদের যখন সবুজ রঙের মানিব্যাগ থেকে তাদের পাওনা টাকা বুঝিয়ে দেয়া হতো, ঐ ব্যাগের প্রতি ওদের প্রচন্ড দূর্বলতা সে অনুভব করতো। মিঃ বিশ্বাস আনন্দের সাথে ওগুলো নাড়াচাড়া করতো আর ভাবতো তার ভাইয়েরাও নিশ্চয়ই কোন এস্টেটে এমনি করে সারিবদ্ধ হয়ে মজুরী নিচ্ছে।

প্রতি শনিবার সে এমনি ক্ষমতার স্বাদ নিতো। কিন্তু অন্যদিনগুলোতে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। অন্যদিনগুলোয় সে বাঁশের লাঠি নিয়ে বের হতো আর শ্রমিকদের কাজের হিসাব-নিকাশ করতো। কিন্তু ওরা জানতো বিশ্বাস এ'কাজে অভ্যস্ত নয়। সপ্তাহে একদিন শনিবার শেঠের সামান্য তিরস্কারকে ওরা বেশী ভয় পেতো সারা সপ্তাহে বিশ্বাসের একটু লম্বামাখা আপত্তির চাইতে। বিশ্বাস কোন অভিযোগ করতে চাইতো না শেঠকে। মিঃ বিশ্বাসকে দেখে শ্রমিকেরা ওদের টুপিটা চোখের ওপর সরিয়ে বাঁকাচোখে তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে, দুই তিনটা যুবা বয়সী শ্রমিক ওর সাথে অভদ্রভাষায়, দুর্বিনীত স্বরে কথা বলতো। মাঝে মাঝে সে ভাবতো তারও শেঠের মতো ঘোড়ায় চড়া উচিত।

এক শনিবারে ঠাট্টার ছলে সে শেঠকে বলে বসলো,

"এই লোকগুলোর সাথে পাশাপাশি বাস করাটা আমার বন্ধ করতে হবে।"

শেঠ বলল, "তোমার জন্য একটা বাড়ি তৈরী করবো।"

কিন্তু শেঠ শুধুই কথার কথা বলেছিল। বাড়ি তৈরীর কথা আর কখনোই উল্লেখ করেনি শেঠ। মিঃ বিশ্বাসও ব্যারাকেই থাকতে লাগলো। সে শ্রমিকদের অন্যায় সম্পর্কে বলা শুরু করলো, প্রথমদিকে সে যেমন হতবাক হয়ে যেত সপ্তাহে মাত্র তিন ডলারে

BanglaBook.org

তাদের কিভাবে চলে এটা ভেবে, এখন সে অবাক হয়ে বলে এত বেশী টাকা তারা কেন পায়। সে শামার কাছে বলে,

"তুমিই আমাকে এই পথে এনেছো। তুমি আর তোমার পরিবার। তাকাও আমার দিকে। আমাকে দেখতে কি শেঠের মতো লাগে? আমাকে দেখো তুমি, তারপর বলো এই কাজ কি আমার?"

ক্ষেত থেকে সে ঘরে ফিরতো ঘামে ভিঁজে, ধূলো-ময়লায় মাখামাখি হয়ে। পোকা-মাকড়ের কামড় আর গায়ের চামড়া এখানে ওখানে ছিলে গিয়ে সে বিরক্ত হয়ে যেত।

রাতের বেলা সে টেবিলে বসে মাছ অথবা শামার তৈরী প্যানকেক খেতো। সামনের দরজা দিয়ে সে খেতে বসতো। খেতে খেতে সে দেয়ালের সংবাদপত্র গুলো পড়তে থাকে। পুরনো স্যাঁত-স্যাঁতে স্কনিজের গন্ধ তাকে মনে করিয়ে দিতো তার বাবার সেই বাক্সের কথা, খাটের নীচে রাখা, যেটি গাছের তলায় মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে।

ব্যারাকে কোন বাথরুম ছিল না, তবে পেছন দিকে একটা ওয়াটার ব্যারেল ছিল চাল থেকে পানি গড়িয়ে ফেলার জন্য। মিঃ বিশ্বাস একটা প্যান্ট পরে সেখানে দাঁড়িয়ে হিন্দী গান গাইতে গাইতে গোসল সারতো। তারপর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে প্যান্টটা খুলে ফেলতো। এই অবস্থায় তোয়ালে জড়িয়ে সে সব গুলো রান্নাঘর আর কক্ষের সামনে দিয়ে সবার সম্মুখে ঘরে ফিরতো

এমনি একদিন তার তোয়ালেটা হঠাৎ খুলে পড়ে গিয়েছিল।

সে ক্ষেতের মধ্যে এমনি একটা যন্ত্রনাদায়ক দিন পার করে এসে শামাকে বলল,

"এই তুমি আর তোমার পরিবার আমাকে এই অবস্থায় ফেলেছো।"

ব্যারাকে একদিন বিব্রতকর অবস্থায় দিন কাটিয়ে শামা তার সবচাইতে বাজে খাবারটা রান্না করলো,তারপর তার ছেলে আনন্দ যে কিনা কথা বলতে জানে তাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে হনুমান হাউজে চলে গেল।

পরের শনিবারে শ্রমিকদের মজুরী দেয়া হয়ে গেলে শেঠ হেসে হেসে বলল,"তোমার স্ত্রী বলল তার ব্যুরোর একেবারে উঁচুতে বাম পাশের ড্রয়ারটা খুলে তার গোলাপী বডিসটা নিয়ে যেতে, আর মাঝের ড্রয়ারের বাম কর্ণারে ছেলেটার পায়জামা আছে।"

"আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো কোন ছেলের?" কিন্তু মিঃ বিশ্বাস তার শত্রু পক্ষের ড্রয়ার খুলে হতড়ালো। ঠিক যাওয়ার আগে আগে শেঠ বলল,

"আমি কিছুটা ভুলে গেছি, ঐ দোকানটা বোধ হয় 'দি চেঞ্জ' এ।"

শেঠ তার পায়জামার পকেট থেকে নোটগুলো বের করে একজন যাদুকরের মতো মেলে ধরলো। একটার পর একটা নোট। মিঃ বিশ্বাসের হাতে সে নোটগুলো রেখে গুনলো। পঁচাত্তর ডলার। হনুমান হাউজের গোলাপী ঘরে সে এই সংখ্যাটাই উল্লেখ করেছিল।

মিঃ বিশ্বাস খুবই খুশি আর কৃতজ্ঞ হলো। সে টাকাগুলো একজায়গায় রেখে দেয়ায় মনস্তাপ করলো, এর সাথে আরো টাকা জমিয়ে সে বাড়ি করবে ভেবে।

বাড়ি করার ব্যাপারটা সে গভীর ভাবেই ভেবে রেখেছে, আর সে জানে সে কেমনটা চায়। ভালো জায়গায় সত্যিকারের একটা বাড়ি। যা নির্মিত হবে খাঁটি সামগ্রী দিয়ে।

BanglaBook.org

মাটির দেয়াল, কাঁচা মেঝে, গাছের বাকল আর ঘাসের তৈরী চাল নয়। সে চায় কাঠের দেয়াল, প্রলেপ দেয়া লোহার চাল, যার ছাদ হবে কাঠের। ছোট্ট একটা বারান্দা হবে কংক্রিটের, তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে ছোট্ট ড্রয়িং রুমের দরজাটা, রঙ করা। এরপর থাকবে একটা ছোট বারান্দা। কংক্রিটের শক্ত পিলারের উপর সে একতলার বদলে দুইতলা বাড়ি করবে। ভবিষ্যতে বাড়িটার উন্নয়ণের জন্য পথ খোলা থাকবে। উঠানের মাঝখানে পরিচ্ছন্ন একটা আচ্ছাদনের নীচে থাকবে রান্নাঘর, মূল বাড়ি থেকে যাওয়ার পথটাও আবৃত হবে। বাড়িটাতে রঙ করা হবে, চালের রঙ হবে লাল, বাইরের দেয়ালে চক্‌লেট রঙ আর জানালাগুলো সাদা।

বাড়ির ব্যাপারে বিশ্বাসের কথা শামাকে ভীত আর অধৈর্য্য করে তোলে যা ঝগড়াতে পরিণত হয় অনেক সময়। তাই সে তার এই ছবিটি সম্পর্কে শামাকে কিছু বলে না। শামাও দীর্ঘদিন যাবত হনুমান হাউজে বাস করতে থাকে। তার বোনদেরকে এখন আর কোন ব্যাখ্যা শোনাতে হয় না। গ্রীন-ভেইলে আরওয়াকাসের বাইরে তুলসিদের জমির অংশ, এটা সবসময় হনুমান হাউজের বর্ধিত অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

শামার পাঠানো বরফ-ঠান্ডা খাবারকে ফেরত পাঠিয়ে দিতো সে, আবার টিনের খাবারের উপর ক্লান্ত হয়ে মিঃ বিশ্বাস নিজেই রান্না করতে শিখলো। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে সে হাঁটতে যায়। কখনো কখনো ঘরেই থাকে। কখনো কখনো তার কিছুই করার থাকে না, সে দেয়ালের পত্রিকাগুলো পড়ে, আর সিগারেটে টান দেয়। বেশ কিছু খবর তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অবচেতন মনে সে ওগুলো জোরে জোরে পড়তে থাকে, অন্যান্য শ্রমিক আর শেঠের সামনে। শব্দগুলো সে সিগারেটের প্যাকেট অথবা ম্যাচ বাক্সের খালি জায়গায় লিখতো।

ক্রিসমাস আসন্ন, আরওয়াকাসের দোকানগুলোকে তুষার আর সান্তাক্লজ এর প্রতীক দিয়ে সাজানো হচ্ছে। একমাত্র ক্রিসমাসের সময়ই এই প্রতীকগুলো জমকালো রুপ নেয় আর কোন একটা অর্থ বহন করে। ধীরে ধীরে তুলসি স্টোরেও আনন্দ উচ্ছলতার রেশ পাওয়া যেতে থাকে। বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে যা থাকে নীরব আর অন্ধকার। দোকানের তাকে নতুন পোষাক উঠতে থাকে, খাবার টেবিলে ছুড়ি, কাঁচি আর চামচের ঝন্‌ঝনানি। এখন প্রায় প্রতিদিনই এখানে হৈচৈ, হট্টগোল। গ্রামোফোনে বাজে তুলসি-স্টোর সহ অন্যান্য দোকানে, মার্কেটের বিভিন্ন দোকানে। যন্ত্রচালিত পাখির ডাক, পুতুলের নৃত্য, খেলনা সামগ্রী তোলা হচ্ছে দোকানে, পুরনো সব সামগ্রীকে সরিয়ে ফেলে নতুন নতুন জিনিস আসছে। আভিজাত্যের সাথে এগুলো শোভা পাচ্ছে, আবার বাদামী কাগজের মোড়কে একের পর এক বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

মিসেস তুলসি সময় সময় এসে দোকানের দেখাশোনা করছেন, তার পরিচিত লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছেন, মাঝে মাঝে কিছু জিনিস বিক্রিও করছেন। ক্রিসমাস ইভের দিন সকালে আনন্দ-উচ্ছাস চরম আকার ধারণ করলো, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই সব চুপচাপ হয়ে গেল, দোকানের ডিসপ্লেগুলো এলোমেলো, কোথাও কোথাও সরানো হয়ে গেছে। কাজেই ক্রিসমাস আসার আগেই দোকানগুলো দেখে মনে হলো উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে। সন্ধ্যার মধ্যে পুরো মনোযোগ চলে যায় মিলনায়তন আর খাবার ঘরগুলোতে।

BanglaBook.org

সেখানে রান্নবান্নার দায়িত্বে ছিল সুমতি আর শামা, যার কোন কিছুতেই পারদর্শিতা নেই, সে সুমতির অন্যান্য সহায়কদের একজন হয়ে তাকে সাহায্য করছিল। হনুমান হাউজে অন্যান্য সময়ের সাধারণ খাবার রান্না হয় বলে উৎসবের এই রান্না থেকে বিশেষভাবে সুবাস ছড়াচ্ছিল।

তুলসি-স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে। খেলনাগুলো স্টকে রেখে দেয়া হয়েছে। রাতের বেলা গ্রীন-ভেইলে সাইকেল চালাতে চালাতে মিঃ বিশ্বাসের মনে হলো সে ছবি আর আনন্দের জন্য কোন উপহার কেনেনি। তবে ওরা তার কাছ থেকে কিছু আশাও করে না, তারা জানতো ক্রিসমাসের সকালে তারা তাদের মোজার মধ্যে তাদের উপহার পেয়ে যাবে।

মেয়েরা সবাই ব্যাস্ত ছিল বলে বাচ্চাদের যৎসামান্য খাবার দেয়া হলো। তারপর মোজার ভেতর খোঁজা শুরু হলো, কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে। ভাগ্যবান যারা ছিল, বিশেষত মেয়েরা কয়েকদিন আগেই তাদেরটা যোগাড় করে নিয়েছিল। আর ছেলেরা বালিশের কভারে খোঁজার প্রতিযোগিতায় নামলো। তারা জেগে থাকবে বলছিল, কিন্তু রাত বাড়তেই একের পর এক তারা ঘুমে ঢলে পড়লো।

একটা আওয়াজ পেয়ে আনন্দের ঘুম ভাঙলো। সে তার বালিশের গিলাপটা মেঝেতে দেখতে পেলো, ওটা খালি মনে হচ্ছিল। তবে খোলার পর দেখা গেল ওটতে একটা বেলুন আছে, অন্যান্য ছেলেরাও যেরকম পেয়েছে। আনন্দ বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে দোকানে এই রকম বেলুন দেখেছিল। সাথে গাঢ় নীল মোড়কের মাঝে একটা লাল আপেল, আর একটা টিনের বাঁশি। ছবি তার মোজার ভেতরে একটা বেলুন, একটা আপেল আর রাবারের পুতুল পেলো। সব ছেলে-মেয়েরা একই রকম উপহার পেয়েছে বলে তাদের ঈর্ষার ব্যাপার ছিল না। বাঁশিগুলো একটু বেজেই থেমে গেল, বেশীর ভাগ ছেলে তাদের বেলুনগুলো ফাটিয়ে ফেলল নীচতলায় মিসেস তুলসিকে চুমু খেতে যাবার আগেই। সব বয়সী ছেলে-মেয়েরা কমবেশী সন্তুষ্ট হয়ে নীচতলায় এলো যেখানে মিসেস তুলসি বড় একটা টেবিলে বসে অপেক্ষা করছিল, তাদের মায়েরাও অপেক্ষা করছিল। তারা বলল, "হ্যাপি সান্তাক্লজ।" কোন বাচ্চা মিসেস তুলসিকে চুমু না খেয়ে খাবারের দিকে মনোযোগ দিলে তাদের মা আবার ডেকে নিয়ে আসছিল ওদের।

চা আর বিস্কুট দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে ছেলে-মেয়েরা দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বেশীর ভাগ বাঁশির আওয়াজ থেমে গেছে, বেলুন ফেটে গেছে অধিকাংশের। মেয়েরা ফাটা বেলুনের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো ফুলিয়ে বিভিন্ন রঙের আঙ্গুর তৈরী করলো।

লাঞ্চটা ভালোই ছিল, লাঞ্চের পর ওরা চায়ের জন্য অপেক্ষা করলো। সুমতির কেক, চিন্তার তৈরী স্থানীয় একটা চেরীস ব্রান্ডি, তারপর আবার চিন্তার বানানো আইসক্রিম, খুবই মজাদার ছিল এটা। ক্রিসমাস শেষ হলো, রাতের খাবার যথারীতি নিম্নমানের। অন্যান্য বছরের মতোই হনুমান হাউজের ক্রিসমাসের সমাপ্তি হলো একটা সাধারণ প্রথার মতো। ব্যারাকের ক্রিসমাসে কোন আপেল ছিল না, মোজা ছিল না, কেক তৈরী, আইসক্রিম বানানো অথবা অন্যকোন প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা, কিছুই ছিল না। দিনটি শুরু হতো প্রচুর খাওয়া দাওয়া, পানাহার করার মাধ্যমে। আর শেষ হতো ছেলে-

Banglabook.org

মেয়েদের না মারলেও বউকে পিটিয়ে। মিঃ বিশ্বাস তার মাকে দেখতে গেল, রাতে খাওয়া-দাওয়া করলো *তারার* ওখানে। *বক্সিং* এর দিনে সে তার ভাইদের দেখতে যায়। তার ভাইয়েরা নিম্ন গোত্রের পরিবারের মেয়েদের বিয়ে করেছে, ক্রিসমাসটা ওরা ওদের স্ত্রীদের সাথেই কাটায়।

পরদিন বিশ্বাস গ্রীন-ভেইল থেকে সাইকেল চালিয়ে আরওয়াকাসে গেল, হাইস্ট্রিট পার হবার মূহুর্তে সে দেখলো দোকান-পাটগুলো খুলেছে আর তাতে কমদামে ক্রিসমাসের সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। তার মনে পড়লো উপহারের কথা সে ভুলে গিয়েছিল। মিঃ বিশ্বাস সাইকেল থেকে নেমে ওটা দাঁড় করিয়ে রাখলো। একজন দোকানী তার সাথে আলাপ শুরু করলো, তাকে সিগারেট অফার করলো। তারপর বিশ্বাসকে নিয়ে দোকানের ভেতরে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সে একটি বড় 'পুতুলের বাড়ি' নিয়ে দোকানীসহ বেরিয়ে আসছে, তাদেরকে খুবই উচ্ছসিত মনে হচ্ছিল । একটি ছেলে ওটাকে সাইকেলের সাথে বেঁধে দিলে একপাশে মিঃ বিশ্বাস আর অন্যপাশে ছেলেটিসহ রওনা দিলো।

পুতুলের বাড়িটা খুবই চমৎকার। এর রান্নাঘরের চুলাটা এতো সুন্দর যে মিঃ বিশ্বাস বাস্তবে কখনো এমনটি দেখেনি। হনুমান হাউজের কাছে এসেই বিশ্বাসের উচ্ছাস থেমে গেল, সে অবাক হয়ে গেল তার কৃতকর্মে, তারপর ভয় পেলো। কারণ সে তার একমাসের বেতনের চাইতেও বেশী খরচ করে ফেলেছে। এটা আর সে ফেরৎ দিতে পারবে না। আর সে আনন্দের জন্য কিছুই আনেনি। এরকমই হয় সব সময়। ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবতে গেলে সে মূলত: ছবির কথাই মনে করে। দি চেজ এর প্রথম মাসগুলোতে ছবি তার জীবনের একটা অংশ হয়েছিল। সে ওকে চেনে জানে। আনন্দ পুরোপুরি তুলসিদের।

হনুমান হাউজে আসার আগেই সবাই ঐ পুতুলের বাড়িটার কথা জেনে গিয়েছিল। হলঘরে সব বোনেরা আর তাদের ছেলে-মেয়েরা জড়ো হলো। মিসেস তুলসি টেবিলের একপাশে বসে তার ঠোঁট ঢেকে রেখেছিল পর্দা দিয়ে।

পুতুলের বাড়িটা হলঘরে রাখা হলো, ছবি সামনে এগিয়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস সবাইকে জিজ্ঞেস করলো তার ভরাট কণ্ঠে,

"আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হচ্ছে?" সব বোনেরা চুপ করে রইলো।

তারপর, শেঠের স্ত্রী পদ্মা, যে কিনা সাধারণত কম কথা বলে, সে একটা লম্বা কাহিনী শোনালো। যদিও গল্পটা মানতে মিঃ বিশ্বাস অস্বীকার করলো। এটা একটা বিশাল পুতুলের বাড়ির গল্প। শেঠের ভাইয়েরা ওটা বানিয়েছিলো কারও কন্যার জন্য যে ছিল ভীষন সুন্দরী। ঘটনার অল্প দিন পরেই মারা গিয়েছিল মেয়েটি।

পদ্মা এসব বলার সময় ছেলে-মেয়েরা সবাই ঐ ঘরটির সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ বিশ্বাস এতে খুশি না হলেও ওরা যখন ঐ ঘরটির দরজা খোলা আর বিছানাগুলো ছুঁয়ে দেখার জন্য ছবির অনুমতি চাইছিল তার ভালো লেগেছিল। ছবি অনুমোদন দেয়ার সময় এমন ভাব করছিল যেন সে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত।

"অন্যদের জন্য কি এনেছো তুমি?" এটা মিসেস তুলসির কণ্ঠ।

BanglaBook.org

"আর কোন ঘর ছিল না।" মিঃ বিশ্বাস হালকা গলায় বলল। মিসেস তুলসি বলল, "আমি যখন দেই সবাইকে দেই। আমি গরীব, কিন্তু আমি দিলে সবাইকে দেই। এটা ঠিক আমি 'সান্তা ক্লজ' দিয়ে শেষ করতে পারি না।"

হাসতে হাসতে রসিকতার ছলে কথাগুলো বলছিল সে, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ বিশ্বাস দেখলো তার মুখচোখ ক্রোধে কঠিন হয়ে আছে।

চিন্তা জোরে চেঁচিয়ে বলল, "বিদ্যাধর, শিবধর, জলদি এসো। অন্যের জিনিসে নাক গলিওনা।

সংকেত পেয়ে অন্যান্য বোনেরাও তাদের ছেলে-মেয়েদের শাসাতে শুরু করলো অন্যের জিনিসে নাক গলানোর জন্য শাস্তির ভয় দেখিয়ে।

"তোমার পিঠ আমি গুড়িঁয়ে দেবো।"

"তোমার হাড় ভেঙ্গে দেবো।"

আর সুমতি বলল, "তোমাকে চাবুকপেটা করবো আমি।"

শামা ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ছবি, এটা নিয়ে উপরের তলায় চলে যাও।"

মিসেস তুলসি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শামা তোমার বাড়িতে যাওয়ার আগে আমাকে জানান দেয়ার কৃপা নিশ্চয়ই হবে।" সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে চলে গেল, তাকে অনুসরণ করলো বিধবা সুশীলা।

সব বোনেরা একত্র হয়ে আছে আর শামা একা দাঁড়িয়ে, আতঙ্কে তার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে আছে।

মিঃ বিশ্বাসের দিকে সে তাকালো অনুযোগের দৃষ্টিতে।

সে চটপট বলল, "আচ্ছা, আমি বরং বাড়ি চলে যাই, ব্যারাকে।"

সে ছবি আর আনন্দকে তার সাথে বাড়ির বাইরে যেতে বলল। ছবি স্বেচ্ছায় এলেও আনন্দ যথারীতি বিব্রত হলো। মিঃ বিশ্বাস সাথে সাথে ভাবলো ছবির তুলনায় এই ছেলেটি হতাশাব্যঞ্জক। সে খুবই পাতলা, রোগা। আকারে ছোট আর মাথাটা বেশ বড়। তার সাথে সহজ হতে কুণ্ঠিতবোধ করে মিঃ বিশ্বাস। আনন্দের কাঁধে হাত রাখলে সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস ছবিকে বলল, "তুমি এটা আনন্দকে খেলতে দেবে কেমন?"

"ওতো ছেলে।"

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে বলল, "এরপর তুমি একটা কিছু পাবে আমার কাছ থেকে।"

আনন্দ তার বাবার পায়জামাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি গাড়ি চাই। বড় গাড়ি।"

মিঃ বিশ্বাস এর মানে বুঝলো, সে বলল,"ঠিক আছে, তোমার গাড়ি পেতে যাচ্ছো শিঘ্রই।"

সাথে সাথে ছেলেটি দৌড়ে উঠানে গিয়ে কাল্পনিক ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগলো, "আমি একটা গাড়ি পাবো, কি মজা, আমি একটা গাড়ি পাবো।"

বিশ্বাস একটা গাড়ি কিনলো; না, বড় গাড়ি নয় যেমনটা আনন্দ চেয়েছিল। এক শনিবারে কাজ শেষে গাড়িটা নিয়ে সে আরওয়াকাসে এলো। ঐ দালান থেকেই তার

BanglaBook.org

আসার ব্যাপারটা লক্ষ্য করা হয়েছিল। পাশের গেটটি ধাক্কা দিয়ে খুলতেই ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে ভয়ে ভয়ে বলতে লাগলো,

"ছবি, তোমার বাবা তোমাকে দেখতে এসেছে।"

ছবি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো, তাকে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে চিৎকার করতে লাগলো।

ছেলে-মেয়েরা সবাই চুপ করে আছে। সে সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ আওয়াজ শুনতে পেলো। রান্না ঘরের ঐ প্রান্ত থেকে ফিস্‌ফাস শুনতে পেলো সে। বলল,

"আমাকে বলো।"

মেয়েটি ফোঁপানো থামিয়ে বলল, "ওরা ওটা ভেঙ্গে দিয়েছে।"

"দেখাও আমাকে।" সে চিৎকার করে উঠলো।

তার উচ্চ কণ্ঠ শুনে মেয়েটি কান্না থামিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগলো। সে তার পেছনে পেছনে গেল। উঠানের ঐ পাশে খোলা আকাশের নীচে দিয়ে গিয়ে দেখলো একটা আস্ত গাছের নীচে একটা নোংরা ভাঙ্গা বেড়ার তলায় ওটাকে ফেলে দেয়া হয়েছে। সে ভেবেছিল বাড়িটার দরজা জানালাগুলো শুধু ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু না পুরো বাড়িটাই চুরমার হয়ে গেছে। ওটার কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু কতগুলো জ্বালানী কাঠ পড়ে আছে। এটার কোন অংশই আস্ত নেই। প্রতিটা জয়েন্ট খুলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে।

"হায় খোদা।"

ভাঙা ঘর আর বাবার নীরবতা ছবির কান্নাকে বাড়িয়ে দিলো আবার।

"মা এগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।"

সে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে গেল, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার শার্ট ছিঁড়ে গেল, চামড়া ছিলে গেল ভেতরে।

সব বোনেরা হলঘরে এসে একত্র হয়েছে। সে চেঁচিয়ে ডাকলো, "শামা, শামা।"

ছবি উঠান থেকে ধীরে ধীরে বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখলো। বোনেরা মিঃ বিশ্বাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছবির দিকে তাকালো। সে মাথা নীচু করে রেখেছে।

"শামা।"

ফিস্ ফিস্ করে কেউ বলছে,

"যাও, তোমার শামা খালাকে ডেকে আন, জলদি।"

ওদের মাঝখানে আনন্দকে দেখে সে বলল,

"এসো, আমার বাছা।"

সে খালাদের দিকে তাকালো, তারা কোন সাহায্য করলো না । সে জায়গা থেকে নড়লো না।

"আনন্দ, আমি তোমাকে ডাকছি, তাড়াতাড়ি এখানে এসো।"

সুমতি বলল, "যাও ছেলে, চড় খাবার আগেই যাও।"

আনন্দ ইতস্তত করতে করতেই শামা এলো। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। মুখের আবরণ তার মাথার উপর ওঠানো। এই কর্তব্যনিষ্ঠা তার চোখ এড়ালো না। তাকে ভীত মনে হলেও সে অনমনীয় ছিল।

BanglaBook.org

"বদমাস।"

প্রচন্ড নীরবতা ঘরে। বোনেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উপরে চলে গেল। মিঃ বিশ্বাসের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ছবি। শামা বলল, "তুমি আমাকে যা খুশি ডাকো, আমি কিছু মনে করবো না।"

"তুমি কি ঐ পুতুলের বাড়িটা ভেঙ্গেছো?"

অপরাধ বোধ আর ভয়ে তার চোখ বিস্ফোরিত হলো। শান্তস্বরে সে বলল, "হ্যাঁ।" তারপর স্বাভাবিকভাবে বলল,"আমি এটা ভেঙ্গেছি।"

"কাকে খুশি করতে?" তার কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। শামা কোন উত্তর দিলো না।বিশ্বাস লক্ষ্য করলো শামাকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে।

"বলো,এই লোকগুলোকে খুশি করার জন্য।"

চিন্তা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলল,

"আমি চলে যাই, উফ্, আমার অপছন্দনীয় কোন কথা শোনার আগেই, যার জবাব আমাকে দিতে হতে পারে।"

"কাউকে নয়, আমি আমার খুশির জন্য এটা করেছি।" শামা খুব নিশ্চিত ভাবে বলতে লাগলো। সে টের পেলো তার বোনদের অনুমোদন পেয়ে তার শক্তি বেড়ে যাচ্ছে।

"তুমি জানো, তুমি আর তোমার পরিবার সম্পর্কে আমি কি ভাবি?"

আরো দু'বোন উপরে চলে গেল।

"তুমি কি ভাবো সেটা আমি পরোয়া করি না।"

হঠাৎ করেই বিশ্বাস কেমন চুপসে গেল, তার চিৎকারগুলো তার মাথার মধ্যে বাজতে লাগলো। সে হতবাক, লজ্জিত আর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সে বলার মতো কিছুই পেলো না।

শামা এই পরিবর্তনটা ধরতে পারলো। তারপর অপেক্ষা করলো।

বিশ্বাস শান্তস্বরে বলল,"যাও, ছবিকে জামা-কাপড় পরিয়ে দাও।"

সে নড়লো না।

"ছবিকে জামা-কাপড় পরিয়ে দাও।"সে আবার চিৎকার করে উঠলে ছবি ভয় পেলো। সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো, তাকে স্পর্শ করার সাথে সাথে সে ঢলে পড়লো।

অবশেষে শামা নড়লো। ছবিকে টেনে তুলল। ছবি বলল,"আমাকে কারও কাপড় পরাতে হবে না।"

"যাও, ওর কাপড়-চোপড় বেঁধে দাও।"

"তুমি কি ওকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে?"

এবার তার চুপ থাকার পালা।

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ছেলে-মেয়েরা মুখ বের করে দেখলো। শামা সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেল। সাথে সাথে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সুমতি হাস্যচ্ছলে বলল,"আনন্দ, তুমিও কি যাচ্ছো তোমার বাবার সাথে?"

BanglaBook.org

আনন্দ রান্নাঘরের ভেতরে সরে গেল আবার। হল-ঘরটা সরগরম হয়ে গেল, ছেলে-মেয়েরা ছুটাছুটি করছে, বোনেরা রান্নাঘর আর হল-ঘরে যাচ্ছে আসছে, কেউ হালকা গান গাইছে।

একটা স্যুটকেস আর চিরুনি-ফিতা নিয়ে শামা ফিরে এলো। স্যুটকেসটা বাড়িয়ে ধরে সে বলল,

"ও তোমার মেয়ে, তুমি ওর ভালো বুঝবে। তুমি দুধ খাইয়েছো, তুমি জানো......"

চিন্তা ওর গান থামিয়ে বলল, "বাড়ি যাচ্ছো, মেয়ে?"

শামা বলল,"ওর পায়ে জুতো পরিয়ে দাও।" কিন্তু জুতো পরানো মানেই আবার দেরী। শামা ওর চুল আঁচড়ে দেয়ার সময় ওকে সরিয়ে বিশ্বাস মেয়েকে নিয়ে বাইরে এলো। হাইস্ট্রিট এ আসার আগ পর্যন্ত তার আনন্দের কথা মনে হয়নি।

মিঃ বিশ্বাস তার স্যুটকেসটা সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিলো। তারপর সে আর ছবি চুপচাপ হাটতে লাগলো।

পুলিশ স্টেশন পার হয়ে এসে সে ছবিকে সাইকেলের ক্রসবারে বসিয়ে একটু দৌড়ে স্যাড্‌লে উঠলো। ছবিকে বাঁ হাতে ধরে বহু কস্টে ব্যালান্স রেখে চালাতে লাগলো সাইকেল। ছবি ভয়ে কাঁপছিল। সে বলল,

"ভয় পেও না।"

ওদের সামনে একটা আলো জ্বলে উঠলো, পুরুষ কন্ঠের কে যেন বলল, "তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছো?"

একটা নিগ্রো পুলিশ। বিশ্বাস সাইকেলটা ব্রেক করে বাঁদিকে হেলিয়ে রাখলো, ছবিকে মাটিতে দাঁড় করালো।

লোকটা সাইকেল পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে বলল, "হুঁ, কোন লাইসেন্স নেই? লাইসেন্স ছাড়া, আলো ছাড়া। তুমি এটা টেনে নিয়ে যাচ্ছো। তোমার বিরুদ্ধে মামলা হবে।"

একটু থেমে সে বলল,"নাম আর ঠিকানা বলো," সে খাতায় টুকে নিয়ে বলল, "ভালো, বাড়ি গিয়ে সমনের জন্য অপেক্ষা করো।"

কাজেই বাকা-রাস্তাটা ওরা হেঁটে গেল, অন্ধকারে, গ্রীন-ভেইলের মৃত প্রায় গাছগুলোর নীচে দিয়ে।

দুঃসহ একটা সপ্তাহ পার হলো। সকাল বেলা ব্যারাক ছেড়ে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসতো মিঃ বিশ্বাস। পুরোটা সময় ছবি একা থাকতো। একজন বৃদ্ধা যে কিনা তার ছেলে, বউ আর নাতি-নাত্‌নীদের সঙ্গে থাকত সে ছবিকে স্নেহ করতো। দুপুরবেলা সে ছবিকে খাবার দিতো। ছবি খেতো না, অপরিচিত কারও রান্না করা খাবার খাওয়ার চাইতে সে ক্ষুর্ধাত থাকা ভালো মনে করতো। সে ঘরে গিয়ে একটা খবরের কাগজে খাবারটা ঢেলে থালা ধূয়ে ফেরৎ দিতো, আর মহিলাকে ধন্যবাদ জানাতো। তারপর বাবার জন্য অপেক্ষা করতো, বাবা এলে সে রাতের জন্য অপেক্ষা করতো, তারপর রাত নেমে এলে অপেক্ষা করতো সকালের।

ওকে আনন্দ দেয়ার জন্য মিঃ বিশ্বাস ওর উপন্যাস থেকে পড়ে শোনাতো, দেয়ালের পত্রিকাগুলো থেকে বিভিন্ন কোটেশান্‌ শেখাতো, ওকে বসিয়ে রেখে ওর পোর্ট্রেট আঁকার

BanglaBook.org

ব্যর্থ চেষ্টা করতো। ও কোন উৎসাহ পেত না। তবে বাধ্য হয়ে থাকতো, ভয়ও ছিল। কখনো কখনো গাছের নীচে হাঁটার সময় হঠাৎ করে ওর কথা ভুলে যেত তার বাবা, বিড়বিড় করে কি যেন বলতো, তিক্তস্বরে কারও সাথে তর্কযুদ্ধে নেমে যেত। 'ফাদ' শব্দটা বারবার উচ্চারণ করতো। "তুমি আর তোমার পরিবার মিলে আমার জন্য এই ফাঁদ তৈরী করেছো।" ছবি দেখত তার মুখচোখ বেঁকে যাচ্ছে ক্রোধে । সে অভিশাপ দিতো, হুমকী দিতো। ব্যারাকে ফিরে সে ওকে বলতো ম্যাকলিন ব্রান্ডের স্টোমাক পাউডারের মিশ্রন বানিয়ে দিতে।

শনিবার সন্ধ্যাবেলার জন্য ওরা অপেক্ষা করছিল যেদিন শেঠ এসে ওকে হনুমান হাউজে নিয়ে যাবে। আর বেশিদিন এখানে থাকতে না পারার পেছনে শক্তিশালী কারণ ছিল, আগামী সোমবার ওর স্কুল খুলে যাচ্ছে।

শনিবারে শেঠ এলো, সে একা নয়। সঙ্গে শামা, আনন্দ আর ময়না। ছবি দৌড়ে রাস্তায় গেল ওদের কাছে। মিঃ বিশ্বাস না দেখার ভান করলো, শেঠ মৃদু হাসলো। শেঠ আর তার স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়ার কথা কেউ জানে না। আর তার নীতি হচ্ছে বোনদের সাথে তাদের স্বামীদের ঝগড়াঝাটিতে নাক না গলানো। কিন্তু বিশ্বাস জানতো হাসলেও শেঠ শামার প্রতিনিধি হয়েই এসেছে।

সে জলদি ঘর থেকে টেবিলটা উঠানে বের করে একটু দূরত্বে রাখলো। শ্রমিকেরা সারি করে দাঁড়ানোতে শামার কাছ থেকে আড়াল হলো সে। শেঠের পাশে বসে কাজ আর মজুরীর হিসাব পড়তে পড়তে সে শুনলো ছবি তার মা আর আনন্দের সঙ্গে উচ্ছসিত হয়ে কথা বলছে। ছেলে-মেয়েদের শ্রদ্ধা ভালোবাসার ব্যাপারে সে এতটাই নিশ্চিত যে ওদেরকে সে বকা-ঝকা করছে এখন। তার এখনকার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে হনুমান হাউজে থাকার সময়ের যে স্বর ছিল তাতে কতই না পার্থক্য! শামার এই দ্বৈততা লক্ষ্য করে সে এটাও উপলব্ধি করলো যে ছবি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মজুরী দেয়া শেষ হয়ে গেলে শেঠ ক্ষেত-খামারগুলো দেখতে যেতে চাইলো। তার সাথে যাওয়ার কোন অপরিহার্যতা ছিল না বিশ্বাসের।

শামা রান্নাঘরের ওখানে বসেছিল। ময়নাকে হাতে ধরে সে ওর সাথে খেলছিল আর বাচ্চা সুলভ কথাবার্তা বলছিল। ছবি আর আনন্দ ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। শামার পাশ দিয়ে যাবার সময় এক ঝলক তাকিয়ে দেখলো, তবে ময়নার সাথে কথা বলা বন্ধ করল না।

ছবি আর আনন্দ শঙ্কিত চোখে তাকালো। মিঃ বিশ্বাস ঘরে গিয়ে রকিং চেয়ারে বসলো। শামা জোরে জোরে বলল, "আনন্দ, তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো চা খাবে কিনা।"

আনন্দ কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে এসে বিড় বিড় করে কথাটা বলল তাকে।

মিঃ বিশ্বাস কোন জবাব দিলো না। আনন্দের বিশাল মাথাটা আর সরু সরু হাত দুটো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

আনন্দ একটু অপেক্ষা করে চলে গেল। মিঃ বিশ্বাস চেয়ারে দোল খেতে লাগলো।

ছবি তার বাবার দিকে না তাকিয়ে ময়নাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো, তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

BanglaBook.org

ছবির চুলায় আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা জাগলো, সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে মাকে বলল,"মা, তোমার কাপড়ে কালি লেগে যাচ্ছে; আমাকে দাও চুলা জ্বালাতে ।"

এভাবেই ওরা সেই পুতুলের বাড়িটার কথা ভুলে গেল।

বিশ্বাস তার পা'দুটো চেয়ারের উপর তুলে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিলো। তারপর চোখ দুটো বন্ধ করে দোল খেতে লাগলো।"আনন্দ, তোমার বাবাকে এটা দিয়ে এসো।"

আনন্দ তাকে সেধে যাচ্ছিল, কিন্তু বিশ্বাস চোখ খুলল না। সে ভাবছিল সে ঐ চা গ্রহন না করে শামার নক্সা করা পোষাকের উপর ফেলে দিয়ে হাসতে থাকলে কেমন হয়।

সে চোখ খুলল, তারপর চাটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলো।

শেঠ ফিরে এসে সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলল। সিঁড়ির উপর বসে একটা বড় কাপে করে শামার দেয়া চা তিন চুমুকে শেষ করলো। তারপর টুপিটা খুলে ঠিক করে নিলো।

হঠাৎ করে সে হাসতে শুরু করলো। বলল,

"মোহন, আমি শুনেছি তোমার নামে একটা মামলা হয়েছে"

"মামলা? ও:হো! খুবই ছোট-খাটো, সামান্য একটা মামলা।"

"তুমিতো বেশ মজার লোক। তোমার সমন কি পেয়েছো?"

"অপেক্ষা করছি।"

"আর ছবি, তুমি কি তোমার সমন পেয়েছো?"

ছবি হাসলো, মনে হলো যেন ঐ অন্ধকার রাস্তায় আর পুলিশের টর্চের আলোর মাঝে কোন ভয়ের ব্যাপারই ছিল না।

"আচ্ছা, ভয়ের কিছু নেই।" শেঠ উঠে দাঁড়ালো।

"এই লোকগুলো আসলে দেখতে চায় তোমার ডলারের নোটগুলো ওদের চাইতে আলাদা কিনা। আমি সব মীমাংসা করে দিয়েছি। তোমার মামলাটা নিয়ে কেউ আর উপস্থিত হবে না।"

সে চলে গেল।

মিঃ বিশ্বাস চোখ বন্ধ করে দোল খেতে লাগলো। ছেলে-মেয়েরা আবার উদ্বিগ্ন হলো। সন্ধ্যার অন্ধকার নামা পর্যন্ত সে এভাবে থাকলো, রাতের খাবার সময় হলো। দূরে একটা মাতাল মাতলামি করছিল।

ছবি আর আনন্দ মাটিতে বসে গেল, বিশ্বাস টেবিলে বসে খেতে লাগলো। শামাকে খুব বিষন্ন মনে হলো। বিশ্বাস চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে বলল,"তুমি ঐ বানরের বাড়িতে থাকলে না কেন,হুঁ?"

শামা জবাব দিলো না। খাবার শেষ করে হাত ধুয়ে নিয়ে কুলকুচি করলো, তারপর জানালা দিয়ে পানিটা বাইরে ফেলে দিলো। শামাও সিঁড়ির ধাপে খেতে বসলো। সে ওকে লক্ষ্য করলো। ওর বড় বড় চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো।

"এভাবেই তুমি জ্বালাতন করবে?"

একফোঁটা অশ্রু ওর গাল বেয়ে নেমে উপরের ঠোঁটে ঝুলে রইলো।

"এতে মজা পাও, না?"

ওর মুখের অর্ধেক খাবার ভরা, কিন্তু সে চিবুনো থামালো।

BanglaBook.org

"বলো না যে খাবারটা খুব খারপ।" ও যেন নিজেকেই বলছে এভাবে বলল, "যদি এটা ছেলে-মেয়েদের জন্য না হতে....."

"ছেলে-মেয়েদের জন্য না হলে, কি?"

শামা জোরে জোরে চিবুতে শুরু করলো।

ছবি আর আনন্দ একটা কোনায় ঘুমানোর জন্য বিছানাপত্র ঠিকঠাক করছিল।

শামা বলল, "তুমি বাড়িতে গেলে ডানে-বামে কোন দিকে তাকাও না। তুমি আমাকে গালাগালি করো....."

তার ক্ষমাপ্রার্থনার শুরু এটা। সে না থেমে বলে চলল,

"তুমি জানো না আমাকে কত কি সহ্য করতে হয়েছে। রাত দিন কানা-ঘুঁষা। চিন্তা সারাক্ষণ এটা ওটা মন্তব্য করে। ছবির সাথে কথা বললেই সবাই ওদের ছেলে-মেয়েদেরকে মারে। কেউ আমার সাথে কথা বলতে চায় না। পুতুলের বাড়িটা ভেঙ্গে দেয়ায় সবাই খুশি হলো। আর তারপরই তুমি এলে। ডানে-বামে কোনদিকেই তাকালে না।

"লাইট ব্রিগেডের অভিযোগ। আমি কি মনে করবো গোবিন্দ কোন পুতুলের বাড়ি কিনলে চিন্তা ওটা ভাঙ্গতো। তুমি যদি কল্পনা করতে পারো গোবিন্দ এরকম কিছু করেছে। বলো, তোমার ঐ ভগ্নিপতি কি খাদ্য গ্রহন করে? নোংরা আবর্জনা? গোবিন্দের কেনা কিছু কি চিন্তা ভাঙ্গতে পারতো?"

ও থালার উপর কাঁদতে লাগলো।

এরপর সে থেমে থেমে কাঁদতে লাগলো থালা-বাটি ধোঁয়ার সময়, সে নাক টানছিল আর আস্তে আস্তে দুঃখের গান গাইছিল। অবশেষে জানতে চাইলো এই এক সপ্তাহ ছবি কি করেছে না করেছে। বিশ্বাস বলল কিভাবে ছবি ঐ বৃদ্ধা মহিলার খাবার ফেলে দিয়েছে। শামা গর্বিত হয়ে মেয়ের অন্যান্য সুক্ষ্ম আচরন সম্পর্কে গল্প করলো, ছবি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকলেও তখনো উদ্বিগ্ন হয়ে জেগেছিল। তবে সে খুশিমনেই সব কথা শুনলো। শামা আরো বলল ছবির মাছ পছন্দ না করার কথা, আর মিসেস তুলসি কেমন করে এই ব্যাপারটা ওরকম করেছে সেটা। সে আনন্দ সম্পর্কেও বলল যে ও এতটাই নাজুক যে বিস্কুট খেলেও দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। বিশ্বাসের মনটাও নরম হয়েছে, সে ওকে বলতে পারলো না এটা অপুষ্টির লক্ষণ। তার বদলে সে তার স্বপ্নের বাড়ি সম্পর্কে বলতে লাগলো, শামা তেমন আগ্রহ নিয়ে না শুনলেও বাঁধা দিলো না।

"আর যত তাড়াতাড়ি বাড়িটা তৈরী শেষ হবে আমি তোমাকে ঐ সোনার ব্রুচটা কিনে দেবো, বালিকা।"

"আমি অপেক্ষায় আছি সেই দিনের।"

ওরা শনিবারে এসেছিল। সোমবার ছবিকে স্কুলে যেতে হবে। মিঃ বিশ্বাস বলল, "এখানে থেকে যাও। প্রথমদিকে ওরা তেমন কিছু শেখায় না।"

ছবি বলল,"তুমি কিভাবে জানো? তুমি কখনো স্কুলে গিয়েছো?"

"হ্যা, মেয়ে, আমিও স্কুলে গিয়েছি। তুমি জানো যে তুমি একাই শুধু স্কুলে যাওনা।"

"আমি যদি থেকে যাই টিচারকে কোন একটা অজুহাত দেখাতে হবে।"

"আমি তোমার জন্য দু'কলম লিখে দেবো । শিক্ষক মশায়, আমার মেয়ে ছবি প্রথম

BanglaBook.org

সপ্তাহে স্কুলে যেতে পারবে না। কারণ ও ওর দাদীর কাছে রয়েছে। আর ও ভীষণ রকম অপুষ্টিতে ভুগছে।”

রবিবার সন্ধ্যায় শামা ছবি আর আনন্দকে নিয়ে আরওয়াকাসে ফিরে গেল। আবার সে হনুমান হাউজে গেল। আর শেষবারের মতো সে এলো এবং চলে গেল। বিশ্বাসের কখনো মনে হলো না সে একা। গাছ পালা, দেয়ালের সংবাদপত্র, ধর্মীয় প্রবাদগুলো। তার বই, সব কিছু আছে তার সাথে।

একটা বিষয় তাকে আনন্দ দিলো, সে ছবিকে দাবী করেছিল।

ইস্টারের দিন সে জানলো শামা আবারও গর্ভবতী। চতুর্থ বারের মতো।

একটা সন্তানকে দাবী করা গেছে, একজন এখনো বিরুপ মনোভাবের, একজন তার কাছে অজানা আর এখন আরেক জন!

কাঁদো!

ভবিষ্যতের ভয় পেলো সে, যা তার উপর বর্তাবে। সে ভয়ের রাজ্যে পতিত হলো, রাতের বেলা জেগে জেগে সে শুনতো অন্যান্য ঘর থেকে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। সকাল বেলা উঠতো, খাদ্য, তামাক, সব কিছু স্বাদহীন মনে হতো। সে সব সময় ক্লান্ত, অস্থির থাকতো। সে প্রায়ই হনুমান হাউজে যেত, সেখানে গিয়েই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসতো। মাঝে মাঝে সে ঐ বাড়িতে না গিয়ে আরওয়াকাসে যেত সাইকেল চালিয়ে। হাইস্ট্রিট এ গিয়ে সে মন বদলে আবার ঘুরে গ্রীন-ভেইলে চলে আসতো। রাতের বেলা দরজা বন্ধ করলে তার মনে হতো সে কারাগারে আছে।

সে নিজে কথা বলতো, চিৎকার করতো যতটা জোরে সম্ভব, সে এসব করতো। কেউ জবাব দিতো না। কোন কিছুর পরিবর্তন হতো না। দেয়ালের সংবাদপত্র গুলো একইরকম প্রানবন্ত, প্রবাদগুলো ঐরকমই শান্ত। কিন্তু এখন তার চারপাশের সব কিছু যেমন, গাছপালা, আসবাবপত্র, এমন কি তার নিজের রং আর কালি দিয়ে তৈরী অক্ষরগুলোর মধ্যেও একটা সতর্কতা, একটা প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে।

এক শনিবারে শেঠ ঘোষনা করলো যে ফসলী ঋতুর শেষে জমিতে একটা পরিবর্তন আনা হবে। প্রায় বিশ একর জমি যেটা এতদিন শ্রমিকদের ভাড়া দেয়া হয়েছে তা নিয়ে নেয়া হবে। বিষয়টি শ্রমিকদের জানানোর জন্য শেঠ আর মিঃ বিশ্বাস ঘরে ঘরে গেল। প্রতিঘরে গিয়ে শেঠ ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকে, তারপর এককাপ চা খেতে চায়। চা খেয়ে বিষয়টি এভাবে বলে:

তাদেরকে বিনিময়ে কিছু দেয়ার অঙ্গীকার করা হবে। ওরা নম্রভাবে কিছু শোনে। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করে আরও চা লাগবে কিনা। শেঠ ভগ্নস্বাস্থ্যের ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলা করে, ওদের হাসায়, মিষ্টি খাবার জন্য ওদের হাতে পয়সা দেয়। ওদের বাবা-মা'রা প্রতিবাদ করে যে এতে হয়তো ওরা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে মিঃ বিশ্বাসকে শেঠ বলে, “ওদের তুমি বিশ্বাস কোরো না। ওরা অনেক ঝামেলা করবে। তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।”

শ্রমিকেরা জমির ব্যাপারে বিশ্বাসকে কিছুই বলে না, ফসল তোলার পর ওরা কোন ঝামেলাও করে না।

জমির ফসল তোলা হয়ে গেলে শেঠ বলে, “ওরা শিকড় তুলে ফেলতে পারে। তুমি তা করতে দিও না।”

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই রিপোর্ট করলো যে কিছু শিকড় উপড়ে ফেলা হয়েছে।

শেঠ বলল, "মনে হচ্ছে ওদের দু'একজনকে চাবকানো দরকার।"

"না,না। আপনি আরওয়াকাসে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমান। আমি আছি এখানে।"

শেষ পর্যন্ত তারা একজন প্রহরীর ব্যাবস্থা করলো। এবং জমি প্রস্তুত হলো, কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই। নতুন ফসলের জন্য।

বিশ্বাস প্রশ্ন করলো, "আপনি কি মনে করেন সবকিছু, যেমন, প্রহরীর বেতন এবং অন্যান্য সবকিছু এটার জন্য পর্যাপ্ত।"

শেঠ বলল,"এক বছরের মধ্যেই সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে। মানুষ সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।" শেঠের কথাই ঠিক হলো। শ্রমিকেরা বিশ্বাসকে প্রতিদিনই দেখছে। তারা অন্যদের ব্যাপারে তথ্য জানাতো তাকে। বলতো,

"দুকিনান বলে সে তোমাকে জানে, তুমি খুব দয়ালু, তুমি তার কোন ক্ষতি করবে না। ওর পাঁচ ছেলে-মেয়ে তুমি জানো তো।"

বিশ্বাস বলে,"আমার নয়। এই জমি আমার না। আমি শুধু চাকরী করছি আর বেতন পাচ্ছি।"

শ্রমিকদের প্রত্যাশা তখন অবজ্ঞায় রুপ নিলো, তারপর শত্রুতা জন্ম নিলো। শেঠের প্রতি নয়, তাকে তারা ভয় পেতো, এটা বিশ্বাসের প্রতি। তাকে আর উপহাস করা হতো না, তবে কেউ হেসে কথা বলতো না তার সাথে। ক্ষেতের বাইরে তাকে অবজ্ঞা করা হতো।

রাতের বেলা সে রকিং চেয়ারে বসে তার চার-পাশের বস্তত সন্দেহের স্থিরতা, সতর্কতাকে উপলব্ধি করতো। সে ঘূর্ণায়মান চেয়ারের ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবলো যা তাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, তার হাত পায়ের আঙুল, শরীরের নরম অংশকে। যন্ত্রণায় সে উঠে দাঁড়ায়। চেয়ারের দুলুনি থেমে যায়। সে হাত দিয়ে তার সম্পূর্ণ শরীরটা ঢেকে ফেলার মতো গুটিসুঁটি মেরে শুয়ে থাকে। যেন তার অনেক গুলো হাত তাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সে তার ভয়ের কথা ভুলে যায়।

হনুমান হাউজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সপ্তাহে দুই-তিন দিন ওখানে গিয়ে মিঃ বিশ্বাস এই পরিবর্তনটা একটু দূরত্বে থেকে উপলব্ধি করে, কোন রকম মাথা ঘামায় না সে। পরিবারের বড় সন্তানের বিবাহ এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। একজন সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেরিয়েছে মিসেস তুলসি। কিন্তু কেউই তাকে সন্তুষ্ট করে না। বোনেরাও তাদের ভাইয়ের জন্য যোগ্য পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে ঠিক হলো যেকোন একজন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনী, ভারতীয় মেয়ে, যার কোন মুসলিম সংযোগ নেই, এমন কেউ হলেই চলবে। শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষয়িষ্ণু যাজক পরিবারের মেয়ে, যাদের একটা ফিলিং স্টেশন, দু'টো গাড়ি, একটা সিনেমা আর সামান্য জমি আছে, তারা খুঁজে পেলো। দ্রুত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে হলো। আর বড় ছেলেটি হিন্দু প্রথা, তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে উঠলো না।

BanglaBook.org

তার চলে যাওয়ায় আরেকজন এই পথ ধরলো। মিসেস তুলসি পোর্ট অব স্পেনে চলে গেল থাকার জন্য। সে ওখানে তিনটি বাড়ি কিনলো। একটা থাকার জন্য। বাকী দু'টো ভাড়া দেয়ার জন্য। ছোট ছেলেকে নিয়ে সে প্রতি রবিবার পোর্ট অব স্পেনে ভ্রমন করে, তাকে নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

তার অনুপস্থিতির সময়টাতে হনুমান হাউজের ঐতিহ্য অনেকাংশে বিলুপ্ত হলো। বিধবা সুশীলার গুরুত্ব কমলো। বোনদের অনেকেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করলো। বিবাদরত বোনেরা তাদের স্ব-স্ব পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতো। এমনকি পৃথক রান্নাও করতো। শেঠের স্ত্রী পদ্মা শুধু সম্মান পেতো, তবে সে কোন কর্তৃত্ব ফলাতো না। সপ্তাহের শেষ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলতো, মিসেস তুলসি আর ছোট ছেলে আসার পূর্ব পর্যন্ত। ঠিক স্কুল ছুটি হওয়ার আগের দিন সব বিবাদ থেমে যেত, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হতো। মেয়ের-জামাইরা ছোট সন্তানকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন রকম উপহার সামগ্রী দেয়ার প্রতিযোগিতা করতো।

মিঃ বিশ্বাস কিছুই আনতো না। শামা অভিযোগ করতো। মিঃ বিশ্বাস বলতো,

"আমার ছেলের জন্য কি করে, হুঁ? সে কি ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে? ওকে দেখাশুনা করে কে? সে কি পড়াশুনা করছে না?"

এই কারণে, টার্মের মাঝামাঝি পর্যায়ে আনন্দ মিশনস্কুলে যেতে শুরু করেছে। তার এটা পছন্দ নয় । সে তার জুতা পানিতে ভিজিয়ে রাখে। তাকে জোর করে ভেঁজা জুতা পরেই স্কুলে পাঠানো হয়। সে বই ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওটা হারিয়ে গেছে। তাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে আরেকটা কপি কিনে আনা হয়।

ছবি মিঃ বিশ্বাসকে বলে,"আনন্দ একটা ভীতুর ডিম। ও এখনো স্কুলকে ভয় করে। তুমি জানো চিন্তা খালা গতকাল ওকে কি বলেছে? বলেছে তুমি যদি বাইরের দিকে চোখ মেলে না তাকাও, তুমি তোমার বাবার মতোই ঘাস কাটার চাষা হবে।"

"ঘাস কাটার চাষা! দেখো, দেখো ছবি! তোমার চিন্তা খালা যদি এরপর ওর বড় মুখটা খুলেতো

সে বাকী কথা মনে করতে লাগলো----

"এরপরে যদি মুখ খোলে----"

ছবি হাসলো।

"তুমি শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো ও কখনো *মারকিউস অরলিয়াস* এবং *এপিকটেটাস* পড়েছে কি না।"

এই নামগুলো ছবির কাছে অতি পরিচিত।

"মুন্না, মুন্না, মুন্না," মিঃ বিশ্বাস বিড়বিড় করতে লাগলো।

"মুন্না, মুন্না?"

"মানি। অর্থাৎ টাকা। মুন্না, মুন্না, চেক করা। তোমার মায়ের পরিবারের ঐ একটাই পথ। তাদের মোটা মোটা হাতগুলো নোংরা করার। শোন, এরপর যদি চিন্তা বা অন্য কেউ বলে যে আমি একজন ঘাষ-কাটা চাষা, তুমি ওদের বলবে এটা অনেক ভালো-মাছ ধরা জেলে হওয়ার চাইতে। মনে থাকবে তো?"

BanglaBook.org

এবং সে নিজেই প্রচারণা শুরু করলো। উঠানের ট্যাঙ্কে সে কিছু বড়-বড় নীল রঙের মাছ দেখেছিল, সে হলঘরে গিয়ে বলল,"ট্যাঙ্কে বেশ বড়-বড় মাছ দেখলাম। ওগুলো কোত্থেকে এসেছে?"

চিন্তা গর্বিত হয়ে বলল, "গোবিন্দ ওগুলো মাই আর আওয়াদ থেকে কিনে এনেছে?"

মিঃ বিশ্বাস বলল, " কিনেছে? যে কেউ অবশ্য বলবে ওগুলো ধরে এনেছে।"

এরপরে যখন সে হনুমান হাউজে এলো, সে দেখলো ছবি তার সব বার্তাগুলো ঠিকঠিক পৌছে দিয়েছে। চিন্তা সোজা তার সামনে এলো, বলল, "দুলাভাই, আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আপনি আসার আগে এই বাড়িতে কোন মাছ ধরার লোক ছিল না।"

"হুঁ? কি ছিল না?"

"মাছ ধরার জেলে।"

"জেলে? মাছ ধরার জেলের ব্যাপারে কি হয়েছে? তোমাদের এখানে যথেষ্ট সংখ্যক নেই?"

"মারকিউস অরলিয়াস", রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে চিন্তা বলল, শামা, তোমার ছেলে-মেয়েদের কেমন করে বড় করে তুলবে এতে আমি নাক গলাতে চাই না। কিন্তু তুমি ওদেরকে ইচঁড়ে পাকা করে তৈরী করছো।"

মিঃ বিশ্বাস ছবির দিকে চোখ টিপলো।

চিন্তা আবার হলঘরে প্রবেশ করলো কিছু বলার প্রস্তুতি নিয়ে । সে একটা চেয়ার টেনে দেয়ালে পন্ডিত তুলসির দিকে সোজাসুজি মুখ করে বসলো। তারপর নরমস্বরে বলল, "ছবি,তুমি ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড এ উঠেছো, তুমি তোমাদের বইয়ে *ক্যাপ্টেন কাটারিজ* এর কবিতাটা সম্পর্কে জানো যেটা তোমার বাবা জানে না। কারণ তোমার বাবা ঐ ক্লাসে ওঠেনি বলেই আমি মনে করি।"

বিশ্বাস বলল, "ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড! আমিতো প্রথম সূচনা ক্লাস থেকে একবারেই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে উঠেছি।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল, দুলাভাই। কিন্তু ছবি, কবিতাটা তুমি জানো, *ফেলো দে-সে*, ছোট্ট শুকর ছানাদের নিয়ে। তুমি এটা জানো?" একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, "আমি জানি, আমি জানি।"

এই ছেলেটার নাম জয়। ছবির চেয়ে চৌদ্দ মাসের ছোট। সে হলঘরের কেন্দ্রে গিয়ে পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বলল, "থ্রি লিটল পিগিজ', লিখেছেন স্যার আলফ্রেড স্কট গ্যাটি।" জয় যখন আবৃত্তি করছিল চিন্তা ছন্দের তালে তালে মাথাটা উপরে নীচে দোলাচ্ছিল আর ছবির দিকে তাকিয়ে হাসছিল মিটিমিটি।

জয় বলে চলল,

"এই ছড়াটাতে একটা নীতিকথা আছে।" চিন্তা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটা বলে ছবির দিকে হাত ইশারা করে বলল, "খুব সহজেই একটা নীতিকথা খুঁজে পাওয়া যায়।"

মিঃ বিশ্বাস বলল,"*ফেলো-দে-সে?* একটা মাছ ধরার জেলের নামের মতোই শোনাচ্ছে আমার কাছে।"

BanglaBook.org

চিন্তা বিমর্ষ হলো, যেন তাস খেলায় হেরে গেছে। সে প্রায় কেঁদেই ফেলল। সে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেল চিন্তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলছে, "শামা, তুমি তোমার স্বামীকে বলে দিও আমাকে বেশী উত্যক্ত না করতে। নয়তো আমি ওকে সব বলে দেবো" তার স্বামী গোবিন্দের কথা বলছিল--"তুমিতো জানোই তোমার স্বামীর সাথে তার একটু ছোট-খাটো ঝগড়া লাগলেই কি ঘটতে পারে।"

"ঠিক আছে, চিন্তা দিদি, আমি ওকে বলবো।" শামা বেরিয়ে এসে বিরক্ত হয়ে বলল, "এই যে, শোন, ওকে উত্যক্ত করবে না আর। তুমি জানো যে ও ঠাট্টা সহ্য করতে পারে না।"

"ঠাট্টা? কিসের ঠাট্টা? মাছ ধরার ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়, তুমি শুনে রাখো।"

এর কয়েকদিন পর চিন্তা প্রতিশোধ নিলো।

রাতের খাবারের পর মিঃ বিশ্বাস হনুমান হাউজে এলো। ছেলে-মেয়েরা তিন চারজনের গ্রুপ হয়ে হলঘরে পড়ছিল অথবা পড়ার ভান করছিল। এই বাড়িতে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের একটি নমুনা হলো একটা বই নিয়ে যত বেশীজন শেয়ার করতে পারে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ব্যাপারটি লুকাতে তারা মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে ঘন ঘন বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিল। মিঃ বিশ্বাস এলে ওরা তার দিকে খুশি হয়ে তাকালো।

চিন্তা হেসে বলল,"আপনি কি আপনার ছেলেকে দেখতে এসেছেন, দুলাভাই।"

একসাথে অনেকগুলো পৃষ্ঠা ওল্টানোর খসখস আওয়াজ হলো।

ছবি তার গ্রুপ ছেড়ে বাবার কাছে এলো।

সে বিষন্নভাবে বলল, "আনন্দ উপরের তলায়।"

সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "ওকে নীল-ডাউন করে রাখা হয়েছে।"

চিন্তা গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছিল।

"নীল-ডাউন? কেন?"

"ও স্কুলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তাই ওকে বের করে দিয়েছে।"

সে উপরের ঘরে গিয়ে দেখলো আনন্দ দেয়ালের দিকে মুখ করে নীল-ডাউন হয়ে আছে।

ছবি বলল,"বিকেল থেকে ওকে নীল-ডাউন করে রাখা হয়েছে।"

মিঃ বিশ্বাসের এটা সত্যি মনে হলো না, আনন্দ নীল-ডাউন করে আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন কষ্টের ছাপ নেই, মনে হচ্ছে সে এইমাত্র শুরু করেছে।

মিঃ বিশ্বাস বলল,"বন্ধ করো।"

আনন্দের উচ্চকণ্ঠ আর তর্কের স্বরে জবাব দেয়ায় সে অবাক হলো। "তারা আমাকে নীল-ডাউন হতে বলেছে, আমি তাই করছি।"

এই প্রথম সে আনন্দকে উত্তেজিত হতে দেখলো। সে এই রুগ্নদেহ ছেলেটির সরু কাধ, হাত বিশাল মাথা এসব দেখলো।

BanglaBook.org

ছবি বলল,"ও ভয় পেয়েছে।"

"কি করার জন্য?"

"টিচারের অনুমতি ছাড়া ক্লাসরুম ত্যাগ করতে। রুম ছেড়ে যাওয়ার আগেও সে একবার ভয় পেয়েছিল।"

আনন্দ চিৎকার করে বলল "ওটা একটা বাজে জায়গা।" বলে সে আবার হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করলো।

ছবি বলল," ও; তাই। তাহলে ঠিক আছে.... ।"

"সে ক্লাস রুমে ফিরে গেলে টিচার ওকে বের হয়ে যেতে বলল।"

আনন্দ মেঝেতে তাকিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছিল। "হ্যাঁ । তারপর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। সবাই আনন্দের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে হাসা হাসি করছিল।"

"আর বাড়িতে আসার পর মা আমাকে মেরেছিল।"

আনন্দ বলতে লাগলো, কোন অভিযোগ করছিল না সে। সে রেগে গিয়েছিল। "মা আমাকে মেরেছে, মেরেছে আমাকে।" বারবার বলল সে। কথাগুলোতে আর কোন রাগ রইলো না, সহানুভূতি পাবার জন্য ও আব্দার করছিল।

মিঃ বিশ্বাস কৌতুক করতে লাগলো। সে পন্ডিত জয়রামের ওখানে তার কি দুর্দশা হয়েছিল সেটা বলল,নিজের ক্যারিকেচার করে দেখালো। তারপর এই ঘটনার লজ্জিত হওয়ার জন্য আনন্দকে বিদ্রুপ করলো।

আনন্দ উপরের দিকে তাকালো না, হাসলোও না। তবে তার কান্না থেমে গেল। সে বলল, "আমি ঐ স্কুলে আর ফিরে যেতে চাই না।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও?"

আনন্দ জবাব দিলো না।

ওরা হলঘরে চলে এলো সবাই।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "দেখো শামা, এই ছেলেটাকে আর কখনো নীল-ডাউন করাবে না, শুনতে পারছো।"

বিধবা সুশীলা বলল,"আমাদের ছোট বেলায় এরকম ঘটনায় মা আমাদের নীল-ডাউন করাতেন।"

"আচ্ছা, আমি চাইনা আমার ছেল-মেয়েরা তোমাদের মতো করে বড় হোক।"

স্বামী-সন্তানহীনা সুশীলা, এখন মিসেস তুলসির ছায়াও নেই তার উপর। সে উপরের তলায় যেতে যেতে বলতে লাগলো তার এই দুরাবস্থার সুযোগ নেয়া হয়েছে এভাবে।

চিন্তা বলল, "আপনি কি আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, দুলাভাই?"

মিঃ বিশ্বাসের নির্লিপ্ত ভাব দেখে শামা বলল,"আনন্দ কোথাও যাচ্ছে না। তাকে এখানেই থাকতে হবে এবং স্কুলে যেতে হবে।"

"কেন?" চিন্তা বলল, "দুলাভাই ওকে লেখাপড়া করাবে। আমি নিশ্চিত যে সে এটার এ বি সি জানে।"

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস বলল, "এতে এ্যাপ্‌ল, বি তে ব্যাট, সি তে ক্র্যাব অর্থাৎ মাছ।"

আনন্দ বাবার সঙ্গে বাইরে এলো। মনে হলো সে ওর বাবাকে যেতে দিতে চায় না। কিন্তু না বলে সে সাইকেলের পাশে ঝুলে রইলো। মাঝে মাঝে ওটাতে হাত দিয়ে ঘষলো। ছেলেটার লাজুকতা বিশ্বাসকে যন্ত্রনা দেয় তবে ছেলেটার নমনীয়তা ওকে স্পর্শ করে।

ওর পরনের শার্টে কোন পকেট নেই, পকেটের জায়গাটা শুন্য, কলারটা কুঁচকানো, এলোমেলো কাটার ধরণ, সেলাইয়ের ফোঁড় দেখে বোঝা যায় এটা শামা নিজে বানিয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

আনন্দ একটু হাসলো, তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে সাইকেলের প্যাডেলটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপতে লাগলো।

একটু পরই অন্ধকার নেমে যাবে। তার সাইকেলে বাতি নেই।

সে হাইস্ট্রিটের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল আনন্দ তখনো দালানের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেমনটা সে আরেকটা ছেলেকে দেখেছিল একটা ছোট্ট কুঁড়ের সামনে সন্ধ্যে বেলায় দাঁড়িয়ে থাকতে।

গ্রীন ভেইলে যখন সে পৌছুল তখন রাত নেমে গেছে। ব্যারাকের কোন একটা ঘর থেকে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে। তবে কোথা থেকে তা অজানা। যেমন, মানচিত্রের মাঝে দ্বীপের নির্দেশক একটা বিন্দু, পৃথিবীর মানচিত্রে যেন একটা বিন্দু।

সে তার ঘরে গিয়ে নিজেকে তালা বন্ধ করলো।

সেই সপ্তাহে সে সিদ্ধান্ত নিলো আর দেরী করবে না। এখনই সে বাড়ির কাজ না শুরু করলে আর কখনোই পারবে না। তার ছেলে-মেয়েদেরকে থাকতে হবে হনুমান হাউজে, সে থাকবে ব্যারাকের ঘরে। প্রতিরাতে সে তার নিষ্কর্মের জন্য যন্ত্রনাবিদ্ধ হয়, প্রতি সকালে সে তার সিদ্ধান্তকে পুনঃস্থির করে। এবং শনিবারে সে একটা জায়গার জন্য শেঠকে বলে।

"জমি ভাড়া নেবে? ভাড়া? দেখো, এখানে জমি আছে, যেকোন একটা জায়গা পছন্দ করে তুমি বাড়ি বানাচ্ছো না কেন? ভাড়া নেয়ার ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না আমাকে।"

বিশ্বাস মনে মনে যে জায়গাটা ঠিক করে রেখেছে সেটা ব্যারাক থেকে দুইশ গজ দূরে, গাছগুলোর ঐ পাশে একটা ছোট্ট নালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন জায়গাটায় বৃষ্টি হলেই কাঁদাপানিতে মাখামাখি হয়ে যায়। কিন্তু সে যখনই জায়গাটার কথা ভাবে তার কাছে ওটাকে একটা 'নিকুঞ্জ' মনে হয়। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের *দি রয়্যাল রিডার* থেকে সে শব্দটি পেয়েছে।

রবিবার সকালে সে রুটি, মাখন আর সামান্য *কোকো* খেয়ে নির্মাতার উদ্দেশ্যে বের হলো। নির্মাতা থাকে আরওয়াকাস থেকে অল্প দূরে নিগ্রোদের সেটেল্‌মেন্ট এ একটা ছোট কাঠের তৈরী নড়বড়ে বাড়িতে। গেটের উপরে তার পরিচয় লেখা আছে

BanglaBook.org

এভাবে–"জর্জ্ ম্যাক্‌লিন একজন মিস্ত্রি, ক্যাবিনেট মেকার। তিনি একজন কামার এবং চারুশিল্পীও বটে। সে টিনের পাত্র বানায়, তাজা ডিম বিক্রয় করে। তার একটা ভেড়া আছে ভাড়া খাটানোর জন্য। তার সব কিছুর মূল্য খুব সামান্য।"

মিঃ বিশ্বাস ডাক দিলো, "সুপ্রভাত!" উঠানের বাইরে একজন নিগ্রো মহিলা বের হয়ে এলো। তার আঁটোসাঁটো সুতির জামাটা বিশাল দেহ আবৃত করে রেখেছে আর অদ্ভূত চুলগুলো কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে কোঁকড়া করা হয়েছে।

"এটা কি মিস্ত্রির বাড়ি?" বিশ্বাস জানতে চাইলো।

মহিলা ডাকলো, "জর্জি!" এত মোটা মহিলার গলার স্বর আশ্চর্যরকম পাতলা। বাড়ির একপাশের ছোট দরজা দিয়ে মিঃ ম্যাকলিন বের হলেন। সন্দেহের চোখে তাকালেন বিশ্বাসের দিকে।

মহিলা উঠোনের একপাশে গিয়ে শষ্যবীজ ছড়াতে ছড়াতে হাঁস মুরগীগুলোকে খাবারের জন্য ডাকতে লাগলো 'চুক্‌চুক' করে।

মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না কিভাবে শুরু করবে। সে শুধু বলল, "আমি একটা বাড়ি করতে চাই।" তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমান টাকা ছিল না। সে ম্যাকলিনকে প্রতারণা করতে চাইলো না, আবার নিজেকে ও ছোট করতে চাইলো না। সে লজ্জিত স্বরে বলল,

"আমার একটা সামান্য ব্যবসা আছে। তোমাকে সেটা সম্পর্কে বলতে চাই।"

ম্যাকলিন দরজার নীচের অংশটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে দাঁড়ালো। মধ্য বয়সী, লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন, তার বাসস্থলের মতোই তাকে উৎসুক আর অনিশ্চিত মনোভাবের বলে মনে হলো।

সে প্রশ্ন করলো, "কি ধরণের ব্যবসা।" সে উপরে উঠে একটা জানালা খুলে দিলো। ওটা ক্যাঁচ ক্যাচ আওয়াজ করে উঠলো।

"বাড়ি সম্বন্ধীয়।"

"ও, মেরামতের কাজ।"

"ঠিক তা' নয়। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নয়, আসলে ব্যাপারটা হলো ।"

"জর্জি।" মিসেস ম্যাকলিন চিৎকার করে উঠলো।

"এসে দেখে যাও, ঐ শয়তান বেজীগুলো কি করেছে।"

মিসেস ম্যাকলিন বাড়ির পেছনটায় গেলো। মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেলো সে বিড়বিড় করে বলছে, "আহাম্মক।" ফিরে এসে সে বলল, "তাহলে তুমি চাও আমি তোমাকে একটা বাড়ি তৈরী করে দেই।"

মিঃ বিশ্বাস ওর সতর্কতাকে ব্যাঙ্গ মনে করলো, তারপর আত্মরক্ষার্থে বলল, "ঠিক ম্যানসন নয়।"

"এটা আশীর্বাদ। এখনকার দিনে এত বেশী মানুষ ম্যানসন তৈরী করছে। কাউন্টি রোডে তুমি কখনো তাকিয়ে দেখেছো?" সে একটু থেমে বলল, "বহুতল বাড়ি?"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "হ্যাঁ, তাই। ছোট্ট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। আমি খুব বেশী কিছু চাইনা সুখী হবার জন্য।" সে বলতে লাগলো, মিঃ ম্যকলিনের কথায় অস্বস্তি হওয়ায়, "তোমার কাছে যে পরিমান টাকা নেই সেটা থাকার ভান করার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না।

BanglaBook.org

ম্যাকলিন বলল, “আসলেই তাই।” মাটিতে দুটো সমান আর পরস্পর সংলগ্ন চতুর্ভূজ এঁকে সে বলল, “তোমার দু’টো বেড়রুম দরকার।”

“আর একটা ড্রয়িং রুম।”

মিঃ ম্যাকলিন একই আকৃতির আরেকটা চতুর্ভূজ যোগ করলো। এর সাথে একটা অর্ধ-চতুর্ভূজ যোগ করে বলল,

“আর একটা গ্যালারী।”

“ঠিক তাই। খুব অভিনব কিছু নয়। ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন।”

“গ্যালারী থেকে সামনের বেডরুমের সাথে একটা দরজা দরকার তোমার। কাঠের দরজা। আর তোমার আরেকটা দরজা থাকে ড্রয়িংরুমের সাথে। রঙিন কাঁচের তৈরী।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ।”

“সামনের বেডরুমে তুমি কাঁচের জানালা দেবে, আর টাকা হলে তুমি তাতে সাদা রঙ করবে। পেছনের জানালাটা হবে শুধুই কাঠের। পেছনে তুমি একটা সাধারণ কাঠের সিঁড়ি চাও। কোন ধরণের হাতল বা রেলিং ছাড়া। উঠানের মাঝে কোথাও তুমি রান্নাঘর তৈরী করতে চাও।”

“একদম তাই।”

“এটা হবে ছোট্ট সুন্দর একটি বাড়ি। অনেক মানুষ পছন্দ করবে সেটা। এতে খরচ পড়বে প্রায় আড়াইশ-তিনশ ডলার। কাম্‌লা খরচ, তুমি জানো ---।” সে মিঃ বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকালো, মাটিতে আঁকা ছবিটা পা দিয়ে ঘষে মুছলো। “আমি ঠিক জানি না। এই সময় আমি ব্যস্ত আছি।” সে একটি অসমাপ্ত চাকার দিকে ইঙ্গিত করলো।

একটা মুরগী ডাকছিল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে, ডিম পাড়ার মূহুর্তে।

“জর্জি!” লেঘর্ন এটা।”

মুরগীর খোঁয়াড়টাতে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসছে।

ম্যাকলিন বলল, “সৌভাগ্যের ব্যাপার। অন্যথায় ওকে সোজা পাত্রের মাঝে যেতে হতো।”

“পুরো জিনিসটা আমাদের একেবারে সঠিক পথে করতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি জানো রোম একদিনে তৈরী হয়নি।”

“ওরা তাই বলে। কিন্তু রোম তৈরী হয়েছে। আমি সময় করতে পারলেই আসব তোমার জায়গাটা দেখতে। তোমার জায়গা ঠিক করা আছে তো?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্টার, জায়গা আছে।”

“আচ্ছা, এরপর দুই-তিন দিনের মধ্যেই আসবো।”

ঐদিন সন্ধায় সে জলদি ফিরে এলো, টুপি, জুতা আর ইস্ত্রি করা শার্ট গায়ে দিয়ে তারা জায়গা দেখতে গেল।

“এটা আসলেই একটা কুঞ্জবর্ণ।” বিশ্বাস বলল।

বিস্ময় আর আনন্দের সঙ্গে মিঃ ম্যাকলিন বলল, “জায়গাটা চালু। তোমাকে আসলেই খুব উঁচু-উঁচু পিলার বসাতে হবে।”

“একপাশে উঁচু, অন্যপাশটা নীচু। বাস্তবিকই এটা একটা স্টাইল হবে। আর আমি ভেবেছি রাস্তার নীচের দিকে একটা ছোট্ট জায়গা রাখার কথা। গোলাপ, ডালিয়া, আর

BanglaBook.org

কিছু ভালো ভালো ফুলের চাষ করার জন্য। আর একটা পরিচ্ছন্ন ছোট্ট বাঁশের সাঁকো রাস্তাটাকে সংযুক্ত করবে।"

"শুনতে ভালো লাগছে।"

"আমি বাড়িটার ব্যাপারে ভেবে রেখেছিলাম, কংক্রিটের পিলার দিলে ভালো হতো। শুধু খোলামেলা পিলার নয়, সেটা ভালো দেখাবে না। প্লাস্টার করা মসৃণ পিলার।"

"আমি বুঝতে পেরেছি। শুরু করার জন্য তুমি আমাকে শুধু দেড়শ ডলার দিতে পারবে?"

মিঃ বিশ্বাস ইতস্তত করলো।

"তুমি ভেবোনা আমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইছি। আমি শুধু জানতে চাইছি তুমি ঠিক কি পরিমান অর্থ ব্যয় করতে চাও?"

মিঃ বিশ্বাস ঝোপের ভেতর স্যাঁতস্যাতে জায়গাটায় চলে গেল, বলল, "প্রায় একশ ডলার। তবে মাসের শেষে তোমাকে আমি আরো কিছু দিতে পারবো।"

"একশ।"

"ঠিক আছে তো?"

"হুঁ, শুরুর জন্য ঠিক আছে।"

তারা আগাছার ভেতর দিয়ে পাতার আচ্ছাদিত সরু রাস্তার উপর হেঁটে যাচ্ছিল।

"প্রতিমাসে আমরা একটু-একটু করে তৈরী করবো। অল্প-অল্প করে।"

"হ্যাঁ, অল্প-অল্প করে।" ম্যাকলিনের দ্বিধা অনেকটা কেটে গেছে। তার কণ্ঠে উৎসাহের ছোঁয়া।

"আমার কিছু কামলা দরকার। ভালো শ্রমিক পাওয়া আজকাল দূর্লভ ব্যাপার।" কথাগুলো বললো সে হৃষ্ট চিত্তে।

আর কথাগুলো বিশ্বাসকে ও খুশি করলো,

"হ্যাঁ, তোমার কামলা পাওয়া দরকার।" কিছু লোক জীবিকার জন্য ম্যাকলিনের উপর নির্ভর করে, ব্যাপারটাতে বিস্মিত হলেও সেটা সে দমন করলো।

ম্যাকলিন বলল, "তবে শ্রীঘ্রই তুমি আরও কিছু পয়সা জোগাড় করো। নয়তো তোমার কংক্রিটের পিলার করা হবে না।"

"কংক্রিটের পিলার দিতেই হবে।"

"তাহলে তোমার পুরো বাড়িটা হবে কতগুলো কংক্রিটের পিলারের সারি, এর উপরে আর কিছু থাকবে না।"

ওরা হাঁটতে থাকলো।

বিশ্বাস বলল, "কয়লার ব্যারেলের সারি।" মিঃ ম্যাকলিন মাঝখানে কথা বলল না।

"আমাকে একটা কয়লার ব্যারেল বানিয়ে দাও, বুড়ো-কুকুর, শুধু একটা কয়লার ব্যারেল।"

সে ঠিক করলো অযোধার কাছ থেকে টাকা ধার করবে, সে শেঠ অথবা মিসেস তুলসির কাছে চাইবে না। মিসিরকেও বলবে না, ছিবারন আর মাহমুদকে দেয়ার জন্য ওর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়ার পর থেকেই ওদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। আর অযোধার কাছে যেতেও তার এখন আর ইচ্ছে করছে না। বাড়ির উঠান পেরিয়ে রাস্তায়

BanglaBook.org

নামার পর তার মনে হলো আগামী রোববার পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থগিত থাক। সে ঘরে ফিরে এলো, সাইকেলটা নিয়ে সে বিকালটা হনুমান হাউজে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো। ওখানে গিয়ে কি পাবে সেটা তার কাছে পরিষ্কার, তাই সে সাইকেলের চাবিটা আবার রেখে দিলো। তারপর দু'টো বাস বদল করে শেষ বিকেলে প্যাগোটে পৌছুলো।

সে *তারা*'দের লোহার গেট সরিয়ে উঠানে প্রবেশ করলো। এখানে কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি, সে প্রথম কোনটা দেখেছে তার চেয়ে। তালগাছগুলোর আগের মতই নির্জন, সুনসান। প্রতি বছর এতে ফল হলেও এর শাখা প্রশাখাগুলো পাতাশুন্য, শুষ্ক, বিবর্ণ। ঘাসের স্তূপগুলো আগের মতোই আছে, শুধু আকারে বড় হয়েছে। খরচ আর ঝামেলা সত্ত্বেও অযোধা ওর উঠানে দুই-তিনটা গরু এখনো রাখে। ওগুলো সে পালে, অবসর সময়টা সে গোয়ালঘরে ব্যয় করে, তবে ওগুলোর কোন প্রকার উন্নয়ন ছাড়াই।

গোয়ালঘর থেকে দুধ দোহানোর শব্দ আসছে, আজ রবিবার, ছুটির দিন, অযোধা নিশ্চয়ই গোয়ালঘরেই আছে। বিশ্বাস এখানে না দেখে সোজা পেছনের বারান্দায় চলে গেল *তারার* সাথে দেখা করতে এবং তাকে একা পেতে। সে একাই ছিল, সাথে কাজের মেয়েটা। সে এতটাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাসকে স্বাগত জানালো যে হঠাৎ সে তার উদ্দেশ্যের কথা ভেবে লজ্জিত হলো। কেমন আছে জানতে চাইলে সে এতকথা বলতে লাগলো যে ওর টাকার কথা না বলে সহানুভূতি জানাতে হচ্ছিল। আসলেই তাকে বেশী ভালো মনে হচ্ছিল না। তার শ্বাস-প্রশ্বাস দূর্বল হয়ে গেছে, সে সহজে নড়তে চড়তে পারছিল না। চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে। চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেছে।

কাজের মেয়েটি ওকে চা এনে দিলো, "*তারা* ওর পেছনে পেছনে রান্নাঘরে, গেল।

তারা বারান্দায় ফিরে, এসে বলল বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাতে খাবার খেয়ে যাবে। সে রাজী হল, অন্যসব বাদ দিয়ে সে ওদের খাবারটা পছন্দ করে। রকিং চেয়ারে বসে *তারা* ওকে ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। সে তার আসন্ন নতুন সন্তান সম্পর্কে বলল, তুলসিদের সম্পর্কে জানতে চাইলে সে যতটা সংক্ষেপে পারে বলল। সে জানতো যে দুই পরিবার একে অন্যের কিছু না করতে পারলেও ওদের মধ্যে একটা বিরোধ রয়েছে। তুলসিরা প্রতিদিন পূজা করে, হিন্দুদের সকল উৎসব উদ্‌যাপন করে, আর অযোধা একজন মানুষ হিসেবে ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশ খোঁজে এবং 'বিশ্বাস' থেকে নিজে সরে গিয়েছে। অযোধা আর *তারা* তুলসিদের খুব 'তুচ্ছ' মনে করে। ঐ পরিবারের বিশ্বাসের বিয়ে করাটাকে ওরা স্পষ্টত একটা বোকামি বলে মনে করে। *তারার* সাথে তুলসিদের ব্যাপারে আলোচনা করাটা মিঃ বিশ্বাস এর জন্য বিব্রতকর একটা ব্যাপার।

গোয়ালঘর থেকে দুধ নিয়ে বের হয়ে এলো সেই ব্যক্তি। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দুধের পাত্রটা কাজের মেয়ের কাছে দিয়ে সে গেল কলতলায় হাত-মুখ, পা আর জুতো জোড়া ধোয়ার জন্য।

মিঃ বিশ্বাস *তারাকে* তার আসার কারণ সম্পর্কে বলতে মনে মনে আরো বেশী বাধাগ্রস্ত হলো।

তারপর আরো বেশী দেরী হয়ে গেল। ভান্‌দাত্‌ এর ছেলে রবিদাত এলো, *তারা* আর বিশ্বাস চুপ হয়ে গেল। রবিদাত এখনও বিয়ে করেনি। যদিও সবাই জানতো যে তার ভাই জগদাত্‌ এর মতো সেও ভিন্ন বর্ণের এক মহিলার সঙ্গে থাকে এবং তাদের

BanglaBook.org

ছেলে-মেয়ে আছে কয়েকটা, কেউ জানেনা ঠিক কত জন। সে ঘরে ঢুকলো *তারা* অথবা বিশ্বাসের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। একটা চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বুককেস থেকে একটা বই তুলে নিলো। তারপর এরমধ্যে ডুবে গেল, জোরে-জোরে শ্বাস নিতে থাকলো। তার ছোট-ছোট চোখগুলো পিট্পিট্ করছে। বইটা বুককেসে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "কেমন চলছে, মোহন?" জবাবের প্রত্যাশা না করেই সে হাঁক দিলো রান্নাঘরের দিকে, "খাবার দাও, এই মেয়ে" হঠাৎ সে তার মুখটা বন্ধ করে ফেলল।

"উফ্! বিবাহিত ভদ্রলোক যে!"

এটা অযোধার কন্যা, গোয়ালঘর থেকে ফিরে এসেছে সে।

রবিদাত্ ওর পা ঠিকঠাক করে বসলো। মিঃ বিশ্বাস জবাব দেয়ার আগেই অযোধা হাসি থামিয়ে রবিদাত্কে কোন একটা লরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো।

রবিদাত্ ওর চেয়ারে বসে দাঁত দিয়ে শব্দ করলো, উপরের দিকে তাকালো না।

অযোধার কণ্ঠস্বর চড়া হলো।

রবিদাত্ বিশ্রীভাষায় উদ্ধতস্বরে ব্যাখ্যা করতে লাগলো। মনে হচ্ছিল সে তার ভেতরের ঠোঁটটা কামড়াতে চেষ্টা করছে, তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হলেও অস্পষ্ট লাগছিল।

অযোধা লরির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসলো। *তারা* রকিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে অযোধা ওখানে বসলো এবং মুখে বাতাস করতে লাগলো। শার্টের বোতাম খুলে দিলো। তারপর বলল, "বিবাহিত ভদ্রলোকের এখন ছেলে-মেয়ে ক'জন? স্পষ্ট সাতটা, আটটা, নাকি এক ডজন?

রবিদাত্ হাসলো অস্বস্তি নিয়ে, তারপর উঠে রান্নাঘরে চলে গেল।

মিঃ বিশ্বাস সাহসী হতে শুরু করলো, "গতকাল শেষরাতে কেউ একজন আমাকে একটা বার্তা দিলো স্বপ্নে যে আমার মা খুব অসুস্থ। তাই আমি ওকে দেখতে এসেছি আজ আর এখানে যখন এলাম ভাবলাম আপনাকেও দেখে যাই।"

কাজের মেয়েটি অযোধার জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলো। বিশ্বাস একটু বিরতি দিলো। এই আজগুবি গল্পটা সে এই মাত্র বানিয়েছে, তবে তা কার্যকর হচ্ছে না এবং সে চাইলো ব্যাপারটা চাপা পড়ুক। *তারা* জানতে চাইলো, "তোমার মা কেমন আছে? আমি কিছু শুনিনি তো।"

"ও, সে, সে ভালোই আছে। এটা আসলে স্বপ্নই, আর কিছু না।"

অযোধা আস্তে-আস্তে দোল খাচ্ছিল।

"তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে, মোহন? আমি কখনোই ভাবিনি তুমি ক্ষেত-খামারের কাজ করতে প্রস্তুত, হুঁ, *তারা*?"

"হ্যাঁ, সেই প্রসঙ্গেই আসলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি জানেন এটা একটা স্থায়ী কাজ"।

অযোধা বলল, "মোহন, আমার কাছে তোমাকে ঠিক সুস্থ মনে হচ্ছে না। তাই না, *তারা*? ওর মুখের দিকে তাকাও আর, হুঁ..........., বলতে বলতে ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, "দেখো দেখো, ওর ভূঁড়ি হচ্ছে।" অযোধা বিশ্বাসের পেটে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে বলল, "তোমার পেট নরম স্তনের মতো হয়ে গেছে। তোমাদের অল্পবয়সী যুবকদের আজকাল খুব ভূঁড়ি হচ্ছে," মাথাটা পেছনের দিকে সরিয়ে সে বলল, "এমন কি রবিদাত্ এরও ভুঁড়ি হয়েছে।"

BanglaBook.org

তারা সামান্য হাসলো।

রবিদাত্‌ কিছু একটা চিবুতে চিবুতে রান্নাঘর থেকে এলো, ওর মুখে খাবার, বিড়বিড় করছে অস্পষ্টভাবে।

অযোধা ভেংচি কেটে বলল, "তুমি তোমার মুখটা আবার রান্নাঘরে নিয়ে যাও, তুমি জানো মুখে কিছু রেখে কথা বলা আমার পছন্দ নয়।

রবিদাত্‌ তাড়াতাড়ি খাবারটা গিলে ফেলে বলল, "ভূঁড়ি, আমার ভুঁড়ি আছে?" সে শার্টটা তুলে জোরে শ্বাস নিয়ে দাঁড়ালো যাতে পেটটা টানটান দেখায়, ওর অবজ্ঞাভরা মুখে ছোট চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

অযোধা হেসে ফেলল, "ঠিক আছে, রবিদাত, চলে যাও, খাওয়া-দাওয়ার পর। আমি শুধু ঠাট্টা করেছিলাম।" সে রবিদাত্‌-এর শরীর, এমনকি তার নিজের শরীর নিয়েও খুশি। "ভালো খাবার আর প্রচুর ব্যায়াম।" সে তার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে পেটের মধ্যে টোকা দিলো। "অনুভব করো, উপলব্ধি করো।" বিশ্বাসের নরম আঙ্গুল-গুলো তার শক্ত লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে বলল সে। বিশ্বাস কোন সাড়া দিলো না। অযোধা বলল, "লোহার মতোই শক্ত, তুমি এখনও বালিশে ঘুমাও, তাই না?"

মিঃ বিশ্বাসের হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ঘঁষতে লাগলো অযোধা।

"আমি বালিশ ব্যবহার করি না। প্রকৃতি আমাদের বালিশ ব্যবহার করতে বাধ্য করে না। তোমার ছেলে-মেয়েদের ছোটবেলাতেই প্রশিক্ষণ দিও, মোহন, ওদের বালিশ ব্যবহার করতে দিও না। উফ্‌, চারটা ছেলে-মেয়।"

অযোধা আবার হেসে ফেলল একটু। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে বারান্দার রেলিং ধরে বাইরে কারও সাথে চিৎকার করে কথা বলল। তার কোন গোয়ালাকে বিদায় জানালো, কোন কর্মচারীর সাথে যে ভাষায় কথা বলে সেভাবে। লোকটা জবাব দিলে সে তার চেয়ারে ফিরে এসে বসলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আচ্ছা, আমি যা বলছিলাম, আমার কাজটা স্থায়ী, আর আমি একটা ছোট বাড়ি তৈরী করতে যাচ্ছি।" *তারা* বলল, "খুব ভালো, মোহন, খুবই ভালো।"

অযোধা বলল, "আমি জানি না তুমি ঐ হনুমান হাউজে কি করে থাকো। ঐ জায়গায় মোট কতজন বাস করে?"

"প্রায় দু'শ।" মিঃ বিশ্বাসের এ'কথায় সবাই হেসে উঠলো।

"ঐ বাড়িটা তাহলে আসলেই একটা বাড়িই হবে।"

অযোধা বলল, "মোহন, তুমি জানো তোমাকে কি করতে হবে? তোমার *সেনাটোজেন* নেয়া দরকার। এক বোতল নয়। পুরো কোর্স করবে। সম্পূর্ণ কোর্স না করলে তুমি উপকার পাবে না।"

তারাও সায় দিলো মাথা নেড়ে।

রবিদাত্‌ রান্নাঘর থেকে আবার ফিরে এলো।

"বাড়ি সম্পর্কে কি যেন শুনলাম, মোহন?"

"তুমি বাড়ি বানাচ্ছো? তুমি এত টাকা কোথায় পাবে?"

BanglaBook.org

"সে টাকা জমিয়েছে।" অযোধা অসহিষ্ণুভাবে বলল, "তোমার মতো নয়। তুমি তো মাটির গর্তে বাস করছো, রবিদাত। আমি জানি না তুমি টাকা পয়সার করোটা কি।" পরোক্ষ ভাবে অযোধা রবিদাত্ এর বহির্জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত করলো।

রবিদাত্ বলল, "দেখো, আমি টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে জন্মাইনি, তুমি শুনে রাখো। আর আমার টাকা জমানোর মানসিকতা নেই। আমার বাবারও ছিল না।" সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ওর বাবার কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে। মিঃ বিশ্বাসের বোনেরও এই ভাবে বাবার কথা উল্লেখ করা নিষিদ্ধ ছিল।

অযোধা তার ভ্রু কুঁচকে জোরে জোরে দোল খেতে লাগলো।

মিঃ বিশ্বাসের মনে হলো কথাটা বলার সময় একেবারেই চলে গেছে।

অযোধাকে সহজ মনে হচ্ছিল না; তার চোখে-মুখে ক্রোধ ফুটে উঠেছে।

অযোধাকে উপেক্ষা করে রবিদাত্ মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

"কুঁড়ে ঘর নাকি?"

"না। কংক্রিটের পিলার হবে। দু'টো বেডরুম আর একটা ড্রয়িং রুম। ঘরের চালসহ সবকিছু টিনের।"

কিন্তু রবিদাত্ শুনছিল না।

অযোধা বলল, "*তারা*, আমি, যদি ওকে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে না আনতাম, কি হত সে আজ? আমি যদি না খাওয়াতাম ..."

সে দ্রুত রকিং চেয়ারে থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি কি মনে করো সে খেতে পরতে পারতো?"

"আমাকে স্পর্শ করবে না, "রবিদাত্ হুঙ্কার করে উঠলো।

মিঃ বিশ্বাস লাফিয়ে উঠে অযোধার হাত ছাড়িয়ে নিলো।

"আমাকে ছোঁবে না," রবিদাত্ এর চোখে পানি দেখা দিলো। "তুমি আমাকে জন্ম দাওনি। তুমি যদি তোমার সন্তানকে ছুঁতে চাও তবে তার জন্ম দাও। যে খাবার তুমি আমাকে খাইয়েছো তা কি করতে হবে। বলো? কি?"

তারা উঠে রবিদাতে্র পিঠে হাত রেখে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, রবিদাত্।

তোমার থিয়েটারে যাওয়ার সময় হয়েছে। দিনে দু'বার সিনেমাতে গিয়ে টেকিংগুলো চেক্ করা ওর অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

গোঁ-গোঁ করতে করতে সে দু'পা পিছিয়ে বারান্দার পেছন দিকে মূল বাড়ির দিকটাতে গেল।

অযোধা রকিং চেয়ারটা ওর দিকে ঘুরিয়ে বসে দ্রুত দোল খেতে লাগলো।

তারা হেসে বিশ্বাসকে বলল, "ওদের নিয়ে যে কি করবো আমি জানি না, মোহন।"

"কৃতজ্ঞতা এটা।" অযোধা বলল।

তারা বলল, "তোমার বাড়ির ব্যাপারে বলো, মোহন।"

"বাড়ি? ও, ঠিক তা নয়। একেবারেই ছোট একটা বাড়ি, ছেলে-মেয়েদের জন্যই আমি এটা তৈরী করছি আসলে।"

BanglaBook.org

"এই বাড়ি ভেঙ্গে তৈরী করতে চাইছি আমরা, কিন্তু ঝামেলা: ভালো কিছু করতে চাইলেই এত নিয়ম-কানুন। কতজনের অনুমোদন নিতে হয়। এই বাড়িটা তৈরী করতে আমাদের এত ঝামেলা পোহাতে হয়নি। তবে আমার মনে হয় না তোমার এসব ভয় আছে," *তারা* বলল।

'না,না, এসবের কোন ভয়ই নেই আদৌ।"

অযোধা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বারান্দায় ঐ ছোট্ট দরজাটা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে গেল।

তারা বলল, "এরা দু'জন সারাক্ষণ ঝগড়া করছে। তবে এটা কিছু না। কালকেই ওরা পিতা-পুত্রের মতো হয়ে যাবে।"

অযোধা গোয়ালঘরে গিয়ে অনুপস্থিত কোন গোয়ালাকে গালাগালি করছে।

রবিদাত্ এর বড় ভাই জগ্দাত এসে ঘরে ঢুকলো। ওকে বিশ্বাস যখনই দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরে এসেছে। ওর আচরণেই শুধু নম্রভাব থাকে না, ওর পোশাক-আশাক অনেক বছর ধরেই এক রকম, যেমন, কালো জুতা, কালো মোজা, নীল ট্রাউজারে কালো চামড়ার বেল্ট। পুরো সাজসজ্জা দেখে মনে হয় যেন ও কোন শবদাহ অনুষ্ঠান থেকেই এসেছে।

মিঃ বিশ্বাস শুনলো পেছন থেকে ওকে বলে, "আরে বুড়ো মোহন যে।"

বিশ্বাসও বলল, "বুড়ো জগ্দাত্ যে।"

"মোহন বাড়ি তৈরী করছে," *তারা* বলল।

"ওকি আমাদের গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। আমরা শুধু বড়দিনেই তোমাকে দেখি। বছরের অন্যদিনে তুমি খাও না? নাকি টাকা পয়সা জমাচ্ছো?"

জগদাত্ হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো।

অযোধা গোয়ালঘর থেকে ফিরে আসলে ওরা তিনজন বারান্দায় খাওয়া-দাওয়া করলো। *তারা* রান্নাঘরে বসেই খেলো। অযোধা গম্ভীর হয়ে ছিল। জগদাত্ও তাই। খাবারটা ভালো ছিল, কিন্তু বিশ্বাস আনন্দহীনভাবে খেল।

সে প্রত্যাশা করলো খাওয়ার পর সে *তারা*কে একা পাবে। কিন্তু অযোধা বারান্দায় বসে থাকলো, রকিং চেয়ারে দোল খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বিশ্বাসের মনে হলো তার যাবার সময় হয়ে গেছে।

তারা বলল ছেলে-মেয়েদের জন্য তার কিছু ফলমূল নেয়া উচিত।

"ভিটামিন সি, *তারা,* ওকে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি দিয়ে দাও।" অযোধা বলল।

সে একটা ব্যাগে কমলা ভরে দিলো।

তারপর অযোধা ভেতরে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা নাশপাতি ভরে দিলো। এত বড় নাশপাতি সাধারণত হনুমান হাউজে মিসেস তুলসির জন্য থাকে। *তারা* বলল, "এগুলো জলদি পেকে যাবে। ছেলে-মেয়েরা খুব পছন্দ করবে এগুলো।"

BanglaBook.org

সে বলতে চাইলো না সে কোথায় থাকে আর ছেলে-মেয়েরা কোথায়। তবে সে খুশি হলো যে তাকে টাকার কথা বলা হয়নি।

তারা বলল, "আমি দুঃখিত, তোমার খালু উত্তেজিত হয়ে গেছে। এটা ব্যাপার না। ছেলেগুলো একটু সমস্যা করে। ওরা সারাক্ষণ তার কাছে টাকা পয়সা চায়। এজন্য রাগ করার জন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না, ওরা তার সম্পর্কে অনেক গল্প ছড়ায়। সে কিছু বলে না, কিন্তু সবই জানে।

অযোধাকে বিদায় জানানোর জন্য বিশ্বাস ঘরে ঢুকলো। ঘরটা অন্ধকার, অযোধা কাপড়-চোপড় পরেই তার বালিশবিহীন বিছানাতে শুয়ে আছে।

মিঃ বিশ্বাস আস্তে কড়া নাড়লো, কোন জবাব এলো না। ঘরে মাত্র চারটা ফার্নিচার-একটা খাট, একটা চেয়ার, একটা নীচু চেস্টার ড্রয়ার আর লোহার কালো রঙের আলমারি। ওটার উপরে কাগজ আর ম্যাগাজিন ভরা। মিঃ বিশ্বাস চলে যাচ্ছিল, তখন অযোধা আস্তে ডাকলো, "আমি ঘুমাইনি। কিন্তু এখন আমি খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেই। আমি কথা না বললে বা না উঠে বসলে তুমি কিছু মনে করো না।"

মেইন রোডে বাস ধরতে যাওয়ার সময় কেউ একজন ওকে আটকালো, এটা জগদাত্। বিশ্বাসের কাঁধে হাত রেখে একটা সিগারেট সাধলো। অযোধা ধূমপান করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু জগ্দাত্ এর কাছে সিগারেট খাওয়াটা খুব উৎসাহের বিষয়।

জগদাত্ শান্তস্বরে বলল, "তুমি ঐ বুড়ো লোকটার কাছ থেকে কিছু খসাতে এসেছিলে, তাই না?"

"কি? আমি? আমি ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে শুধুমাত্র দেখতে এসেছিলাম।"

"ঐ বুড়ো আমাকে এটা বলেনি।"

জগদাত ওর পিঠে চাপড় দিলো।

"তবে আমি তাকে কিছু বলিনি।"

"মোহন, ভদ্রলোক। সেই পুরনো কুটনৈতিক চাল দিচ্ছো। সেই পুরনো কৌশল।"

"আমি কোন কিছুর চেষ্টা করছি না।"

"না, না। তুমি ভেবোনা তুমি চেষ্টা করবে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব। আমি প্রতিদিন কি করি তোমার মনে হয়? কিন্তু বুড়ো খুবই চালাক, তুমি কিছু চিন্তাভাবনা করার আগেই সে ঘ্রান পায়। কাজেই, হুঁ, তুমি ছেলে-মেয়েদের জন্য এই বাড়ি বানাচ্ছো?"

"তুমি কি তোমার জন্য এটা তৈরী করছো?" হঠাৎ থেমে গেল জগদাত্, অর্ধেক ঘুরে গলা চড়িয়ে রাগতস্বরে বলল, "ও, ওরা তাহলে আমার সম্পর্কে গল্প ছড়াচ্ছে, তাই না? তোমার কাছে? হায় ঈশ্বর, আমি এখন ফিরে গিয়ে ওদের সব নকল দাঁত উপড়ে ফেলবো, মোহন! তুমি শুন্ছো?"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ওরা আমাকে কিছুই বলেনি। তবে ভুলে যেওনা তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। আর তুমি যদি আগের মতো থেকে থাকো তবে তোমার বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে হয়েছে বহিঃজীবনে, যাদেরকে দিয়ে তুমি একটা ছোট-খাটো স্কুল খুলতে পারো। জগদাত্ এর মধ্যে এখনও সেই প্রত্যুত্তরের ভঙ্গী।

BanglaBook.org

"মাত্র চার-পাঁচটা" জগদাত বলল।

"চার-পাঁচটা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?"

"ঠিক আছে, চারটা।" জগ্‌দাতের মধ্যে সেই ক্ষিপ্ত ভাবটা আর নেই। কিছুক্ষণ পর সে আবার বলতে শুরু করলো, "শোন, আমি গত সপ্তাহে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম, হেনরী স্ট্রিটে একটা ছোট কংক্রিটে ঘরে লোকটা থাকে, কতজন মানুষ মিলে। আর, আর—" তার গলা আবার চড়লো, "অথচ ঐ কুত্তার বাচ্চাটা তাকে সাহায্য করার জন্য সামান্য কিছুও করে না।"

খুব করুণস্বরে ও বলল, "তাকে তোমার মনে আছে, মোহন?"

ভান্‌দাত্‌কে মিঃ বিশ্বাসের ভালো ভাবেই মনে আছে।

"ওর মুখটা একেবারে ছোট হয়ে গেছে।" জগ্‌দাত বলল। চোখ বন্ধ করে সে এক হাতে আঙ্গুলগুলো এমনভাবে তুলল যেভাবে কোন পন্ডিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে করে থাকে। সে বলে চলল,

"আর হ্যাঁ, অযোধা তোমাকে ভিটামিন 'এ' আর 'বি' দিতে সদাপ্রস্তুত। কিন্তু যখনই কোন সত্যিকারের সাহায্যের প্রয়োজন হবে ওর কাছে যেও না। শোন, একবার ও একজন মালী নিয়োগ করেছিল। মাত্র ত্রিশ পয়সা প্রতিদিন। প্রখর রোদে ঐ বুড়োলোকটা কাজ করতো। বেলা তিনটার সময় প্রচন্ড রোদে কাজ করতে করতে খেয়ে নেয়ে সে এক কাপ চা খেতে চাইলো। হ্যাঁ, ওরা চা দিলো, কিন্তু দিনের শেষে ওরা ওর কাছে ছয় পয়সার একটা বিল পাঠিয়ে দিলো।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "তুমি কি ভাবছো ওরা আমাকে যা খাইয়েছে তার জন্য আমার কাছে বিল পাঠিয়ে দেবে?"

"হাসতে চাইলে হাসতে পারো। তবে এভাবেই ওরা গরীব লোকদের সাথে আচরণ করে। আমার সান্তনা ওরা ভগবানকে উৎকোচ দিতে পারে না। ভগবান অনেক ভালো।"

ওরা এখন মেইনরোডে। জগদাত্ এর যে দোকানে বিশ্বাস কাজ করতো সেটা এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

দোকানটার মালিক এখন একজন চীনা, সেখানে একটা বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে।

জগদাত্ কে এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যপথে যেতে হবে। তবে বিশ্বাসের ইচ্ছে করছিল না ওকে ছাড়তে, একা হয়ে যেতে, রাতের বেলা বাসে চড়ে গ্রীন ভেইলে ফিরতে।

জগ্‌দাত্ ওর পরিবার সম্পর্কে, সন্তান সম্পর্কে কিছু কথা বলল। জানালো ওর সন্তানের মা স্প্যানিশ, একটা অফিসে কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসের সিটে বসে দুলতে দুলতে মাঠ-ঘাট, বাড়িঘর সব পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। মিঃ বিশ্বাস তার বিকেলের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেল। আসছে রাতের কথাই মনে হতে লাগলো তার।

পরদিন সকালে মিঃ ম্যাকলিন ব্যারাকে এসে জানালো সে তার অন্যান্য কাজ বাদ দিয়েছে এবং বিশ্বাসের বাড়ি তৈরীর জন্য সে প্রস্তুত। বলল,

"তুমি কত টাকা দিয়ে শুরু করবে স্থির করেছো?"

"একশ। মাসের শেষে আরো কিছু দেবো। কোন কংক্রিটের পিলার হবে না।"

BanglaBook.org

"ওটা খামোখা ফুটানি। তুমি দেখো, আমি তোমাকে কাপার্ড দিয়ে বানিয়ে দেবো যা সারাজীবন টিকবে। আলাদা কিছু মনেই হবে না।"

"পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।"

"পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর হবে। আচ্ছা, আমার মনে হয় মালামাল আর শ্রমিক খোঁজার কাজ শুরু করা যায়।" মিঃ ম্যাকলিন বলল।

ঐদিন বিকেলেই মালামাল চলে এলো। কার্পাড গাছের পিলার দেখতে খুব রুক্ষ লাগে, ওগুলো পুরোপুরি গোলও নায় আবার চারকোনা ও নয়। তবে নতুন নতুন তক্তা আর নতুন পেরেক-গজাল সংবাদ পত্রের র‍্যাপিং এ মোড়ানো - এসব দেখে বিশ্বাসের আনন্দ হলো। সে মুঠো করে পেরেক হাতে নিয়ে আবার ফেলে দিলো। আওয়াজটা তার ভালো লাগলো। বলল, "পেরেক যে এত ভারী হয় আমি জানতাম না।"

ম্যাকলিনের টুলবক্সে ওর অন্যান্য উপকরন ছিল যেটা দেখতে অনেকটা কাঠের বাক্সের মতন। হাতুড়ি, বাটাল, গ্রিল মেশিন, চক ইত্যাদি জিনিস গুলো ওর বেশ পুরানো হয়ে গেলেও যত্ন করে রাখা।

শ্রমিকও চলে এলো। একজন নিগ্রো শ্রমিক, নাম এড্‌গার। পেশী-সমৃদ্ধ নিগ্রোটার পরণে খাকির ট্রাউজার। ময়লা জামাটা শতচ্ছিন্ন।

এড্‌গার জায়গাটার ঝোপ-ঝাড়গুলো কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করলো।

বিশ্বাস যখন ক্ষেত থেকে ফিরে এসেছে তখন ঝাড়মোছ করা জায়গাটাতে চক্ দিয়ে বাড়িটা মাপ অনুযায়ী মার্ক করা হয়েছে। পিলার বসানোয় জন্য চিহ্নিত স্থানে এড্‌গার মাটি খুঁড়ছে। একটু দূরে একটা পাথরের উপর বসে ম্যাকলিন ওর নক্শা করা একটা ফ্রেম দেখিয়ে বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলো।

"গ্যালারী, ড্রয়িংরুম, বেডরুম, বেডরুম।" মিঃ বিশ্বাস বলতে লাগলো।

বাতাসে কাঠের গুড়ার গন্ধ, ঘাসের উপর এডগারের খালি পা আর মিঃ ম্যাকলিনের বুট-জুতার ছাপে কাঠের গুঁড়ার লাল, বাদামী ছোপ।

মিঃ ম্যাকলিন মিঃ বিশ্বাসকে কাজের জন্য শ্রমিকের অপর্যাপ্ততার কথা বলল।

"আমি দেখি স্যাম্‌কে পাওয়া যায় কিনা।" সে বলল, "তবে ও একটু বেআদব, কাউকে মান্য করে না। এড্‌গার এখন দু'জনের কাজ করছে। সমস্যা হচ্ছে ওকে আপনার সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখতে হবে। দেখুন ওকে।"

এডগার হাঁটু পর্যন্ত গর্তে নেমে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে বাইরে ফেলছিল।

ম্যাকলিন বলল, "ওকে থামতে বলুন। নয়তো অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ও খুঁড়তেই থাকবে। আচ্ছা, বস্, তার গলা ভেজানোর কোন ব্যবস্থা নেই?"

ও পান করার ভঙ্গী করে দেখালো। আগের দিনগুলোর সে কাজ শেষ করে খেতে চাইতো। আজ সে যত তাড়াতাড়ি পারে যেতে চাইছে।

মিঃ বিশ্বাস মাথা নাড়লো, ম্যাকলিন ডাকলো, "এডগার।"

এড্‌গার খুঁড়েই চলেছে।

ম্যাকলিন ওর কপালে চাপড় দিলো, "দেখলে, আমি যা বলেছি?" সে তার মুখে দু'আঙ্গুল পুরে শিস্ দিলো।

BanglaBook.org

এডগার তাকালো এবং লাফ দিয়ে গর্ত থেকে উপরে উঠে এলো। ম্যাকলিন ওকে রামের দোকানে গিয়ে এক বোতল রাম নিয়ে আসতে বলল। এডগার দৌড়ে আগের জায়গায় গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ওর নোংরা টুপিটা মাথায় পরে নিলো। তারপর দৌড় দিলো। কিছুক্ষণ পর সে একহাতে একটা বোতল আর অন্যহাতে টুপিটা নিয়ে ফিরে এলো।

বোতলটা খুলে মিঃ ম্যাকলিন বলল, "তোমার আর তেমার বাড়িটার সৌজন্যে, বস্।" তারপর পান করলো। সে এডগারকে বোতল দিয়ে সেও একই কথা উচ্চারণ করে পান করা শুরু করলো। কাজ শুরু করার পর ম্যাকলিনের আরো জায়গা দরকার হলো। পরদিন সে আরেকটা ফ্রেম নিয়ে এলো যেটাতে বাড়ির পেছনের দেয়ালের নক্সা করা, বিশ্বাস ওটাতে পেছনের দরজা আর জানালাটা চিহ্নিত করতে পারলো। এড্গারের গর্ত খোঁড়া শেষ হয়েছে, সে তিনটি পিলার স্থাপন করলো। একটু দূরে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের ফেলে দেয়া পাথর কুড়িয়ে এনে সে পিলারগুলোকে শক্তপোক্ত করলো।

একটি ব্যাপার বিশ্বাসকে বিচলিত করলো। মালামালের মুল্য চলে গেছে প্রায় পঁচাশি ডলার। বাকী পনেরো ডলার ভাগাভাগি হয়ে গেছে ম্যাকলিন আর এড্গারের মধ্যে। কাজের মূল্য। কাজটা শেষ হতে আরো আট-দশদিন লাগবে। ওদেরকে আনন্দিত মনে হলেও ম্যাকলিন ফিস্ফিস্ করে অভিযোগ করেছে মজুরীর ব্যাপারে।

ঐদিন সন্ধ্যায় ম্যাকলিন আর এডগার চলে গেলে শামা এলো।

"শেঠের কাছে আমি কি শুনেছি?"

বিশ্বস ওকে ফ্রেমটা দেখালো, তিনটা পিলার, মাটির স্তূপ এসব দেখালো।

"আমার মনে হয় তুমি তোমার সব টাকা-পয়সা খরচ করে ফেলেছো।"

"প্রতিটা লাল মুদ্রা', বিশ্বাস বলল, "গ্যালারী ড্রয়িরুম, বেডরুম, বেডরুম।"

শামার গর্ভাবস্থা আরো প্রকট হয়েছে। সে হাঁপাতে লাগলো। "তোমার জন্য ঠিক আছে।"

"কিন্তু আমি আর আমার ছেলে-মেয়ের কি হবে?"

"তুমি কি বোঝাতে চাইছো? ওদের বাবা বাড়ি বানাচ্ছে বলে ওরা লজ্জিত হবে?"

"কারণ ওদের বাবা তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যাদের টাকা-পয়সা তার চাইতে বেশী।"

সে বুঝলো কি ওকে বিব্রত করছে। ঐ বানরের বাড়িতে যে ফিসফিসানি, কানাকানি হয় তা সে কল্পনায় দেখতে পেলো। সে বলল, "আমি জানি তুমি তোমার বাকী জীবন ঐ কয়লার ব্যারেলে কাটিয়ে দিতে চাও। তবে আমার ছেলে-মেয়েদের ঐ বাড়িতে রাখার চেষ্টা করো না।"

"এই বাড়ি শেষ করার মতো টাকা তুমি কোথায় পাবে।"

"এই ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামিও না। তুমি যদি আরো আগে আরো একটু চিন্তা করতে এতদিনে আমাদের একটা বাড়ি হতো।"

"তুমি শুধু তোমার টাকা-পয়সার অপচয় করছো। তুমি ভিক্ষুক এ পরিণত হতে চাও।"

"হায় ভগবান্। এভাবে আমাকে খোঁড়া-খুঁড়ি বন্ধ করো।"

BanglaBook.org

"কে খুঁড়ছে? বলে সে মাটির স্তূপের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল। "তুমি সবচেয়ে বড় খোদক।"

সে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে রইল। তারপর শামা বলল, "পিলার বসানোর আগে তুমি একজন পন্ডিতকে পর্যন্ত ডাকোনি।"

"দেখো, গতবার হরি এসে আমার দোকানের ব্যাপারে আশীর্বাদ করে যাওয়াতে আমার বহু সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল। মনে করে দেখো।"

"হরিকে যদি তুমি না ডাকো এবং আশীর্বাদ করিয়ে না নাও, আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না, এমনকি পা পর্যন্ত রাখবো না।"

"হরি আশীর্বাদ করে গেলে যদি এ'বাড়িতে কেউ বাস করার সুযোগ পর্যন্ত না পায় আমি মোটেই আশ্চর্য হবো না।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজী হলো। হরিকে জরুরী তলব দিতে শামা হনুমান হাউজে ফিরে গেল। পরদিন বিশ্বাস ম্যাকলিনকে অপেক্ষা করতে বলল যতক্ষন পর্যন্ত না হরির ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়।

হরি সকাল-সকাল এলো, খুব উৎসাহ নেই আবার বিরূপভাবও নেই। সাধারণ পোষাকে এলো, একটা কাঠের স্যুটকেসে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ব্যারাকের পেছনের একটা ব্যারেলে সে স্নান সেরে বিশ্বাসের ঘরে ধূতি পরে নিলো। তারপর একটা ঝাটা, কিছু আমপাতা আর অন্যান্য উপকরণ নিয়ে সে জায়গার কাছে গেল।

মিঃ ম্যাকলিন এড্‌গারকে একটা গর্ত পরিষ্কার করতে বলল। হরি চিকন্ স্বরে প্রার্থনা আওড়াতে লাগলো। মন্ত্র পড়ে সে একটা আমপাতায় পানি নিয়ে গর্তে ছিটাতে লাগলো, একটা পয়সা ফেলল গর্তে, আরেকটা পাতায় অন্যান্য জিনিস মুড়ে নিলো। পুরো অনুষ্ঠানে ম্যাকলিন টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রইলো।

এরপরে হরি ব্যারাকে ফিরে গিয়ে ট্রাউজার আর শার্ট গায়ে দিয়ে চলে গেল।

ম্যাকলিন অবাক হয়ে গেল। "এইটুকুই", সে জানতে চাইলো। "খাবার-টাবার কিছু দেয়া হবে না– অন্যান্য ভারতীয়দের মতো?"

বিশ্বাস বলল, "বাড়িতৈরী শেষ হলে।"

ম্যাকলিন হতাশ হয়ে বলল, "আসলেই। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

এডগার পিলার বসাতে লাগলো গর্তে।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো একটা দামী পয়সার অপচয় হলো।"

সপ্তাহের শেষে বড়িটা একটা সুন্দর আকৃতি পেলো। মেঝে আর দেয়ালের ফ্রেম বসানো হয়েছে। ছাদের আউট লাইন করা হয়েছে। সোমবার পেছনের সিঁড়িটা তৈরী শেষ হলে ম্যাকলিনের কাজ স্থগিত হয়ে গেল মালামালের অভাবে।

ম্যাকলিন বলল, "আরো কিছু মালামাল তুমি নিয়ে আসলে আমরা আবার আসবো।"

প্রতিদিন মিঃ বিশ্বাস জায়গার কাছে গিয়ে বাড়ির সবকিছু পরখ করে আসে। কাঠের পিলারগুলো অতটা খারাপ নয় সে যেমনটা ভয় পেয়েছিল। একটু দূর থেকে ওগুলোকে

BanglaBook.org

বেশ খাড়া আর বৃত্তাকার মনে হয় পুরোবাড়ির প্রেক্ষাপটে। সে এটাকে একটা স্টাইল হিসেবে ধরে নিলো।

মেঝের পাটাতনের জন্য সে পিচ্ গাছের তক্তা খুঁজলো, পাঁচ ইঞ্চি পুরু নয়, এটা খুব সাধারণ, আড়াই ইঞ্চি পুরু হবে যেমনটা যে কোন কোন সিলিং এ দেখেছিল। দেয়ালের জন্য চওড়া কাঠ। আর চালের জন্য ঢেউটিন, সিলভারের উপর লাল ত্রিভুজ আঁকা নতুন পাত, ওগুলো দেখতে লোহার বদলে দামী পাথরের মতো লাগবে।

মাসের শেষে সে তার পঁচিশ ডলার থেকে বাড়ির জন্য পনেরো ডলার বের করতে পারলো, এটা ছিল বাড়াবাড়ি, সে মাত্র দশ ডলার নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় পড়লো।

দ্বিতীয় মাসের শেষে মাত্র আট ডলার যোগ করতে পারলো ওগুলোর সাথে।

শেঠ একটা প্রস্তাব করলো।

"ঐ বৃদ্ধা মহিলার সিংহলে কিছু গ্যালভানাইন রয়েছে, পুরনো ইটের ফ্যাক্টরীর।"

বিশ্বাস দি চে্জ এ থাকার সময়ই ফ্যাক্টরীটা উঠে গিয়েছিল।

শেঠ বলল, "পাঁচ ডলারে পাওয়া যাবে। আমি এটার কথা আগে যে কেন ভাবলাম না।"

মিঃ বিশ্বাস হনুমান হাউজে গেল।

চিন্তা জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি কেমন হচ্ছে, দুলাভাই?"

"এটা জানতে চাইছো কেন? হরি আর্শীবাদ করেছে, আর হরি কোন কিছুতে আর্শীবাদ করলে কি ঘটে তাতো তুমি জানোই।"

আনন্দ আর ছবি মিঃ বিশ্বাসের পেছনে পেছনে গেল, রাইস মিলের ভূষিতে সবকিছু ময়লা হয়ে আছে, বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা টিনগুলো কাঠের তক্তার মতো লাগছে। পাতগুলো বিভিন্ন মাপের, আকারের; কোনটা বাঁকানো, কোনাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে অদ্ভুত দর্শন হয়ে আছে, ঢেউগুলো কোথাও কোথাও সমান হয়ে গেছে, পেরেকের ফুটোগুলো বিপদ্জনক অবস্থায় আছে।

আনন্দ বলল, "বাবা, এগুলো তুমি ব্যবহার কোরো না।"

ছবি বলল, "তুমি বাড়িটাকে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেলবে।"

শেঠ বলল, "তোমার দরকার বাড়িতে একটা ছাউনি দিতে হবে। বৃষ্টির হাত থেকে যখন তুমি আশ্রয় নেবে তুমি নিশ্চয়ই বাইরে গিয়ে দেখবে না কিসের নীচে তুমি আশ্রয় নিয়েছো। তিন ডলারে এটা নিয়ে নাও।"

নতুন টিনের মূল্যটা মনে মনে ভাবলো বিশ্বাস। ওর বাড়ির বাইরের অংশটার কথাও যেটা সবাই দেখবে। তারপর বলল, "ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।"

স্কুলের ঐ ঘটনার পর থেকে আনন্দের শক্তি সাহস বেড়ে যাচ্ছিল, সে বলল, "ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে তুমি তোমার পুরনো বাড়িতে লাগাও। কেমন দেখাবে এনিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবো না।"

"আরেকজন পিচ্চি মাতাব্বর," শেঠ বলল।

তবে মিঃ বিশ্বাসেরও আনন্দের মত একই কথা মনে হলো। সেও এখন আর মাথা ঘামাচ্ছে না বাড়িটা কেমন দেখাবে।

BanglaBook.org

গ্রীন ভেইলে ফিরে এসে সে ম্যাকলিনকে দেখতে গেল ওর বাড়ির কাছে। দু'জনই বিব্রত হল।

"ভাটি এলাকায় আমি একটা কাজ করছি। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলাম একটু থেমে যাই,"ম্যাকলিন বলল।

বিশ্বাস বলল, "অন্য একদিন আমি তোমার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমিতো জানই অবস্থাটা। মাত্র আঠারো ডলার যোগাড় হয়েছে। না, পনেরো ডলার। আমি আরওয়াকাসে গিয়েছিলাম কয়েকটা টিন কেনার জন্য।"

"সময় মতো করো, বস্। নয়তো যে টাকাটা ব্যয় হয়েছে তার পুরোটাই জলে যাবে।"

"নতুন টিন নয়, তুমি তো জানোই। মানে একেবারে ব্র্যান্ড নিউ যাকে বলে।"

"টিনের ব্যাপারটা হলো তুমি যেকোন সময়ই ওটা সুন্দর করে তুলতে পারো। সামান্য রঙ দিয়ে কি করা যায় তুমি দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

"এখানে ওখানে কিছু কিছু ছিদ্র আছে, অল্প কয়েকটা।"

"ওগুলো সহজেই বন্ধ করা যাবে। সিমেন্ট, খুব একটা দামী নয়, বস্।"

ম্যাকলিনের স্বরের পরিবর্তনটা তার নজর এড়ালো না।

"বস্, আমি জানি তুমি ফ্লোরের জন্য পিচ্পাইন খুঁজছো। এটা ভালো, আমি জানি। দেখতে সুন্দর, গন্ধটাও চমৎকার আর সহজে পরিষ্কার করা যায়। তবে তুমি জানো যে এটা সহজেই পোড়ে।"

"আমি ও সেটাই ভাবছি," বিশ্বাস বলল, "পূজাতে আমরা পিচ্পাইন ব্যাবহার করি; তাড়াতাড়ি জ্বলবার জন্য।"

"বস্। আমি কিছু দারুকাঠ পেতে পারি। ভাটি এলাকার একজন আমাকে সাত ডলারে একটা দারুকাঠের পাইল দিবে বলেছে। দেড়শ ফুটের একটা দারুকাঠ সাত ডলারে পাওয়াটা খুবই সস্তা।"

মিঃ বিশ্বাস দ্বিধান্বিত হলো। সব ধরণের কাঠের মধ্যে দারুগাছের কাঠই তার কাছে সবচেয়ে নিম্ন মানের মনে হয়। রঙটা সুন্দর কিন্তু গন্ধটা কড়া। এত নরম কাঠ যে নখের আঁচড়েই দাগ পড়ে যায়, দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙ্গে ফেলা যায়। শক্ত করতে হলে পুরু হতে হয়, আর পুরু হলে দেখতে হয় বাজে।

"হ্যাঁ, সব আমি জানি এগুলো রুক্ষ ধরণের কাঠ। তবে আমাকেতো চেনো। আমি যখন এটা সমান করে কাটবো একেবারে মসৃন হয়ে যাবে। এগুলোকে যখন জোড়া লাগাবো একটা টুকরোও আলাদা করতে পারবে না।"

"সাত ডলার। তোমার জন্য তাহলে আট ডলার থাকবে।" মিঃ বিশ্বাস বোঝাতে চাইলো মেঝে আর ছাদের জন্য এই মজুরী খুব কম।

কিন্তু ম্যাকলিন বলল, "শ্রম আমার।"

একটা লরিতে করে ঢেউটিন আনা হলো। সাথে এলো আনন্দ, ছবি আর শামা।

আনন্দ বলল, "সুশীলা আন্টি ওদেরকে বকা দিচ্ছিল বাড়িতে মালামাল তোলার সময়।"

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস বলল, "সে ওগুলো জোরে জোরে ছুঁড়ে ফেলতে বলেছে. হুঁ? সে কি এটাই বলেছে? সে ওগুলোকে আরো নষ্ট করে দিতে চেয়েছে, তাই না? আমাকে বলো, ভয় পেও না।"

"না, না, সে বলছিল ওরা দ্রুত কাজ করছে না।"

বিশ্বাস টিনগুলো দেখে পরখ করতে লাগলো ওগুলোতে আর কোন আঁচড় বা চোট লেগেছে কিনা যাতে সুশীলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়।

"দেখো এগুলো। এটার জন্য কে দায়ী? শেঠকে এর মূল্য দেয়ার জন্য আমি পাগল হয়েছি, না?"

ঘাসের উপর টিনগুলো রাখাতে জায়গাটা কেমন জঞ্জাল মনে হচ্ছে। একটা টিনের সাথে অন্যটার মিল নেই। উচুঁ-নীচু, বিশৃঙ্খল হয়ে আছে।

ম্যাকলিন বলল, "আমি এগুলোকে সোজা করে ফেলবো। এখন চালের নীচের আড়া'র ব্যাপারটা বস্।"

বিশ্বাসের এটার কথা মনে ছিল না।

"বস্, তুমি একটা কাজ করতে পারো। এটা যেহেতু বাইরে থেকে দেখা যায় না, শুধু ভেতর থেকে দেখা যায়। তাছাড়া, সিলিং দিয়ে তুমি এটা ঢাকতে পার। তাই, আমার মনে হয় গাছের ডাল ব্যবহার করলে তোমার জন্য ভালো হবে, খরচও হবে না। ওগুলো সুন্দরভাবে ছেঁটে নিলে ভালো কাজে দেবে।"

আর তারপর ম্যাকলিন কাজ শুরু করলো, সে একাই কাজ করলো। মিঃ বিশ্বাস এড্গারকে আর দেখতে পেলো না, সে কিছু জানতেও চাইলো না।

ম্যাকলিন কয়েকটা গাছের ডাল নিয়ে ওগুলো চেঁছে নিলো, তারপর পেরেক দিয়ে আঁটকে সুন্দর আকৃতি দিলো। চিকন-চিকন ডালগুলো উপরে আড়াআড়ি ভাবে দিলো যা' দেখে বিশ্বাসের কুঁড়েঘরের কথা মনে হলো।

তারপর টেউটিনগুলো পেরেক দিয়ে আটকালো। কাজশেষে ম্যাকলিন ওর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে বিশ্বাস ঐ চালের নীচে দাঁড়িয়ে সন্তুষ্টি চিত্তে ভাবতে লাগলো মাত্র একদিন আগে এমনকি আজ সকালেও এখানে খোলা ছাদ ছিল।

গ্যালারি ছাড়া বাড়ির অন্যসবগুলো রুমে টিনের পাতগুলো লাগানোর পর বাড়িটাকে আর অসমাপ্ত ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে না। ম্যাকলিন ঠিকই বলেছে। গাছের ডালগুলোকে আড়াল করে দিয়েছে টিনের পাতগুলো। তবে ছিদ্রগুলো তারার মতো জ্বলজ্বল করছে।

ম্যাকলিন বলল, "আমি তোমাকে এক ধরনের সিমেন্টের কথা বলেছিলাম। তবে এখনও আমি টিনের পাতগুলো দেখিনি। সিমেন্টে তোমার যে খরচ পড়বে তাতে চার-পাঁচটা নতুন টিন কেনা যায়।"

"তাতে কি? আমি কি আমার নতুন বাড়িতে বসে বসে ভিজবো?"

"ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, মানুষ যেমনটা বলে থাকে। পিচ্। তুমি কি এটার কথা ভেবেছো। অনেকেই পিচ্ ব্যাবহার করে।"

ওরা মাগনা পিচ বা আলকাতরা পেলো, একটা রাস্তার পরিত্যক্ত অংশে, নুড়ি ছাড়াই, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত হিসেবে। ফুটোগুলোর উপরে পাথর দিয়ে ম্যাকলিন

BanglaBoi.org

ওগুলো পিচ্ দিয়ে বন্ধ করে দিলো। সে পুরনো চালের কোনাগুলোকে, অসমান স্থানে, আর যেখানে যেখানে রঙ চটে গিয়েছে সে সব জায়গায় পিচ্ লাগিয়ে দিলো। চালটার বিভিন্ন স্থানে ছোপ ছোপ কালো রঙ দেখা যাচ্ছিল।

তবে এটাতে কাজ হলো। যখন বৃষ্টি নামলো, এখন যেটা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই হয়ে থাকে, চালের নীচের মাটি শুক্‌নো রইলো। আশে-পাশের জায়গা থেকে গরু-ছাগল এসে এখানে আশ্রয় নিলো আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে ধূলো বের করে ফেলল।

মেঝেতে দেয়ার জন্য দারু গাছের তক্তা এলো, রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো। কড়া গন্ধে জায়গাটা ভারী হয়ে গেল। ম্যাকলিন ওগুলো ঘঁষার পর সুন্দর রঙ ফুটে উঠলো। তার কথা অনুযায়ী সে ওগুলো খুব কাছাকাছি এনে জোড়া দিলো পেরেক মেরে। ছিদ্রগুলোর মধ্যে কাঠের মন্ড এমনভাবে পুরে দিলো যে ওগুলো আর দেখাই যাচ্ছিল না আলাদা করে। পেছনের বেডরুম আর ড্রেসিং রুমের একটা অংশে কাজ শেষ হলো, যার ফলে বেডরুম পর্যন্ত সোজাসুজি হেঁটে যাওয়া যায়।

অতঃপর মিঃ ম্যাকলিন বলল, "তুমি যখন আরও মাল-মসল্লা আনতে পারবে অবশ্যই আমাকে জানাবে।"সে আট ডলারের বিনিময়ে পনেরোদিন কাজ করেছে।

দারুকাঠের জন্য সে হয়তো সাত ডলার খরচ করেনি, বিশ্বাস মনে মনে ভাবলো। মাত্র পাঁচ কি ছয় ডলার হবে।

বাড়িটা এখন ব্যারাকের ছেলে-মেয়েদের খেলার স্থান। ওরা দেয়াল বেয়ে বেয়ে উঠে, লাফ দেয়। অনেকে সাংঘাতিক ভাবে পড়ে যায়। কিন্তু ব্যারাকের ছেলে-মেয়ে ব'লে খুব একটা কিছু হয় না। ওরা পেরেক খুলে খুলে ছুরি বানায়, মেঝেতে কাদার দাগ ফেলে যায়, পাটাতনের উপর পা দিয়ে ময়লা করে ফেলে। ওরা গরু-ছাগলকে বাড়ির ভেতর থেকে তাড়া করে বাইরে নেয়, আর মিঃ বিশ্বাস তাড়া করে ওদেরকে।

"কুত্তার বাচ্চারা, তোমাদের একটাকে ধরতে পারলে পা কেটে ফেলবো।"

আখের গাছগুলো বেড়ে গেছে, বিতাড়িত শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠলো। মিঃ বিশ্বাস হুমকি পেতে লাগলো, ওরা বন্ধুর মতো করেই তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল।

শ্রমিকদের সহিংসতার ব্যাপারে শেঠ প্রায়ই বলতো, এখন সে শুধু বলে, "ওদের কথায় ভয় পেও না।"

ভারতের বিভিন্ন জেলায় এরকম অসংখ্য হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিশ্বাস জানে, যেগুলো আদালত পর্যন্ত গড়ায় না। গ্রামবাসীদের সাথে অন্যান্য পরিবারগুলোর সংঘাতের কথাও সে জানতো। সে সতর্কতা অবলম্বন করলো। তার বিছানার পাশে সে একটা খঞ্জর আর তার বাবার তৈরী লাঠিটা রেখে ঘুমাতো। আরওয়াকাসের চাইনীজ হোটেলের মালিক মিসেস সিউং এর কাছ থেকে একটা সাদা আর বাদামী লোমওয়ালা বিরল প্রজাতির কুকুর নিয়ে এলো। প্রথম রাতে ওটা বাইরে রাখাতে সারারাত কুঁই কুঁই করেছে, দরজায় আঁচড় কেটেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটাকে ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে কুকুরটাকে বিছানায় ওর পাশে দেখতে পেলো চুপচাপ শুয়ে আছে। চোখ খোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মিঃ বিশ্বাসের প্রথম ইশারাতেই ওটা লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়লো।

BanglaBook.org

সে ওটাকে টারজান নামে ডাকলো, ওটাকে ওটার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রস্তুত করতে। কিন্তু টারজান বন্ধুর মতো আচরণ করতে লাগলো, অনুসন্ধিৎসু আর গরু ছাগলের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ালো। গরু-ছাগলের মালিকেরা এসে নালিশ জানায়, "আপনার কুকুরের জন্য আমাদের মুরগী ডিম পাড়ছে না।" এটা সত্য, টারজানের মুখের পাশে প্রায়ই মুরগীর পালক দেখা যেত, ঘরের মধ্যেও অনবরত পালক উড়ে বেড়াতে লাগলো। টারজান মুরগীর ডিম খেয়ে ফেলতো, তাই মুরগীগুলো ডিম লুকিয়ে রাখার জন্য ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ডিম পাড়তো।

কিন্তু টারজান ওটারও সন্ধান পেয়ে গেছে। মুরগীর মালিকরা কুকুরটাকে ধরে নিয়ে আসতো। ওটার মুখে হলুদ আর আঠালো জিনিস ভরে থাকতো। ওরা একদিন প্রতিশোধ নিলো, এক সন্ধ্যায় বিশ্বাস দেখলো ওটার মুখে মুরগীর গু লেগে আছে।

মিঃ বিশ্বাসের ঘরের দেয়ালে প্ল্যাকার্ডের সংখ্যা বাড়লো। লাল আর কালো কালি আর বিভিন্ন রঙ এর পেন্সিল দিয়ে সে ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নক্সা আঁকে।

রিডার্স-লাইব্রেরীর সংস্করণে সে সস্তায় কিছু বই কিনলো, উপন্যাসের। কভারগুলো গাঢ় বেগুনী রঙের অক্ষরগুলো সোনালী। আরওয়াকাসের দোকানে ওগুলো খুব আকর্ষনীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বিশ্বাস খুব কমই হাতে নেয় ওগুলো। সোনালী কারুকাজগুলো আঙ্গুলে লাগে। বইয়ের কভারটা ওকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পোষাকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিঁজে, চালে কোন ফুটো হয়নি। কিন্তু আলকাতরাগুলো ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে।

একদিন শেষ রাতে বাতি নিভিয়ে সে বিছানায় শুয়েছিল। ঘরের বাইরে সে পায়ের আওয়াজ পেলো। চুপ করে পড়ে রইলো সে। তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা হাতে নিলো আর রান্নাঘরের তাক, টেবিল, শামার ড্রেসিং টেবিল হাতড়ালো সতর্কভাবে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে সশব্দে দরজার উপরের অর্ধেকটা খুলল। সে কিছুই দেখতে পেলো না, অন্ধকার রাতে আকাশে চাঁদ। দুইটা ঘর পরেই একটা আলো জ্বলছে। কেউ বাইরে, কারও সন্তান হয়তো অসুস্থ।

তারপর মুখ দিয়ে সে খুশির আওয়াজ করলো। এরপর থেকে সে বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাতো।

তার ভয় হতে লাগলো হয়তো তার বাড়িটা পুড়িয়ে ফেলতে পারে। বাড়তি উৎকন্ঠা নিয়ে সে বিছানায় যায়, সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে জেগে উঠেই পাশের জানালা খুলে দেয়, গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে কোন ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে কিনা। কিন্তু না বাড়িটা অক্ষতই দাঁড়িয়ে আছে। শামা এলে সে তার ভয়ের কথা ওকে বলল।

তবে কথাটা বলার জন্য সে অনুতপ্ত হলো, যখন শেঠ বলল, "তুমি ভয় পাচ্ছো যে ওরা এটা পুড়িয়ে দেবে। হুঁ? ভয় পেও না, ওরা এত আহাম্মক নয়।"

মিঃ ম্যাকলিন দু'বার এসে ঘুরে গেল। আর প্রতিদিন বৃষ্টিতে ভিঁজে, রোদে পুড়ে বাড়িটা বিবর্ণ হয়ে পড়লো, ওটার চাকচিক্য ম্লান হয়ে গেল।

BanglaBook.org

তারপর এক সন্ধ্যায় তার মাঝে এক চরম শান্ত ভাব ফুটে উঠলো, সে একটা সিদ্ধান্ত নিল। অনেক দিন ধরে সে যে কোন পরিস্থিতিকে অস্থায়ী ধরে নিয়েছে, এখন সে প্রতিটা মূহূর্তকে গুরুত্ব দেবে, যত সংক্ষিপ্ত মূহূর্তই হোক। সময়কে এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। কোন কর্ম থেকে অন্য কর্মকে পরিচালিত করে না। প্রতিটা কাজই তার জীবনের অংশ ছিল যেগুলোকে কখনো ফিরিয়ে আনা যাবে না। দিয়াশলাইয়ের কাঠি পোড়ানোর মতো। আস্তে-আস্তে সে নিজেকে স্থির করে সন্ধ্যায় গোসল সারলো, খাবার রান্না করলো, খেলো। তারপর রকিং চেয়ারে বসে দোল খেলো।

আর সে এমন কিছু করার চিন্তা করলো যা সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ করেনি। সে রিডার্স লাইব্রেরীর *'দি হাঞ্চব্যাক অব নটরডাম'* বইটা নিয়ে খুলল সতর্কভাবে। তারপর চেয়ারে পা তুলে বসে পড়তে শুরু করলো।

তার মনটা ছিল পরিষ্কার। সে ভিক্টর হুগোকে অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করল। তার মনটা তার সমগ্র সত্ত্বা থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

প্রতিচ্ছবিটা বদলে গেল, এবার সে দেখল একটা কালো মেঘ। তার মনে হলো এটা তার মগজের ভেতর ঢুকছে। তার মাথায় চাপ অনুভূত হলো। সে উপরের দিকে তাকাতে চাইলো না।

এটা নিশ্চিত ভাবে তেলের বাতির কারসাজি। ওটা তার সামনে টেবিলে রাখা। সে চেয়ারের উপর আরেকটু গুটিসুটি হয়ে বসলো। তার পর সে এতটাই ভয় পেলো যে চিৎকার করে উঠলো।

সে ভয় পেলো কেন? কাকে ভয় পেলো? এস্‌মারেলডা? ছাগলটাকে? জনারণ্যকে?

মানুষের আওয়াজ শুনলো সে দরজার বাইরে, ব্যারাকের সবখানে। কোন রাস্তা, বাড়িতে বাদ নেই। দেয়ালের পত্রিকাতেও তারা আছে। ছবিতে আছে। বিজ্ঞাপনের সাদামাটা ড্রয়িংএ আছে। যে বইটি সে ধরে আছে তাতেও আছে। সমস্ত বইয়ে আছে। সে মানুষবিহীন প্রকৃতির কথা চিন্তা করতে চাইলো। বালি, বালি আর বালি, মিঃ লাল যে মরুভূমির কথা বলেছিল সেটা ছাড়া, বিশাল সাদা মালভূমি, একদম কেন্দ্র বিন্দুতে সে নিশ্চিন্তে একা দাঁড়িয়ে। সে কি আসলে মানুষকেই ভয় পেয়েছিল? তার অবশ্যই পরখ করা দরকার। কেন? সে সারাজীবন মানুষের মাঝে কাটিয়েছে, এটা না ভেবেই যে সে মানুষকে কখনো ভয় পেতে পারে। সে বাজারে গিয়েছে, স্কুলে গিয়েছে, জনবহুল রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে হাটের দিনে।

এখন কেন? হঠাৎ এভাবে?

তার সম্পূর্ণ অতীতের সাহসিকতা আর স্থিরতা রহস্যে পরিণত হয়েছে।

তার আঙ্গুলে বইয়ের কভারে ধূলা, সে লেখাগুলো পড়ছে আর আবারও কালোমেঘ তাড়া করলো তাকে। কি বিশাল, কৃষ্ণ মেঘ!

চেয়ার থেকে পা নামিয়ে সে স্থির হয়ে বসলো। আলোর দিকে তাকাল, কিছু দেখতে পেল না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো মাথার ভেতরটা।

এই মূহুর্তের আগে পর্যন্ত তার জীবনটা কেটেছে ভালোই। সে কখনো জানতে পারেনি। সে ভয় ভীতি আর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে নষ্ট করেছে জীবনটা। একটা সামান্য বাড়ির ব্যাপারে। সে আর এখন কখনোই মানুষের মাঝে যেতে পারবে না। অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সে।

BanglaBook.org

সে যখন উঠে দাঁড়ালো দরজার উপরের অংশটা খুলে কাউকে দেখতে পেলো না। ব্যারাকের সবাই ঘুমে নিমগ্ন। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাকে খুঁজে বের করেত হবে সে আসলেই ভীত কি না।

সকাল বেলা সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তার মনে পড়ল গতরাতে কোন কারণে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে আবার মনে করল আর সেই মানসিক যন্ত্রনা আবার ফিরে এলো । সে উঠলো, বিছানার চাদরটা অবিন্যাস্ত দেখালো। জাজিমের স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে, নারকেলের আঁশের গন্ধ পেলো সে। আস্তে আস্তে গতরাতের ভাবনাগুলো ফিরে এলো, সবগুলো ভাবনাকে সে একটা বাক্যে এভাবে বিন্যস্ত করলো, "বিছানাটা একটা মেস্। আমি ভালো ঘুমাইনি। সারারাত আমি ভয় পেয়েছি। তদ্রুপ ভয়টা এখনো আমার সঙ্গে আছে।"

বন্ধ জানালার বাইরে দিনের আলো, বাইরের পৃথিবী। বাইরে মানুষ তথা জনারণ্য।

দেয়ালে লেখা কিছু আনন্দদায়ক শব্দ সে জোরে জোরে উচ্চারণ করলো। তারপর ওগুলোকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলো। তারপর চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে বারবার একটার পর একটা অক্ষর উচ্চারণ করলো। তারপর আঙ্গুল দিয়ে কপালে শব্দগুলো লিখলো।

তারপর প্রার্থনা করলো।

কিন্তু প্রার্থনার সময়ও সে মানুষের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেলো, তার ভাবনা বিচ্যুত হলো। সে কাপড়চোপড় পরে দরজার উপরের অর্ধাংশ খুলল। টারজান বাইরে অপেক্ষা করছিল।

সে ভাবলো, "আমাকে দেখে তুমি খুশি হয়েছো। তুমি একটা প্রাণী, আর যেহেতু আমার মাথা আছে, দুহাত আছে এবং দেখতে মানুষের মতো। আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি। আমি পুরোপুরি তা নই।"

সে পুরোটা দরজা খুলল।

মানুষ!

ভয়ে সে আড়ষ্ট হলো, যন্ত্রনাবিদ্ধ হলো।

টারজান ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। সে ওটাকে চাপর দিতে দিতে বলল, "গতকাল বা তার আগের দিন আমি এটা উপভোগ করেছি। আমি তখন সম্পূর্ণ ছিলাম।"

গতকাল, গতরাত তার কাছে শৈশবের মতোই দূরবর্তী। কখনো সুখকে উপভোগ না করা এবং বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার তীব্র শোকের সাথে ভয় মিশে অন্যরকম অনুভূতি হলো তার।

প্রতিদিন সকালে যা করে সে তা করতে লাগলো। প্রতিটা কাজের শুরুতে সে তার যন্ত্রনার কথা ভুলে যায়, কয়েক মূহুর্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। তারপর আবার সব ভাবনা ফিরে আসে। প্রতিদিনকার মতো দাঁত মাজতে-মাজতে গাছের ফাঁক দিয়ে সে দেখে বাড়িটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে বাড়িটা কত গুরুত্বহীন হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

শ্রমিকেরা সব জেগে গেছে। সকালের বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শুনলো সে, দাঁত মাজা, থুথু ফেলা, হাঁড়িপাতিলের ঝন্‌ঝনানি ইত্যাদি। গতকাল যে মানুষ গুলোর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না আজ সবাইকে পৃথক ভাবে খেয়াল করলো সে। তাদেরকে দেখলো, পর্যবেক্ষণ করলো।

ভীতি!

সূর্য উঠছে, ঘাসের শিশির কনায় আলো পড়েছে, শান্ত স্নিগ্ধ রোদ, দিনের সুন্দরতম সময়।

মানুষের সাথে ক্রিয়াকর্ম শুরু হলো। ওদের সাথে দেখা করে এমনভাবে কথা বলল গতকাল যেভাবে বলেছে। তারপর সেই প্রশ্ন উঠে, একই জবাব। আরেকটা সম্পর্ক নষ্ট হওয়া, আরেকটা মূহুর্ত ধ্বংশ হয়ে যাওয়া।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে আনন্দঘন দিনটা শুরু হয়েছিল, প্রশ্নবাণে জর্জরিত বিপর্যস্ত অবস্থায় তার সমাপ্তি ঘটলো। সে তাকালো, প্রশ্ন করলো, ভয় পেলো। আবার প্রশ্ন করলো। এক সেকেন্ডেরও কম সময় নিয়ে এই প্রক্রিয়া চালালো সে।

বিকেলের মধ্যে কিছু অগ্রগতি হলো। সে আর বাচ্চাদের ভয় পেলো না। তাদের দ্বারা সে শুধুমাত্র শোকাহত হয়। এটা অনেক ভালো, সুন্দর, সেটার চাইতে যার থেকে সে চিরতরে যুক্ত।

সে তার ঘরে গেল। বিছানায় শুয়ে সে তার হারানো সকল সুখের জন্য কাঁদতে চেষ্টা করলো।

সে একটার পর আরেকটা জিনিসের দিকে খেয়াল করলো, দেয়ালের পত্রিকা, ছবি, ড্রয়িং। সে তাকাতে পারছিল না কোথাও, তবে পরীক্ষা করে দেখছিল তার ভীতিটাকে। সে আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়লো।

অবশেষে খামোখা বিছানায় শুয়ে না থেকে সে উঠে বসলো, সারাদিন সে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিল সে রকম আরেকটা সিদ্ধান্ত নিলো; অবজ্ঞা করা, সব কিছুকে আর স্বাভাবিক আচরণ করা। ছোট্ট একটা সিদ্ধান্ত যা শিঘ্রই ভুলে গেল।

সে সাইকেল চালিয়ে হনুমান হাউজে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলো।

প্রত্যেক নারী-পুরুষ এমনকি যারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে দেখেও সে কষ্ট পেল। তবে সে ইতোমধ্যে এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এই যন্ত্রনাটা তার জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এখন সাইকেল চালাতে চালাতে এই কষ্টটার নতুন একটা দিক সে আবিষ্কার করলো। প্রতিটা বসন্ত যা গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে একবারও লক্ষ্য করেনি এর সবই তার সবটুকু সুখময় অতীতের অংশ ছিল। ক্ষেত-খামার, গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তার প্রতিটা বাঁক এই সবকিছুই বর্তমানে তার ভয়ের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই পৃথিবীর প্রতি এই হীনদৃষ্টি ধাপে ধাপে তার বর্তমান এবং অতীতকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।

কিছু কিছু জিনিসকে সে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে চাইল। টারজানকে প্রতারনা করাটা তার কাছে মনে হলো খুব খারাপ। সে আনন্দ আর ছবিকেও ঠকাতে চাইলো না। সে তার সাইকেল ঘুরিয়ে গ্রীন ভেইলে ফিরে এলো।

BanglaBook.org

সে ভেবেছিল তার আগের রাতের সকল ক্রিয়া কর্ম আবার আজকে করা হলে হয়তো তার এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই সে একই পদ্ধতিতে গোসল করলো, রান্নাবান্না করলো, খেলো এবং চেয়ারে বসে নটরডেম বইটা খুলল।

কিন্তু বইটা পড়ে তার পূর্বরাত্রির স্মৃতি মনে পড়লো। সেই ভয়ের সন্ধান, হাতের আঙ্গুলে ধূলোর ছাপ। প্রতিদিন সকালের সুস্থাবস্থার সময় কমে গেল। বিছানাপত্র পরীক্ষা করে আগের রাতের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হয়। তারপর সারাদিনের নৈমিত্তিক কাজ।

তবে বাড়ির বাইরে সত্যিকারের মানুষের মাঝে থাকাটা ঘরের ভেতর পত্রিকা আর কল্পপনার রাজ্যে থাকার চাইতে ভালো। আর যদিও সে বালির মরুভূমি আর বরফ কল্পনা করে নিজেকে সান্তনা দিতো, রবিবার সন্ধ্যায় এটি চরম রুপ নিলো। সে সময় সে মাঠ-ঘাট, রাস্তা সব কিছুকেই শুন্য আর স্থিরচিত্রের মতো কল্পনা করতে পারলো।

সে প্রতিদিনই পরীক্ষা করে দেখতো এই সমস্যাটার উপসর্গগুলো। যেমন, বিছানার চাদর, একটা। আরেকটা হচ্ছে হাতের নখ পরীক্ষা। ওগুলো কামড়ানোর আলামত পাওয়া যেত।

এমনি এক সন্ধ্যায় দাঁত কামড়ানোর সময় তার একটা দাঁত খুলে গেল। হাতে নিয়ে দেখলো হলুদ আর ক্ষয়ে যাওয়া একটা দাঁত, এটাকে দাঁত বলে আর চেনা যায় না। তার শরীরের এমন একটা অংশ যেটা আর বাড়বে না।

সে ভাবলো এটা রেখে দেবে। তারপর সে জানালার কাছে হেটে গিয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

এক শনিবারে শেঠ ঐ অসম্পূর্ণ বাড়িটির কাছে দাঁড়ানো অবস্থায় বলল,

"ব্যাপার কি, মোহন? তুমি, এটার রঙ।" সে বাড়িটার উপরের ধূসর আবরন দেখিয়ে বলল।

মিঃ ম্যাকলিনকে ডাকা হলো। কারও কাছ থেকে সে কম দামে কিছু কাঠ পেয়েছে। এটা দিয়ে একটা ঘরে দেয়াল দেয়া যাবে।

ওরা বাড়িটার কাছে গেল। ম্যাকলিন দেখলো চালের উপর থেকে আলকাতরা ঝুলে আছে। কিন্তু সে কিছুই করলো না। পিছনের বেডরুমের মেঝে শীর্ণ হয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে। ম্যাকলিন বলল, "লোকটা বলেছিল কাঠটা ঠিকঠাক করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দারু কাঠ খুব আজব প্রকৃতির। এটা আসলে কখনোই পুরোপুরি ঠিক হয় না।" নতুন কাঠ আনা হলো। সেটাও দারুকাঠ।

বিশ্বাস কিছুই বলল না।

ম্যাকলিন বুঝতে পারলো। সে দেখেছে বাড়ির নির্মাতাদের অনীহা বারবার দূর হয়ে যায়।

পিছনের বেডরুমে দেয়াল তোলা হলো। একটা অংশে পাটাতন দেয়া ড্রয়িং রুমের দরজা বানিয়ে লাগিয়ে দেয়া হলো। সামনের বেডরুমের দরজাটাও বানানো হলো। প্যানেল সহ দরজা চেয়েছিল মিঃ বিশ্বাস। দুটো ক্রসবারের সাথে দারু কাঠের তক্তা পেরেক দিকে আটকানো হলো। জানালাও এই স্টাইলে তৈরী হলো। মিঃ ম্যাকলিন বলল, "এটা সুন্দর হয়ে উঠছে।"

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাসের বিক্ষিপ্ত মনে এই ভাবনা এলো যে, 'হরি এটা আর্শীবাদ করেছে। শামা তাকে দিয়ে আর্শীবাদ করিয়েছে। *তারা* চালের জন্য টিন দিয়েছে, আর্শীবাদও করেছে।'

স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভাঙ্গলো। সে তুলসি-স্টোরে গিয়েছে। চারদিকে অনেক মানুষের ভীড়। মোটা দু'টো সুতা দিয়ে ওকে চাবকানো হচ্ছে। সে সাইকেল চালিয়ে গ্রীন ভেইলে আসছে, সুতার দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। একটা সুতো পুরো সাদা হয়ে গেল, কালোটা আরো চওড়া হয়ে যাচ্ছে, নিকষ-কালো আর দানবের মতোই দীর্ঘ । এটা একটা কালো সাপ, অদ্ভূত ধরনের চেহারা আর ব্যাপারটাতে খুব মজা পাচ্ছে। বলতে কি সাদা সূতাটাও এখন সাপ হয়ে গেছে।

বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও সে দেখলো ওটার চাল থেকে কালো কালো সাপ ঝুলছে। সে পিলারটা জড়িয়ে ধরে বলল, "হরি আর্শীবাদ করেছে।" তার মনে পড়লো হরির মন্ত্রোচ্চারণ, আমপাতা ছিটানো, পয়সা ফেলার কথা।

সে দেখলো একটা নির্জন ধূসর সবুজ পাহাড়ের উপর, গরম পড়েছে কিন্তু ঠান্ডা বাতাস ওর চুল ছুঁয়ে গেল। পাহাড়ের পাদদেশে একজন মহিলা। সে কাঁদছিল আর তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিল। সে তার দুঃখ বুঝতে পারছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলো না। সে কি সাহায্য করতে পারতো তাকে? আর সেই মহিলা শামা, আনন্দ, ছবি, তার মা সবাই পাহাড়ের উপরে উঠে আসছিল। সে তার কান্না শুনলো এবং চিৎকার করে তাকে চলে যেতে বলতে চাইলো।

দরজার ওপাশে টারজান ঘেঁউ-ঘেঁউ করছিল। ওটার একটা দাঁত নষ্ট হয়ে গেছে।

"তুমি ডিম খুব বেশী পছন্দ কর।"

তখন তার মনে পড়ল ঐ উৎখাতকৃত শ্রমিকদের কথা।

কয়েকরাত পর তার ঘুম ভাঙল চিৎকার চেচাঁমেচির শব্দে।

"ড্রাইভার! ড্রাইভার!"

সে দরজার উপরের অর্ধেক খুলল। প্রহরী লোকটা বলছে, "ওরা দুকিনানের জমিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।"

সে কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে সেখানে গেল উত্তেজিত শ্রমিকদের সাথে। খুব বড় কোন ক্ষতি হয়নি। দুকিনানের জায়গাটা ছিলো ছোট আর অন্যান্য জমি থেকে দূরে। মিঃ বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট জমিগুলোর বেড়ার প্রাচীর কেটে ফেলার নির্দেশ দিলো। শ্রমিকেরা যদিও ব্যাপারটাতে হতাশ হয়েছিল। ওরা বিশ্বাসের কথামত কাজ করলো। আগুনের আঁচ ওদের গায়ে লাগছিল, ঠান্ডা দূরে সরে গেল।

বেড়াগুলো পুড়ে পুড়ে সব ভেঙ্গে পড়ে গেছে। ওরা লাঠি দিয়ে আঘাত করে সব বেড়া উপড়ে ফেলল, ছাই উড়লো সেখানে।

বিপদ কেটে গেলে ঠিক সেই মূহুর্তে বিশ্বাস উপলব্ধি করলো যে প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে তার মাথায় কোন প্রশ্ন ভর করেনি।

সাথে সাথেই আবার প্রশ্ন করা, ভয় পাওয়া এসব ফিরে এলো।

শ্রমিকেরা ব্যারাকে ফিরে এলে অল্প কিছুক্ষণ ওদের গল্পগুজব চলল। তারপর বিশ্বাস আবার একা।

কিন্তু ঐ একটা ঘন্টা প্রমান করেছে যে সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।

BanglaBook.org

একসময় সে এই স্বাধীনতার সময়-কালটা উপেক্ষা করতে লাগলো। এক সকালে তার ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আর তখনই সে আবার নিজেকে সম্পূর্ণ রুপে খুঁজে পেলো।

ক্রিসমাসের ছুটি শুরু হওয়ার আগে। যখন আরওয়াকাসের দোকানগুলোতে আবার ক্রিসমাসের শপমাইন জ্বলে উঠতে শুরু করেছে, সে সময় শামা শেঠকে বলে পাঠালো যে সে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গ্রীন ভেইলে আসছে কয়েকদিনের জন্য।

মিঃ বিশ্বাস ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল আতঙ্কের সাথে। যেদিন ওরা আসার কথা সে মনে মনে প্রার্থনা করলো যাতে কোন দুর্ঘটনায় ওদের আসাটা বন্ধ হয়। তবে সে জানতো কোন দুর্ঘটনাই ঘটবে না। কোন কিছু ঘটার থাকলে তাকেই সেটা করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিলো ছবি, আনন্দ আর নিজের কাছ থেকে সে মুক্ত হবে, এমনভাবে যাতে ছেলে-মেয়েরা কখনো না জানতে পারে ওদের হত্যা করেছে কে। সারা সকাল সে কল্পনা করতে লাগলো কিভাবে ওদের মারবে, বিষ খাইয়ে, পুড়িয়ে নাকি শ্বাসরোধ করে। আর তাই আনন্দ আর ছবি আসার আগে পর্যন্ত ওদের সাথে তার সম্পর্কটা বাঁধাগ্রস্ত হল। ময়না আর শামার ব্যাপারটা সে পরোয়া করলো না। ওদেরকে খুন করতে চাইলো না।

ওরা এলো। সাথে সাথে তার পরিকল্পনাটা অসংগত আর অযৌক্তি হয়ে গেল। সে শুধু নির্লিপ্ত আর ক্লান্ত অনুভব করলো। আর সেই হতাশা আর যন্ত্রণা যেটা সে তাড়াতে চায় সেটা আবার শুরু হলো। আনন্দ আর ছবিকে চুমু খাবার সময়ও সে ওদের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিল। আর ভাবছিল তার মনের এই অবস্থা ওরা টের পাচ্ছে কিনা। এ' ব্যাপারে ওরা কিছু বলবে কিনা।

শামার ব্যাপারে সে ভীত নয়, ওর চিন্তা-ভাবনাবিহীন আশ্বাসের জন্য । ঈর্ষান্বিত শুধুমাত্র। তারপর প্রায় সাথে সাথেই সে ওকে ঘৃণা করতে শুরু করলো। ওর গর্ভাবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছে, ওর বসার ভঙ্গীটাকে তার ঘৃণা হলো, খাওয়ার সময় ওর যেরকম আওয়াজ হচ্ছিল, সেটাও সে খেয়াল করে শুনলো, ছেলে-মেয়েদের সাথে ওর বকাবকির ধরনটাকেও তার ঘৃণা লাগলো। গর্ভবতী হওয়ার কারণে সে যেভাবে ঘামাচ্ছিল আর নিজেকে বাতাস করছিল সেটাকেও সে ঘৃণা করলো। ওর পোষাক-আশাক, অলঙ্কারাদির প্রতি বিতৃষ্ণা জাগলো তার মনে। শামা, ছবি আর ময়না মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমালো। আনন্দ ঘুমালো ওর বাবার সঙ্গে। আনন্দের প্রতি ভয় থেকে সে দু'জনের মাঝে একটা বালিশ রেখে দেয়াল তৈরী করলো।

তার ক্লান্তিভাব তীব্র হলো। পরদিন রবিবার সে বিছানা থেকে উঠলো অনিচ্ছা নিয়ে। আগে যেমন তার মনে হতো তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এখন তার সেটা না হয়ে ঘরে থাকতে ইচ্ছা করলো। সে বলল যে সে অসুস্থ। আর ম্যালেরিয়া জ্বরের ভান করা তার কঠিন কিছু মনে হলো না।

শেঠ যখন এলো বিশ্বাস বলল, এক সপ্তাহ পরেও তার ক্লান্তি দূর হলো না। বিছানায় বসে বসে সে আনন্দের জন্য ঘুড়ি আর ছবির জন্য ম্যাচবাক্স দিয়ে চেস্টার ড্রয়ার বানালো। যত বেশী সে ঘরে থাকছে ততই তার ঘর ছাড়তে আর ইচ্ছা করছে না। সে ঘরকুনো হয়ে গেল। যদিও সময়ে সময়ে সে একটু বাইরে যায়। তারপরই সে দ্রুত, উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরে ফিরে আসে, বিছানায় শুয়ে সে স্থির হয়।

BanglaBook.org

শামাকে সে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো সন্দেহ, ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে। সে ওর সাথে সরাসরি কথা বলে না, ছেলে-মেয়েদের কাউকে দিয়ে বলে। শামা ব্যাপারটা টের পাবার পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত সে এমনটি করে।

এক সকালে সে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় শামা এলো। তার কপালে প্রথমে হাতের তালু পরে হাতের পিঠ রেখে দেখলো। এতে বিশ্বাস রেগে গেল, অস্বস্তি অনুভব করলো। শামা তরকারী কাটছিল। ওর হাতে সেই গন্ধ।

ও বলল, "কোন জ্বর নেই।" ও তার শার্ট খুলে পেটে, বুকে ওর হাতটা রাখলো।

সে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো। বলল,"না, আমি এখনো অত মোটা হইনি। তুমি আমাকে আরো কিছু খাওয়াও। তুমি আমার আঙ্গুলটা কেন অনুভব করে দেখছো না?"

ও হাত সরিয়ে নিলো। "তোমার মনে কিছু হয়েছে, না? "মনে কিছু হয়েছে?" সে ভেংচি কাটলো, "আমার মনে কিছু হয়েছে এবং তুমি জানো সেটা কি।" সে খুবই রাগান্বিত হয়ে গেল, এতটা বিরক্ত এর আগে সে শামার প্রতি হয়নি কখনো। তারপরও সে চাইলো ও কাছে থাকুক। তাকে সিরিয়াসলি নিক এটাও যেমন সে ভাবলো, তেমনি ব্যাপারটা যেন হালকাভাবে নেয় ও সেটাও আবার চাইলো। উচ্চকণ্ঠে দ্রুতলয়ে বলে চলল, "আমার মনে কিছু হয়েছে এটা ঠিক। মেঘ, অনেক অনেক ছোট-ছোট কালো মেঘ জমেছে।

"কি বলছো তুমি?"

"এটা একটা মজার ব্যাপার। তুমি খেয়াল করে দেখেছো যে যখনই তুমি কাউকে অপমান করো অথবা সত্যি কথা বলো প্রথমে তারা ভান করে যেন কিছুই শুনতে পায়নি?"

"এটা আমারই ভুল হয়েছে খামোখা নাক গলানো। আমি জানিনা কেন আমি এখানে এসেছি। ছেলে-মেয়েদের জন্য না হলে---------"

"কাজেই তুমি সবকিছু কালো বাক্সে ভরে হরিকে পাঠিয়ে দিয়েছো। তাই না? তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভাবো আমি একটা আস্ত বোকা।"

"কালো বাক্স?"

"তুমি জানো আমি কি বোঝাতে চাইছি? তুমি এই প্রথমবারের মতো শোননি।"

"দেখো, দেখো এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমার সাথে এইসব কথাবার্তা বলার সময় আমার নেই, শুনে রাখো। আমি চাই তোমার সত্যি-সত্যি জ্বর আসুক। তাতে তোমার মুখ বন্ধ হবে।"

তর্কাতর্কিটাকে সে উপভোগ করতে শুরু করেছে। "আমি জানি তুমি আমার সত্যিকারের জ্বর হোক তাই চাও। আমি জানি তোমরা সবাই চাও আমি মরে যাই। তারপর দেখবে ঐ বুড়ি শিয়ালীটা কাঁদছে, তার ছেলেরা কাঁদছে, তুমি কাঁদছো..... ভালো কাপড়-চোপড় পড়ে । ভালো, হুঁ? আমি জানি তোমরা সবাই কি চাও।"

"কাপড় পড়বো? পাউডার মাখবো? আমি? তুমি এসব কিছু দিয়েছো আমাকে?" মিঃ বিশ্বাস ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল।

শেঠ, তার জায়গা, ঢেউটিন, হরি, ওর কালো বাক্স, আশীর্বাদ, আর এখন শামা আসার পর থেকে ক্লান্তিবোধ।

সে মারা যাচ্ছে।

ওরা তাকে মেরে ফেলছে। সে এই ঘরেই অবস্থান করবে এবং মারা যাবে।

শামা রান্নাঘরে. ছোট শিশুটাকে গুন্‌গুন্‌ করে ঘুম পাড়াচ্ছে।

"বেরিয়ে যাও!"

শামা তাকালো।

সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে লাঠি নিলো হাতে, সে পুরো ঠান্ডা, তার হৃদকম্প দ্রুত আর অস্থির।

শামা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো।

"বেরিয়ে যাও। ভেতরে আসবে না, আমাকে স্পর্শ করবে না।"

ময়না কাঁদতে লাগলো। শামা বলল, "ওগো।"

সে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "এই ঘরে আসবে না। এক পাও রাখবে না এখানে।" সে জানালার কাছে গিয়ে ওর দিকে তাকালো, লাঠিটা ঘোরাতেই থাকলো। হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমাকে ছোঁবে না।" ওর কথাগুলোর সাথে ফোঁপানো কান্না মিশে আছে।

সে দরজা আগলে দাঁড়ালো।

কিন্তু সে শুধু জানালাটার কথাই ভাবছিল। সে ধাক্কা দিয়ে ওটা খুলে ফেলল। ঘরে আলো প্রবেশ করলো, ঘরের স্যাঁৎস্যাঁতে গন্ধ চাপা পড়ে তাঁজা বাতাস ঢুকলো। ব্যারাকের বাইরে সে রাস্তার পাশের গাছগুলো দেখলো যেগুলো ওর বাড়িটাকে আড়াল করেছে।

শামা ওর দিকে এগিয়ে গেল।

সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। জানালার পাটাতন হাতের তালু দিয়ে চাপ দিয়ে ধরলো, নিজেকে উপরে তোলার চেষ্টা করলো, পেছন ফিরে ওর দিকে তাকালো। লাঠিটা এখন কোন কাজেই আসছে না, ওর হাত দু'টো এখন ব্যস্ত।

ও হিন্দীতে বলল, "কি করছো তুমি? দেখো, তুমি তোমার বিপদ নিয়ে আসবে।"

সে জানে জানালার নীচে টারজান, ছবি আর আনন্দ আছে। দেয়ালের পাশে টারজান ওর লেজ নেড়ে নেড়ে ঘেউ ঘেউ করছিল।

শামা আরো কাছে এলো। বিশ্বাস তখনও জানালার পাটাতন ধরে দাঁড়িয়ে। সে চিৎকার করে বলল, "হা ঈশ্বর!" ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে বলল, "সরে যাও।"

শামা একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাস ওকে লাথি মারলো।

তীব্র যন্ত্রণায় শামা চিৎকার করলো।

সে দেখলো, অনেক দেরীতে, যে সে শামার পেটে লাথি দিয়েছে।

ব্যারাকের অন্যান্য মহিলারা এসে ভীড় করলো। শামা চিৎকার করে সাহায্য চাইছিল।

ছবি আর আনন্দ রান্নাঘরের সামনেটায় এসে দাঁড়ালো। সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টারজান হতচকিত হয়ে গেছে।

ব্যারাকের এক মহিলা, দুখিনী, সে বলল, "তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। " তাকে প্রায়ই মারধর করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য মহিলাদেরও মার খেতে দেখেছে সে। তারা সবাই নিজেদের বোন মনে করে।

BanglaBook.org

ছবি ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলো, ওর বাবার দিকে না তাকিয়েই সে একটা স্যুটকেসে কাপড়-চোপড় ভরে ফেলতে লাগলো।

মিঃ বিশ্বাস দেখলো, তারপর বলল, "তোমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তুমি চলে যাও, যাও।"

ব্যারাকের মহিলাদের দ্বারা আবৃত শামা আনন্দকে ডেকে বলল,"জলদি তোমার কাপড় গুছিয়ে নাও।"

মিঃ বিশ্বাস জানালার শিক্ ছেঁড়ে লাফিয়ে নামলো, তারপর বলল, "না, আনন্দ তোমার সাথে যাবে না। তোমার মেয়ে সন্তানদের নিয়ে তুমি যাও।"

কেন সে এ'কথা বলল সে জানে না। ছবি তার একমাত্র সন্তান যাকে সে জানে। অথচ সে এভাবে ছবিকে আঘাত দিলো, আর সে জানে না আসলেই সে চায় কি না আনন্দ থাকুক। হয়তোবা সে এটা বলেছে শামা ওর নামটা উচ্চারন করেছে বলেই। শামা বলল," আনন্দ, যাও কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও।"

দুখিনী বলল, "হ্যাঁ, যাও, কাপড়-চোপড় গোছাও।"

অন্যান্য মহিলারাও বলল, "যাও, ছেলে।"

"সে তোমার সাথে ঐ বাড়িতে যাচ্ছে না।" মিঃ বিশ্বাস বলল।

আনন্দ রান্নাঘরের ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, টারজানের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল সে, মিঃ বিশ্বাস কিংবা মহিলাদের দিকে না তাকিয়ে। ছবি একটা স্যুটকেস আর একজোড়া জুতা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে পায়ের ধূলা না ঝেড়েই জুতো পড়ে নিলো।

শামা এখন প্রায় কাঁদতে শুরু করেছে। সে হিন্দীতে বলল, "ছবি, আমি তোমাকে বহুবার বলেছি ধূলোপায়ে, জুতা পরবে না।"

"ঠিক আছে, মা, আমি গিয়ে ধূয়ে ফেলবো,"

"দুখিনী বলল,"এখন সময় নষ্ট করো না।"

মহিলারা সবাই বলল, "না, মা, সময় নষ্ট করো না।"

ছবি অন্য জুতোটাও পরে নিলো।

শামা বলল, "আনন্দ, তুমি কি আমার সাথে যেতে চাও নাকি তোমার বাবার সঙ্গে থাকতে চাও।"

লাঠি হাতে মিঃ বিশ্বাস আনন্দের দিকে তাকালো।

আনন্দ তখনও টারজানের শরীরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ বিশ্বাস খাওয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে ধুপ্-ধাপ্ করে ড্রয়ার খুলতে লাগলো। তারপর তার ছবি আঁকা পেন্সিলের লম্বা বাক্সটা নিয়ে আনন্দের হাতে দিলো। সে বাক্সটা হাতে নিলো।

ছবি বলল, "আনন্দ, এসো। তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে নাও।"

টারজানকে আদর করতে করতেই আনন্দ বলল, "আমি বাবার সাথে থাকছি। তার গলার স্বর নীচু আর রাগী-রাগী ভাব।

"আনন্দ" ছবি ডাকলো।

BanglaBook.org

নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে শামা বলল, "ওকে আর সাধাসাধি করো না। ও একটা ব্যাটাছেলে, ও জানে ও কি করছে।"

দুখিনী বলল, "বাছা, তোমার মা।"

আনন্দ কিছুই বলল না।

শামা উঠে দাঁড়ালো, ওকে ঘিরে থাকা মহিলারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। ও ময়না, ছবিকে নিলো, স্যুটকেসটা হাতে ধরলো। তারপর বেরিয়ে হাঁটা ধরলো।

মিঃ বিশ্বাস বাক্সটা খুলে আনন্দকে রঙ পেন্সিলগুলো দেখালো। এগুলো নাও। এগুলো তোমার। তোমার যা খুশি তাই করতে পারো এগুলো দিয়ে।

আনন্দ মাথা ঝাঁকালো।

"তুমি এগুলো চাও না?"

টারজান আনন্দের পায়ের মধ্যে মাথা ঘষঁতে লাগলো আদর পাবার জন্য।

"তাহলে তুমি কি চাও?"

আনন্দ মাথা ঝাঁকালো। সাথে সাথে টারজানও।

"তাহলে তুমি থাকলে কেন?"

আনন্দকে খুব ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল।

"কেন?"

"কারণ, কারণ ওরা তোমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছিল।"

বাকিটা দিন তারা বেশি কথা বলল না আর।

ওর ধারণাই ঠিক হলো। শামা চলে যাওয়ার সাথে সাথে সব ক্লান্তি তার চলে গেল। আবার অস্থির হয়ে গেল সে, তার মনের বিক্ষিপ্ত সেই ভাবনা আর জটিল অবস্থাকে স্বাগত জানালো সে পুনরায়। প্রথমদিন সে আনন্দকে সাথে নিয়ে ক্ষেতে গেল। সেখানে রোদে পুড়ে, ধূলাবালি, পোকার কামড় আর ধারালো ঘাসের খোঁচা খেয়ে আনন্দ এরপর আর ওখানে যেতে চাইলো না। টারজানের সাথে সে ব্যারাকেই রয়ে গেল।

আনন্দের জন্য সে আরও অনেক ধরনের খেলনা বানালো। রাতের বেলা তারা কাল্পনিক বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকে। তারা কথাবার্তাও বলে।

"তোমার বাবা কে?"

"তুমি।"

"ভুল। আমি তোমার বাবা নই। ঈশ্বর তোমার বাবা।"

"ও তাহলে তুমি কে?"

"আমি শুধুমাত্র কেউ একজন। আসলে কেউই না, আমি একজন মানুষমাত্র, তুমিতো জানো।"

সে আনন্দকে দেখালো কি'করে রঙ বানাতে হয়। সে ওকে শেখালো লাল আর হলুদ মিলে কমলা রঙ হয়, নীল হলুদে হয় সবুজ রঙ।

"ও: হো, এইজন্যই কি গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়।"

"ঠিক তা' নয়।"

"আচ্ছা, দেখো। মনে করো একটা পাতা নিয়ে সেটা যদি আমি ধূতে থাকি তাহলে কি ওটা হলুদ অথবা নীল হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

"তা' নয়। পাতা হলো ঈশ্বরের তৈরী বুঝেছো?"

"না।"

"তোমার সমস্যা হচ্ছে তুমি আসলে বিশ্বাস করো না। এক সময় একটা মানুষ ছিল তোমার মতো। সে আমার মতো একজন মানুষকে বিদ্রুপ করতে চাইলো। তাই একদিন, আমার মতো মানুষটি ঘুমাচ্ছিল অন্য মানুষটি তার হাতে একটা কমলা দিলো। ভাবলো, এই বোকা লোকটা ঘুম থেকে জেগে উঠে বলবে যে ঈশ্বরই কমলাটা ফেলেছে। তাই অন্যলোকটা ঘুম থেকে জেগে কমলাটা খেতে শুরু করলো। তখন ঐ লোকটা কাছে এসে বলল, "আমার মনে হয় ঈশ্বর তোমাকে কমলাটা দিয়েছে।" লোকটা বলল, "হ্যাঁ।" "আচ্ছা, তাহলে আমি বলি। ঈশ্বর নয়। এটা আমি, আগের লোকটা বলল। তখন সে বলল,"তাই, আমি ঘুমাবার সময় একটা কমলার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।"

আনন্দ অভিভূত হলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "এখন, দেখো, এই ম্যাচের বাক্সটার দিকে তাকাও। তুমি দেখছো আমি এটা হাতে ধরে আছি। উফ্! এটা পড়ে গেল। কেন?"

"তুমি ছেড়ে দিলে, তাই।"

"আদৌ তা নয়। এটা পড়েছে মধ্যাকর্ষণজনিত কারণে। মধ্যাকর্ষণ সূত্র। তোমাদেরকে ওরা এতদিনে কিছুই শেখায়নি।"

সে আনন্দকে কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিওর গল্প করলো। আর আনন্দ প্রথমবারের মতো যখন শুনলো পৃথিবী গোল এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে সে খুব রোমাঞ্চ অনুভব করলো।

"গ্যালিলিওর কথা মনে রেখো। সর্বক্ষণ নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছে।" আনন্দের আগ্রহ দেখে সে খুশী হলো। ক্রিসমাসের আর এক সপ্তাহ বাকী, সে ভয় পাচ্ছিল শেঠের আগমনের ব্যাপারে।

আনন্দকে সে বলল, "শনিবারে আমরা একটা কম্পাস বানাবো।"

আর শনিবার শেঠ এসে বলল, "তুমি বাড়িতে আসছো না কেন? আনন্দ বাছা? বাড়ি এসে তোমার মোজা রেখে দাও। এখানে তুমি কি করলে বাবার সাথে?"

"সে আমার বাবা নয়। তোমার কাছে শুধু মনে হচ্ছে যেন সে আমার বাবা।"

শেঠ কৌশলে এই ব্যাপারটা এড়ালো। বলল, "ওরা কেক আর আইসক্রিম বানাতে যাচ্ছে, বাছা।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "গ্যালিলিওর কথা মনে করো।"

আনন্দ থেকে গেল। মিঃ বিশ্বাস তার ইলেক্ট্রিক টর্চের ব্যাটারী দিয়ে একটা সুঁইকে চুম্বকায়িত করলো। তারপর একটা কাগজের গোল চাকতির মধ্যে আটকালো। ওটার কেন্দ্রে একটা ক্যাপ রেখে একটা পিলের মাথায় ওটা আটকালো।

"সুঁইয়ের ছিদ্রটা হলো উত্তর দিক।"

সুঁইটার চুম্বকত্ব নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা এটা দিয়ে খেলা করল।

মাঝে মাঝে মিঃ বিশ্বাস বলতো যে তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। তখন ভালো মতো লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আনন্দকে হিন্দী ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলতো। সেই মুহূর্তগুলোতে কিছু না বলা হলেও আনন্দ ওর বাবার ভয় দ্বারা তাড়িত হতো এবং

BanglaBook.org

বারবার ছড়াগুলো আবৃত্তি করত মুগ্ধ হয়ে, সকাল পর্যন্ত এরকম চলতো। তবে এর জন্য ক্ষতিপূরন দিতে হতো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আজ আমি এমনি একটা বিষয় দেখাবো যাকে বলে কেন্দ্রবিমুখী বলো। বাইরে গিয়ে বালতিটা নিয়ে এসো এবং এটা কানায় কানায় ভরে ফেলো।"

আনন্দ পানি ভরে আনলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "এখানে আসলে পর্যাপ্ত জায়গা নেই।

"তুমি বাইরে যাওনা কেন?"

মিঃ বিশ্বাস কিছু শুনলো না। "এটার ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি করো।"

সে তাই করলো।

পানি উপচে পড়ে বিছানা, দেয়াল, মেঝে সব ভিঁজে গেল।

"বালতিটা বেশী ভারী। একটা ছোট নীল রঙের পাত্র নিয়ে এসো রান্নাঘর থেকে। ওটাতে পানি ভরে নাও।"

দ্বিতীয়বারের মতো কাজটা করা হলো।

টর্চের ব্যাটারী, এক টুকরো টিন আর পেরেক দিয়ে তারা একটা বৈদ্যুতিক বার্জার তৈরী করলো।

বেশ কিছু কারণে মিঃ বিশ্বাস ব্যারাকের ঘরটা ছেড়ে তার বাড়ির যে ঘরটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে তাতে উঠলো।

এটা একটা ইতিবাচক কাজ, আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ। সে ভাবলো নতুন বছরে নতুন বাড়িতে থাকলে তার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হবে। সে একা হলে হয়তো আসতো না, কারণ সে একাকীত্বকে বেশী ভয় পায়। কিন্তু তার সঙ্গে আনন্দ আছে।

ঘরটা ঝাড় দেয়া হলো। মেঝেতে পড়ে থাকা আলকাতরা সরাতে চেষ্টা করা হলেও ওগুলো দারু কাঠের গায়ে শক্ত হয়ে লেগে গেছে। ব্যারাকের ঘরটার চাইতে এই ঘরটা বেশ ছোট, আসবাবপত্র গুলো রাখার পর প্রায় ভরেই গেছে। আরো কিছু সমস্যা আছে। এখানে কোন রান্নাঘর নেই, সিঁড়ির নীচের বাক্সে ওদেরকে রান্না করতে হয়। তারা দু'জনই বিরক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া তাদেরকে ব্যারাকের পায়খানা ব্যাবহার করতে হতো।

আর প্রতিদিন মিঃ বিশ্বাস ঐ সাপগুলো দেখে, পাতলা কালো, লম্বা লম্বা।

বাড়িটার কাজ শেষ হয়নি বলে সে হতাশ নয়। সে চাল দেখে, পুরনো ঢেউটিন দেখে। ধূসর দেয়াল, মেঝে আর দেয়ালের ফাটল ধরা কাঠ, পেরেক গাঁধা-কপাট-বিহীন দরজা দেখে। সে জানতো এগুলো ওকে অখুশি করেছিল। তবে এত আগে যে ভালোভাবে মনে করতে পারে না।

আলকাতরার সাপগুলো তার স্বপ্নে দেখা দেয়, ওগুলোকে জ্যান্ত সাপ মনে হয়, যেন ওগুলো এখনি ওর গায়ের উপর এসে পড়বে।

তার প্রশ্নোত্তর পালা আর ভয় সবই কমে গেছে, ওগুলোকে সে ব্যারাকে ফেলে আসেনি।

একরাতে আনন্দ জেগে উঠলো। মিঃ বিশ্বাস বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ছট্‌ফট্ আর কান্না-কাটি করার ফলে।

BanglaBoi.org

একটা সাপ পড়েছে ওর গায়ে, সরু। তবে বেশী লম্বা নয়। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা মা সাপটা, আরো কিছু প্রসব করার জন্য অপেক্ষায় আছে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে ওরা ওটাকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলো। ওটাকে আঘাত করার পর শুধু একটু নড়লো। একটা কোকো-ছুড়ি নিয়ে সারাটা রাত সে ওটা কাটার চেষ্ট করে গেল। পীচ্‌গুলো নরম হলেও আঠালো। জোরে টান দেয়াতে ছাদ থেকে এক টুকরো মরীচা এসে পড়লো তার মুখে। পরেরদিন বিকেলের মধ্যেই সাপগুলো আবার বাড়তে শুরু করলো।

সে আবার একদিন বলল তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। সে নিজেকে মুড়িয়ে রকিং চেয়ারে বসলো জুবুথুবু হয়ে।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "রাম্, রাম্, সীতারাম বলো। কোন কিছুই হবে না।"

আনন্দ দ্রুতলয়ে এটা বলতে লাগলো।

"তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও না?"

আনন্দ জবাব দিলো না।

এটা মিঃ বিশ্বাসের আরেকটা ভয়। এই ভয়টাকে সে অন্যান্য সব ভয়ের উপরে কার্যকর ভয়ে পরিণত করলো, সেটা হলো আনন্দ তাকে একা করে ফেলে রেখে চলে যাবে।

আঙিনায় খেলা করার সময় একদিন সন্ধ্যায় দু'জন লোক বাড়িতে ঢুকে আনন্দকে জিজ্ঞেস করলো সে এখানে থাকে কি না। তারপর তারা জানতে চাইলো ড্রাইভার কোথায়।

"উনিতো ক্ষেতে গিয়েছেন, তবে এখনি ফিরে আসবেন।" আনন্দ বলল।

গাছগুলোর মাঝখানের রাস্তাটা ঠান্ডা। লোকগুলো ওখানে বসে কথা বলছিল, নুড়ি-ছুড়ছিল, ঘাস চিবুচ্ছিল। আনন্দ ওদের লক্ষ্য করতে লাগলো।

ওদের মধ্যে একজন ওকে ডাকলো, "এই ছেলে, এখানে আসোতো। লোকটা মোটা, হলুদ চামড়ার, কালো গোঁফ আর উজ্জ্বল চোখ।

অন্য লোকটা অপেক্ষাকৃত তরুণ। বলল, "আমরা মূল্যবান সম্পদ খনন করি। "

আনন্দ নিজেকে সংযত করতে পারলো না, রাস্তায় গেল।

তরুণ লোকটি বলল, "এসো, খোদাই করো।"

মোটা লোকটা যেখানে ছিল ওখানে গিয়ে আনন্দ আঁচড় কাটতে শুরু করলো।

তখন তরুণটি বলল, "আচ্ছা।" বলে নুড়ির ভেতর থেকে একটা পয়সা বের করলো।

আনন্দ ওর কাছে গেল। মোটা লোকটা তখন বলল সে আরেকটা পয়সা পেয়েছে।

আনন্দ আবার ফিরে গেল, ওদের মাঝামাঝি অবস্থানে গিয়ে বলল,

"কিন্তু আমি তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।"

তরুণটি বলল, "এখানে এসো, এখানে খোদাই করো।"

আনন্দ ওখানে খোদাই করে একটা পয়সা পেলো। বলল, "আমি কি এটা রাখতে পারি?"

লোকটা বলল, "এটা তোমার," আনন্দ আরো দু'টো পয়সা পেলো।

BanglaBook.org

মোটা লোকটা তখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

"খুব দেরী করছে ড্রাইভার। তোমার বাবা কোথায় গেছে?"

আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো আনন্দ। মোটা লোকটা হতচকিত হয়ে গেলে আনন্দ মজা পেলো। লোকটা বলল, "ড্রাইভার তোমার বাবা হয় না?"

"হ্যাঁ, সবাই ভাবে যে সে আমার বাবা। কিন্তু আসলে সে শুধু একজন মানুষ আমার জানা মতে।"

লোকদু'টো পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো। মোটা লোকটা এক মুঠো নুড়ি পাথর তুলে আনন্দের দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গীতে বলল, "যাও, তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাও।"

আনন্দ বলল, "এটা তোমার রাস্তা না। পি ডব্লিউ, ডি'র রাস্তা।"

"তুমি দেখছি বেশ স্মার্ট, কথার পিঠে কথা বলো? তুমি জানো কার সাথে কথা বলছো তুমি?" উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল, "এতই যখন স্মার্ট আমার টাকা আমাকে ফেরত দাও।"

"তোমারটা তুমি খুঁজে নাও। এগুলো আমার।" বলে সে তরুণ লোকটার দিকে ঘুরে বলল, "তুমি দেখছো না আমি এগুলো খুঁজে পেয়েছি। " তরুণটি বলল, "ছেঁড়ে দাও ছেলেটাকে।"

"একটা বাচ্চা ছেলের বেয়াদবি আমি সহ্য করব না যে আমার পয়সাগুলো চুরি করেছে। ওকে একটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। " সে আনন্দকে পাকড়াও করলো।

"আমাকে মেরে দেখো, আমি বাবাকে সব বলে দেবো।"

মোটা লোকটা দ্বিধায় পড়ে গেল।

তরুণটি বলল, "ওকে যেতে দাও, দিনু, ঐ দেখো ড্রাইভার এসেছে।"

আনন্দ হাত ছাড়িয়ে বিশ্বাসের কাছে দৌড়ে গেল। "ঐ মোটা লোকটা আমার টাকা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। "

লোকটা বলল, "শুভ সন্ধ্যা, বস্।"

"রাখো তুমি। আমার ছেলের হাত ধরতে তোমাকে কে বলেছে, হুঁ?"

"ছেলে, বস্?"

আনন্দ বলল, "ও আমার টাকা নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে।"

লোকটা বলল, "ওটা একটা খেলা ছিল।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "চুপ করো। চাকরী। তুমি কোন চাকরী খুঁজছো না। অন্য কোনটা পাচ্ছোও না।"

"কিন্তু, বস্।" তরুণটি বলল, "মিঃ শেঠ বলল সে তোমাকে বলেছে।"

"কোন কিছুই বলেনি আমাকে।"

মোটা লোকটা বলল, "কিন্তু মিঃ শেঠ তো বলে----"

তরুণ লোকটা বলল, "বাদ দাও, দীনু। বাবা আর তার দুষ্ট ছেলে।"

মোটা লোকটা বলল, "একই রক্ত পেয়েছে।"

মিঃ বিশ্বাস চিৎকার করে বলল, "মুখ সামলে কথা বলো।"

BanglaBook.org

"চু: চু:" লোকটা দাঁত দিয়ে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করতে করতে চলে গেল।

আনন্দ তার বাবাকে মুদ্রাগুলো দেখালো। সে বলল, "এই রাস্তায় টাকা পয়সা ভরা। ওরা রুপা খুঁজে পেয়েছিল। তবে আমি একটাও পাইনি।"

আনন্দ যখন উঠেছে মিঃ বিশ্বাস তখনো বিছানায় শুয়েছিল জেগে জেগে। আনন্দ সবসময়ই আগে ওঠে। মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেলো আনন্দ অসম্পূর্ণ ড্রয়িংরুমে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেটে সিঁড়ির উপর পা রেখেছে। আওয়াজটা কমে গিয়ে থেমে গেল। এবং সে শুনতে পেলো আনন্দ ড্রয়িং রুমের উপর দিয়ে হেটে আসছে। আনন্দ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর মুখটা ফ্যাকাসে। দুর্বল স্বরে ডাকলো, 'বাবা'। মুখটা অর্ধেক খোলা, ঘর্‌-ঘর্‌ করছে।

মিঃ বিশ্বাস কাঁথাটা সরিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল।

বাবার হাতটা ঝাঁকিয়ে আনন্দ ড্রয়িংরুমের দিকে ইঙ্গিত করলো।

বিশ্বাস দেখার জন্য গেল।

নীচের সিঁড়িতে সে দেখলো টারজান মরে পড়ে আছে। মৃত দেহটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। পেছনের অংশটা সিঁড়ির উপরে, বাকী অংশ মাটিতে। গলাটা কাটা, পেটটা চিরে ফেলা হয়েছে। তার বন্ধ ঠোট আর চোখের চারপাশে মাছি গুলো ভন্‌ভন্‌ করছে।

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে তার পাশে অনুভব করলো।

"ভেতরে যাও। আমি দেখছি টারজানকে।" সে আনন্দকে বেডরুমে নিয়ে গেল। আনন্দ আস্তে আস্তে হাঁটছিল, যেন মিঃ বিশ্বাসের হাতের ধাক্কায় এগিয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দের চুলে হাত বুলালো, আনন্দ রাগতভাবে হাত সরিয়ে দিলো। ওর হাল্‌কা শরীরটা কেঁপে উঠলো। দু'হাতে শার্টটা মুঠো করে ধরে আনন্দ মেঝের উপর নাচতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পর বিশ্বাস বুঝলো যে আনন্দ ফুঁপিয়ে ওঠার আগে গভীর শ্বাস নিয়েছে। অপেক্ষা করা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না, ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো সে। তারপর সেই তীব্র চিৎকার, বাঁশীর শব্দের মতো আর্তনাদ করে উঠলো।

"এখানে থাকতে চাই না আমি। আমি যেতে চাই।"

"ঠিক আছে।" মিঃ বিশ্বাস বলল, আনন্দ তখন বিছানায় বসেছে। চোখ দু'টো লাল।

"আগামীকাল আমি তোমাকে হনুমান হাউজে নিয়ে যাবো।" ওটা ছিল একটা অজুহাত।

ঐ মূহুর্তে কুকুরের কথা সে ভুলে গিয়েছিল, তার শুধু মনে হলো সে একা একা থাকতে চায় না। ক্ষণিকের দুঃখকে ভুলে যাবার জন্য এই কৌশল সে আয়ত্ব করেছে। গভীর দুঃখ থেকে কোন কিছুই ওকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। আনন্দও ভুলে গেল কুকুরটার কথা। পুরো ব্যাপারটাই ওর কৌশল আর নিজের ক্ষমতা। আনন্দ ওর পা দু'টো মেঝেতে আছঁড়াতে আঁছড়াতে বলল, "না, না। আমি আজই যেতে চাই।"

"ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যায় আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।"

মিঃ বিশ্বাস টারজানকে কবর দিলো উঠোনে। এডগারের করা অন্যান্য মাটির স্তূপের মতোই এটা আরেকটা মনে হচ্ছে, অল্পদিনের মধ্যেই ঘাস-লতা-পাতা জন্মে জায়গাটা এই জমির বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

BanglaBook.org

ভোরবেলা বাতাস বন্ধ হয়ে আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে কোন বৃষ্টি এসে এই অস্বস্তি দূর করলো না। আস্তে আস্তে আকাশ কালো হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কালো আর ধূসর মেঘের আনাগোনা।

অন্ধকার গাঢ় হলো।

মিঃ বিশ্বাস ক্ষেত থেকে জলদি চলে এলো। বলল, "আমার মনে হচ্ছে না আজ তোমাকে আরওয়াকাসে নিয়ে যেতে পারবো। যেকোন সময় বৃষ্টি নেমে যাবে।"

আনন্দ সন্তুষ্ট হলো। চারটার দিকে অন্ধকার চমৎকার রুপ নিলো, রোমান্টিক।

সিঁড়ির তলায় নিজেদের তৈরী রান্নাঘরে ওরা খাবার বানালো। তারপর সিড়ির উপরে উঠে ওরা বর্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্প পরে বৃষ্টি নামলো। বড় বড় ফোঁটাগুলো চালের উপর পড়তে লাগলো ড্রামের আওয়াজের মতো ধীরলয়ে। বৃষ্টির পানি চালের উপরের ময়লাগুলো ধূয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ওরা বাতি জ্বালালো। পোকা মাকড় উড়ে এসে বসলো ওটাতে।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "তুমি যদি হনুমান হাউজে চলে যাও তোমার রঙ-পেন্সিলগুলো আমাকে ফেরত দিতে হবে।

বাতাসের ঝটকা এসে লাগলো।

আনন্দ বলল, "কিন্তু তুমিতো ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছো।"

"আহা। তুমিতো ওগুলো নাওনি। মনে আছে? যা'হোক। আমি এখন ওগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

"আচ্ছা ওগুলো তুমি ফেরত নিতে পারো। আমি চাইনা ওগুলো।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ওগুলো আমি ফেরত নিচ্ছি না।"

"আমি ওগুলো চাই না।"

"ওগুলো নাও।"

"না।"

আনন্দ অসম্পূর্ণ ড্রয়িংরুমের দিকে চলে গেল।

সত্যিকারের বৃষ্টি যখন এলো তখন ওটার তীব্র গর্জনই তা জানান দিলো। চালের উপর এত জোরে জোরে শব্দ হচ্ছিল যে মিঃ বিশ্বাস এখন আনন্দকে কিছু বললেও সেটা শোনা যাবে না।

ম্যাকলিনের চালের এখানে ওখানে ফুটো দেখা দিয়েছে। টেউটিনের চারপাশ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে ঝর্ণা-ধারার মতো। বৃষ্টির আওয়াজ বাড়তেই থাকলো, চালের উপর বিকট শব্দসহ।

কয়েক সেকেন্ড ব্যাপী বিদ্যুৎ এর চমকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠছে। তারপর শুরু হলো বজ্রপাত। আনন্দের মনে হলো আকাশের উপর দিয়ে কোন দানব স্টিমরোলার চালাচ্ছে।

বিদ্যুতের আলোটা খুব সুন্দর হলেও ওর মধ্যে অদ্ভূত একটা অনুভূতি হলো। বজ্রের আওয়াজে ও বেডরুমে চলে এলো।

BanglaBook.org

সে অবাক হয়ে দেখলো মিঃ বিশ্বাস তার মাথার উপর আঙ্গুল দিয়ে লিখছে। তাড়াতাড়ি মিঃ বিশ্বাস এমনভাব করতে লাগলো যেন তার চুল নিয়ে খেলা করছিল। হারিকেনের শিখাটা যদিও কাঁচের ঢাকনায় আবৃত, কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর সব কিছুর ছায়াতে অন্যরকম আবহ তৈরী করছিল।

আনন্দ ওর বাবার দ্বারা অবহেলিত হয়ে বিছানার নীচে মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসলো। একটা ডানাওয়ালা পিঁপড়া মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ওটাতে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ডানা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ওটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রবল বর্ষণের চক্রটা শেষ হলো। তখনো বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, টিপ-টিপ বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসছিল। কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির তোড় এসে মেঝের কিনারাগুলো ভিঁজিয়ে দিয়েছে।

"রাম, রাম, সীতা রাম, রাম, রাম, সীতা রাম।"

বিশ্বাস বিছানার উপর পা জোড়া করে বিড় বিড় করছিল। ওর চেহারার অভিব্যক্তিতে যন্ত্রণার চাইতে ক্রোধ ফুটে উঠেছে।

আনন্দ এটাকে সহানুভুতি পাওয়ার কৌশল ভেবে উপেক্ষা করলো। সে তার দু'পায়ের মাঝখানে মাথাটা নুয়ে রেখে আস্তে আস্তে দোল খেতে লাগলো।

আরেক পশলা বৃষ্টি শুরু হলো। ডানাওয়ালা একটা পিপড়া এসে পড়লো আনন্দের হাতে। দ্রুত সে ওটাকে সরিয়ে দিলো, ঐ জায়গাটা জ্বালা করতে লাগলো। তখন দেখতে পেলো ঘরের মধ্যে ঐ পিপড়া ভরে গেছে। ওগুলো এক এক করে মাটিতে পড়ে যেতে লাগলো। এই পিঁপড়াগুলোকে শিকার করার জন্য কালো পিঁপড়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, ও দেখতে পেলো।

"শুনতে পাচ্ছো!"

হাতের উপর মাথাটা রেখে আনন্দ পিঁপড়াগুলো দেখছিল, ও কোন জবাব দিলো না।

"এই ছেলে।"

বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর জোরে বেজে উঠলো। আনন্দ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি কি শুনতে পাচ্ছো ওদের কথা?"

আনন্দ শুনলো, ভালো ভাবে, কান পাতার চেষ্টা করলো। বৃষ্টি, ঝড়োবাতাস, পানির স্রোত, গাছ-পালা, হাল্কা কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"শুনতে পেয়েছ ওদের কথা?"

যে কোন শব্দই কথার মতো মনে হচ্ছে। আনন্দ জানালাটা একটু ফাঁক করার চেষ্টা করলো। সামনের অসম্পূর্ণ মেঝের বেডরুম, যেখানে মাটিটা একটু উচুঁ আর শুষ্ক ওখানে দু'জন লোক। ওদের হাতে আগুনের ফুলকির মতো। হাতে ধরা বড় বড় তানিয়া পাতা। সম্ভবত বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওগুলো নিয়েছে। একজন সিগারেট টানছে। অন্যজনের কাছ থেকে আগুন নিলো সে।

"ওদের দেখেছো তুমি?"

আনন্দ দরজাটা বন্ধ করলো।

BanglaBook.org

বিদ্যুতের আলো ঘরের আলো ছায়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল।

আনন্দের হাত পায়ের লোম খাঁড়া হয়ে গেল।

"তুমি কি দেখেছো ওদের?"

আনন্দ ভাবলো ওরা হয়তো আগের দিন আসা ঐ দু'জন লোক। তবে সে নিশ্চিত ছিল না। পারলো না সে।

"রাম রাম, সীতা রাম।" আনন্দ পুনরাবৃত্তি করলো।

মিঃ বিশ্বাস আনন্দের কথা ভুলে গেল, সে অভিশাপ দিতে লাগলো, অযোধা, পন্ডিত জয়রাম, মিসেস তুলসি, শামা, শেঠ সবইকে।

"রাম রাম বল, বাছা।"

"রাম রাম সীতা রাম।"

আর আনন্দ যখন আবার বাইরে তাকালো, দেখতে পেলো লোক দুটো চলে গেছে। ফেলে গেছে এক টুকরো জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা,

"ওদের দেখতে পাচ্ছো?" আবার বৃষ্টি নামল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে জোরে জোরে।

আবার পিঁপড়েগুলো দেখা দিলো। আনন্দ লাঠি দিয়ে ওগুলোকে মারতে লাগলো। একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলো একটা পিঁপড়া ওর হাত বেয়ে উঠছে। লক্ষ্য করে দেখলো ওর হাতের লাঠির মধ্যে অসংখ্য জ্যান্ত পিঁপড়া। হঠাৎ সে ওগুলোতে খুব ভয় পেয়ে গেল। সে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

চালের উপর বিকট শব্দ হচ্ছে। বাড়িটা নড়ে উঠলো।

আনন্দ বলল, "রাম রাম সীতা রাম।"

"হায় ঈশ্বর। ওরা আসছে!"

আনন্দ রাগতস্বরে চিৎকার করে উঠলো, "ওরা চলে গেছে।" মিঃ বিশ্বাস হিন্দী আর ইংরেজীতে বিড়বিড় করে ছড়া বলতে লাগলো, আবার অভিশাপ দিলো, বিছানায় গড়াগড়ি করলো। ওর মুখে তখনো ক্রোধ ফুটে উঠেছে।

হারিকেনের আলো টিমটিমে হয়ে ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে দিলো। তারপর আবার জ্বলে উঠলো।

চালের উপর আবার একটা ঝাঁকুনি, গুড়িয়ে যাওয়ার শব্দ, গোঙানী। আনন্দ বুঝতে পারলো একটা ঢেউটিন উড়ে গেছে। আরেকটা আলগা হয়ে গেছে। ওটার আওয়াজ হতে লাগলো।

বিদ্যুচ্ছটা, বজ্রপাত, চালের উপর, ঘরের দেয়ালে বৃষ্টির তোড়, আলাদা হয়ে যাওয়া টিন, বাড়ির ভিতরে বাতাসের ধাক্কা লাগছিল।

তারপর একটা প্রকান্ড গর্জনের সাথে সাথে বাড়িটা নড়ে উঠলো, জানালাটা খুলে গেল। বাতিটা পুরোপুরি নিভে গেলে ঘরটা অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো।

আনন্দ চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো।

ওর বাবা উঠে কিছু বলবে, বাতিটা জ্বালাবে, জানালা বন্ধ করবে বলে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

BanglaBook.org

কিন্তু মিঃ বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু বিড় বিড় করে প্রলাপ বকতে লাগলো। বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটা বিশ্বাসের বাড়ির ভিতরে বয়ে যেতে লাগলো। আনন্দ আর্তনাদ করেই চলল।

বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটায় ওর কণ্ঠ চেপে আসছিল। হারিকেনটা উল্টে পড়ে গেল, রকিংচেয়ারটা দুলতে থাকলো।

অতঃপর আনন্দ অন্ধকারে এক ঝলক আলো দেখতে পেলো। একজন মানুষ, এক হাতে হারিকেন আর অন্যহাতে একটা খঞ্জর নিয়ে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। ব্যারাক থেকে রক্ষীলবন এসেছে। তার মাথা আর কাঁধের উপর একটা ছালা আবৃত করে রেখেছে। খালি পা, পায়জামাটা হাঁটুর উপর ভাঁজ করে রাখা। হারিকেনের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখা যাচ্ছে।

সে ডাকলো, "আহারে আমার বাছুরটা।"

সে ড্রয়িংরুমের দরজাটা বন্ধ করলো। সে জানালাটা নিয়ে টানাটানি করলো। জানালাটার পেরেক থেকে ওটা টেনে আলগা করার সাথে সাথে বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লাগলো চোখে-মুখে। রক্ষীলবন লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল। চটের ব্যাগটা মাথা থেকে সরালো সে, তার শার্ট গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে।

ঘরের বাতিটা ভেঙ্গে যায়নি। ওখানে কিছু তেল এখনো আছে। চিমনিটা ফেটে গেলেও এখনো আস্ত আছে। রক্ষীলবন ওর পায়জামার পকেট থেকে ভেঁজা ম্যাচের বাক্সটা বের করলো, সল্‌তে জ্বালালো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

A Departure

বিদায়

একটা বার্তা পাঠানো হয়েছিল হনুমান হাউজে। শ্রমিকেরা সব সময়ই অতিনাটকীয় আর দুঃখী-দুঃখী প্রতিক্রিয়া দেখায়। আর সেখানে ছিল অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবি। বৃষ্টি, ঝড়ো বাতাস আর বজ্রপাতের মধ্যদিয়ে একজন বার্তাবাহক সেই সন্ধ্যায়ই আরওয়াকাসে পৌছালো আর নাটকীয়ভাবে তার দুঃখ দূর্দশার কাহিনীটা বয়ান করলো।

মিসেস তুলসি এবং ছোট দেবতাটি পোর্ট অব স্পেনে গিয়েছিল। শামা গোলাপ ঘরে ছিল; ধাত্রী তার দেখাশোনা করছে দু'দিন হলো।

বোনেরা আর তাদের স্বামীরা একটা বৈঠক করছিল।

"আমার সবসময়ই মনে হয়েছে সে একটা পাগল," চিন্তা বললো। সুশীলা, সন্তানহীন বিধবা, বললো, "মোহনকে নিয়ে নয়, আমি উদ্বিগ্ন বাচ্চাগুলোকে নিয়ে।"

পদ্মা, শেঠের স্ত্রী, জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি মনে হয়, তার অসুখটা কি?"

সুমতি, চাবুক-ওয়ালী বললো, "খবরে যা জানা যায় তাতে মনে হলো সে খুব অসুস্থ।"

"আর তার বাড়িটা বাস্তবিকই উড়ে গেছে।" জয়ে'র মা যোগ করলো।

একটু হাসি দেখা গেল ওখানে।

"দুঃখিত তোমার ভুল শুধরে দিচ্ছি, সুমতি বোন আমার," চিন্তা বললো।

"বার্তায় আরো বলা আছে যে, তার মাথাটা ঠিক নেই।"

শেঠ বললো, "আমার মনে হচ্ছে ঐ নৌকা-বাওয়া লোকটাকে বাড়িতে আনতে হবে।"

লোকজন গ্রীন ভেইল -এ যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তারা বার্তাবাহকের মতোই উত্তেজিত।

বোনেরা এই ব্যাপারটা নিয়ে ফিস্‌ফাস্ করতে লাগলো।

"সাবি," বাচ্চারা বলল, "তোমার বাবার কিছু হয়েছে।"

বারান্দায় এবং উপরের সবগুলো বেডরুমে তাড়াতাড়ি বিছানা পাতা হলো, বাতিগুলো কমিয়ে দেয়া হলো। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লো, বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে।

নীচের তলায় লম্বা টেবিলটা ঘিরে বোনেরা বসেছিল নিশ্চুপ। তাদের ঘোমটায় মাথা ও ঘাড় ঢাঁকা। তারা কার্ড খেলছে আর দৈনিক পত্রিকা পড়ছে। চিন্তা *রামায়ণ* পড়ছিল, সে সবসময়ই নতুন কিছু করতে উদগ্রীব থাকে আর চায় মহাকাব্যটি আগাগোড়া সবার

BanglaBook.org

আগেই পড়ে ফেলতে। চিন্তা কার্ডের দিকে নজর দেয়, কোন কথা বলে না, খেলে যায়। একটা কার্ড টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে আবার *রামায়ন* এ ফিরে যায়।

ধাত্রীটা একজন বৃদ্ধা, হালকা - পাতলা, মাদ্রাজি, হলঘরে এসে এককোণায় বসে পড়লো, ধূমপান করতে থাকলো চুপচাপ, তার চোখ উজ্জ্বল। রান্নাঘরে কফি তৈরী হচ্ছিল; এটার গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে গেল।

লোকগুলো যখন ফিরে এলো, ক্রন্দনরত আর ঘুমে জড়ানো আনন্দকে সাথে নিয়ে এবং গোবিন্দ মিঃ বিশ্বাসকে তার হাতে কোলে করে, তখন সেখানে একটু স্বস্তি নেমে এলো, সেই সাথে কিছুটা হতাশাও। মিঃ বিশ্বাস বন্য অথবা ভয়ংকর ছিল না; সে কোন কথাই বলেনি; সে এমন ভানও করেনি যে সে ড্রাইভ করে এসেছে অথবা কোকোয়া খেয়েছে– এদুটি কাজ উন্মাদনার সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল। তাকে শুধু খুব ক্লান্ত আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

গোবিন্দ আর মিঃ বিশ্বাস মরামারির পর থেকে কোন কথা বলেনি। মিঃ বিশ্বাসকে নিজ হাতে কোলে করে বয়ে এনে গোবিন্দ নিজেকে মুরুব্বিদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলো যে জানে মুরুব্বির ক্ষমতার দায়িত্বটা কি – উদ্ধার করা, সহযোগীতা করা, যখনই প্রয়োজন হবে। মুরুব্বির আরেক দায়িত্ব হলো ক্ষমা করে দেয়া।

এসব দেখে, চিন্তা আনন্দকে তার ভেঁজা চুল শুকালো, ভেঁজা মোজা আর কাপড় চোপড় খুলে নিলো এবং বিদ্যাধরের কাপড় দিলো ওকে; খাবার দিলো সেইসাথে তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ঘুমাতে দিলো।

মিঃ বিশ্বাসকে "নীল ঘরে" নিয়ে যাওয়া হলো, শুকনো কাপড় দেয়া হলো এবং সতর্কভাবে এক কাপ গরম দুধ সেই সাথে বাদাম, ব্র্যান্ডি আর লাল-মাখনের এক টুকরা দেয়া হলো। মিঃ বিশ্বাস তখনও ভর্য়াত ছিল, সাবধানে দুধটুকু খেলো।

বৃষ্টির আওয়াজ কমে গিয়েছিল; সে জানতো সে হনুমান হাউজে আছে; কিন্তু সে ধারণা করতে পারলোনা কি চলে গেছে আর কি সামনে আসছে।

পরের দিন সকালেও বৃষ্টি হচ্ছিল, বিরামহীন, কিন্তু দমকা বাতাস কিছুটা কমে গিয়েছিল। অন্ধকার ছিল চারদিক কিন্তু কোন বিদ্যুৎঝলক আর বজ্রপাত ছিলো না। বাড়িটা ঘিরে থাকা নর্দমা কাদায় ভরে উপচে উঠছিল। উঁচু রাস্তাটার খাল-বিল উপ্‌চে গিয়ে রাস্তাটাকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারেনি। তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল, হঠাৎ এই বিরূপ আবহাওয়া এবং আশাতীত ছুটির জন্যই না, বরং গত রাতের ঘটনাগুলোর জন্যও বটে। এখন আনন্দও তাদের সাথে, আর তার বাবা "নীল ঘরে"।

"সাবি," বাচ্চারা বললো, "তোমার বাবা এখানে। নীল ঘরে।" কিন্তু সাবি "নীলঘর" অথবা "গোলাপ ঘরে" যেতে চায়নি। বাইরে, ন্যাংটা বাচ্চারা পানিতে ডুবে যাওয়া রাস্তায় ও খালে নাইতে ছিল, কাগজের নৌকা এবং কাঠের নৌকা এমনকি লাঠি দিয়েও নৌকা বাইচ্ খেলছিল।

BanglaBook.org

সকালের মাঝামাঝিতে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে গেল। বৃষ্টিটা হালকা হয়ে এলো, তারপর থেমে গেল একেবারে।

মিঃ বিশ্বাসের সংবাদটি শামার কাছে চাউর হয়ে গিয়েছিল। সে বললো, গ্রীন ভেইলের আসবাব-পত্রগুলো হনুমান হাউজে নিয়ে আসা উচিত।

ডাক্তার আসলো, একজন রোমান ক্যাথলিক ভারতীয়, কিন্তু তুলসি পরিবারের কাছে তিনি তাঁর ভালো ব্যবহার আর অতিরিক্ত সম্পদের জন্য খুবই সম্মানিত একজন ব্যক্তি। তিনি বললেন মিঃ বিশ্বাস স্নায়ুরোগে এবং একটি নির্দিষ্ট ভিটামিনের অভাবজনিত রোগে ভুগছে। তিনি স্যানোটেজেন এর একটি কোর্সের পথ্য দিলেন, সেইসাথে ফেরোল নামক এক বোতল টনিকও দিলেন যা দেহে আয়রণ এবং ওভালটিন যোগাবে। তিনি আরো জানালেন যে, মিঃ বিশ্বাসের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং খুব জলদিই পোর্ট অব স্পেনে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ দেখানো উচিত।

ডাক্তার চলে যাবার প্রায় সাথে সাথেই এক বৈদ্য-তান্ত্রিক আসলো। একজন অ-সফল মানুষ, মাংসল শরীর সর্বস্ব এবং আচার ব্যবহারে উদ্বিগ্ন; তার পারিশ্রমিক খুব কম। সে "নীল ঘরটাকে" শুদ্ধ করলো এবং অদৃশ্য বাঁধার সৃষ্টি করলো অপশক্তির বিরুদ্ধে। সে বললো সোলার কাঠি দরজা-জানালায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

আরো বললো যে পরিবারের সবাইকে এটা জেনে রাখতে হবে যে, তাদের একটা কালো -পুতুল থাকতে হবে দরজার সম্মুখে যাতে অপশক্তিকে তাড়িয়ে দিতে পারে: প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে ভালো।

প্রস্তবাটি প্রত্যাখ্যাত হলো। "ওভালটিন, ফেরোল, স্যানাটোজেন," শেঠ বলল। "মোহনকে আপনার দাওয়াই দিন এবং তাকে একটা ছোট ক্যাপসুলে পরিণত করুন।"

কিন্তু তারা সোলা ঝোলালো; এটা প্রাকৃতিক বস্তু আর এতে খরচও নাই, বাড়ি ভর্তি আছে ওগুলো। তারা কালো পুতুলও ঝোলালো, তুলসিদের স্টোরের একটা পুরনো পুতুল।

সেই বিকেলেই একটা লরি গ্রীন ভেইল থেকে আসবাবগুলো নিয়ে আসলো। সেগুলোর সবটাই ছিল ভেঁজা আর বিবর্ণ। সাবি আসবাবগুলো ছড়ানো ছিটানো আর অবহেলিত দেখে মর্মাহত হলো। সে রেগে গেল এটা দেখতে পেয়ে যে রকিং চেয়ারটা অপব্যবহারের শিকার। বাচ্চারা সেটার উপর উঠে জোড়ে-জোড়ে দোল খাচ্ছিল।

এটাকে নিয়ে তারা খেলায় মেতে উঠেছে। চারজন অথবা পাঁচজন ওটার উপর উঠে দোল খাচ্ছে। আরো চার-পাঁচজন তাদেরকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে। তারা চেয়ারটা নিয়ে মারামারি করছে। এটাই এই খেলার আসল উদ্দেশ্য। এটার প্রতিবাদ করাটা অনর্থক জেনে সাবি গোলাপ-ঘরে চলে গেল, সে শামার কাছে অভিযোগ জানালো।

শামা, সবসময়ই তার সন্তানদের সাথে ভদ্র আচরণ করে, বিশেষ করে যখন সে একা থাকে তাদের সাথে, সাবির চুলটা মুঠোয় ধরে বললো যে সে তাতে মোটেও কিছু

BanglaBook.org

মনে করছে না। যদি সে আবারও কারো ব্যপারে অভিযোগ জানায় তবে নিশ্চিতভাবেই ঝগড়া লেগে যাবে।

মিঃ বিশ্বাস অসুস্থ, শামা বললো; এবং সে নিজেও অসুস্থ। সাবি'র উচিত না এমন কোন আচরণ করা যাতে অন্যকেউ বিরক্ত হয়।

মিঃ বিশ্বাসের কিছু বড় বড় প্লাকার্ডও গ্রীন ভেইল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। সেগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল; প্লাকার্ডগুলো হলঘরে এবং বই ঘরে টাঙ্গানো হলো। যখন বাচ্চারা ওগুলো দেখলো, বললো, "সাবি, তোমার বাবাই কি এগুলো এঁকেছে?" আসবাবগুলোর দূরাবস্থা দেখে যে ব্যথার উদ্রেক হয়েছিল সেটা একটু মিঁইয়ে গেল।

বাচ্চারা বললো, "সাবি, তো -তোমরা সবাই এখানে চিরতরের জন্যই থাকতে এসেছো?"

শামার পাশে অন্ধকার ঘরে শুয়ে মিঃবিশ্বাস জেগে ওঠে আবারও ঘুমিয়ে পড়লো। অন্ধকার, নীরবতা, জনারণ্যের অনুপস্থিতি তাকে আরাম দিলো, শান্তি দিলো।

কয়েকদিন সে যথেষ্ট ভুগেছে। সে লড়াই করেছে। এখন সে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং তার আত্মসমর্পণ এক ধরণের প্রশান্তি বয়ে এনেছে। আত্মসমর্পণ স্যাঁত-স্যাঁতে দেয়ালের আর কাগজে ঢাঁকা দেয়ালের, গরম সূর্যের আর বৃষ্টির দুনিয়া থেকে তাকে এখানে এনেছে :

রামচাঁদ, মিঃ বিশ্বাসের বোন-জামাই এলো তাকে দেখতে। সে রাম ফ্যাক্টরী আর দেশ ছেড়েছে কয়েক বছর আগে। এখন সে পোর্ট অব স্পেনের একটা পাগলা-গারদের ওয়ার্ডেন। "ভেবোনা আমি তোমাকে নিয়ে লজ্জিত," সে মিঃ বিশ্বাসকে বলল। "এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এটাই আমার কাজ।"

সে তার নিজের কথা বলতে শুরু করলো, তার ক্যারিয়ার, পাগলা-গারদ।

"তোমার এখানে গ্রামোফোন নেই?" সে জানতে চাইলো।

"গ্রামোফোন?"

"গান-বাজনা", রামচাঁদ বললো "আমরা এটা দিয়ে সবসময়ই গান শুনে থাকি।"

সে পাগলা-গারদ সম্পর্কে বলতে থাকলো।

"ক্যান্টিনের কথাই ধরো। বাইরের থেকে ওখানে সব কিছুর দামেই পাঁচ অথবা ছয় সেন্ট কম পাবে। কারণ তারা এটা মুনাফার জন্য করেনা। তুমি যদি কখনও কিছু চাও আমাকে জানিও।"

"স্যানাটোজেন?"

"আমি দেখবো। আচ্ছা, তুমি এই জায়গাটা ছাড়ছোনা কেন? এই দেশ ছেড়ে পোর্ট অব স্পেনে চলে এসো। তোমার মতো একজন মানুষ এরকম একটা পশ্চাদপদ এলাকায় পড়ে থাকতে পারেনা। তোমার এরকমটি হওয়াতে অবাক হইনি। চলে এসো আমাদের ওখানে। কিছুদিন থেকে যাও। দেহুতি সব সময়ই তোমার কথা বলে, বুঝেছো।"

মিঃ বিশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিলো এব্যাপারটা পরে ভেবে দেখবে।

BanglaBook.org

রামঁচাদ খুব জোড়ে জোড়ে ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল, যখন সে হলঘরে এসে পৌছালো সে খুব জোড়ে সুশীলাকে বলল, যাকে সে মোটেই চেনে না, "সব কিছুই ঠিক আছে, মহারাজিন।"

"সে দেখতে সত্যিকারের চামার শ্রেণীর মতোই," সুশীলা বললো।

"তুমি যতই ধোও একটা শুয়ারকে," চিন্তা বললো, "তাকে গরু বানাতে পারবেনা।"

সেই বিকেলে শেঠ "নীলঘরে" গেল।

"তো, মোহন। কেমন আছো?"

"ভালো, মনে হচ্ছে।" মিঃ বিশ্বাস বলল এমনভাবে যেন তার গলায় কৌতুকের ছটা।

"তুমি কি গ্রীন ভেইলে ফিরে যাবার কথা ভাবছো?"

সে নিজেই অবাক হলো যে সে আগের মতোই আচরণ করছে। ঠাট্টা আর কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বললো, "কে? আমি?"

"আমি খুশি যে তুমি এভাবে ভাবছো। সত্যি বলতে কি তুমি আর ওখানে ফিরে যেতে পারবে না।

"দেখুন আমাকে। আমি কাঁদছি।"

"কি ঘটেছে?'

"পুরো এলাকাটা আগুনে পুড়ে গেছে।"

"ভুল। শুধু তোমার বাড়িটা।"

"পুড়ে গেছে? তার মানে দূর্ঘটনা বলতে চাচ্ছেন।"

"না, না। দূর্ঘটনা নয়। সেটা খুব ভালোভাবেই পুড়েছে। চারকোণাভাবে। গ্রীন ভেইলের লোকজন। নরকের মতো হারামি। সেইসব লোকই।

শেঠ দেখলো মিঃ বিশ্বাস কাঁদছে এবং অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু শেঠ ভুল বুঝলো।

একটু বিরতি নিয়ে সে বলল, "তারমানে, এতো বৃষ্টির পর সেটাকে তারা জালিয়ে দিয়েছে?" বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। সেইরাতেই শামা আরেকটা বাচ্চার জন্ম দিলো, তার চতুর্থ বাচ্চা, আরেকটা কন্যা সন্তান।

হালকা -পাতলা, ছোট-খাটো বাচ্চাটার কান্না গোলাপঘরের বাইরে খুব কমই শোনা যেত। ধাত্রী হলঘরে আর বিড়ি সিগারেট খেলো না, সে ছিল ব্যস্ত। সে ধোয়া-মোছা-পরিষ্কার, দেখাশোনা এবং খবরদারিও করছে।

নয়দিন পর তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করে দেয়া হলো। বোনেরা আনন্দ এবং সাবিকে বলল, "তোমাদের এক নতুন বোন হয়েছে। তোমার বাবার সম্পত্তিতে আরেকজন ভাগ বসাতে যাচ্ছে।" তারা আনন্দকে বলল, "তুমি খুব ভাগ্যবান। তুমি এখনও একমাত্র ছেলে। কিন্তু অপেক্ষা করো। একদিন তোমার একটি ভাই হবে। আর সে তোমার নাক কেঁটে নেবে।"

BanglaBook.org

“সাবি, তুমি কি খাচ্ছো?’

“ওভালটিন।”

“আনন্দ, তুমি কি খাচ্ছো?”

“ওভালটিন।”

“চমৎকার?”

“হ্যা-চমৎকার।”

“মা, সাবি আর আনন্দ ওভালটিন খাচ্ছে। তাদের বাবা তাদেরকে দিয়েছে।”

শোন ছোকরা, তোমাদের বাবা কোটিপতি নয় যে তোমাদেরকে ওভালটিন দেবে। বুঝেছো?”

আর পরের দিন।

“জয়, তুমি কি খাচ্ছো?”

“ওভালটিন, তোমার মতোই।”

“বিদ্যাধর, তুমিও কি ওভালটিন খাচ্ছো?”

“না। আমরা মাইলো খাচ্ছি। আমরা এটাই বেশী পছন্দ করি।”

মিঃ বিশ্বাস “নীল ঘর” থেকে বাইরে বেড়িয়ে এলো, ড্রইংরুমে ঢুকলো। বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, তার পেছনে হরি। মিঃ বিশ্বাস তুলসি পরিবারে হরির অবস্থান সম্পর্কে ভাবতে লাগলো। হরি তার সমস্ত অবসর সময়টুকু এখানে বসে বই পড়ে কাটিয়ে দেয়। সে এইসব পড়ে খামোখাই। সে যেকোন ধরণের তর্ক-বির্তক করা অপছন্দ করে। কেউ তার সংস্কৃত জ্ঞান যাচাই করতে পারে না আর সবাই তাকে একজন জ্ঞানী হিসেবে ধরে নিয়েছে। এই পরিবারে এবং বাইরে সবাই তাকে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে। হরি কিভাবে এই অবস্থানে এলো? মিঃ বিশ্বাস অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো। কোথেকে সে শুরু করেছিল?

কি হবে যদি মিঃ বিশ্বাস আচম্কা ধূতি-কোর্তা আর পৈতা লাগিয়ে হল ঘরে প্রবেশ করে? হনুমান হাউজ কি দু’জন অসুস্থ পন্ডিতকে লালন -পালনের ক্ষমতা রাখে?

এইসব ভাবতে ভাবতে, সে তার অবস্থার কথা মনে করলো। সে চার-সন্তানের জনক। অথচ অবস্থা এমন যেন সে সতেরো বছরের এক যুবক, অবিবাহিত এবং তুলসি পরিবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার কোন কাজ নেই, নেই কোন নির্ভরযোগ্য আয় রোজগার। গ্রীন ভেইলের কাজটা শেষ হয়ে গেছে।

সে ‘নীলঘরে’ সারাটা জীবন বিশ্রাম নিতে পারে না। খুব জলদিই তাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এখন সে কোন উদ্বিগ্নতা বোধ করলো না। সে ভাবলো তার ছেলে-মেয়েরা কখনওই না খেয়ে থাকবে না – এদিক থেকে সে খুব ভাগ্যবান।

তাদের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় আর আশ্রয়ের অভাব হবেনা। অতএব সে গ্রীন ভেইলে আছে না আরওয়াকাসে আছে তাতে কিছু যায় আসে না। সে মরলো না বাঁচলো তাতেও কিছু যায় আসেনা।

BanglaBook.org

তার টাকা-পয়সা ফুরিয়েগেছে: ওভালটিন, স্যানাটোজেন, ফেরোল; ডাক্তারের ফি, ধাত্রির, বৈদ্যের। আর কোন টাকা পয়সা আসারও পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় শেঠ এসে বলল, যদি তুমি কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত না নাও তবে এই এক টিন ওভালটিনই হয়তো শেষ টিন তোমার জন্য।"

সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত নেবার মতো কিইবা আছে?

শেঠ বলল, "মাই এবং আওয়াদ এই সপ্তাহান্তে আসছে।"

এর অর্থ নীল-ঘরটা আওয়াদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

মিঃ বিশ্বাস তার সব কিছু গোছগাছ করতে শুরু করলো। সে চাইলো খুব সকালেই বের হয়ে যাবে, যাতে সন্ধ্যার আগে আগে অনেক সময় পাওয়া যায়। কাপড়-চোপড় পড়ে নিলো বিশ্বাস। তার শার্টটা খুব ঢোলা-ঢোলা লাগলো। ফুল প্যান্টটাও সেরকমই। সে খুব রোগা হয়ে গেছে।

তখন সাবি কোকোয়া, মাখন আর বিস্কিট তার জন্যে নিয়ে এলো সে তাকে বলল, "আমি চলে যাচ্ছি।"

সাবিকে খুব একটা অবাক অথবা হতাশ দেখালো না। আর সে জিজ্ঞেসও করলো না কোথায় যাবে।

হাইস্ট্রিট খুব ব্যস্ত ছিল। বাজার গুলোও লোকে লোকারণ্য। সে অতিক্রম করলো "রেড রোজ টি ইজ গুড টি" সাইনবোর্ডটি। সে রামশপও অতিক্রম করলো। অতিক্রম করলো রোমান ক্যাথলিক চার্চ; কোর্ট হাউজ; পুলিশ স্টেশন। সেখানকার সারি-সারি পাম গাছ। যার নীচের দিকটা সাদা রঙ করা। প্রতাপ আর প্রসাদের পায়ের মতো দেখাচ্ছে, ছেলে বেলায় তারা যখন "মহিষের পুকুর" থেকে ফিরে আসতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় অংশ

Amazing Scenes

বিস্ময়কর দৃশ্য

পোর্ট অব স্পেন শহরে, একটা ছোট্ট বিরতি বাদে সে তার বাকি জীবনটা কাটিয়েছে, এবং সিকিম স্ট্রিটে পনেরো বছর পরে সে মারা গিয়েছিল। যেখানে সে দূর্ঘটনাক্রমে এসেছিল। যখন সে হনুমান হাউজ আর তার চার সন্তান ফেলে চলে এসেছিল, শেষের জনকে সে দেখেওনি, তার প্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিল নিজের জন্য একটা মাথা গোজার ঠাই খুঁজে নেয়া। সেটা ছিল তখনও খুব সকাল।

সূর্যটা হাইস্ট্রিটের ওপর সরাসরি উদয় হলো–কুয়াশার মধ্যে। দু'দিকের দালানগুলো ছায়ায় ঢাকা ছিল।

রাস্তার মোড়ে এসেও মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিতে পারলোনা কোথায় যাবে। বেশীরভাগ গাড়িই উত্তর দিকে যাচ্ছে; তারপলিনে ঢাকা লরি, ট্যাক্সি, বাস। বাসগুলো মিঃ বিশ্বাসকে অতিক্রম করার সময় একটু ধীরগতির হয়ে যাচ্ছিল আর বাসের পা-দানিতে ঝুলে থাকা কন্ডাক্টর চিৎকার করে তাকে বাসে উঠতে ব'লে যাচ্ছিল। উত্তর দিকে আছে অযোধা আর *তারা*, এবং তার মা। দক্ষিণে তার ভাইয়েরা। কেউই তাকে ফিরিয়ে দেবে না। গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু তাদের কারোর কাছেই সে যেতে চাচ্ছে না। এটা খুব সহজ কল্পনা ওদের সাথে নিজেকে দেখা। এরপর সে মনে করলো উত্তরে, তার বোন জামাই রামচাঁদ। আর সে যখন রামচাঁদের ওখানে যাবে কিনা এমনটি ভাবছিল তখনি একটা বাস যেটার ইঞ্জিন অংশত ঢাকনাহীন, রেডিও-ওয়াটারের বাষ্প নির্গত হবার দৃশ্য সরাসরি দেখা যাচ্ছে, তার একেবারে কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে ব্রেক কষলো, বাসের টিনের এবং কাঠের বডিটা কেঁপে উঠলো, আর একজন কন্ডাক্টর, অল্পবয়সী একটা ছেলে, প্রায় বালক, নেমে এসে মিঃ বিশ্বাসের কার্ডবোর্ডের স্যুটকেসটা তুলে নিলো, বললো, অধৈর্যের সাথে খুব দ্রুত, "পোর্ট অব স্পেন, পোর্ট অব স্পেন, হে।"

অযোধার বাসের একজন কন্ডাক্টর হিসেবে মিঃ বিশ্বাস অনেক পথিকের স্যুটকেস এভাবে তুলে নিয়েছে। সে জানে এরকম অবস্থায় একজন কন্ডাক্টর খুব আক্রমনাত্মক হয়ে থাকে সম্ভাব্য ঝামেলা এড়াতে। কিন্তু এখন, নিজেকে আচমকা আবিষ্কার করলো তার স্যুটকেস থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শুনতে পেলো অধৈর্য কণ্ঠের সেই কন্ডাক্টরের হাক-ডাক, সে মাথা নাড়ছিল ইঙ্গিত করছিল। "উঠে আসুন, উঠে আসুন," কন্ডাক্টর বলল আর মিঃ বিশ্বাস গাড়িটাতে চড়ে বসলো যখন কন্ডাক্টর তার স্যুটকেসটা ইতিমধ্যেই ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

যখনি বাসটা কোন যাত্রী নামাতে অথবা কিডন্যাপ করার জন্য থামে মিঃ বিশ্বাস ভাবে দক্ষিণে যাবার জন্য দেরী হয়ে যাচ্ছে কিনা-নেমে যাবে কিনা।

BanglaBook.org

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকলেও ফিরে যাবার শক্তি তার ছিল না। তাছাড়া, সে শুধুমাত্র কন্ডাক্টরের সাহায্যেই স্যুটকেস নিয়ে নামতে পারে। উত্তর দিকের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে সে তার চোখ দুটো স্থির করে, একটা ছোট্ট বাড়ির উপড়ে, দূরের পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেটা, ছোট্ট একটা পুতুলের ঘরের মতোই।

সময়টা ছিলো ফসল তোলার। ইক্ষু-ক্ষেতের বেশীর ভাগই কাঁটা হয়ে গেছে নয়তোবা কাঁটার জন্য প্রস্তুত। শ্রমিকরা কাজ করছে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে ইক্ষু, তাদের হাটু ইক্ষুর স্তুপে ডুবে আছে।

পৌছে যাবার মূর্হুতে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে বাসটা চলতেই থাকুক এবং কখনওই যেন না থামে।

কিন্তু যখন সে রেল-স্টেশনের কাছে থামলো তার অনিশ্চয়তা একমূহুর্তে উবে গেল, এবং সে খুব মুক্ত আর উত্তেজনা অনুভব করলো। দিনটা ছিলো মুক্তির যেমনটা সে একদিন পেয়েছিল এর আগে, যখন অযোধার এক আত্মীয় মারা গিয়েছিল এবং মদের দোকানটা বন্ধ ছিল আর সবাই চলে গিয়েছিল। সে একটা ডাব খেলো, মেরিন-স্কোয়ারে। সকালের মাঝামাঝিতে এটা করা কতইনা চমৎকার! সে একটা জনাকীর্ণ পেভ্‌মেন্টে হেটে গেল, ধীরে-ধীরে। সে শহরটা পুরোপুরি ঘুরে দেখলো।

চারটা না বাজা পর্যন্ত, যখন স্টোর আর অফিস-আদালত বন্ধ হয়, আর সিনেমা হল খোলা হয়, সে ভাবলো রামচাঁদের দেয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সেটা ছিল উড্‌ব্রুক অঞ্চলে।

মিঃ বিশ্বাস নাম শুনে পুলকিত হলো। কিন্তু বেড়াহীন, দুটো রঙহীন কাঠের বাড়ি দেখে আশাহত হলো খুঁজে পাবে কিনা। ফিরে যাবার জন্য দেরী হয়েগিয়ে ছিল। দেরী হয়ে গিয়েছিল নতুন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য, আরেকটা ভ্রমণেরও, এক নিগ্রো মহিলার কাছে খোঁজ নিয়ে সে পৌছে গেল পাথর বিছানো পথে, একটা সরু নর্দমা আর কাপড় ঝোলানো তারের কাছে। পেছন থেকে সে দেখতে পেলো দেহুতিকে, কয়লার পাত্রে বাতাস করে যাচ্ছে একটা ছাউনির নীচে, যেটার একটা দেয়াল বেড়া দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু তার হতাশা কেটে গেল তাদের বিস্ময় আর সাদর অভ্যর্থনায়। মিঃ বিশ্বাস পরিষ্কার জানিয়ে দিলো যে সে তাদের সাথে কিছুদিন কাটাবে। কিন্তু যখন সে ঘোষণা করলো, সে শামাকে ছেড়ে এসেছে, তারা আবারও তাকে স্বাগত জানালো, তাদের খুব ভালো লাগলো এজন্যে না যে, মিঃ বিশ্বাস তাদের এখানে এসেছে বরং এজন্যে যে, সে এখানে এসেছে বিপদে পড়ে।

"তুমি এখানে থাকো, তোমার যতদিন ইচ্ছে হয়," রাম চাঁদ বললো। "দেখো, তোমার জন্য একটা গ্রামোফোনও আছে। তুমি এখানে থাকবে আর গান শুনবে।"

দেহুতির ছোট ছেলেটা স্কুল থেকে ফিরে এলো, আর তখনি দেহুতি তাকে বললো, "বইগুলো বার করো আর আমাকে শোনাও আজ স্কুলে কি শিখেছো।"

ছেলেটা একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হলো না। সে ক্যাপ্টেন কাটারিজের *রিডার* বইটা বের করলো, চতুর্থ ক্লাশের, আর ১৯১৭ সালের জার্মান বন্দীশালা থেকে পালানোর কাহিনীটার অংশ বিশেষ পড়ে শোনালো।

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস ছেলেটাকে সাধুবাদ জানালো, দেহুতি এবং রামচাঁদও। "সে খুব ভালো পড়ে" রামচাঁদ বললো।

"ডিস্ট্রিবিউট' শব্দটার মানে কি?" দেহুতি জিজ্ঞেস করলো।

"ভাগকরে দেয়া," ছেলেটা বললো।

"আমি এই বয়সে এটা জানাতাম না," মিঃ বিশ্বাস রামচাঁদকে বললো।

"খাতাটা নিয়ে আসো এবং আমাকে দেখাও আজকে তুমি গণিতে কী শিখেছো।"

ছেলেটা খাতা বের করে দেহুতিকে দিলে দেহুতি বললো, "এটা দেখতে দুর্বোধ্য। কিন্তু আমি গণিতের কিছু জানি না। তোমার মামার কাছে নিয়ে যাও, তাঁকে দেখাও।"

মিঃ বিশ্বাসও গণিতের কিছু জানে না, কিন্তু সে দেখলো লাল কালিতে সঠিক হওয়ার চিহ্নটা আছে, এটা দেখেই সে ছেলেটাকে আবারও সাধুবাদ জানালো, দেহুতি এবং রামচাঁদও।

"এইসব লেখাপড়া একটা অদ্ভুত জিনিস," রামচাঁদ বললো।

"যেকোন বাচ্চা-ছেলেই এসব করতে পারে।"

দেহুতি আর রামচাঁদ বাস করে দুটো ঘরে। তার একটায় মিঃ বিশ্বাস ছেলেটার সাথে থাকলো। আর যদিও বাইরে থেকে বাড়িটা রঙ-চঙহীন, ভাঙা বোর্ড দেখা যায়, মনে হয় পড়ে যাবে, ভেতরের কাঠগুলোতে কিছু রঙ ছিলো, আর ঘরগুলো ছিলো পয়-পরিষ্কার এবং গোছানো। আসবাব-পত্রগুলো, বিশেষ করে টুপি রাখার র‍্যাক্ আর হীরের আকৃতির কাঁচটা খুব ভালোমতোই পালিশ করা ছিল। তাছাড়াও ঘরগুলোতে প্রাইভেসি ছিল।

কিন্তু রাতে, অন্ধকারে, ঘনিষ্ঠতার ফিস্‌ফিসানি আড়াল করা দেয়াল ভেদ করে পৌছে যেতো, আর মিঃ বিশ্বাসকে মনে করিয়ে দিতো সে একটা জনাকীর্ণ শহরে বাস করছে। বাকি ভাড়াটেরা ছিল নিগ্রো। এর আগে মিঃ বিশ্বাস আর কখনওই এ জাতের লোকদের কাছাকাছি বাস করেনি। তাদের নৈকট্য এ শহরের অজ্ঞাত-এ্যাডভেঞ্চারে নতুন কিছু যোগ করতো। তারা কাউন্ট্রি নিগ্রোদের থেকে আলাদা, উচ্চারণের দিক থেকে, পোষাকে আর ব্যবহারে। তাদের খাবার-দাবারগুলো অদ্ভুত রকমের মাংসল গন্ধযুক্ত, আর তাদের জীবনধারণ অনেক কম সংগঠিত। মেয়েরা ছেলেদের শাসন করতো। বাচ্চারা অবাধ্য, এটা সবসময়ই দেখা যেত; শাস্তি দেয়া হতো অবিরাম আর নৃশংসভাবে, হনুমান হাউজের কোন নিয়ম-নীতির মতো নয়, সোটেও নয়।

তবুও বাচ্চাগুলোর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই। শহরের বাচ্চারা প্যান্ট পরে আর গা খোলা রাখে, গ্রামের বাচ্চাদের মতো না। তারা গায়ে কোর্তা চাপায় আর নীচের দিকটা নগ্ন রাখে।

আর শহরের ছেলেদের মতো সাহসি না গ্রামের বাচ্চারা, শহরের ছেলে-পেলেরা অর্ধেক ভিখারি, অর্ধেক গুন্ডা। শহরের গঠনটা মিঃ বিশ্বাসকে অবাক করলো রাস্তার বাতিগুলো ঠিক সময়ে একই সাথে জ্বলে উঠে। রাতের মাঝামাঝিতে রাস্তাগুলো ঝাড়ু দেয়া হয়। খুব সকালেই গাড়ি দিয়ে ময়লা-আবর্জনাগুলো তুলে নেয়া হয়। সংবাদপত্রের হকার; রুটি বিক্রি করার গাড়ি, দুধওয়ালা।

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাসের সাথে রামচাঁদ একজন জ্ঞানী লোকের মতোই কথা বলে বটে। সে মিঃ বিশ্বাসকে বোটানিক্যাল-গার্ডেন, রক-গার্ডেন আর গর্ভমেন্ট-হাউজে নিয়ে গেল। তারা চ্যান্সেলর পাহাড়ে গেল, নীচের বন্দরের জাহাজগুলো দেখলো।

মিঃ বিশ্বাসের কাছে সেই মূহুর্তটা একটা গভীর রোমান্সের বিষয় ছিল। সে সাগর দেখেছে কিন্তু জানতো না পোর্ট অব স্পেন সত্যি একটা বন্দর।

মিঃ বিশ্বাস রামচাঁদের শহুরে আচার-ব্যবহার দেখে অবাক হলো আর নিজেকে তার সঙ্গী করতে রাজী হলো।

এক পক্ষকাল শেষে রামচাঁদ বললো, "একটা কাজ পেতে খুব বেশী দূর্ভাবনার দরকার নেই। তুমি মস্তিষ্কের রোগে ভুগছো, তোমাকে আরো অনেক বিশ্রাম নিতে হবে।"

সে কোন রকমের নিন্দা ছাড়াই কথা বললো কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের পকেট বাস্তবিকই টাকা শূন্য হয়ে পড়েছে। আর নিজেকে খুব বেশী বোঝা ভাবতে শুরু করলো।

এই শহরে হাটার মতো আর কিছুই তার ছিল না। সে এটার অংশ হতে চায়, সকালের বাস স্টপে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের একজন হতে চায়। অফিসের জানালা দিয়ে যাদের দেখে তাদের একজন হতে চায়। সপ্তাহান্তে আর সন্ধ্যায় যারা অবসর কাটায় তাদের একজন হতে চায়। সে সাইনবোর্ড আঁকার কাজ শুরু করার কথা পুনরায় ভাবে। কিন্তু কিভাবে সেটা করবে? সেকি একটা সাইনর্বোড এঁকে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে রেখে অপেক্ষা করবে?

রামচাঁদ বলে, "তুমি পাগলা-গারদে একটা চাকরি জুটিয়ে নিচ্ছো না কেন? ভালো বেতন, বিনামূল্যে পোষাক আর খুব ভালো একটা ক্যান্টিন। সেখানকার সব কিছুই অন্যজায়গার তুলানায় পাঁচ-ছয় সেন্ট কম দামের। দেহুতিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

"হ্যাঁ," সে বলে, "সেখানে সবকিছুই সস্তা।"

মিঃ বিশ্বাস নিজেকে সেই পোষাকে দেখলো, হেটে যাচ্ছে দীর্ঘ একটা ঘরের ভেতর দিয়ে পাগলদের তীব্র চিৎকারের মধ্যে।

"তো, সেটা কেন নয়?" সে বলল। 'কিছু একটা করা যাবে।"

তারপর একদিন মিঃ বিশ্বাস ভীত হয়ে লক্ষ্য করলো যে তার আকস্মিক ভীতি গুলো দূর্বল আর শুকিয়ে গেছে, নখগুলো কুচঁকে গেছে।

তার স্বাধীনতার অবসান হলো।

আর তার স্বাধীনতার শেষ কর্মটি হলো এই যে তাকে আরওয়াকাসের একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হলো যা পূর্বেই রিকমেন্ড করা ছিল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অফিসটি ছিল সেন্ট ভিনসেন্ট স্ট্রীটের উত্তর প্রান্তে। সাভানা থেকে বেশী দূরে নয়।

সে একটা সাদা-দেয়াল ঘেরা বারান্দা পেরিয়ে প্রবেশ করলো একটা সাদা ঘরে। এক চায়নীজ রিসেপশনিস্ট, আঁটো-সাটো সাদা পোষাকের, বসে আছে ডেস্কে। এক কোনে পাখা ঘুরছে। কিছু সংখ্যক লোক চেয়ারে আরাম করে বসে আছে। ম্যাগাজিন পড়ছে অথবা নীচু স্বরে কথা বলছে। তাদেরকে অসুস্থ দেখাচ্ছে না কোন ব্যান্ডেজ ছিল না অথবা তাদের মধ্যে কারোর চেহারা তেল-তেলেও না, রামের অথবা এ্যামোনিয়ার গন্ধও নেই। এটা মিসেস তুলসির গোলাপ ঘর থেকে একেবারেই ভিন্ন। আর এটা বিশ্বাস

BanglaBook.org

করাও কঠিন যে, এই একই শহের রামচাঁদ আর দেহুতি দু'টো ঘর নিয়ে থাকে। মিঃ বিশ্বাস এই ভাবতে শুরু করলো যে, সে এখানে এসেছে মিথ্যে অসুখ নিয়ে; তার কোন কিছুই হয়নি।

"আপনার কি এপয়েন্টমেন্ট করা আছে?" রিসেপ্শনিস্ট নাকি গলায়, চায়নিজ টানে বলল। মিঃ বিশ্বাস তার আচরণে শত্রুতার সন্ধান পেলো।

মাছ-মুখো, সে মনে মনে বলল।

রিসেপ্শনিস্ট তাকালো।

মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারলো সে শব্দটা উচ্চারণ করে ফেলেছে। সে গ্রীন ভেইলে থাকার সময় মনে মনে কথা বলার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি। "এপয়েন্টমেন্ট?" সে বলল।

"আমার কাছে একটা চিঠি আছে।" সে একটা বাদামী এনভেলপ থেকে চিঠিটা বের করলো আরওয়াকাসের ডাক্তার সাহেব যা তাকে দিয়েছিল। সেটা দোমড়ানো-মোচ্ড়ানো আর নোংরা হয়ে গেছে।

মিঃ বিশ্বাস আবার মনে মনে বলল, *মাছ-মুখো*।

রিসেপশনিস্ট তার দিকে তাকালো।

মিঃ বিশ্বাস হাসলো।

"আপনি কি এপয়েন্টমেন্ট নিতে চান নাকি অপেক্ষা করতে চান?" রিসেপশনিস্ট খুব শীতল কণ্ঠে বলল।

মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো অপেক্ষা করবে। সে একটা সোফায় বসলো। চারদিকের মানুষগুলোকে দেখলো। সম্ভবত তারা সবাই সত্যিকারেরই অসুস্থ।

সে টাকার কথা ভাবলো। তার কাছে তিন ডলার আছে। গ্রামের একজন ডাক্তার এক ডলার নেয়; কিন্তু এই ঘরে অসুস্থতা আরো বেশী ব্যয়বহুল!

টাকা পয়সা নিয়ে সে এতোই ঘাবড়ে গেল যে, সে এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারলো না। *বিল'র স্টান্ডার্ড এলোকাশনিস্ট* আরো বিপজ্জনক। তার মন ঘুরে বেড়ালো এবং শেষ পর্যন্ত ঠিকানা গাড়লো *টম সয়ার* এবং *হাক্লবেরি ফিন* -এ, যা সে রামচাঁদের ওখানে পড়েছে। সে *হাক্লবেরি ফিন'র* কথা মনে করে হাসলো, যার প্যান্টের পকেট বড় ছিল কিন্তু সেটাতে কিছুই ছিল না। নিগ্রো জিম, যে ভূত দেখে এবং গল্প বলে বেড়ায়।

আচম্কা মিঃ বিশ্বাস সোফা থেকে উঠে দাড়ালো, রিসেপশনিস্ট এর কাছে এসে ইংরেজিতে বলল, "আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছি। আমি খুব ভালো অনুভব করছি, ধন্যবাদ।" টুপিটা পরে নিয়ে সে দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেল।

"আপনার চিঠিটার কি হবে?" রিসেপশনিস্ট অবাক হয়ে ত্রিনিদাদীয় উচ্চারণভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলো।

"রেখে দাও," মিঃ বিশ্বাস বলল, "তুলে রাখো, পুড়িয়ে ফেলো, বিক্রি করে দাও।"

সে বেড়িয়ে পড়লো সেন্ট ভিনসেন্ট স্ট্রীট ধরে। সাভানা থেকে আসা বাতাস আশীর্বাদের মতো মনে হলো। তার মন উত্তপ্ত। আর এখন সে দেখতে পেলো শহরটা যা স্বতন্ত্র সব মানুষে গড়া এবং যাদের রয়েছে এখানে নিজস্ব একটা জায়গা। সভানাকে ঘিরে থাকা বড়-বড় দালানগুলো গরমের মধ্যে সাদা আর ফাঁকা।

BanglaBook.org

সে ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক -এ গেল। একটা গাছের নীচে, ছায়ায়, বেঞ্চে বসলো এবং একটা সৈনিকের আবক্ষ মূর্তি নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তার পেটে ব্যথা অনুভূত হতে শুরু করলো।

তার স্বাধীনতার সমাপ্তি হয়েছে, আর সেটাও ছিল মিথ্যে। অতীতকে অস্বীকার করা যায় না। সেটাকে আর কখনওই কিছু করা যাবে না। সে অতীতকে নিজের ভেতরেই বহন করে আসছে।

সে পার্ক ছেড়ে দক্ষিণ দিকে হাটা শুরু করলো। সাভানা থেকে দূরে। শান্ত, নির্জন বাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। পেভ্‌মেন্টগুলো সরু আর উঁচু এবং জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো। সেখানে দোকান-পাট, ক্যাফে, বাস, গাড়ি, ট্রাম আর বাইসাইকেল, হর্ণ এবং বেল আর চিৎকার চেঁচামেচি। সে পার্ক স্ট্রীট পার হয়ে সমুদ্রের দিকে হাটতে লাগলো। সে কোর্ট হাউজ অতিক্রম করে রেড হাউজে এসে পৌছালো, লাল পাথরে সেটা ফুলে ফেঁপে আছে। একটা পাথরে খোদাই করা আছে সাদা অক্ষরে '*রিজার্ভ ফর জাজেস।*'

সে ভেতরে প্রবেশ করলো। ঘুরে-ঘুরে দেখলো। একটা সবুজ রঙের নোটিশ বোর্ড সংলগ্ন ঘরে বয়স্ক এক নিগ্রোকে দেখলো। খুব ভালোমতো পোষাক পড়া, এক গ্লাসের একটা চশমা পড়া, তাকে ঈশারা করলো।

"তুমি একটা সার্টিফিকেট চাও?" নিগ্রোটার ঠোঁট দুটো শব্দগুলো বলার সময় ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠলো।

"সার্টিফিকেট?"

"বার্থ, ম্যারেজ, ডেথ।" নিগ্রোটা তার চশমা ঠিক করতে করতে বলল।

"আমি কোন সার্টিফিকেট চাইনা।"

নিগ্রোটা তার হাতের পেন্সিল, যা দিয়ে সে কিছু লিখছিল, থামিয়ে বলল,

"আজকাল কেউই সার্টিফিকেট চায়না। যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো সমস্যা কি তো সেটা হলো আজকাল খুববেশী লোক এ কাজে ভীড় করেছে। যখন ১৯১৯ সালে আমি এখানে এসে প্রথম বসি তখন আমি ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি। আজ সব *টম, ডিক্* আর *হ্যারিরাই* এখানে এসে বসে যায়।"

মিঃ বিশ্বাস অন্যত্র চলে গেল।

সে ভাবলো গ্রীন ভেইলের সময়কার অভ্যাসে ফিরে যাবে। যখন সে দেয়ালে লাগানো সংবাদ পত্র পড়তে পারতো। সে *সেন্‌টিনেল* পত্রিকার অফিসটি দেখতে পেলো। ওখান থেকে মেশিনের আওয়াজ ভেসে আসছিল, সেই সাথে কালি, কাগজ আর তেলের গন্ধও। *সেন্‌টিনেল* পত্রিকাটিতে মিসির, একজন আর্য, কাউন্টি সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতো। ব্যারাকে থাকার সময় সংবাদ পত্র থেকে মুখস্ত করা সমস্ত গল্প তার মনে পড়ে গেল। *গতকাল এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যখন পথিকেরা থামিয়া সেইগুলি প্রত্যক্ষ করিতে শুরু করিল যখন গতকাল* .... সে একটা দরজা খুলে ঢুকে পড়লো। তারপর আরো একটা দরজা খুলে অন্য একটা ঘরে ঢুকলো। সেখানে যন্ত্রপাতির শব্দের ভেতর ডেস্কে বসে থাকা একটা লোককে সে জিজ্ঞেস করলো,

"আমি সম্পাদকের সাথে দেখা করতে চাই।"

Banglaboi.org

গতকাল বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, সেন্ট ভিন্সেন্ট স্ট্রিটে, যখন মোহন বিশ্বাস, ৩১ ....

আপনার কি এপয়েন্টমেন্ট করা আছে?"

একজন রিসেপ্শনিস্টকে অপমানিত করিয়াছে।

"না", মিঃ বিশ্বাস বিরক্ত হয়ে বলল।

আমাদের প্রতিবেদকের সাথে এক সাক্ষাতকারে .... আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাতকারে গতরাতে মিঃ বিশ্বাস বলিয়াছে

"সম্পাদক সাহেব ব্যস্ত আছেন। আপনি মিঃ উড্ওয়াডের সাথে দেখো করতে পারেন, সেটাই ভালো হবে।"

"আপনি সম্পদাক সাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি বহুদূরের এক গ্রাম থেকে এসেছি তার সাথে দেখা করতে।"

গতকাল সেন্ট ভিনসেন্ট স্ট্রিটের মিঃ বিশ্বস, ৩১, বেকার এবং স্থায়ী ঠিকানা বিহীন, একজন রিসেপ্শনিস্টকে অপমানিত করিয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে ত্রিনিদাদ সেন্টিনেল'র পত্রিকার অফিসে। লোকজন ভীত হইয়া টেবিলের নীচে লুকাইয়া পড়ে যখন বিশ্বাস, চার সন্তানের জনক, একটি গুলিভর্তি বন্দুক লইয়া বিল্ডিংয়ে প্রবশে করিয়া সম্পাদক সহ চারজন সংবাদ প্রতিবেদককে গুলী করিয়া হত্যা করে, অতঃপর উক্ত ভবনে সে আগুন ধরাইয়া দেয়। কয়েক টন কাগজ পুড়িয়া যায় মূহুর্তে, অবশেষে ভবনটিও ভস্মীভূত হইয়া যায়। আমাদের বিশেষ প্রতিবেদকের সহিত সাক্ষাতকারে, গতরাতে মিঃ বিশ্বাস বলে ....

"এদিকে যান," রিসেপশনিস্ট বলল, তার ডেস্ক থেকে এগিয়ে এসে, সে মিঃ বিশ্বাসকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। তারপর একটা বন্ধ দরজা দেখিয়ে চলে গেল। মিঃ বিশ্বাস দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

একজন ছোট-খাটো, মোটা-সোটা লোক, ডেস্কে বসে পত্রিকা পড়ছে। মিঃ বিশ্বাসের উত্তেজনা আরেকটু বেড়ে গেল। আর সে লোকটাকে খুবই পছন্দ করে ফেলল, ভালো করে দেখার আগেই।

"আপনার গল্পটা কি?" সম্পাদক জিজ্ঞেস করলো বসে বসেই।

"আমার কাছে কোন গল্প নেই। আমি একটা কাজ চাই।"

মিঃ বিশ্বাস প্রায় আনন্দের সাথেই দেখতে পেলো যে সে সম্পাদককে বিব্রত করতে পেরেছে। সম্পাদক প্রুফ দেখাতে মনোযোগ দিলো। উনি গরমে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তাঁর গলা ঝুলে আছে কাঁধে, তাঁর ঘাড় ফুলে-ফেঁপে কলারে থেকে উপ্চে পড়ছে। তাঁর গোলগাল ঘাড়টা ঝুলে আছে। তাঁর ভূড়ি কোমরের বন্ধনী থেকে বেড়িয়ে কোন রকমে ঝুলে আছে।

"হ্যাঁ, হ্যা," এর আগে কি আপনি সংবাদ পত্রে কাজ করেছেন?"

মিঃ বিশ্বাস, মিসিরের পত্রিকায় একটা আর্টিকেল লেখার কথা ছিল যেটা আর লেখা হয়নি, সেটার কথা ভাবলো। "এক-দু'বার," সে বলল। সম্পাদক দরজার দিকে তাকালেন, যেন সাহায্যে চাইবেন। "আপনি কি একবার নাকি দু'বারে কথা বলছেন?"

BanglaBook.org

"আমি প্রচুর পড়ি।" মিঃ বিশ্বাস বলল, একটা বিপজ্জনক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবার জন্য।

"হল কেইন, মেরি কোরেলি, জ্যাকব ব্যোমে, মার্ক টোয়েন। হল কেইন, মার্ক টোয়েন," মিঃ বিশ্বাস পুনরুক্তি করতে লাগলো।

"স্যামুয়েল স্মাইল্স।"

সম্পাদক তাকালেন।

"মার্কাস অরেলিয়াস।"

সম্পাদক হাসলেন।

"এপিকটেটাস।"

সম্পাদক হাসতেই থাকলেন, আর মিঃ বিশ্বাসও হাসলো।

"আপনি এইসব লোকের লেখা পড়েছেন শুধু আনন্দ পাবার জন্য, আহ্?"

মিঃ বিশ্বাস প্রশ্নটির কঠোরতা উপলব্ধি করলো। কিন্তু সে কিছুই মনে করলো না। "না", সে বলল। উৎসাহ আর সাহস পাবার জন্যে। তার সমস্ত উত্তেজনার মৃত্যু হলো।

একটু নীরবতা নেমে এলো। সম্পাদক প্রুফের দিকে মনোযোগ দিলেন।

আপনার বয়স কত?'"

"একত্রিশ।"

"আপনি একটা গ্রাম থেকে এসেছেন, আপনার বয়স একত্রিশ, আপনি কখনও লেখালেখি করেননি, এবং আপনি একজন রিপোর্টার হতে চাচ্ছেন। আপনি কি করেন?"

মিঃ বিশ্বাস এস্টেটে ড্রাইভারের কাজের কথা ভাবলো, সেটাকে বাতিল করে ওভারশিয়ারের কথা ভাবলো, সেটাও বাতিল করলো, বাতিল করলো মুদি-দোকানীও, বাতিল করলো বেকারত্ব। সে বলল, "সাইন-পেইন্টার।"

সম্পাদক নড়ে-চড়ে উঠলেন। "এই কাজটা আমি আপনাকে দিতে পারি।" সম্পাদক মিঃ বিশ্বাসকে তাঁর কক্ষ থেকে সংবাদ কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেই ঘর থেকে বেড়িয়ে একটা আঙিনায় এসে কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, "এখানে এবং, এখানে" মিঃ বিশ্বাসকে রঙ ও তুলি দেয়া হলো, এবং সে বাকি বিকেলটায় সাইন লেখায়ই ব্যস্ত রইলো: চাকাওয়ালা গাড়ীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, প্রবেশ নেই, কুকুর সাবধান, কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যখন

"ধাত্!" সে রেগে গিয়ে বলল।

"ভালোইতো হয়েছে", সম্পাদক বললেন। "সত্যি ভালো হয়েছে।"

তারপর খুশীমনে মিঃ বিশ্বাসকে আরো বললেন, "তুমি জানো, আমি সত্যি ভেবে পাচ্ছিনা কেন তুমি-এই কাজটা ছেড়ে দিয়েছো।"

"খুব ভালো পয়সা ওতে আসতো না।"

"এখানেও খুব বেশী পাবে না।"

সম্পাদক সাইনগুলো দেখে হাসতে লাগলেন।

আর মিঃ বিশ্বাস, পুণরায় ভাঁড় হলো, সেও হাসলো।

"এই কাজ কাঠমিস্ত্রির আর শ্রমিকের," সম্পাদক বললেন।

BanglaBook.org

"আগামীকাল এসো, যদি তুমি খুব বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠো। আমরা তোমাকে একমাস ট্রায়াল দেবো। কিন্তু পারিশ্রমিক না।"

একটা সুযোগ তাকে সাইন-আঁকাআঁকিতে নিয়োজিত করলো। এই সাইন আঁকাআঁকিই তাকে হনুমান হাউজে নিয়ে গিয়েছিল এবং তুলসি পরিবারের ঠাঁই দিয়েছিল। সাইন-আঁকাআঁকি *সেন্‌টিনেল* -এ ও তাকে জায়গা করে দিলো। আর, না তুলসি-স্টোরে, না *সেন্‌টিনেল* -এর সাইন আঁকাতে, কোনাটাতেই সে পয়সা পেলো না।

সে কাজ করলো প্রবল উৎসাহ নিয়ে। পড়াশোনার ফলে তার ইংরেজি শব্দ ভান্ডার দারুণ সমৃদ্ধ কিন্তু মিঃ বার্নেট, সম্পাদক সাহেব, যথেষ্ঠ ধৈর্যের লোক। তিনি মিঃ বিশ্বাসকে লন্ডনের সংবাদপত্রের কিছু কপি দিলেন, আর মিঃ বিশ্বাস সেসবের রীতি-নীতি, স্টাইল এগুলো-নিরীক্ষন করতে লাগলো। খুব বেশী দেরীতে নয়, মিঃ বিশ্বাস ঐসব গল্পগুলোতে নিজস্ব শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করতে শিখে গেল। সেসবে সে নিজের কিছু গল্পও সংযোজন করলো। আর *সেন্‌টিনেল*-এ খুব তাড়াতাড়ি কাজ জুটে নেবার একটা অংশ ছিল সেটা। *গার্জিয়ান* কিংবা *গেজেটে* নয়।

সম্পাদক মিঃ বার্নেট বলতেন, "পাঠকের কাছে পৌছাবার একমাত্র উপায় হলো তাদেরকে ঘাব্‌ড়ে দিতে হবে। রাগিয়ে দিতে হবে। ভয় পাইয়ে দিতে হবে। তুমি আমাকে একটা ভীতিকর কিছু দাও, তবেই কাজটা পাকা হয়ে যাবে।"

পরের দিন মিঃ বিশ্বাস একটা গল্প নিয়ে আসলো।

মিঃ বার্নেট বললেন, "তুমি এটা তৈরী করেছো?"

মিঃ বিশ্বাস মাথা নাড়লো।

"করুণ।"

গল্পটার শিরোনাম হয়েছিলো ঃ

কুড়ে-ঘরে আগুনে পুড়ে চার শিশু জীবন্ত দগ্ধ

মা, অসহায়, চেয়েচেয়ে দেখেছে

"আমি শেষ লাইনটি পছন্দ করেছি," মিঃ বার্নেট বলেছিলেন।

মিঃ বার্নেট সবসময়ই বিশ্বাসকে উপদেশ দিতেন।

"আমার মনে হয় তোমার এখন বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ'র ব্যাপারে একটা রচনা লেখার দরকার। 'বিবেচ্য' শব্দটা খুব বড় শব্দ, যার অনেক মানে, সেটা একটা অর্থহীন শব্দ। আর 'SEVERAL' শব্দটার সাতটা অক্ষর। 'MANY'র শুধুমাত্র চারটা, অথচ দুটোর অর্থ একেবারেই এক। আমি তোমার বনি বেবি প্রতিযোগীতা' পছন্দ করেছি। তুমি আমাকে হাসিয়েছো। কিন্তু আমাকে এখন পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দেওনি।"

"পাগলা-গারদের কোন হাস্যকর ঘটনা?" মিঃ বিশ্বাস সেই বিকেলে রামচাঁদকে জিজ্ঞেস করেছিল।

রামচাঁদ একটু বিব্রত হলো।

মিঃ বিশ্বাস পাগলা-গারদের আইডিয়াটা বাতিল করে দিলো।

Bangla Book.org

পরের দিন সকালে *সেন্‌টিনেলে* যাবার পথে মিঃ বিশ্বাস পুলিশ স্টেশনে গেল। সেখান থেকে সে গেল মর্গে তারপর সিটি কাউন্সিল ভবনে। যখন সে *সেনটিনেল* -এ পৌছালো -সে একটা খালি ডেস্কে বসে পড়লো – তখন পর্যন্ত নিজের কোন ডেস্ক তার নেই – আর সে পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করলো ঃ

গত সপ্তাহে সেনটিনেল বনি বেবি প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রিন্সেস ভবনে। আর গতরাতে একটি মৃত বাচ্চা (পুরুষ) পাওয়া গেছে, বাদামী কাগজের পার্সেলে মোড়ানো, নর্দমার মধ্যে। আমি বাচ্চাটাকে দেখেছি এবং আমি বলতে পারি যে আমাদের বনি বেবি প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করা বাচ্চা সেটি নয়।

বিশেষজ্ঞরা এখনও বলতে পারেনি ....

"ভালো, ভালো," মিঃ বার্নেট বললেন। "কিন্তু খুব হেভি। হেভি। কেন নয় 'আমি বলতে পারি'র জায়গায় 'আমি জানতে পেরেছি'

"আমি এটা *ডেইলি এক্সপ্রেস* থেকে পেয়েছি।"

"ঠিক আছে। তবে প্রতীজ্ঞা করো সারা সপ্তাহে আর 'আমি বলতে পারি' 'আমি দেখেছি' বলা চলবে না। এটা খুব কঠিন হবে কিন্তু চেষ্টা করো। কোন ধরনের বাচ্চা?"

"কোন ধরনের?"

"কালো, সাদা, সবুজ?"

"সাদা, নীলচে, যখন আমি সেটা দেখেছি, সত্যি। আমার মনে হয়, মনে হয়, যে আমরা চায়নিজ বাদে অন্য কোন জাতের উল্লেখ করি না।"

"না শুধু বাচ্চা দেয়াটা উচিত হবে না।"

আর পরেরদিন শিরোনাম হয়েছিল

শ্বেতাঙ্গ বাচ্চা পাওয়া গেছে নর্দমায়

একটা ধূসর কাগজের পার্সেলে

বনি বেবি প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করা নয়।

"আরেকটা ব্যাপার," মিঃ বার্নেট বললেন, "কিছুদিনের জন্য বাচ্চা-কাচ্চা বাদ দাও।"

চাকরিটা খুব জরুরী ছিল পত্রিকাটা প্রতি সন্ধ্যায় ছাপা হয়; সকালের মধ্যে সেটা দ্বীপের প্রতিটা জায়গায়ই পৌছে যায়। এটা ক্রিসমাসের সময় দোকানে সাইন আকাঁ-আঁকির মতো মিথ্যে-জরুরী নয়। এমনকি এক ডজন বছরের পরও মিঃ বিশ্বাস কখনওই রোমাঞ্চ হারায়নি ঠিক প্রথমবার লেখার সময় থেকে।

"তুমি আমাকে সত্যিকারের চমক্ দিতে পারোনি এখনও," মিঃ বার্নেট বললেন।

আর মিঃ বিশ্বাস চাইছিল মিঃ বার্নেটকে সত্যিই চমকে দিতে। তার চার সপ্তাহের সময়ে সে একজন শিপিং রিপোর্টার বনে গেল। ক্রেন থেকে ময়দার বস্তা পড়ে দূর্ঘটনায় মারা যাওয়া এক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হলো সে। সময়টা ছিল পর্যটনের আর বন্দরটা ভরে ছিল ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আসা জাহাজে। মিঃ বিশ্বাস একটা জার্মান জাহাজে গেল, সেখানে সে এডলফ হিটলারের ছবি দেখলো, আর হেইল হিটলার স্যালুটে হতভম্ব হলো। উত্তেজনা!

BanglaBook.org

সে আমেরিকান জাহাজেও গেল। সেটা ছিল দক্ষিণ আমেরিকান পর্যটন রুট, ব্যবসায়ীদের সাক্ষাতকার নিলো, আমেরিকান উচ্চারণ তাকে সমস্যায় ফেলল, বুঝতে কষ্ট হলো তার। সে দেখলো ছোট-ছোট নৌকা এবং মার্বেল, ভালো ভালো খাবার ফেলে দেয়া হচ্ছে। সে যাত্রীদের তালিকার অনুলিপি তৈরী করলো। সে চোরাচালানি দেখলো কিন্তু লিখতে পারলোনা সেসব, কারণ সেটা তার পূর্বসূরীর মতোই করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত তাকে।

সে এক ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সাক্ষাতকার নিলো, তার সমবয়সী, কিন্তু দেখতে তখনও যুবা, আর সাফল্যে উজ্জ্বল। মিঃ বিশ্বাস খুব অভিভূত হয়েছিল। ঔপন্যাসিকের নাম মিঃ বিশ্বাসও *সেন্টিনেল*'র পাঠকের কাছে অপরিচিত ছিল।

কিন্তু মিঃ বিশ্বাস সেটাকে উপস্থাপন করলো অন্যভাবে। সে কল্পনা করলো শিরোনামটি – প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বলেছেন পোর্ট অব স্পেন বিশ্বের তিন নম্বর বাজে শহর – আর এভাবেই ঔপন্যাসিককে প্রশ্নে সম্মুখীন করে তুলল। অথচ ঔপন্যাসিক বলেছিল "দ্বিপটি খুবই সুন্দর, খুবই দেখতে ইচ্ছে করে।"

আমি দেখতে চাই সবাই ভয় পেয়ে গেছে, মিঃ বিশ্বাস মনে মনে ভেবেছিল।

(কয়েক বছর পর মিঃ বিশ্বাস একটা ভ্রমণ কাহিনীতে আবিষ্কার করেছিলো যে ঐ ঔপন্যাসিক তাকে অযোগ্য, উৎপীড়ক আর উন্মাদ তরুণ রিপোর্টার" হিসেবে উল্লেখ করেছে। "সে খুব বিশ্বাসঘাতকতার সাথে আমার উক্তিকে তার নোংরা আর অশ্লীল হাতে বদলে দিয়েছে")

এরপর আরেকটা জাহাজে গেল মিঃ বিশ্বাস, সেটার গন্তব্য ব্রাজিল। চব্বিশ ঘন্টার ভেতরেই মিঃ বিশ্বাস হয়ে উঠলো কুখ্যাত। *সেন্টিনেল* প্রত্যেকের হাতে হাতে, মূহুর্তেই এটার প্রচার সংখ্যা বেড়ে গেল, আর মিঃ বার্নেট আনন্দে আত্মহারা। তিনি বললেন, "তুমি আমাকেও ঠান্ডা করে দিয়েছো।"

পত্রিকার তিন নম্বর পাতায় প্রধান শিরোনাম ঃ

বাবা বাড়িতে এসেছে কফিনে করে

ইউ, এস অভিযাত্রীর শেষ অভিযান

বরফে

প্রতিবেদক– মিঃ বিশ্বাস

মিঃ বিশ্বাস *সেন্টিনেলের* একজন স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে নিযুক্তি পেয়ে-গেলো, পাক্ষিক পনেরো ডলারের বেতনে।

"প্রথম যে জিনিসটা তোমাকে করতে হবে" মিঃ বার্নেট বললেন, "তাহলো এক্ষুনি একটা সুট কিনে আনো নিজের জন্য। আমি আমার সেরা রিপোর্টারকে এই পোষাকে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।"

সেটা ছিল রামচাঁদ যে মিঃ বিশ্বাস আর তুলসিদের মধ্যে আপোষরফা করেছিল। অন্যদিকে, যেহেতু তুলসিরা এ ব্যাপারে ভালোই অবগত আছে যে, মিঃ বিশ্বাস এখন

BanglaBook.org

সম্মানিত ব্যক্তি তাই মিঃ বিশ্বাসকে তার পরিবার ফিরে পেতে খুব বেগ পেতে হয়নি। আর রামচাঁদের কাজটাও খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাসের নাম *সেন্টিনেল* -এ প্রতিদিনই ছাপা হতো। সেজন্যে এমন মনে হয়েছিল যে, সে আচম্‌কা খুবই খ্যাতিমান আর ধনী হয়ে গিয়েছে।

এরপর মিঃ বিশ্বাস তার বড় ভাই প্রতাপের বাড়িতে গেল, দেখা করতে। সেখানে সে অবাক হলো। সে দেখতে পেলো তার মা প্রতাপের সাথে বসবাস করছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। দীর্ঘদিন ধরেই মিঃ বিশ্বাস দিপ্তিকে একজন অথর্ব, বিষন্ন আর অক্ষম হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। সে অবাক হয়ে গেল কিভাবে প্রতাপ বিপ্তিকে তার সাথে থাকতে রাজী করিয়েছে। প্যাগোটের বস্তিটা ছাড়াতে সফল হয়েছে। কিন্তু দিপ্তি সত্যি ছেড়ে এসেছে আর সে ভীষন বদলেও গেছে। সে খুব কর্মচঞ্চল আর প্রাণখোলা হয়ে গেছে। সে খুবই সজীব আর প্রতাপের গৃহস্থালী ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

মিঃ বিশ্বাস বঞ্চিত আর উদ্বিগ্ন বোধ করলো।

খুব বেশী পরে নয়, মিঃ বিশ্বাস আরওয়াকাসে গিয়েছিল। সে ওখানে সকালের মাঝামাঝি সময়ে গিয়েছিল কিন্তু হনুমান হাউজে বেলা চারটা না বাজার আগ পর্যন্ত যায়নি। তার ফিরে আসাটা তেমনি চমকপ্রদ যেমনটি সে চেয়েছিল।

সাবি আর আনন্দ তাকে জড়িয়ে ধরলো। শামা অন্ধকার রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আনন্দ, তুমি তোমার বাবার সুটটাকে নোংরা করে ফেলবে।"

সেটা ছিল এমন যেন সে কখনই এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়নি। না শামা, না বাচ্চারা, না সমস্ত হলঘর ভর্তি মানুষ-জন, কিছুতেই তার অনুপস্থিতির লক্ষন দেখা গেল না।

শামা টেবিলের একটি বেঞ্চ পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করলো সে খাবে কিনা। সে কোন জবাব দিলো না কিন্তু শামার পরিষ্কার করা বেঞ্চটাতে বসলো। বাচ্চারা ক্রমাগত প্রশ্ন করেই যাচ্ছে।

সে খাওয়া-দাওয়া করলো এবং হাত ধুয়ে গার্গল করলো। শামা তাকে তার টাই আর জ্যাকেটটার ব্যাপারে সাবধান হতে বলল।

সে সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে উঠে গেল। বারান্দায় সে দেখলো হরিকে, পবিত্র মানুষ, আর তার স্ত্রীকে। তারা তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

সে তার জন্যে বরাদ্দকৃত ঘরে ঢুকে আরাম করে বসলো। আনন্দ ঘরে এলো। তার চুলগুলো লম্বা-লম্বা। মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে তার দু'পায়ে চেপে ধরলো, ছেলেটাও ছুটতে চেষ্টা করলো। সে আনন্দকে জিজ্ঞেস করলো স্কুল সম্বন্ধে। আনন্দ লজ্জা পেলো, বোকার মতো উত্তর দিলো। এ ব্যাপারে তাদের খুব কমই কথার্বাতা হলো।

"ঠিক কখন তারা আমার নাম পত্রিকায় দেখতে শুরু করেছে?"

মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো।

আনন্দ শুধু হাসলো।

BanglaBook.org

"কে প্রথমে দেখেছে?"

আনন্দ মাথা ঝাকালো।

"আর তারা কি বলেছিল, আহ্? বাচ্চারা না, বড় মানুষেরা।"

"কিছু না।"

"কিছু না? ছবিটার সম্পর্কে? প্রতিদিনইতো ছাপা হতো। তারা যখন সেটা দেখতো কি বলতো?"

"কিছুনা।"

"কিছুইনা?"

"শুধু চিন্তা খালা বলেছিল তোমাকে দেখতে জোচ্চোরের মতো লাগছে।"

"তবে কে সুন্দরী, বলো? বলো, কে সুন্দর?"

শামা ঘরে এলো হাতে একটা বাচ্চা নিয়ে। সে ঘরের মধ্যে ঘুরাফেরা করছিল। মিঃ বিশ্বাস বাচ্চাটাকে দেখতে বিব্রত হচ্ছিল।

শামা খুব কাছে এলো কিন্তু চোখ তুলে তাকালো না।

"এই লোকটা কে? শামা বাচ্চাটাকে বলল। "তুমি কি একে চেনো?"

মিঃ বিশ্বাস কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। তার খুবই অস্বস্তি লাগলো।

"কে এই লোকটা?" শামা বাচ্চাটাকে আনন্দের কাছে দিয়ে বলল। "এটা তোমার ভাই।"

"হ্যা, এটা তোমার ভাই। ওহ্, কি সুন্দর বাচ্চাটা, তাই না?"

বিশ্বাস দেখলো শামা একটু মোটা হয়েছে। সে একটু শামার দিকে এগিয়ে গেল, আর তখনি শামা বাচ্চাটাকে তার কাছে দিয়ে দিলো।

"এর নাম কমলা," শামা হিন্দিতে বলল, তার চোখ তখনও বাচ্চাটার দিকে।

"সুন্দর নাম।" বিশ্বাস ইংরেজিতে বলল। "কে দিয়েছে এটা?"

"পন্ডিত।"

"এটাও কি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে, মনেতো হয়?"

"কিন্তু তুমি এখানেই ছিলে যখন ওর জন্ম হয়–" আর শামা থেমে গেল। যেন সে কোন বিপজ্জনক জায়গায় এসে পড়েছে।

মিঃ বিশ্বাস বাচ্চাটাকে তুলে নিলো।

"আমাকে দিয়ে দাও," শামা বলল, একটু বিরতি দিয়ে।

"সে হয়তো তোমার জামা-কাপড় নোংরা করে ফেলবে।"

খুব তাড়াতাড়িই আপোষরফা হয়ে গিয়েছিল, আর একদিক থেকে মিঃ বিশ্বাস জয়ের গৌরব বোধ করতে লাগলো। মিসেস তুলসির সাথে তার সাক্ষাতকারটা পোর্ট অব স্পেন-এ আয়োজন করা হয়েছিল। মিসেস তুলসি ভান করলেন যেন তিনি জানেন না শামা এবং হনুমান হাউজ ত্যাগ করে মিঃ বিশ্বাস অন্যত্র চলে গিয়েছে। যেন মিঃ বিশ্বাস পোর্ট অব স্পেনে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল, তাই নয়কি? মিঃ বিশ্বাস বলল, হ্যা, তাই। উনি খুব খুশী হলেন বিশ্বাস সুস্থ হয়েছে বলে।

BanglaBook.org

মিসেস তুলসি মিঃ বিশ্বাসকে নিজের পরিবার নিয়ে পোর্ট অব স্পেনে বসবাস করার প্রস্তাব দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মিঃ বিশ্বাস নিজের জন্য একটা বাড়ি কেনে।

রামচাঁদ আর দেহুতি খুব উৎফুল্ল হলো। তারা আরো বেশী আনন্দিত হলো যে মিঃ বিশ্বাস এখানে বসবাস করবে জেনে। তারা এজন্যে নিজেরদেরকে কৃতিত্ব দিলো। আপোষরফার জন্যও বটে।

আনন্দ আর সাবি হনুমান হাউজ খুব সহজে ছেড়ে যেতে চাইলো না। তারা সেখানে আরো কয়েক সপ্তাহ থেকে গেল। ময়না আর কমলাকে নিয়ে শামা আগেই চলে এসেছে।

এরপর এক রোববার, সাবি এলো মিসেস তুলসি আর দেবতার সাথে। মিসেস তুলসি সাবিকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে গেল। সে ব্যান্ডের বাজনাও শুনলো। সাবি থেকে গেল। আনন্দ, প্রথমে থাকতে না চাইলেও ছোট দেবতাটির প্রলোভনে থেকে গেল। আর সেই প্রলোভনটি হলো পোর্ট অব স্পেনের নতুন মিষ্টি পানি যা *কোকা-কোলা* নামে পরিচিত। পৃথিবীর সেরা জিনিস। "আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে পোর্ট অব স্পেনে *কোকা-কোলা* খাওয়াবো, আইসক্রীম খাওয়াবো।" দেবতাটি বলেছিল।

আর সত্যি সেটা ছিল আইসক্রীম আর *কোকা-কোলা*, যা আনন্দকে পোর্ট অব স্পেনে থাকতে প্ররোচিত করেছিল।

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে পোর্ট অব স্পেন ঘোরাতে নিয়ে গেল। বিশ্বাস তাকে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো।

আনন্দ আইসক্রীম খেতে চাইলো না। তাকে *কোকা-কোলা* কিনে দেয়া হলো।

যখন সে *কোকা-কোলা* একটু মুখে দিলো, সে বলল, "এটা ঘোড়ার মূতের মতো।"

"আনন্দ।" মিঃ বিশ্বাস বলল, একটু হেসে, পাশের লোকটার দিকে চেয়ে। "তোমার এরকম বলা বন্ধ করতে হবে। তুমি পোর্ট অব স্পেনে আছো এখন।"

মিঃ বিশ্বাস স-পরিবারে পোর্ট অব স্পেনে বাস করতে লাগলো। তার বেতন একটু বাড়লো। শামা তার মায়ের বাড়ির ভাড়া তুলে কিছু আয় রোজগার করতো। এটা তাদের পরিবারকে একটু স্বস্তি দিয়েছিলো।

এরপর একটি সংবাদ এলো যে, মিসেস তুলসি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আওয়াদকে বিদেশে লেখাপড়ার জন্য পাঠাবেন। একজন ডাক্তার বানাবেন। মিঃ বিশ্বাস খুব অবাক হলো। কেননা সাবেক শত্রুটি তখন তার অনুরক্ত, পাঠক আর ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে। আর সেও খুশী হলো এই ভেবে যে তার নিকট আত্মীয়ের একজন বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। মিঃ বিশ্বাস আওয়াদকে জাহাজের ব্যাপারে নানান উপদেশ দিলো। আর আরওয়াকাসে তুলসিদের কেউ কেউ এই বলে অনুযোগ করলো যে, কালা-পানি বাড়ি দিলে হিন্দুত্ব চলে যাবে। কিন্তু তারা আছে ত্রিনিদাদে। তারা ভারত থেকে কালা-পানি পাড়ি দিয়ে ত্রিনিদাদে এসে পৌছেছে, জাত যা খোয়াবার তা' ইতিমধ্যেই খুঁইয়েছে। আওয়াদের বিদেশ পাড়ি দেবার সব ব্যবস্থাই সমাপ্ত। জাহাজঘাটে তারা এসে পৌছালো। আওয়াদ বাচ্চাদের

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরলো। তারপর শেঠকে, তার পর মিসেস তুলসিকে। শেঠ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কিন্ত মিসেস তুলসি একদম কান্নাকাটি করেনি।

সে জাহাজে উঠে গেল। তাকে জাহাজের রেলিংয়ে দেখা গেল। সে হাত নাড়ছে। আরেকজন যাত্রী তার সাথে যোগ দিয়েছে। তারা আলাপ করতে শুরু করলো।

হুইসেল বাজলো   নড়লো জাহাজ, সৈকত থেকে। জাহাজটা চলতে শুরু করলো।

আওয়াদের সাথে বিদায়ের মূহুর্তে হাত মেলাবার সময় মিঃ বিশ্বাসের পেটে ব্যথা অনুভূত হলো। সে আনন্দকে নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালো। আনন্দকে আইসক্রীম আর কোকা-কালা কিনে দিলো।

ঝক্‌ঝকে সকালে কাগজটি বেড় হবে। বিকেলেও তরতাজা থাকবে। আর সন্ধ্যায় ছায়া পড়বে। কিন্তু সেটা হবে ভিন্ন আরেকটা দিন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The New Regime

নতুন শাসন

পোর্ট অব স্পেনে আর কোন ব্যস্ততা না থাকায়, মিসেস তুলসি আর ওয়াকাসে ফিরে এলো। তাবুগুলো গুটিয়ে ফেলা হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাড়িগুলো পরিস্কার করা হয়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস তার গোলাপ বাগান আর পদ্ম পুকুরটা ঠিকঠাক করতে শুরু করলো। সেগুলোর কোনাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল আর পানিগুলো বুদ্‌বুদে কাদায় পরিণত হয়েছিল। সে অন্যমনস্কভাবে কাজ করে গেল, বাড়িটার শূন্যতা অনুভব করলো, সে জানতো না আর কতদিন সে এই বাড়িটাতে থাকতে পারবে। মিসেস তুলসির কোন আসবাবই সরানো হয়নি বাড়িটা বদলানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। তার কাজের কিছুটা ইঙ্গিত *সেন্‌টিনেল* -এ পৌছে গিয়েছিল। তার কাজের ব্যাপারে কাউকে অবহিত করার দরকার ছিল। প্রথমে সেটা ছিল মিঃ বার্নেট; তারপর সেটা ছিল আওয়াদ। আর এখন, শুধুমাত্র শামা আছে। সে মিঃ বিশ্বাসের প্রবন্ধগুলো খুব একটা পড়েনা, যখন সে তাকে ওগুলো পড়ে শোনায়, তখন শামা না দেখায় আগ্রহ, না দেখায় উচ্ছাস এবং সে কোন মন্তব্যও করে না। শামাকে একবার তার প্রবন্ধের পান্ডুলিপি দেখালে সে শেষের পৃষ্ঠাটা উল্টে-পাল্টে দেখে বলেছিল, "না, না, আর না।" মিঃ বিশ্বাস বলেছিল, "আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতে চাই না।"

আর হনুমান হাউজ থেকে অনেক বেশী উপদ্রবের খবরাখবর আসতো। গোবিন্দ, ব্যগ্র, বিশ্বস্ত, অসন্তুষ্ট ছিল। শামা তার ক্ষোভের কথা জানিয়েছিল। কোন কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। মিসেস তুলসি আর নির্দেশ-টির্দেশ দিতেন না এবং তার প্রভাব দিন দিন খুব বেশীই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তার দু'ছেলের সেট্‌ল হবার পর থেকে পরিবারের ব্যাপারে মিসেস তুলসির আগ্রহও কমে গিয়েছিল। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই গোলাপ-ঘরে কাটাতেন, অসুস্থতার সাথে লড়তেন এবং আওয়াদের জন্য হা-হুতাশ করতেন। আর শেঠের ব্যাপারটা ছিল, সে তখনও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ছিল ভাসা-ভাসা। যদিও খোলাখুলি বলা হতো না, তবুও শেখর, শামার সদ্য বিবাহিত ভাইটি, অসন্তুষ্ট ছিল, বৈপরিত্য ছিল না তার মধ্যে। সে সবার কাছেই নিজেকে সন্দেহজনক করে রেখেছিল। শেঠ বেশীরভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকতো।

তো, গুজব ছড়ালো যে, শেঠ সম্পত্তির তদন্ত শুরু করেছে।

"মাই'র কাছ থেকে কিনবে, তোমার মনে হয়?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো।

শামা বলল, "আমি খুশী এটা কাউকে সুখী করবে?"

ক্রিসমাসের স্কুল ছুটি শুরু হলে শামা বাচ্চাদের নিয়ে হনুমান হাউজে গেল। এখন তারা হনুমান হাউজে পুরোপুরি আগন্তুক। দোমড়ানে-মোচরানো কাগজে সাজানো,

BanglaBook.org

অন্ধকার তুলসি স্টোরটা দেখে মফস্বলের দোকান বলেই মনে হলো, সাবির কাছে পোর্ট অব স্পেনের দোকানগুলোর তুলনায় এটাকে খুবই সাদামাটা আর করুণ মনে হলো। সাবি আরওয়াকাসের লোকদের জন্য করুণা বোধ করলো।

শেষ পর্যন্ত ক্রিসমাসের প্রাক্কালে স্টোরটা বন্ধ করা হলো। মামারা-চাচারা সব চলে গেল। সাবি, আনন্দ, ময়না আর কমলা মোজা শিকারে বেড়োলো এবং সেগুলো ঝুলিয়ে রাখলো। তারা আর কিছুই পায়নি। কেউ কোন অভিযোগ-অনুযোগও করলো না। বোনদের কেউ কেউ গোপনে তাদের সন্তানদের জন্য উপহার কিনেছিল।

আর ক্রিসমাসের সকালে হলঘরে, সেখানে মিসেস তুলসি চুমু নেবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন না, সেখানে উপহারগুলো প্রদর্শন করা হয়েছিল, তুলনা করার জন্য।

আওয়াদ ছিল ইংল্যান্ডে, মিসেস তুলসি তাঁর ঘরে, সব মামারা-চাচারা চলে গেছে, আর শেখর দিনটা কাটিয়েছিল নিজ পরিবারের সাথেই। খেলাধূলার আয়োজন করার কেউই সেখানে ছিল না। আর ক্রিসমাসটা আহার এবং চিন্তার হাতে বানানো স্বাদহীন, বাজে আইসক্রীমের মধ্যেই সংকুচিত হয়ে গেল। বোনেরা ছিল বিষন্ন। বাচ্চারা ছিল ঝগড়া-ঝাটিতে ব্যস্ত, আর কেউ কেউ, এমনকি মারও খেলো।

শেখর বক্সিংডে'র সকালে এলো একবাক্স মিষ্টি নিয়ে। সে সোজা চলে গেল মিসেস তুলসির ঘরে, হলঘরে খাওয়া-দাওয়া করলো, তারপর আবার চলে গেল। সেই বিকেলে যখন মিঃ বিশ্বাস এসে পৌছালো তখন সে শুনতে পেলো বোনেরা শেঠের সম্পর্কে নয়, শেখর আর তার বউয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে। বোনেরা মনে করে শেখর তাদের পরিত্যাগ করেছে। যদিও তাকে এজন্যে কেউ দোষ দিচ্ছে না। সে তার বউয়ের প্রভাবে চলে। আর সমস্ত দোষই সম্পূর্ণভাবে বউয়ের।

শেখরের বউয়ের সাথে বোনদের সম্পর্ক কখনই খুব একটা সহজ ছিল না। হনুমান হাউজের অদ্ভুদ নিয়ম সত্ত্বেও, যেখানে বিবাহিত বোনেরা মায়ের সাথেই থাকে, বোনেরা ঐতিহ্যবাহি হিন্দু পরিবারের কিছু নিয়ম-রীতির ব্যাপারে সজাগ ছিল:

উদাহরণ স্বরূপ, শ্বাশুরিরা ছেলে-বউদের সাথে কঠিন আচরণ করে। ননদেরাও হয়ে থাকে ঘৃন্য-অবহেলিত। শেখরের বউ তার লেখাপড়া নিয়ে অহংকারি। সে নিজেকে ডরোথি বলে পরিচয় দিতে লজ্জাও করে না কুণ্ঠিতও হয়না। সে ছোট্ট ফ্রক পড়ে আর এসবে তাকে খারাপ বা বাজে দেখায় সেটাও পরোয়া করে না। সে একজন বড়সর মেয়েলোক যে তার প্রথম বাচ্চা জন্ম দেবার পর থেকেই মোটা হয়ে যাচ্ছে। তার কণ্ঠ খুব মোটা। তার ব্যবহার খুব আন্তরিক। সে তার সিনেমার টিকেট নিজেই বিক্রি করে। যেটা খুবই আপত্তিকর আর অনৈতিকও বটে।

যদিও বোনেরা ক্রমাগত ডরোথিকে শাপান্ত করে চলে তবুও তারা সব সময়ই পরাজিত হয়। তারা বলেছিল যে ডরোথি কখনও একটা বাড়ির মালিক হতে পারবে না: সে খুব শীঘ্রই একটা সুন্দর বাড়ির মালিক হয়ে গেল। তারা বলেছিল সে বাজা মেয়ে: সে প্রতি দু'বছর অন্তর-অন্তর একটা করে বাচ্চা জন্ম দিতে লাগলো। তার বাচ্চাদের সবাই মেয়ে, কিন্তু সেটাও বোনদের জন্য কোন ভালো সংবাদ নয়, কেননা বাচ্চাগুলো সব অনিন্দ্য-সুন্দর আর বোনেরা শুধুমাত্র এই অভিযোগই করতে পারে যে তাদের নামগুলো মিরা, লীলা, লেনা– যার সবগুলোই পাশ্চাত্যের নাম।

BanglaBook.org

বোনেরা শেখরের জন্য করুণা বোধ করে। কেননা সে আওয়াদের মতো ক্যামব্রিজে যায়নি আর তার সাথে এমন একজনের বিয়ে হয়েছে যাকে সে পছন্দ করে না, যেকিনা বেশরমও।

মিঃ বিশ্বাস সবসময়ই ডরোথির সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে; সে তাকে তার চড়াগলা আর চালচলনের জন্য এবং বোনদের বিরুদ্ধে একজন সঙ্গী হিসেবে খুব পছন্দ করে।

সাবি বলল, "হনুমান হাউজে এটাই আমার শেষ ক্রিসমাস।" পরিবর্তন পরিবর্তনকে অনুসরণ করে। প্যাগোটে *তারা* এবং অযোধা তাদের নতুন বাড়ি সাজাচ্ছিল। আর পোর্ট অব স্পেনে নতুন ল্যাম্প-পোস্ট, সিলভার রঙে রঙ করা, প্রধান সড়কগুলো জুড়ে ছিল এবং সেখানে ডিজেল বাসের বদলে ট্রলি বাসের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। আওয়াদের পুরনো ঘরটা মাঝবয়সি, সন্তানহীন এক কালো দম্পতির কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছিল। আর *সেন্‌টিনেল* -এ গুজব চলছিল।

মিঃ বার্নেটের প্রত্যক্ষ সাহায্যে *সেন্‌টিনেল* পত্রিকা গ্যাজেট'কে ছড়িয়ে গেল। আর যদিও গার্জিয়ান থেকে একটু পিছিয়ে ছিল তবুও পত্রিকাটা খুব বেশী সফল ছিল। মিঃ বার্নেট মালিক পক্ষ থেকে চাপের মধ্যে ছিলেন। মিঃ বিশ্বাস সেটা জানতো কিন্তু এটা জানতো না চাপটার উৎস কোথায়। কিছু কিছু কর্মচারী বেশ প্রকাশ্যেই মিঃ বার্নেট সম্পর্কে আপত্তিকর কথাবার্তা বলতো, বলতো মিঃ বার্নেট একজন অশিক্ষিত।

নতুন বছরের শুরুতে কাট্‌তি পড়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস এক চায়নিজ রেঁস্তোরায় মিঃ বানের্টের সাথে লাঞ্চ করছিলো। আঁধো আলো-অন্ধকারে। যখন মিঃ বানের্ট বললেন, "বিস্ময়কর দৃশ্য খুব জলদিই দেখা যাবে। আমি চলে যাচ্ছি।" সে একটু বিরতি দিলো। "বরখাস্ত।" মিঃ বিশ্বাস যোগ করলেন, "ঘাবড়ানোর কিছু নেই আপনার।" তারপরেই মিঃ বার্নেট একটু মন খারাপ করলেন। বিনয়ী হলেন; সে ছিল হতাশ আর বিষন্ন। সে বলে যাবার জন্য আনন্দিতই ছিল; সে চলে যাবার জন্য বিষন্নও ছিল; সে এ ব্যাপারে কথার্বাতা বলতে চায়নি; সে এ ব্যাপারে কথা বার্তা বলতেও চেয়েছিল; সে এ ব্যাপারে নিজে আর কিছু বলতে চায়নি; সে নিজে নিজেই বলছিল। সে মাংস খেলো, খাবারটাকে এমনভাবে আক্রমণ করলো যেন সেটা তাকে আঘাত করেছে। "শাঁস? তারা কি এটাকে এই বলেই ডাকে? এভাবে চলতে থাকলে চায়নাতে খুব কমই বাঁশ পাওয়া যাবে।" মিঃ বার্নেট বেল টিপলেন, বেলটা টেবিলের পাশেই ছিল। বেলের আওয়াজ সবাই শুনতে পেলো কেননা তারা সবাই নিকটেই ছিল। একজন ওয়েট্রেস এলো, ঘনিষ্ঠভাবে, বার্নেটের খুব কাছ ঘেষে কথা বলল।

মিঃ বার্নেট ওয়েট্রেসকে বললেন, "শাঁস? এটা শুধুই একটা বাঁশ। তুমি কি ভাবো, আমার এটার ভেতরে কি আছে?"

সে তার পেটে চাপড় মারলো। "কাগজের কারখানা?"

"এটা একটা অংশ মাত্র," ওয়েট্রেস বলল।

"এটা একটা বাঁশ।"

তিনি আরো বিয়ারের নির্দেশ দিলেন। ওয়েট্রেস তার দাত চেটে চলে গেল।

"একটা অংশ", মিঃ বার্নেট বললেন। "তারা এমনভাবে বলল যেন এটা কিছুই না। আর এই বাজে ঘরটা একটা স্টল। আমি চিন্তিত না। আমার অন্য বিকল্পও আছে।

BanglaBook.org

তোমারও। তুমি তোমার সাইন আকাঁআঁকিতে ফিরে যেতে পারো। আমি চলে যাই, তুমি চলে যাও। আসো, সবাই চলে যাই।” তারা হাসলো।

মিঃ বিশ্বাস তার অফিসে ফিরে এলো। নিজের ডেস্কে বসে বসে চারপাশের কাজকর্ম দেখতে লাগলো। টাইপ রাইটারে টাইপ হচ্ছে। প্রুফ দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকরা বাইরে থেকে ফিরে তাদের জ্যাকেট খুলে কাজে বসে যাচ্ছে। পৃষ্ঠা সজ্জা চলছে।

চার বছরেরও বেশী সময় ধরে সে এই উত্তেজনার অংশ হয়ে আছে। এখন অপেক্ষা করছে সমনের জন্য, সে শুধুমাত্র এটা অবলোকন করতে পারে।

সে বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে অফিসে বেশীক্ষণ থাকার মাধ্যমে সে বরখাস্ত হবার ঝুঁকিই বাড়াচ্ছে। সে খুব তাড়াতাড়িই চলে গেল, সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে পৌছালো। ভয়ে ভয় আসে। সে বাচ্চাদেরকে হনুমান হাউজে পাঠিয়ে দিতে পারতো, সেখানে কি কেউ তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য থাকতো?

বছরটা খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগোলো, অন্ধকার।

যখন সে বাড়িতে পৌছালো সে পান করলো ম্যাকলিনের ব্রান্ড স্টমাক্ পাওডার, পোষাক ছেড়ে, বিছানায় গেল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে, আর পড়তে শুরু করলো *এপিক্টেটাস।*

কিন্তু দিন চলে যায়, কোন সমন আসে না। আর শেষে মিঃ বার্নেটকে চলে যেতে হলো। মিঃ বিশ্বাস চেয়েছিল কিছু একটা করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে, সহানুভূতি জানাতে, কিন্তু সে কোন কিছুরই চিন্তা করতে পারলো না। আর মোটের উপর মিঃ বার্নেট চলেই গেলো। সে রয়ে গেল। *সেন্‌টিনেল* -এ মিঃ বার্নেটের সংবাদটি সোসাইটি পাতায় ঠাই পেলো। মিঃ বার্নেটের একটা ভিন্নধর্মী ছবি ছাপানো হলো, তাঁকে দেখা গেল একটা অস্বস্তিকর ডিনার জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায়। তার ছোট-ছোট চোখ দুটো ক্যামেরার ফ্লাশ্ লাইটে বুজে আছে, একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে ধরা, হাস্যকর অনুসঙ্গ হিসেবে। তাঁকে রিপোর্ট করা হয়েছে যে তিনি ছেড়ে যাওয়াতে খুব দুঃখিত হয়েছেন। তাঁকে আমেরিকায় যেতে হয়েছে একটা বিশেষ কাজে। তিনি *সেন্‌টিনেলের* সহকর্মীদেরকে ধন্যবাদও জানান তাঁকে সাহায্য-সহযোগীতা করার জন্য। মিঃ বার্নেটের এই বক্তব্য অন্যান্য পত্রিকার হাতে মোক্ষম তীর তুলে দিলো।

তারা সংবাদ ছাপলো যে, একটা ভাতরীয় দল, যা নর্তক-নর্তকী, একজন আগুনে-হাটা লোক, একজন সাপুড়ে আর একজন ক্ষ্যাপাটে লোকের সমন্বয়ে গড়া-মিঃ বার্নেটের সঙ্গী হয়েছে। আর শিরোনামটা ছিল এরকম *সার্কাস চলছে নাকি!*

সেন্‌টিনেলে নতুন শাসন শুরু হলো। মিঃ বানের্টের বিদায়ের পরের দিন সংবাদ কক্ষে একটা পোস্টার লাগানো হলো যেটাতে লেখা আছে, *নিজেকে জাহির করোনা, ঠিক ঠিক লেখো* এবং *দৃষ্টিভঙ্গী নয় সংবাদ চাই* আর *সত্য না হয় খড়গ হস্ত* ইত্যাদি। মিঃ বিশ্বাস এগুলোকে তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে বলে ধরে নিলো। আর তাদের ফিস্‌ফাস্ তাকে ভীত করে তুলল। মিঃ বানের্টের নিউজ এডিটরকে সাব এডিটরে নামিয়ে দেয়া হলো।

তার উজ্জ্বল সব রিপোর্টারকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো। একজনকে পাঠানো হলো ‘আজকের আয়োজনে’, ‘আবহাওয়া’তে আরেকজনকে পাঠানো হলো, ‘শিপিংয়ে, অন্যজনকে সোসাইটি পাতার ‘ডায়ানা ডায়রী’তে। মিঃ বিশ্বাস যোগ দিলো ‘আদালত’

এ। "লেখালেখি?" সে শামাকে বলল। "আমি এটাকে লেখালেখি বলতে পারি না। এটা খালি জায়গা ভরার মতো তুচ্ছ কাজ। এক্স, বয়স এতো, গতকাল ওয়াই কর্তৃক এতো টাকার জরিমানার শাস্তি পেয়েছে এই এই কাজের জন্যে।"

কিন্তু শামা নতুন এই শাসনকে ঠিক বলেই মনে করলো। সে বলল, "এটা তোমাকে লোকজনকে সম্মান করতে এবং সত্য শেখাবে।"

"শুনেছি তোমার কথা। শুনেছি। তুমি আমাকে অবাক করোনি। আমি তোমার কাছ থেকে এরকম কথাই আশা করি। কিন্তু তাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে দাও। নতুন আহ্। দেখো, পত্রিকার কাট্‌তি একটু কমুক শুধু।"

একটা নির্দেশিকা এলো, বুকলেটে, যেটার নাম *রিপোর্টারদের নিয়ম-কানুন;* আর নতুন কর্তৃপক্ষ এই আদেশ দিলো যে, বুকলেটটা সবার ডেস্কে রাখতে হবে।

বুকলেটটায় ভাষার নিয়ম-কানুন, অঙ্গ সজ্জা, ব্যবহার-আচার বিবৃত ছিল এবং প্রতিটা পাতার নীচে একটা করে শ্লোগান আছে তাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় আছে *"সঠিক সংবাদই সেরা সংবাদ"*, ইনভার্টেট কমা এটাই নির্দেশ করে যে উক্তিটি ঐতিহাসিক, বুদ্ধিদীপ্ত আর রসময়। পেছনের পাতায় লেখা আছে, *বিকৃতিসাধন নয়, প্রতিবেদন,*

"বিকৃতিসাধন নয় প্রতিবেদন," শামাকে বলল মিঃ বিশ্বাস। "কুত্তার বাচ্চারা এসবই করে বেড়াচ্ছে। মোটা বেতনের জন্যেও কিছু করোনা। শ্লোগান বানাচ্ছে। রিপোর্টারদের জন্য নিয়ম কানুন। নিয়ম।"

কিছুদিন পর সে বাড়িতে এসে শামাকে বলল, "বলতো কি হয়েছে? সম্পাদক এখন একটা বিশেষ জায়গায় পেছাব করে। ক্ষমা করবেন। আমাকে পেচ্ছাব করতে যেতে হবে–একা। সবাই এক জায়গাতেই বছরখানেক ধরে পেচ্ছাব করতে লাগলো। কি হলো? সে ডড্ কিডনীর পিল্ খেয়ে নীল অথবা অন্যকোন রঙের পেচ্ছাব করতে লাগলো।"

"দেখো কি হয়," মিঃ বিশ্বাস বলল। সবাই চলে যাবে। লোকজন এরকম অবস্থা মেনে নেবে না, আমি বলে রাখলাম।"

"তুমি কখন ছাড়বে?" শামা জিজ্ঞেস করলো।

আর বিপদ ঘনিয়ে এলো।

"আমি জানি না," সে বলল। তারা আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়। আমি তবুও এগিয়ে যাই – এগিয়ে যাই: তুমি শুনেছো, কি ধরণের শব্দ সেই কুত্তারবাচ্চাটা ব্যবহার করেছে– আমি পোর্ট অব স্পেনের গোরস্থানে পুরো বিকেলটা কাটিয়ে দেই। সেই হলুদ বইটা হাতে দাও। রিপোর্টারদের নিয়ম-কানুন! দেখি। শেষকৃত্যের ব্যাপারে কি লেখা আছে ওতে? হায় ভগবান! সেটাও আছে এখানে। "*সেন্‌টিনেলের* রিপোর্টারদের এ রকম অনুষ্ঠানে ভদ্র পোষাক পড়ে যাওয়া উচিত। আর সেটা হলো কালো স্যুট।" কালো স্যুট! লোকটা হয়তো ভেবেছে আমার বউ নেই, চার সন্তান নেই। সে হয়তো ভেবেছে আমাকে প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর একটা ক'রে সৌভাগ্য দেবে। বইটাতে আরো লেখা আছে, প্রত্যেকটা নামই সঠিক বানানে লেখা হবে। একটা নাম ভুল বানান করে লেখা হলে সেটা হবে গুরুতর অপরাধ।"

BanglaBook.org

"ভগবান! ভগবান! এটা কেমন হয়? কবরের পাশে ক্রন্দনরতা বিধবার ছবি। পরবর্তীতে, সেই বিধবার হাসির ছবি। ক্যাপশনটা হবে ঃ 'হ্যাসোজ্জল, মিসেস এক্স? আমরাও তাই ভাবি। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।' দুটো ছবি-পাশাপাশি।"

পরপর চারটা শনিবারে তাকে পাঠানো হলো গুরুত্বহীন ক্রিকেট খেলা কভার করতে। শুধু গিয়ে ফলাফলটা দেখা। ক্রিকেট খেলাটা তার কাছে একেবারেই অর্বাচীন। কিন্তু সে বুঝতে সক্ষম হলো যে এটা তাকে পুনরায় ট্রেনিং দেবার একটা অংশবিশেষ। সে সাইকেল চালিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ দেখে যেতে লাগলো। কিছু প্রতীক আর স্কোর সে টুকে নিতো কিন্তু ওগুলো সে কিছুই বুঝতো না। বেশীরভাগ খেলা সাড়ে পাঁচটায় শেষ হতো, আর সেই সময়টাতে তার পক্ষে সবগুলো মাঠে এক সাথে পৌছানো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এমনও ঘটতো কখনও যে সে মাঠে পৌছে দেখে কেউ নেই সেখানে। এসব খেলার ফলাফল যোগার করতে করতে তার শনিবারটা শেষ হয়ে যেতো, এমনকি রবিবারও নষ্ট হতো। আর দুঃখের বিষয় এই যে, তার যোগার করা খেলার স্কোর গুলোর বেশীর ভাগই ছাপা হতো না।

একসময় সে ভাবলো নিজেই একটা পত্রিকা বের করবে। নিজেই বিক্রি করবে। বিশেশ্বর নামক এক লোকের মতো। তার পত্রিকাটা বেশ ভালোই বিক্রি হয়। হট কেকের মতো!

সে *সেন্‌টিনেলে* যাওয়া বন্ধ করে দিলো। বাড়িতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলো।

"আনন্দ, তোমার স্কুলে যাবার পথে ক্যাফে থেকে *সেন্‌টিনেলে* ফোন করবে। বলবে, আমি আজকে কাজে আসবো না, শরীর ভালো না।"

"তুমি নিজে কেন ফোন করছো না? তুমিতো জানো আমি ফোন করতে পছন্দ করি না।"

"আমরা যা পছন্দ করি তা' সব সময় করতে পারি না, বাবা।"

"আর তুমি চাচ্ছো আমি বলি যে, আজকে তোমার শরীর ভালো না, তুমি কাজে আসবে না।"

"ওদের বলবে, আমি অসুস্থ। ঠান্ডা লেগেছে, মাথাব্যথা, জ্বর। বুঝেছো।"

যখন আনন্দ চলে গেলো মিঃ বিশ্বাস বলতো, "আমাকে বরখাস্ত করতে দাও ওদের। বরখাস্ত করতে। ভেবেছো আমি পরোয়া করি? আমি চাই তারা আমায় বরখাস্ত করুক।"

"হ্যা", শামা বলল, "তুমি চাও তারা তোমাকে বরখাস্ত করুক।"

হঠাৎ করেই *সেন্‌টিনেলে* সবধরণের চাপের অবসান হলো। মিঃ বিশ্বাসকে কোর্ট, শেষকৃত্য আর ক্রিকেট ম্যাচ থেকে তুলে আনা হলো। আর সানডে ম্যাগাজিন-এ দেয়া হলো ফিচার লেখার কাজে। সেটা ছিল সাপ্তাহিক কাজ।

"তারা যদি আমাকে আরো বেশী কোনঠাসা করতো," সে বলল শামাকে, "আমি ইস্তফা দিতাম।"

banglabook.org

"কখনও কখনও, আমি জানি না কেন আমি তোমাকে এসব বলি।"

সে বাস্তবে মনে মনে অনেক অনেক ইস্তফা পত্র তৈরী করেছিল।

এক শনিবারে সে তার বাচ্চাদের নিয়ে আচম্‌কা গিয়ে হাজির হলো অযোধার বাড়িতে। *তারা* এবং অযোধা যেমন খুশী হলো তেমনি বাচ্চারাও। আর সেই বেড়ানোটা চলল রোববার পর্যন্ত। সেখানে দেখার মতো ছিল নতুন বাড়িটা। সেটা ছিল দোতলার, কংক্রিটের তৈরী, ভালোমতো রঙ করা, আর আধুনিক রীতিতে বানানো একটা বাড়ি। দরজা এবং জানালাগুলো বার্নিশ করা ছিল। রঙ করা ছিল না। চেয়ার গুলো ছিল বড়-বড়, হাতাওয়ালা, বেতের না। ফ্লোরটা ছিল পালিশ করা চক্‌চকে। রান্নাঘরটাও ছিল খুব আধুনিক। *তারা,* বৃদ্ধ, পুরনো রীতির মানুষ, এখন এই জায়গায়। যখন তারা বাড়িটা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হলো, তারা আঙিনায় গেল, ঘুরে বেড়ালো। আঙিনাটা বদলায়নি। তারা রাখাল আর মালিদের সাথে কথা বলল। শনিবার, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর তারা সিনেমা দেখতে গেল। আর রোববার অযোধা একটা ভ্রমণের ব্যবস্থা করলো।

পরের সপ্তাহেও তারা ওখানে গেল আবার, তারপরের সপ্তাহেও। আর সপ্তাহান্তের এই যাওয়া আসাটা শীঘ্রই একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে গেল।

এসব যাওয়া আসার ঘটনায় শামা কেবলমাত্র একবারই তাদের সাথে গিয়েছিল। *ঐ* একবারেই শামা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। *তারা'র* বাড়িতে ঢোকার আগেই তাদের মধ্যে ছোট খাটো একটা ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। হয়তো এজন্যে নয়তো বাড়িটা দেখে ঈর্ষায় বা হীনমন্যতায়, শামা খুব বিষন্ন রইলো। আর এছাড়াও শামা বুঝতে পারলো যে *তারা* এবং অযোধা তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়না; আর তাই সে কখনওই ওখানে যায়নি।

সে প্রায়ই পোর্ট অব স্পেনে একা থাকতো। সে খুব কমই বাইরে বেড়োতো। আর অপরিচিতদের সাথে কথাবার্তা বলতে সে মোটেও অভ্যস্ত ছিল না। সে অন্য জাতের লোকদের সাথে লজ্জা পেতো। অন্য ধর্মের কিংবা অন্য সংস্কৃতের লোকদের সাথেও। সে পাশের ঘরের মহিলাটিকেও চিন্‌তো না। তাই একা একা থাকতে থাকতে সে অনুভব করলো সঙ্গী-সাথীর। পাশের ঘরের ভাড়াটে মহিলার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলল। মহিলাটি শুধু সখ্যতাই গড়ে তুলল না, প্রচন্ড কৌতুহলও দেখালো।

তো ঘরটা-বাড়িটা একান্তই শামার হয়ে উঠলো। যেখানে সে বাস করে। যে জায়গাটাতে মিঃ বিশ্বাস আর বাচ্চারা সপ্তাহন্তের শেষে ক্লান্ত আর বিষন্ন হয়ে ফিরে আসে।

আনন্দের বেশীরভাগ ছেলে জ্ঞাতিভাইরা, খালাতো-মামাতো, ইত্যাদি ভায়েরা ব্রাহ্মনীয় শিক্ষা শুরু করে দিয়েছে, আর যদিও আনন্দ মিঃ বিশ্বাসের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিতরাগের দ্বারা প্রভাবিত, সে খুব জলদিই এইসব ব্রাহ্মনীয় অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষিত হলো। তার ঐসব ভায়েদের মাথা ন্যাড়া, তারা গুপ্ত ও পবিত্র মন্ত্র জানে, তাদেরকে একটা পোটলা হাতে ধরিয়ে বেনারসে পাঠানো হয় শিক্ষা নেবার জন্য। মাথা

BanglaBook.org

ন্যাড়া কোন ছেলেই খ্রীস্টান স্কুলে যায় না। আনন্দ এসবের প্রতি আকর্ষিত হলেও সে জানে মিঃ বিশ্বাসের এতে অনীহা আছে, তাই একদিন সে মিঃ বিশ্বাসকে বলল যে তার প্রার্থনার ভাষাটি সে বোঝেনা, দুর্বোধ্য, মিঃ বিশ্বাস যেন একটা সত্যিকারের প্রার্থনা লিখে দেয় যার প্রতিটা শব্দ সে বুঝতে পারে। সে একটা হিন্দু প্রার্থনা চেয়েছিল।

প্রার্থনাটি লেখা হয়েছিল। আনন্দ শামাকে দিয়ে হনুমান হাউজ থেকে লক্ষ্মী দেবীর একটা রঙিন ছবি এনে তার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রাখলো। সন্ধ্যার সময় সে ঐ ছবিটার সামনে বসে প্রার্থনা করে। শামা এতে খুবই আনন্দিত হলো, পরিবেশকে ডিঙ্গিয়ে রক্তের এই বিজয়ে। আর মিঃ বিশ্বাস যদিও সনাতনিদের পছন্দ করে না, তুলসিদের মূর্তি পূজা ঘৃণা করে, কিন্তু মনের মধ্যে তারও শ্রদ্ধাভাব লুকিয়ে আছে যা টের পাওয়া গেলো প্রার্থনা লেখার সময়।

সেই বছরটার শেষের দিকে একটা চিঠি এলো মিঃ বিশ্বাসের কাছে। শিকাগো থেকে। এনভেলপটা লম্বা হলেও চিঠিটা ছিল ছোট। চিঠিটা মিঃ বার্নেটের।

প্রিয় মোহন, তুমি হয়ত জেনে থাকবে, আমি আমার ছোট্ট সার্কাসটা ছেড়ে দিয়েছি এবং পুরনো পেশায় ফিরে এসেছি। সত্যি বলতে কি আমি সার্কাসটা ছাড়িনি। সার্কাসটাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সম্ভবত ত্রিনিদাদের আগুন একটু অন্য রকমের ছিল। কিন্তু সেন্ট জেম্‌সের ঐ ছেলেটাকে যখন আমেরিকাতে আগুনের উপর দিয়ে হেটে যেতে বলা হলো, সে দৌড় দিলো। পালালো। আমার ধারণা সে এখন এলিস আইল্যান্ডে আছে। সাপুড়ে লোকটা ঠিকই ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না সাপটা ওকে কামড় দিলো। আমরা তার শেষকৃত্য ভালোমতোই করেছি। আমি একজন হিন্দু পুরোহিত যোগার করে তার মুখ দিয়ে কিছু কথা শোনাতে পেরেছি ওকে, শেষবারের মতো। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। আমি নিজেই কাজটা শুরু করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ রকম পোষাক পড়তে ব্যর্থ হয়েছি। আমি মাথার পাগড়ি আর ধুতি পড়তে ব্যর্থ হয়েছি। প্রায়ই আমি *সেনটিনেলের* একটা করে সংখ্যা দেখি। তুমি আমেরিকাতে এসে চেষ্টা করে দেখছোনা কেন?

যদিও চিঠিটা একটা ঠাট্টা ছিল, গুরুত্ব দেবার মতো তেমন কিছুই ওতে ছিল না, মিঃ বিশ্বাস সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাই করলো। সে খুব জলদিই প্রতিত্তুর দিতে শুরু করলো। কয়েক পৃষ্ঠা লিখলো। বিস্তারিতভাবেই লিখলো নতুন কর্মচারিদের ব্যাপারে। নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু দুপুরের খাবারের সময় সে ওটা যখন পুনরায় পড়লো, দেখলো, ওখানে নিজের সর্ম্পকে কতইনা বিস্তারিত লেখা হয়ে গেছে আর সে কতটা ঘৃণিত ভাবে উপস্থিত হয়েছে। সে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। পরে সে লেখার কথা ভেবেছিল। কিন্তু সে আর কখনই লেখেনি। আর মিঃ বার্নেটও তাকে কখনও লেখেনি। এক বিকেলে মিঃ বিশ্বাস *সেনটিনেল* থেকে ফিরে এসে গেটের কাছে সাইকেলটা রাখতেই দেখতে পেলো বাড়ির পাশে গোলাপ বাগানটা ধ্বংস করা হয়েছে, আর মাটি সমান করা হয়ে গেছে, লাল মাটি কালোর সাথে মিশে আছে। গাছগুলো

BanglaBook.org

লোহার বেড়ার পাশে বান্ডিল করে রাখা আছে। গাছগুলোর পাতা তখনও বিবর্ণ হয়নি। সেগুলো তখনও সজীব দেখাচ্ছে। সে তার সাইকেলটা কংক্রিটের সিঁড়িতে আছাড় দিয়ে ফেলে দিলো। "শামা।"

শামা রান্না ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো, তার মুখ বাঁধা। তার দিকে চেয়ে আছে। এরপরই সে দেখলো একটা লরি'র পেছনদিকটা। পুরাতন টেউটিনের একটা বান্ডিল। দুজন নিগ্রো শ্রমিক, ধুলাময় মাথা, মুখ আর পিঠ। আর শেঠ। কর্কশ, কর্তৃত্বপরায়ন তার খাকি পোষাকে আর ভারি বুট জুতায়। শার্টের পকেটে হাতির দাতে তৈরী সিগারেট হোল্ডারটা রাখা।

মিঃ বিশ্বাস দ্রুত নেমে আসলো নীচে। শেঠ তাকে দেখলো, অবাক হলো। শ্রমিকরাও তাকে দেখলো। সে কাঠের তক্তার স্তুপ থেকে একটা তক্তা তুলতে গেল, এটার আকৃতি আর ওজন সম্পর্কে তার ধারণা ভুল ছিল। ওটা তুলতে আর গেলোনা। শামা বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলল, "না, না," একটা বড় পাথর হাতে তুলে নিয়ে বিশ্বাস বলল, "কে তোমাদের বলেছে আমার গোলাপ বাগানের গাছ কাটতে? কে?"

কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন তার সামনের কেউ এগিয়ে আসতে সাহস না করে। শ্রমিকরা সবাই সেখানেই দাড়িয়ে রইলো। কিন্তু তার পেছনে ছিল একজন। একজন শ্রমিক লরি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে বলিষ্ঠ হাতে মিঃ বিশ্বাসকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। শেঠের চোখে বিস্ময়। "পা!" একটা মেয়ে চিৎকার করে বলল। লোকটা মিঃ বিশ্বাসের হাত মোচ্‌ড়ে পাথরটা কেড়ে নিলো। পাথরটা মাটিপতে পড়ে গেল।

অস্ত্রহীন, সে নির্বাক দাড়িয়ে রইলো।

শেঠ বলল, "দেখেছো। তুমি তোমার বাচ্চাদেরকে নরকের মতো ভয় পাইয়ে দিলে।" আর শ্রমিকদের বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

মালামাল উঠানো আবার শুরু হলো।

"গোলাপ গাছ?" শেঠ বলল। "এগুলো দেখতে কালো জংলী গাছের মতো মনে হয়েছে আমার।"

"হ্যাঁ," মিঃ বিশ্বাস বলল। "হ্যা! আমি জানি এগুলো আপনার কাছে জঙ্গলের মতোই মনে হয়।" সে এটা বলেই যেইনা ঘুরতে গেল অমনি একটা পাথরে হোচ্‌ট খেয়ে পড়লো।

"উফ্!" শেঠ বলল।

মিঃবিশ্বাস হেটে চলে গেল, শামাও পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করলো।

"আহ্, আহ্", শেঠ বলল, বাচ্চাদের দিকে হেসে, "আজব বদরাগী লোক। কিন্তু আমার লরিগুলো রাস্তায় ঘুমাতে পারে না।"

BanglaBook.org

বারান্দা থেকে মিঃ বিশ্বাস, তাকে দেখা যাচ্ছিল না, বলল, "এটাই এই ঘটনার শেষ না। বৃদ্ধ মহিলার এ ব্যাপারে অবশ্যই কিছু বলার আছে, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি আপনাকে। আর শেখর।"

শেঠ হাসলো। "বুড়ি মুরগীটা আর বড় দেবতা আহ্?" সে বারান্দার দিকে চেয়ে বলল, "অনেক লোকেরই ধারণা সবকিছুই তুলসিদের। তুমি কি ভেবেছো, এই বাড়িটা কিভাবে কেনা হয়েছিল?"

মিঃ বিশ্বাস বারান্দার কাছাকাছি এসে বলল, "আপনি আমার সলিসিটরের কাছ থেকেই তা শুনবেন। আর দুই রাক্ষসটাকে আপনার সাথেই পাবেন।" সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্রমিকেরা হিন্দু পুরানের অপদেবতার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই তারা মালামাল ওঠাতেই লাগলো।

শেঠ বাচ্চাদের কাছে একটু এগিয়ে গেলো। "তোমাদের বাবা খুব মজার লোক। এমন আচরণ করছে যেন এটা তার নিজের জায়গা। জানো, তোমরা যখন জন্মেছিলে তোমার বাবা তোমাদেরকে খাওয়াতেও পারতোনা। জিজ্ঞেস করো তাকে। আর দ্যাখো প্রতিদানে আমি কি পেলাম? সবাই তখন আমাকে তোয়াজ করতো। তোমরা জানো না?"

"সাবি! ময়না! কমলা! আনন্দ!" শামা ডাক দিলো।

"তোমরা জানো তোমার বাবা কি করতো, যখন আমি তাকে তুলে এনে তোমার মায়ের সাথে তাকে বিয়ে দিলাম? জানো? সে তোমাদেরকে বলেছে? সে এমনকি মাছও ধরতো না। সে শুধু তখন মাছি মারতো।"

"সাবি! আনন্দ!"

বাচ্চারা দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত, শেঠকে, বাড়িটাকে আর মিঃ বিশ্বাসকে।

"আজকে, দেখো! সাদা সুট, কলার, টাই। আর আমি। এখনও সেই একই নোংরা পোষাকে, তোমরা এরকমটিই দেখে আসছো জন্ম থেকে। কৃতজ্ঞতা, আহ্? কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যদি আমি তোমাদের সবাইকে, আজকে সবাইকে ছেড়ে চলে যাই–তোমার বাবা, মা এবং সবাই – সবাই তখন মাছ ধরবে কাল থেকে, আমি হলফ করে বলতে পারি।"

বাচ্চারা বাড়ির ভেতরে যেতে উদ্যত হলো – হঠাৎ করেই ঘরের ভেতর থেকে একটা ভাঙচুরের আওয়াজ হলো। বাচ্চারা থেমে গেল। নীরবতা নেমে এলো, এমনকি লরি'র ওখানেও। আনন্দ প্রায় কেঁদে ফেলতেই যাচ্ছিল। আবারও ঢেউটিনের ঝন্ঝন্ শব্দ হলো।

ভাঙচুরের বিরামহীন একটা আওয়াজ রান্নাঘর থেকে আসছিল।

"গোলাপ গাছ কাটা," মিঃ বিশ্বাস চিৎকার করে ব'লে যাচ্ছিল।

"কেটে ফেলেছে ওগুলো। ভেঙ্গে ফেলেছে সব কিছু।"

BanglaBook.org

একটু বিরতি আর নীরবতা। এরপর মিঃ বিশ্বাস নীচে নেমে এলো।

"আসো, একটু হেটে আসি।"

আনন্দ যেতে রাজী হলো, কারণ সে 'না' বলে মিঃ বিশ্বাসকে আর আহত করতে চায়নি। কিন্তু সে যেটা বেশী চাইছিল সেটা হলো শামাক দেখতে, তার কি ক্ষতি হয়েছে, অবস্থা কি ইত্যাদি খোঁজ নিতে।

ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। মিঃ বিশ্বাস তার ধ্বংসযজ্ঞটা স্বল্প মূল্যেই সেরেছে। শামার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, অক্ষত আছে ওটা। বই গুলো ছুড়ে ফেলা হয়েছে। *সিলেক্শন ফ্রম শংকরাচার্য* বিশেষভাবেই নির্যাতিত হয়েছে। মিসেস তুলসির মার্বেলের টবটা ঐসব বিকট আওয়াজের অন্যতম কারণ ছিল বলা চলে।

হ্যাট র‍্যাক্টা ফেলে দেয়া হয়েছে। ওটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। আর রান্না-ঘরে কোন চিনা মাটির তৈজস কিংবা কাঁচের জিনিস ভাঙা হয়নি, ছোড়া হয়নি, শুধুমাত্র গামলা আর কড়াই, এনামেলের তৈরী যেগুলো, আছাড় দেয়া হয়েছে।

যখন মিঃ বিশ্বাস ফিরে আসলো, তার মেজাজ পরিবর্তিত ছিল।

"শামা, মার্বেলের টবগুলো কিভাবে ভাঙলো?" সে জিজ্ঞেস করলো। তারপর সে একটু অভিনয় করলো। "মাই ভেঙেছে? কি ভেঙেছে? ওহ্, মার্বেলের টবটা। হ্যা, মাই। সত্যি ভেঙে গেছে।"

প্রতিরাতে শেঠের লরিগুলো বাড়ির পাশে ছাউনীর নীচে রাখা হতো।

মিঃ বিশ্বাস কখনও ভাবেনি তুলসিদের সম্পত্তিগুলো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির। সবকিছুই, গ্রীন ভেইলের জমি-জমা, দি চেজ'র দোকান-পাট, সবই বাড়িটার। কিন্তু লরিগুলো শেঠের।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Shorthils Adventure

শর্টহিল এ্যাডভেঞ্চার

আরওয়াকাসে তুলসিদের সু-দৃঢ় অবস্থান থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানে এমনকি ত্রিনিদাদেও কখনই স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা ভাবেনি। সেটা পন্ডিত তুলসির ভারত ছাড়ার ভ্রমনেরই একটা অংশ যেন। শুধুমাত্র পন্ডিত তুলসির মৃত্যুই তাদেরকে ভারতে ফিরে যেতে দেয়নি; তারা প্রতি সন্ধ্যায়ই চলে যাবার ব্যাপারে কথা বলতো। মিঃ বিশ্বাস এসব কথা-বার্তাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতো না। সে শুধু আর্কেডে বসে ফিরে যাবার কথায় রত বৃদ্ধকে দেখতো। বৃদ্ধটি আর কখনই ভারত দেখতে পারবে না। আর সে তুলসিদেরকে আরওয়াকাস ছাড়া অন্যত্র দেখতে কল্পনাও করতে পারতো না। তুলসিদেরকে তাদের বাড়ি, জমি-জমা থেকে আলাদা করে দিলে তাদের হিন্দু আভিজাত্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

কিন্তু শামা যখন তাড়াহুড়া করে শেঠের নিন্দনীয় আচরণের সংবাদ আরওয়াকাসে পেলো, সে দেখলো হনুমান হাউজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরেছে, তুলসিরা অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কাদা-মাটির বাড়িটা পরিত্যাক্ত হয়ে গেছে, আর সবাই নতুন এস্টেট শর্টহিল নিয়ে কথা বলছে। সেটা ছিল পোর্ট অব স্পেনের উত্তর-পূর্বে। উত্তর প্রান্তের পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত।

হাই-স্ট্রিটটা ক্রিসমানের সময় সারাক্ষণই আলোকিত আর হৈ-হল্লার মধ্যে থাকে। তবে যুদ্ধের সময় ব'লে দোকানগুলোতে খুব কমই বিদেশী পণ্য ছিল। তুলসি স্টোরে কোন ক্রিসমাস পণ্য ছিল না শুধুমাত্র পুরনো-কালো পুতুলগুলো ছাড়া। আর দোকানটা সাজানোও হয়নি, মিঃ বিশ্বাসের আঁকা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া সাইনগুলো ছাড়া। বেশীর ভাগ শেলফই ছিল ফাঁকা। শর্টহিলে ব্যবহার করা যাবে এমন সব কিছুই তুলে নিয়ে গোছগাছ করা হয়েছে।

আর শামার সংবাদটি ছিল বাসি, শেঠ আর পরিবারের বাকি সদস্যদের সাথে মনোমালিন্য ইতিমধ্যেই একটা খোলাখুলি যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। শেঠ আর তার বউ, ছেলে-মেয়েরা হনুমান হাউজ ছেড়ে দিয়েছে। খুব কাছের রাস্তার পেছনের দিকে এখন তারা থাকছে। তারা শর্টহিলে যাবার ব্যাপারে অংশ নেয়নি। ঝগড়ার কারণটি আড়ালে থেকে গেছে। প্রত্যেক পক্ষই একে অন্যেকে অকৃতজ্ঞ আর বিশ্বাসঘাতক ব'লে অভিযুক্ত করে, আর শেঠ, বিশেষ করে শেখরকেই এজন্যে দায়ী মনে করে। শেখর এবং মিসেস তুলসি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি। তাছাড়া শেখর থাকে আরওয়াকাসে, বোনেরাই ঝগড়াটা চালু রেখেছে। তারা তাদের বাচ্চাদেরকে শেঠের বাচ্চাদের সাথে

BanglaBook.org

কথা বলতে বাড়ন করে দিয়েছে। শেঠও তার বাচ্চাদেরকে তুলসি পরিবারের বাচ্চাদের সাথে কথা বলা নিষেধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র পদ্মাকে, শেঠের স্ত্রী, মিসেস তুলসির বোন হিসেবে হনুমান হাউজে স্বাগত জানানো হতো।

শেঠের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তাকে দোষ দেয়া যায় না আর তাঁকে তাঁর বয়সের জন্য সবাই সম্মান করতো, সেটাই অব্যাহত ছিল। যেহেতু পদ্মা হনুমান হাউজে আসতো, তাই বোনেরা ধরে নিয়েছিল তাদের অভিযোগই সঠিক আর পদ্মার লুকিয়ে আসাটা প্রমাণ করে শেঠের নির্দয়তা।

ফসল তোলার সময় ঘনিয়ে এলো, কিন্তু ইক্ষু-ক্ষেত ম্যানেজারবিহীন আর তুলসিদের প্রতি যারা বিরাগভাজন তাদের জন্য উন্মুক্ত রইলো। দুইটা জায়গায় আগুন ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে গুঞ্জন যে শেঠ সমস্যা পাঁকাতে যাচ্ছে। তুলসিদের সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করতে যাচ্ছে। কোন কোন বোনেদের স্বামীরা বলল যে তাদেরকে হুমকী দেয়া হচ্ছে।

তারপরও শেঠের ব্যাপারে কম কথাই বলা হলো, নতুন এস্টেটের তুলনায়। শামা এটার জাঁক-জমকপূর্ণ তালিকা বার বার শুনে গেল।

এস্টেটের বাড়িটাতে একটা ক্রিকেট মাঠ আছে এবং একটা সুইমিং পুলও রয়েছে সেখানে। বাড়িটার সীমানা কমলা গাছে আর আম গাছে ঘেরা। জমিটা একটা বিস্ময়। সামান গাছের লতাগুলো এতোই শক্ত আর বড় যে, কেউ এটা ধরে ঝুলতেও পারবে। পারিজাত গাছের ফুল ঝরে পড়তে থাকে সারাদিন। আর সেই গাছের ছায়ায় জন্মেছে কোকোয়া গাছ, আর কোকোয়া গাছের ছায়ায় কফি চাষ হয়। পাহাড়গুলো, টিলাগুলো, টঙ্কা শিম গাছে আবৃত। ফলের গাছ, আম, কমলা, ইত্যাদি জঙ্গলের মতোই বেড়ে উঠে সেখানে, প্রচুর পরিমাণে। বোনেরা পাহাড়-পর্বত আর ঝর্ণা সম্পর্কে অজস্র কথা বলাবলি করলো। তুলসিরা কেন আচম্‌কা এরকম স্থান বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা জানা যায়নি। শামা পোর্ট অব স্পেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো রোমাঞ্চ নিয়ে, সে আবারও তার পরিবারের অংশ হতে ইচ্ছুক, এ্যাডভেঞ্চারটাতে অংশ নিতে।

"ঘোড়া?" মিঃ বিশ্বাস বলল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমরা যখন সেখানে যাবে তখন দেখতে পাবে একটা বুড়ো বানর সামান গাছের ডাল পালায় দোল খাচ্ছে। আমি তোমাদের পরিবারের এই পাগলামোর কোন অর্থই বুঝিনা।

শামা ভেড়া সম্পর্কে বলল।

"ভেড়া"? মিঃ বিশ্বাস বলল "ওটার উপর সোয়ার হবে?" শামা বলল শেঠ আর তাদের পরিবারের কেউ না। আর শেঠের সাথে মতদ্বৈততার জন্যে যে দুজন বোন-জামাই বাড়ি ছেড়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছে শর্টহিলে যাবার জন্যে।

মিঃ বিশ্বাস কথাগুলো কানেই নিলো না। "সেইসব ভেড়াগুলো। সাবি একটা পাবে, আনন্দ পাবে একটা, ময়না এবং কমলাও। চারটা হয় আর কি। চারটা ভেড়া দিয়ে আমরা কি করবো। আরো জন্ম দেবো? বিক্রি অথবা জবাই করবো? হিন্দু, আহ্? খাওয়ানো আর তরতাজা করা, শুধুমাত্র হত্যার জন্য। অথবা তুমি দেখবে আমরা ছয়জন বসে বসে ঐ চারটা ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরী করবো? তুমি জানো উল কিভাবে তৈরী হয়? তোমাদের পরিবারের কেউ জানে কিভাবে উল তৈরী করতে হয়?"

BanglaBook.org

বাচ্চারা যে জায়গা তাদের চেনা-জানা নয় সেখানে যেতে চাইছিল না আর তারা পুনরায় তুলসিদের সাথে থাকতেও কিছুটা ভয় পাচ্ছিলো। আর সবচাইতে বড় কথা হলো তারা 'গ্রাম্য-ছাত্র' হিসেবে পরিচিত হতেও আগ্রহী ছিল না।

মিঃ বিশ্বাস সাবিকে বলে, "দেখো, সাবি। এইসব টঙ্কা শিম গাছ কী ভারি।" তারপর সে জিজ্ঞেস করতো, "আজ অনেক উল বানিয়েছো?" তারপর সে জিজ্ঞেস করতো, "মাঠ থেকে আসলে" মিঃ বিশ্বাস বলতো, "ফিরে আসলে? কি ব্যাপার? ঝর্ণায় ফেলে আসা ঘোড়াগুলোর কথা ভুলে গেছো?"

শামা দুঃখিত হলো

"তোমার জন্য সেই স্বর্ণের ব্রুচ কিনবো, মেয়ে। আনন্দ, সাবি, ময়না। আসো তোমাদের মায়ের জন্য একটা ক্রিসমাস গান গেয়ে শোনাও।"

তারা গাইলো "যখন শের্ফাডরা তাদের ভেড়াগুলো দেখাশোনা করছিল, রাতে।"

শামার তিক্ততা, জেদ তাদের সবাইকে পরাজিত করতো। আর সেই ক্রিসমাসটা, সেবাইরই প্রথম তারা নিজেরাই পালন করলো। আর সেটা শামার বিষাদের জন্যই বেশী স্মরণীয় হয়ে রইলো।

সে আইসক্রিম বানাতে পারে নাই, কারণ তার কাছে ফ্রিজার ছিল না। সে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে-চুমু খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। মিসেস তুলসির মতো। পুরো ব্যাপারটাকে সে হনুমান হাউজের ক্রিসমাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ বানিয়ে ফেলেছিল। সে খুব সুস্বাদু খাবারও রান্না করেছিল।

আনন্দ, পরবর্তীতে তার লেখা ডায়রীতে পাওয়া গিয়েছিল, সে লিখেছিল, "আমার জীবনের সবচাইতে বাজে ক্রিসমাস ছিল সেটা;" আর সে এটাও লিখেছিল যে, "ওয়ার্ক হাউজে আমার নিজেকে অলিভার টুইস্ট মনে হয়েছিল"

কিন্তু শামা কখনওই কঠোরতা কম দেখায়নি।

খুব শীঘ্রই শামা আশাতীত সহযোগী পেয়েছিল। বাড়িটা বোনেদের আর তাদের স্বামীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ওরা শর্টহিলে যাবার পথে শামাদের ওখানে উঠলো। চমৎকার পোষাক, ঘোমটা আর অলংকারে বোনদের মেজাজটার সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগতি স্থাপন করেছিল। এসব তারা পেয়েছে শামার কাছ থেকে। মিঃ বিশ্বাসকে তারা সবাই সাহায্যহীন, একা আর অভিযুক্ত করে তুলল। ভেড়া, ঝর্ণা আর টঙ্কা শিমের জোকগুলো থেমে গেল। বিশ্বাস নিজেকে তার ঘরেই আবদ্ধ করে রাখলো। কখনও কখনও শামা ভালো পোষাক পরে তার বোনদের সাথে শর্টহিলে যায়। সে ফিরে আসে আরো বেশী ত্যক্ত হয়ে, আর মিঃ বিশ্বাস বলে, "আচ্ছা, আমাকে বলো, মেয়ে, আমাকে, বলো," শামা কোন জবাব দিতো না।'

শুধু নীরবে কাঁদতো। যখন মিসেস তুলসি আসতো শামা তখন শুধুই কাঁদতো।

শেঠের সাথে মিসেস তুলসির ঝগড়াটার রেশ বেশীদিন রইলোনা। মিসেস তুলসি গোলাপ-ঘর ছেড়ে দিয়ে আরওয়াকাস থেকে চলে যাবার প্রস্তুতি নিলেন, বলা যায় নতুন এস্টেটে যাবার ব্যাপারে তাঁর কর্মতৎপরতাই বেশী। তিনি মিঃ বিশ্বাসকে তাদের সাথে যোগ দিতে চাপাচাপি করলেন। মিঃ বিশ্বাস খুব আগ্রহ আর সহানুভূতি নিয়ে শুনে গেল তাঁর কথা। শেঠ থাকবে না সেখানে, মিসেস তুলসি বললেন; শর্টহিলে বিনে পয়সায়

BanglaBook.org

থাকা যাবে; মিঃ বিশ্বাস তার বেতনের পুরোটাই জমাতে পারবে; বাড়ির জন্য চমৎকার আর অনেক ভালো জায়গা সেখানে আছে। আর সেখানকার কাঠ দিয়ে মিঃ বিশ্বাস খুব সহজেই নিজের জন্য একটা ছোট্ট বাড়ি বানাতে পারবে।

"বাদ দাও তার কথা, বাদ দাও," শামা বলল। "বাড়ি সম্পর্কে সমস্ত কথাবার্তা আমাকে বিরক্ত করে।"

"কিন্তু আমি যদি পোর্ট অব স্পেনের কাজটা রাখি তবে কিভাবে ঐ এস্টেটে গিয়ে থাকবো," মিঃ বিশ্বাস বলল।

"মনে কিছু নিয়োনা," মিসেস তুলসি বললেন।

মিঃ বিশ্বাস নিশ্চিত ছিল না শামার চাপাচাপিতে তাকে শর্টহিলে যেতে বলছে কিনা; অথবা, শেঠকে ছাড়া মিসেস তুলসির চারপাশে যতবেশী লোক থাকে ততই ভালো, এজন্যে কিনা। মিঃ বিশ্বাস এক সকালে মিসেস তুলসির সাথে শর্টহিলে যেতে রাজী হলো, এস্টেটটা কেমন দেখে আসতে।

সে আনন্দকে দিয়ে *সেন্‌টিনেলে* ফোন করিয়ে মিসেস তুলসিকে নিয়ে বাস ধরতে গেল।

"নিয়মিত বাস-সার্ভিস", বিশ্বাস বলল।

"শর্টহিল থেকে বাসগুলো সব সময়ই অনির্দ্দিষ্টভাবে ছাড়ে।"

"প্রত্যেক বাচ্চাকে একটা ক'রে ভেড়া না দিয়ে একটা ক'রে ঘোড়া দেয়াই ভালো। স্কুলে যাবে ঘোড়ায় চড়ে। স্কুল থেকে ফিরবে ঘোড়ায় চড়ে।"

শেষে বাসটা এলো। ড্রাইভার আর কন্‌ডাক্টর ছাড়া পুরো বাসটাই খালি। বাসটার বডি স্থানীয়ভাবে তৈরী, অমসৃণ কাঠ আর টিন দিয়ে। মিঃ বিশ্বাস কাঠের সিটে বসে প্রচন্ড ঝাঁকি খাচ্ছিলো। "প্র্যাক্‌টিস করছি," সে বলল।

মারাভাল টার্মিনাসে এসে শহরটা আচম্‌কাই শেষ হয়েগেছে। রাস্তাটা উপড়ে উঠে গিয়ে আবার নীচে নেমে গিয়েছে: পাহাড়-পর্বত মাঝে মাঝেই দৃশ্যগুলো ঢেকে দিচ্ছে। আধ ঘন্টা পরে মিঃ বিশ্বাস একটা জঙ্গলে ঘেরা জায়গাকে দেখিয়ে বলল, "এস্টেট?" তারা তিনটা ঝুলন্ত বিছানা অতিক্রম করলো। দুইটা কালো পানির-ব্যারেল আঙিনায় পড়ে আছে। "ক্রিকেট মাঠ?" মিঃ বিশ্বাস বলল, "সুইমিং পুল?"

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে রাস্তাটা সোজাসুজি একটা প্রশস্ত উপত্যকার দিকে চলে গেল। পাহাড়-পর্বতগুলো দেখতে বন্য, বড়-বড় গাছে ওগুলো ঢাকা। সবুজের সমারোহ। রাস্তার দু'ধারেই বাড়ি-ঘরগুলো নজরে পড়ে। শর্টহিলকে পোচ্‌পোচ্‌ রঙের আখড়া বলা যায়। খড়ের ছাউনি আর গোলাপী দেয়াল। "পুবের বাস পোর্ট অব স্পেনের, দশ মিনিট বাদে," কন্ডাক্টর কথারচ্ছলে বলল। মিঃ বিশ্বাস উঠে দাড়ালে মিসেস তুলসি তাকে টেনে বসিয়ে দিলো। "তারা আবার বিপরীত দিকে যাবে।" বাসটা বিপরীত দিকে কিছুটা গিয়ে এক প্রান্তে এসে থামলো একটা এভোকাডো গাছের নীচে।

ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর গাছের নীচে বিশ্রাম নিলো, ধূমপান করলো।

রাস্তার ওপারে যেখান থেকে বাসটা বিপরীত দিকে রওনা দিয়েছিল মিঃ বিশ্বাস দেখলো একটা খোলা চারকোণা চত্বর, স্তুপ আর শিরপেচ ইঙ্গিত দিচ্ছে এটার ব্যবহারিক দিকটি।

BanglaBoi.org

"এস্টেট?" সে জিজ্ঞাসা করলো।

মিসেস তুলসি হাসলেন। "এই দিকটাতে।" রাস্তার ওপাশে তিনি নির্দেশ করলেন।

"এতো বাঁশ," সে বলল। "আপনি একটা কাগজের কারখানা খুলতে পারেন।"

বাসগুলো কত দূরে যায় সেটা দেখা খুব সহজই ছিল।

"আমার মনে হয় আমাদের সেখানে যেতে হবে, মিঃ বিশ্বাস বলল।

তারা হাটতে শুরু করলো।

মিসেস তুলসি উপুড় হয়ে রাস্তা থেকে একটা লতা-গাছ কুড়িয়ে নিলেন। "খোরগোশের মাংস", তিনি বললেন। "খোরগোশের জন্য ভালো খাবার। আরওয়াকাসে এসব তোমাকে কিনে নিতে হয়।"

কিছুদূর হাটার পর মিঃ বিশ্বাস ফলের গাছগুলো দেখতে পেলো। এভোকাডো গাছ রাস্তার পাশে ঝোপ-ঝাড়ের মতোই খুব সহজেই জন্মেছে। এসব গাছের ফল, যা সবেমাত্র ফুল থেকে বেড়িয়ে এসেছে, ছোট-ছোট, কিন্তু চমৎকার আকারের, চক্চকে যা তারা খুব শ্রীঘ্রই হারাবে। রাস্তার মাঝখানটা আর পাশের প্রান্তরটা খুব প্রশস্ত। মিঃ বিশ্বাস আরো দেখতে পেলো পারিজাত গাছ ও তার ফুল। লাল-লাল। মিঃ বিশ্বাস রাস্তা থেকে একটা তুলে নিয়ে তার দু'ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরলো। এটার রস আস্বাদন করলো, ওটাকে বাজালো, পাখির মতো দেখতে ফুলটা দিয়ে শিস্ তৈরী করলো। তারা যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখনও গাছ থেকে ফুল পড়ছিল। পারিজাত এর নীচে সে দেখলো কোকোয়া গাছ, তাদের শাখা-প্রশাখা কালো আর শুকনো। এরপর খুব কাছেই ছিল কমলা গাছ, পাতায় আর ফলে ভারি। সব সময়ই তারা দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে হাটছিল। রাস্তাটা খুব সরু; তারা তাদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না। তারপর তারা শুনতে পেলো কিছুদূরে বাসটা ছাড়ছে। অসম্ভব যে এটা এক ঘন্টারও কম সময়ের।

মিসেস তুলসি গালিতে হাটতে লাগলেন। সবুজ ঘাসে গালিটা কার্পেটের মতো দেখাচ্ছে। মিসেস তুলসি হাটুগেড়ে এক মুঠো ঘাস হাতে নিলেন; ওটা থেকে চমৎকার গন্ধ আসছিল। "বুড়ো লোকের দাড়ি," তিনি বললেন। "আরওয়াকাসে এসব ঝুলিতে চাষ হয়।"

বাড়িটা অংশত একটা বড়-সড় ডালপালা যুক্ত সামান গাছে ঢাকা। গাছটাতে বড়-বড় আগাছা জন্মেছে। এর লতাগুলো জট পাকানো চুলের মতো ঝুলে আছে। একটা পুরনো সাইনর্বোড সেই গালিটার এক পাশে দাড়িয়ে আছে। অক্ষরগুলো মলিন আর বিবর্ণ *ক্রিস্টোফার কলম্বাস* রোড।

"এটা পুরনো সড়ক ছিল," মিসেস তুলসি বললেন।

আর মিঃ বিশ্বাস খুব সহজেই কল্পনা করতে পারলো যে, অন্য জাতের ইন্ডিয়ানরা এ পথ ধরেই যাতায়াত করতো, তাদের জন্য পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে উঠার আগে।

বাড়িটা ছিল দোতলার, নীচের তলায় লম্বা একটা বারান্দাও ছিল। এটা রাস্তা থেকে অনেক দূরে, পাহারের পাদদেশে অবস্থিত। একটা প্রশস্ত কংক্রিটের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় ওটাতে। এই কংক্রিটের সাদা সিঁড়িটা সবুজের মাঝে বেমানান।

BanglaBook.org

সব কিছুই ছিল যেমনটি শামা বলেছিল। এক পাশে ছিল ক্রিকেট মাঠ। পিচ্‌টা ছিল লাল আর ফাটা-ফাটা নিশ্চিতভাবেই গ্রামের ক্রিকেট টিমটা ম্যাট ব্যবহার করে না। অন্যদিকে, সামান গাছটার ওপাশে, জটগুলো আর বন্য তানিয়ার কাছে একটা সুইমিংপুল ছিল। খালি। ফাটল যুক্ত। বালিময়। কংক্রিট ভেদ করে ছোট-ছোট গাছ-পালা ঠেলে বের হয়ে আসছে। কিন্তু খুব সহজেই এটা মেরামত ক'রে পানি ভরে ব্যবহার করা যাবে।

ক্রিকেট মাঠটা থেকে দূরে মিঃ বিশ্বাস দেখলো একটা খচ্চর। ওটা দেখতে বয়স্ক আর নিস্তেজ মনে হলো। দাঁড়িয়ে ছিল কোকোয়া গাছের পাশেই ক্যামোফ্লেজ তৈরী করে।

"আহা!" মিঃ বিশ্বাস বলল, নীরবতা ভেঙ্গে, "ঘোড়া।"

"এটা ঘোড়া না," মিসেস তুলসি বললেন।

তারা হাটতে হাটতে একটা খালের দিকে চলে এলো। খালটার দু'পার বালিতে ভরা। "তুমি এই জায়গা থেকে বালি বিক্রি করতে পারো," মিসেস তুলসি বললেন।

বাড়িটার একপাশে একটা পরিত্যক্ত বাগান। ম্যারিগোল্ডের কিছু শুকনো ফুল ছাড়া বাগানটা একেবারেই ফুলহীন। সেই জায়গাটা দেখিয়ে মিসেস তুলসি বললেন, "মন্দিরের জন্য এই জায়গাটা ঠিক করা আছে"। বাড়িটা কাঠের তৈরী, কিন্তু এমনভাবে রঙ করা যাতে মনে হবে সেটা গ্রানাইটের তৈরী। বাড়িটার অনেকগুলো ঘর, কি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তা' বিশ্বাসের কাছে অজ্ঞাত। ঘরের ভেতর বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা আছে, তবে সেটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

"এর আগে বাড়িটার মালিক কে ছিল?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু ফরাসি লোকের।"

আর্য সমিতির সময়ে মিঃ বিশ্বাস এক ফরাসি লেখক *রোমেইন রোনাল্ড'র* সাথে পরিচিতি ছিল। যা তাকে ফরাসিদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করেছিল।

তারা হেটে-হেটে সব দেখলো। নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, ভাঙ্গা-চোড়া পাহাড় পর্বতের জঙ্গল, ফল-মূলে ভরা সেসব সেটা ছিল দারুণ এক রোমাঞ্চকর। মিঃ বিশ্বাস দূরে বাসের আওয়াজ শুনতে পেলো। "তো," সে বলল। "আমার মনে হয় এখন বাড়িতে ফিরে যাবার সময় হয়েছে।"

"বাড়িতে?" বললেন মিসেস তুলসি, "এটা কি এখন তোমার বাড়ি না?"

সুতরাং তুলসিরা আরওয়াকাস ছাড়লো। জমি-জমাগুলো ভাড়া দিয়ে দেয়া হলো। তুলসি স্টোরটা পোর্ট অব স্পেনের এক ব্যবসায়িক ফার্মের কাছে লিজ দেয়া হলো। পোর্ট অব স্পেনের একটা ভাড়া দেয়া বাড়ি বিক্রি করে দেয়া হলো। শামার জন্য সেটা ছিল স্বস্তিদায়ক, কেননা তাকে আর ভাড়া তুলতে হবে না।

শর্টহিলের নিঃসঙ্গতা আর নীরবতার অবসান হলো। গ্রামবাসিরা কোন রকম বাধা ছাড়াই সেখানে উদাসীনভাবে দলে-দলে অনুপ্রবেশ করলো। তারা ছিল ফরাসি স্পেনিশ আর নিগ্রোদের মিশ্রণে এক আকর্ষণীয়, দর্শনীয় গোত্র। পোর্ট অব স্পেনের নিকটেই তারা থাকতো, একটা সম্প্রদায় হিসেবে। তাদের মধ্যে গ্রাম্য ধীর-স্থিরতা ছিল, তারা কথা

BanglaBook.org

বলতো ইংরেজিতে, একরকমের অদ্ভুত উচ্চারণে– যেটার মধ্যে ফরাসি টান আছে। তারা খুব বেশী খেলা-ধূলা করতো। প্রায় প্রতিটা বিকেলেই তারা ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেট খেলতো, আর প্রতি রোব্বার থাকতো ক্রিকেট ম্যাচ। সেই সময়টাতে পুরো মাঠটাই গ্রামবাসীদের দখলে চলে যেতো।

মিঃ বিশ্বাস যে কারণে শর্টহিলে চলে এলো তা' হচ্ছে তুলসি পরিবারের পারিসর বড় হয়ে যাওয়া। শেঠ আর তার পরিবার ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু সেইসব বোনেরা যারা এখানে এসেছে আর যারা অন্য জায়গায় ছিল তারাও চলে এলো, তাদের পরিবার নিয়ে। আর ছিল অনেক বিবাহিত নাতি-নাতনী, তাদের পরিবারও।

মিঃ বিশ্বাসকে উপরের তলার একটা ঘর দেয়া হলো, ছয়টা সমানঘরের এক কাঠের দালানে। সেটার আয়োজন ছিল হোটেলের মতোই। দম্পতিদের জন্য একটা করে ঘর, বিধবা আর বাচ্চাদের জন্য নীচের তলায় সাধারণ ঘর। মিঃ বিশ্বাসের ঘরটা তার নিজের পরিবারের প্রধান দপ্তর হয়ে উঠলো। সেখানেই আনন্দ তার হোমওয়ার্ক করতো, সেখানেই বাচ্চারা নালিশ জানাতে আসতো, সেখানেই মিঃ বিশ্বাস বাচ্চাদেরকে মজার-মজার খাবার এনে দিতো, গোপনে। চারটা পোস্টার, শামার ড্রেসিং টেবিল, বুক-কেস্ আর ডেস্ক-টেবিল সেই ঘরেই ছিল। বাকী আসবাব গুলো ঘরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো, রাতের বেলায় বাচ্চাদের মতোই।

মিঃ বিশ্বাসের আরো একটা অসুখকর ব্যাপার ছিল, সেটা ছিল এক বোনের জামাই থাকতে শুরু করেছিল তার ঠিক পাশেই, যাকে সে এর আগে হনুমান হাউজে কখনও দেখেনি। লম্বা, উদ্ধত এক লোক, যাকে সে ভীষণ অপছন্দ করতো।

আনন্দ বলল, "প্রকাশ বলে তার বাবার কাছে তোমার চেয়ে বেশী বই আছে।"

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে পাঠালো দেখে আসতে, প্রকাশের বাবার কাছে কি কি বই আছে।

আনন্দ জানালো, "সবগুলো বইয়ের একই আকৃতি, একই রকমের মলাট, তাতে সবুজ রঙে লেখা *বুট্‌স* আর আর সবগুলো একই লোকের, নাম ডব্লু, সি, টাটল।"

"আবর্জনা", মিঃ বিশ্বাস বলল।

"আবর্জনা," আনন্দ বলল প্রকাশকে।

"তুমি আমার বইগুলোকে আর্বজনা বলেছো?" প্রকাশের বাবা মিঃ বিশ্বাসকে বলল পরের দিন সকালবেলা যখন তারা একই সাথে ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে মুখোমুখি হলো।

"আমি তোমার বইগুলোকে আবর্জনা বলিনি।"

নাক সিট্‌কিয়ে বলল, "তোমার *এপিক্ টেটাস*, *ম্যানিক্সম্যান* আর *স্যামুয়েল স্মাইল্‌স* কি?"

"তুমি আমার *এপিক্‌টেটাস* সম্পর্কে কিভাবে জানলে?"

"তুমি কিভাবে আমার বইগুলো সম্পর্কে জানলে?"

এরপর মিঃ বিশ্বাস বাইরে গেলে তার ঘরটা তালা মেরে যায়। খবরটা ছড়িয়ে পড়লো, আর কানাঘুষাও শুরু হলো।

"তো তুমি আবার শুরু করে দিয়েছো?" শামা বলল।

BanglaBook.org

আর শর্টহিলে সবাই অপেক্ষা করতো, ভেড়ার জন্যে, ঘোড়ার জন্যে, সুইমিং পুলটার মেরামতের জন্য, বাগান পরিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবস্থা আর বাড়ি-ঘর গুলো রঙ করা হবে, তার জন্যে।

অপেক্ষা করা হতো, বাচ্চারা সামান গাছের লতা ধরে দোল খাবে। কিন্তু সেইসব লতা এতোই পাতলা ছিল যে ছিড়ে যেতো, সেগুলো দিয়ে দড়ি খেলাও যেতোনা। হরি জুলি আমগাছটা কেটে বাগানে ছোট্ট বক্স-বোর্ডের মতো দেখতে একটা ঘর বানালো; সেটা ছিল মন্দির। ডব্লু, সি, টাটলের পাঠক-সাহেব ড্রইংরুমে বড় একটা লক্ষী দেবীর ছবি টাঙালো আর প্রতি সন্ধ্যায় সেটার সামনে সে তার প্রার্থনা করে যেতো।

প্রকাশ বলেছিল তার বাবা এসব ব্যাপার হরি'র চেয়ে বেশী জানে।

আনন্দের ধৈর্য ভেঙ্গে গেল। বাচ্চাদের মধ্যে গুজব ছড়ালো যে বাড়িটা খুব শীঘ্রই রঙ করা হবে, কিন্তু তার আগে পুরনো রঙটা ঘষে-ঘষে উঠে ফেলতে হবে। সে তখনি আরো দশ-বারোজন সাহায্যকারী নিয়ে রঙ তুলতে নেমে গেল। তারা গোলাপী আর ক্রিম রঙ উঠিয়ে ফেলল। আর এই জোড় করে উন্নতি প্রচেষ্টার পরিণতিটা গণহারে চাবুক পেটানোর মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটলো।

মিঃ বিশ্বাসও উন্নতির অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সে তাদের ব্যাপারে খুব একটা পরোয়া করে না। তার কাছে শর্টহিল একটা এ্যাডভেঞ্চার, একটা মধ্য বিরতি। তার কাজ তুলসিদের কাছে তাকে নিরর্ভরশীল করে রেখেছে। আর শর্টহিল তার বরখাস্তের বিপরীতে করা ইন্সুরেন্সের মতোই। এটা সঞ্চয়ের আরেকটা সুযোগও এনে দিয়েছে, লুণ্ঠনেরও বটে। আর গোপনে সেও লুণ্ঠন করে যাচ্ছিলো আধ-ডজন কমলা, আধ-ডজন আঙ্গুর আর এভোকাডো অথবা লেবু সেন্ট ভিনসেন্টের রাস্তায়, এক দোকানীর কাছে বিক্রি করতো, বলতো ওগুলো তার বাড়ির পাশেই চাষ করে। বিক্রির টাকা খুব অল্প ছিল কিন্তু সেগুলো আসতো নিয়মিত। লুণ্ঠনের স্বাদ খুব তৃপ্তিদায়ক। লুণ্ঠন। শব্দটা মিঃ বিশ্বাসকে রোমাঞ্চিত করতো। সাইকেল চালিয়ে সকাল বেলায় কাজে যাবার সময়ে আচম্‌কা সাইকেল থেকে নেমে, একবার ডানে, একবার বায়ে তাকিয়ে কমলা, আঙ্গুর, লেবু ইত্যাদি তুলে নিতো, সাইকেলের সাথে লাগোয়া ব্যাগে রেখে দিতো। তারপর শিষ বাজাতে-বাজাতে সাইকেলে প্যাড্‌ল মেরে চলে যেতো।

এক বিকালে সে ফিরে এসে দেখে চেরিগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে, আর সুইমিং-পুলটাতে মাটি ফেলা। পাশেই মাটির আরো স্তুপ। সপ্তাহ শেষে মিঃ বিশ্বাস দেখলো সুইমিং পুলটার অস্তিত্ব আর নেই। ওটার উপর একটা ঘর তোলা হয়েছে। বোনেরা আর তাদের স্বামীরা বার-বার বলাবলি করছিল যে, এতো বাঁশ বিনামূল্যে পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার, আরওয়াকাসে এসব টাকা দিয়েও সহজে পাওয়া যায় না।

সেই বাঁশের ঘরটা বিয়ের অতিথিদের জন্য বরাদ্দ ছিল-শামার বোনপো আর বোনঝিদের সবাই বিয়ে করতে যাচ্ছে যেনো, তেমনটিই মনে হলো বিশ্বাসের কাছে। বিয়ের সাজ-গোজের জন্য অনেক বাঁশ কাটা হলো। পথের দু'ধারে খাড়া-খাড়া করে বাঁশ পোতা হলো।

সাতটা বর-যাত্রা এলো সাতটা ব্যান্ড পার্টি সহকারে। তাদের পেছনে পেছনে গ্রামবাসীরা। সুইমিং-পুলটার উপর যে ঘর তোলা হয়েছে সেটাতে সারারাত ধরে গান-

BanglaBook.org

বাজনা আর নাচ হলো, সেই সাথে খাওয়া-দাওয়া। যখন বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো, বাড়ির লোকজন সাময়িকভাবে সাতজনে কমে এলো। অতিথিরা চলে গেল। সুইমিং পুলের উপর আর বাগানে তৈরী করা বাঁশের ঘরগুলো সরিয়ে ফেলা হলো। সবাই আবার প্রতীক্ষা করতে শুরু করলো।

এরপর আচম্কাই কিছু ভেড়ার আবির্ভাব হলো। ছয়-সাতটা রুগ্ন, নগ্ন ভেড়া। বাচ্চাদের কথা দেয়া হয়েছিল ভেড়া দেয়া হবে, কিন্তু তারা খুব নাদুস-নুদুস কিছু আশা করেছিল, তাই এগুলোকে দাবী করবার মতো কোন তাড়াহুড়োর ভাব দেখা গেল না। ভেড়াগুলো ক্রিকেট মাঠেই ঘুরে বেড়ালো, বাচ্চাদের এবং ক্রিকেটারদের বারোটা বাজিয়ে। কোকোয়া আর কমলা গাছগুলোর কিছুই করা হলো না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জঙ্গল আর এস্টেটটা অগ্রসর হতে লাগলো, অবহেলা থেকে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ততার দিকে। সেখানে পরিকল্পনা করা বা নির্দেশনা দেবার মতো কেউ ছিল না। মিসেস তুলসি নীচতলার একটা ছোট্ট ঘরে থাকতেন নিজের মতো করে। সচরাচর তিনি বের হতেন না।

গোবিন্দ একদিন ক্রিকেটের প্যাভিলিয়নটা দখল করে বসলো। গরুর খোয়ার বানানো হলো সেই জায়গায়। মিঃ বিশ্বাস শুনতে পেলো যে তার গরুগুলো ওখানেই রাখা হবে।

"গরু? আমার গরু?"

শামার একটা গরু ছিল আরওয়াকাসে। নাম মুত্রি, সেটা ছিল শামার গোপন সম্পত্তি যেমন তার সেলাইমেশিনটি ছিল। গরুটা বয়স্ক, কালো, ভগ্নস্বাস্থ্যের, ছোট্ট আর দোমড়ানো-মোচরানো শিংয়ের। সেই গরুটা ঐ খোয়াড়ে ঢুকে গেল।

"দুধের ব্যাপারটা কি হবে?" মিঃ বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলো।

"বাছুরগুলো?"

"ঘাসের ব্যাপারটা কি হবে?" শামা জবাব দিলো। "পানির? খাওয়া-দাওয়া?"

গোবিন্দ গরুগুলো দেখাশোনা করতো আর সেই জন্যেই মিঃ বিশ্বাস কোন রকমের খোঁজ খবর নিতে গেল না।

গোবিন্দ আরো বেশী বদমেজাজী হয়ে উঠেছে। সে যে কারোর সাথেই উদ্ধত স্বরে কথা বলে। সে গরুগুলোকে একটা বেত দিয়ে পেটায় দুধ দোহানোর সময়। প্রাণীগুলো কোন রকমের গোঙানী বা আওয়াজ করে না, শুধুমাত্র সরে যায়। কেউ এসবের প্রতিবাদ করে না; অভিযোগ করার মতোও কেউ সেখানে ছিল না।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "বেচারা মুত্রি।"

ক্রিকেট মাঠটা গোবরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আর কেউ একজন সেটার এক কোণে লাউয়ের চাষাবাদ শুরু করে দিলো।

এক সময় লাউ ধরলা, সেগুলো কাটার সময় হলো। এক সকালে ডব্লু, সি, টাটলের পাঠক এসে ওগুলো কেটে নিয়ে গেল। গোবিন্দ কাটলো কমলা গাছ। গোবিন্দ, চিন্তা আর তাদের বাচ্চারা কমলাগুলো সংগ্রহ করলো। তারা ওগুলো ঝোলায় ভরে বাসে ক'রে পোর্ট অব স্পেনে নিয়ে গেল। সবাই ভাবতো টাকাগুলো কে নেয়। গাছগুলো কেটে

BanglaBoi.org

ফেলার পর এর কিছু গেল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্যে, রান্না-ঘরে। বাচ্চারা আশাহত হলো। তখন তারা টঙ্কা শিম কুঁড়াতে বাধ্য হলো। কমলা আর এভোকাডো পিয়ারস কুঁড়িয়ে তারা পোর্ট অব স্পেনে পাঠাতো বিক্রির জন্য। কোন কোন বোনেদের স্বামীরা পাহাড়ের পাদদেশে পায়খানা তৈরী করলো। বাড়ির ভেতরকার পায়খানাগুলো অব্যবহৃত হয়ে পড়লো, সেলাই করার ঘরে পরিণত হলো।

প্রতি সকালে হরি তার প্রার্থনা করে আর ঘন্টা বাজায় বক্সবোর্ড মন্দিরে, বিধ্বস্ত বাগানে সেটা অবস্থিত। আর প্রতি সন্ধ্যায় ডব্লু, সি টাটলের পাঠক, যাকে মিঃ বিশ্বাস এখন ডব্লু, সি, টাটল বলেই ডাকে, সে লক্ষী দেবীর ছবির সামনে প্রার্থনা করে। বেড়াগুলো অবহেলিত, অব্যবহৃত, তবুও টিকে আছে। গরুগুলো দুধ দেয়। লাউয়ের গাছগুলো তর-তর করে বেড়ে উঠেছে, ফল দিচ্ছে। প্রথম ফল, তুলসিদের প্রথম ফসল, খুব উৎসাহের সাথেই গ্রহণ করা হলো।

আর যেহেতু হিন্দুদের সংস্কারের জন্যে, যেটা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না, মহিলাদের জন্য লাউকাটা নিষিদ্ধ। তাই একজন পুরুষকে ডাকা হলো সেটা করতে। আর সেই লোকটা হলো ডব্লু, সি, টাটল।

ডব্লু, সি, টাটল ইলেক্ট্রিক সিটি প্লান্টটাকে দুমড়ে-মুচড়ে ডাম্বেল বানালো। আর টাটলই ঘোষণা দিলো যে একটা ফার্নিচারের কারখানা শুরু করতে যাচ্ছে। দারু গাছ কাটা হলো অনেকগুলো, সেগুলো থেকে কাঠের পাটাতন বানিয়ে টাটলের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো একজন নিগ্রোর মাধ্যমে, লোকটার নাম থিওফাইল। থিওফাইল একজন কামার, যার কাজে ধস্ নেমেছে মটর-গাড়ী আসার পর থেকেই। তাকে নীচের তলার ড্রইংরুমের পাশেই ছোট্ট একটা ঘর দেয়া হয়েছে আর তিনবেলা খাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে তার জন্যে।

সে অনেক বেঞ্চ তৈরী করেছে; তার আত্মবিশ্বাস অর্জিত হচ্ছিলো। সে একটা বড় ওভাল-টেবিলও বানিয়েছে। তারপর কিছু সংখ্যক ওয়ার্ডরোব, অনেকটা সেন্ট্রি বক্সের মতো। এগুলোর কোন জয়েন্টই পরিষ্কার নয়। কোন দরজাই সঠিক মাপের না। আর নরম কাঠের উপর অনেক অনেক হাতুরির ঘা'য়ের দাগ, আনারিপনার নমুনা হিসেবে।

তুলসিদের আগ্রহ-উৎসাহ ছিল সীমাহীন। থিওফাইল একটা মরিস চেয়ার মেরামত করতে গেল। ডব্লু, সি, টাটল একটা বুককেস বানাবার অর্ডার দিলো। মিঃ বিশ্বাস একটা বুককেস বানাবার অর্ডার দিলো।

মিঃ বিশ্বাসের বুককেসের দরজা বাঁকা ছিল। থিওফাইল বলল এটাই স্টাইল। ততদিনে ওভাল-টেবিলটার জয়েন্টগুলো খুলে গেছে, ওয়ার্ডরোবের দরজাগুলো আর বন্ধ হয় না।

থিওফাইলের তৈরী সব জিনিসেরই এক অবস্থা। তাকে বরখাস্ত করা হলো। আর ফার্নিচারের কারখানার কথা একদমই শোনা গেল না।

এরপর গ্রামে আমেরিকানরা আসলো। তারা পাহাড়ে একটা পোস্ট তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাত-দিন আর্মির লরি-ট্রাক আসতে লাগলো। তুলসিদের বিধবারা সেই জায়গার আশে-পাশে একটা টঙ তৈরী করে কোকা-কোলা, কেক, কমলা দিয়ে ভরে

BanglaBook.org

ফেলল। আমিরিকানদের লরি-ট্রাকের কোন বিরতি নেই। বিধবারা মদের লাইসেন্স নিয়ে নিলো। রাম কেনা হলো। একরাতে একটা লরি টঙ এ আঘাত হানলো, বিধবারা ক্ষতিপূরণ পেলো।

চারিদেকের ধ্বংস-যজ্ঞের মধ্যেও মিঃ বিশ্বাস এসব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলো। সে কোন ভাড়া দিতো না। খাবারের জন্যও তার কোন খরচ হতো না। প্রথমবারের মতো তার টাকা হলো। আর প্রতি পক্ষকাল পর-পর সেটা বাড়তে লাগলো। সে লুণ্ঠন চালিয়ে গেল। আর হাউ-কাউয়ের মধ্যে সে তার নিজস্ব পরিকল্পনার দিকে ঠান্ডা মাথায় এগোতে পেরে আনন্দিত হলো।

এরপর ডব্লু, সি টাটল আর গোবিন্দের লুট-পাটের সংবাটির গুঞ্জন বাড়িতে শুরু হলো। ডব্লু, সি, টাটল সবগুলো দারু গাছ বিক্রি করে দিয়েছিল। গোবিন্দ এক লরি-কমলা, কোকোয়া-আঙ্গুর, টক্কা-শিম বিক্রি করে দিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাস পরদিন সকালে ছয়-সাতটা কমলা তার ব্যাগে ঢুকানোর সময় নিজেকে খুব বেশী বোকা ভাবলো। সে অবাক হলো, কাউকে না জানিয়ে কিভাবে আস্ত একটা দারু গাছ চুরি করা সম্ভব।

গোবিন্দ আর চিন্তা কানা-ঘুষাগুলো পাত্তাই দিলো না আর তারা চুপ রইলো। ডব্লু, সি, টাটল জবাব দিলো উদ্ধত আর আক্রমনাত্মকভাবে, ব্যায়াম করার সময়, ডাম্বেল দুটি হাতে নিয়ে। তার বউকে খুব বেশী আক্রমনাত্মক মনে হলো। নয়টা ছোট টাটল অন্য বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালো।

শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তুলসিদের বিরুদ্ধে একাট্টা হলো। তুলসিদের অনেক বাচ্চা পোর্ট অব স্পেনের স্কুলে যায়। এজন্যে তারা সবাই সাতটার বাসে উঠে রওনা দেয়। বাসটা ছাড়ে কবরস্থানের কাছ থেকেই। গ্রামবাসীদের অনেকেই বাসটাতে উঠে ভরে ফেলে, সেটা কবরস্থানের কাছে আসার আগেই। বাচ্চারা দেখলো যে সাতটার বাস লোকে ভর্তি, কোন জায়গা নেই। কেউ নামেও না। তাই অনেক সময়ই বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারতো না। এটা সমাধানে এগিয়ে এলো ডব্লু, সি, টাটল। সে তার লরি-ট্রাকটাতে ক'রে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাবে, অবশ্যই এর জন্যে ভাড়া দিতে হবে।

লরিটা আমেরিকান ঘাটিতে ছয়টা বাজে পৌছাতে হবে, তাই বাচ্চারা কখনওই সাড়ে পাঁচটার পরে পৌছাতে পারতো না। আর এজন্যে তাদেরকে শর্টহিল ছাড়তে হতো সোয়া-পাচঁটায়। সুতরাং তাদেরকে সকাল চারটা বাজে ঘুম থেকে উঠতে হতো। সেই সময়টা তখনও রাতই মনে হতো। তাদেরকে স্কুলের বাইরে নামিয়ে দিয়ে আসতো পত্রিকার হকার ছেলেটার আসারও আগে। চাকর-বাকরেরাও ওঠার আগে। এমনকি স্কুলের দরজা খোলারও আগে।

শর্টহিলে ফিরে আসাটাও ছিল আরেকটা সমস্যা। বাচ্চারা স্কুল ছাড়তো বেলা তিনটায়। আমেরিকান ঘাটি থেকে লরিটা ছাড়া পেতো সন্ধ্যা ছটায়। সুতরাং রাত আটটার আগে বাচ্চাদের বাড়ি ফেরাটা প্রায় অসম্ভব ছিল। আর পোর্ট অব স্পেনের বাস-সার্ভিস দিন-দিন খারাপ হতে লাগলো। যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য বাসের কমতি ছিল, সীমিত ছিল বাস চলাচল। শর্টহিলের বাস আরো কম পাওয়া যেতো। তাই বাস ধরতে বাচ্চাদেরকে কম করে হলেও তিনমাইল পথ হাটতে হতো। স্টেশনে পৌছেও তাদেরকে

BanglaBook.org

ওয়েটিং-রুমে অপেক্ষা করতে হতো। বাস আসার কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। আর যদি বাস এসেও যেতো, লোকজন হুড়-মুর ক'রে, জানালা দিয়ে, দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি ক'রে উঠে যেতো। ছাদে, বাম্পারে, তেলের টাঙ্কি, সব জায়গায় লোকজন ঝুলে থাকতো। এত কিছুর পর কোন বাচ্চা যদি বাসে উঠেও যেতো, সে কোন সিট পেতো না। তাই তারা হাটতো, যতক্ষন পর্যন্ত না কম ভীড়ের কোন বাস পাওয়া না যেতো। মিসেস তুলসি তাঁর ঘর থেকে একটা বার্তা পাঠালেন যে, বাচ্চারা যদি হাটার সময় গান গায় তবে তাদের ক্লান্তি কিছুটা কমবে; আর যদি মেয়েদেরকে ভীড়ের মধ্যে শ্লীলতাহানি করা হয় তবে তারা যেন তাদের পায়ের জুতা খুলে দলনকারীর মাথায় পেটায়। উল্লেখ্য মেয়েরা শক্ত সোলের জুতা পড়তো।

প্রকারন্তরে, যেভাবেই হোক, একটা গাড়ি কেনা হলো, আর মেয়ে-জামাইদের একজন সেটা পোর্ট অব স্পেনে চালিয়ে নিয়ে যেতো, বাচ্চাদের আর কমলা বোঝাই ক'রে। গাড়িটা ছিল ফোর্ড ভি-৮, ১৯৩০'র মডেল। গাড়িটা বেশী মালামাল অথবা বাচ্চা-কাচ্চা বোঝাই অবস্থায় চলতে পারতো না। এটার অনেক অংশই নড়-বড়ে। মাঝে-মাঝেই গাড়িটা পথে নষ্ট হয়ে যেতো। তখন বাচ্চারা ওটা ঠেলে-ঠেলে চালিয়ে নিয়ে আসতো। তখন দৃশ্যটা দেখে মনে হতো একদল পিপঁড়ে যেনো একটা মরা তেলাপোকার চারিদিকে ঘিরে সেটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও তাদেরকে এক মাইলেরও বেশী ঠেলতে হতো।

শেষ পর্যন্ত ফোর্ড ভি-৮ গাড়িটা পরিত্যক্ত হলো। নতুন আরেকটা গাড়ী কেনা হলো, আরেকটা ফোর্ড ভি-৮, কিন্তু স্পোর্ট মডেলের। ছোট-ছোট সিটের। আর সেটার ভেতর অলৌকিক ভাবেই সমস্ত বাচ্চা-কাচ্চাদের জায়গা হয়ে যেতো। তারা সিটের উপর দাড়িয়ে বসে কিংবা যেভাবেই হোক, চেপে-চুপে জায়গা করে নিতো। অনেকটা ফুলদানিতে রাখা একগুচ্ছ ফুলের মতো, ঠেসে ঠুসে। তবে সেই বাসটাও কমলা বোঝাই করে পোর্ট অব স্পেনে, অন্যত্র যেতো। তাই বাচ্চারা সেটায় ক'রে স্কুলে যেতে পারলেও সবসময় ঐ গাড়িতে ক'রে স্কুল থেকে ফিরে আসতে পারতো না।

তো, বাচ্চাদের জন্য শর্টহিল একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠলো। দিনের আলো চলে যেতো যখন তারা বাড়ীতে ফিরতো। বাচ্চারা তাদের মতো করেই থাকতো। পরিবারের আইন-কানুনের বাইরে তারা একটা জোট গঠন করলো। কেউ শাসন করতো না; সেখানে শুধুমাত্র দূর্বল আর সবলেরা ছিল। বোন আর ভাইদের মাঝে হৃদ্যতা উবে গেল। কোন মৈত্রীভাব রইলো না। শুধুমাত্র শত্রুতা বজায় থাকলো। বাচ্চারাও একে অন্যের সাথে মারা-মারি করতো। তাদের মধ্যে ঘৃণা ছিল প্রবল।

মিঃ বিশ্বাস তার নিজের সন্তানদের দেখলো, তারা একে অন্যে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো।

এক সকালে বাচ্চারা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। তাদের লাঞ্চের প্যাকেটগুলো বাদামী রঙের কাগজে মোড়ানো, সেগুলো তাদের ব্যাগে ভরা ছিল। গাড়িটা রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। খুব জলদিই বাচ্চারা গাড়িটা ভরে ফেলল। গাদা-গাদি করে বসলো। তারা একে অন্যে ধাক্কা-ধাক্কি করতে লাগলো। গাড়ির একটা দরজা সজোড়ে লাগানো হলো। আনন্দ, একটা ছোট্ট সিটে বসেছিল, সে শুনতে পেলো চিৎকার

BanglaBook.org

আর গোঙানি। ওটা ছিল সাবি'র। বাচ্চারা গাড়িতে উঠলে-সব সময়ই খুব বেশী কথা বলে আর রগ-চটা থাকে, বিশেষ ক'রে বাসটা যখন স্টেশনে থামানো থাকে। তারা ড্রাইভারকে বাস চালানোর জন্য তাগাদা দিতে থাকে। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কেউ একজন চিৎকার করে বলল, "জলদি! দরজা খোলো। সাবি'র হাত।"

আনন্দ হাসলো। কেউ তার সাথে যোগ দিলো না। গাড়িটা খালি হয়ে গেলে সে দেখতে পেলো সাবি এক কোণে ভেঁজা র‍্যাবিট-ঘাসের উপর বসে আছে। সে তার হাতের দিকে তাকাতে পারছিল না।

শামা, মিঃ বিশ্বাস আর কয়েকজন বোন রাস্তায় আসলো। ময়না বলল, "আনন্দ হাসছে, বাবা।"

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে জোড়ে একটা থাপ্পর মারলো।

আর মিঃ বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিলো যে সময় এসেছে শর্টহিল এ্যাডভেঞ্চার শেষ করতে। পোর্ট অব স্পেনে ফিরে যাওয়াটা ছিল অসম্ভব এক ব্যাপার। যখন সে এস্টেটে হাটা-হাটি করতে যেতো তখন সে তার চোখ খোলা রাখতো ভালো কোন জায়গা পাবার জন্যে।

এরপর, খুব তাড়াতাড়ি এবং পরপর কয়েকটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। শর্মা, মেয়ের জামাই, যে বাচ্চাদের স্কুলে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় আর কমলা সংগ্রহ করে, এক বৃষ্টির দিনে, পিচ্ছিল কমলা গাছের ডাল থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল। সে সাথে সাথেই মারা গেল। সেইদিন বাচ্চারা স্কুলে গেল না। শর্মার বিধবা সেই ছুটির দিনটাকে একটা শোকের দিনে পরিণত করলো। সে সবাইকে কেঁদে-কেঁদে আবেদন জানালো একটা খবর পাঠাতে। খবর পাঠানো হলো।

শর্মার গ্রাম থেকে আত্মীয়েরা সেই বিকেলেই চলে এলো। খুব সাদা-মাটা কয়েকজন লোক, যারা তাদের লজ্জাকে এমন শোকের সময়েও বিসর্জন দিতে পারে না। তারা শর্মাকে একটা কফিনে ভরে কবরস্থানে নিয়ে গেল, সেখানে গ্রামের লোকেরা একত্রিত হয়েছে হিন্দু রীতি-নীতি দেখতে। হরি, সাদা আচকান আর চাদর চাপিয়ে কবরের উপর আম পাতা দিয়ে পানি ছিটাতে লাগলো।

একই জিনিস সে আমার বাড়িতেও করেছিল, আনন্দকে মিঃ বিশ্বাস বলল।

শর্মার বিধবা বার-বার অজ্ঞান হতে লাগলো, বিলাপ করতে থাকলো আর কবরের উপর আছড়ে পড়লো। গ্রামবাসীরা উৎসুক হয়ে এসব দেখছিল।

ডব্লু, সি, টাটল বাচ্চাদেরকে স্কুলে নেবার দায়িত্ব নিলো। ড্রাইভার, সে প্রয়াত শর্মার সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতো। গাড়িটার বেহাল অবস্থার জন্য সে শর্মাকেই দায়ী করলো। টাটল তার লুণ্ঠন কাজে গাড়িটা ব্যবহার করতো বলে কানা-ঘুষা শোনা গেল। সে হুমকী দিলো যদি এসব কানা-ঘুষা বন্ধ না হয় তবে সে গাড়ি চালাবে না। সেখানে রগচটা গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালাতে পারতো না। কানা-ঘুষা বন্ধ হয়েছিল। ডব্লু, সি, টাটলের বদ্‌নাম করা সত্ত্বেও শর্মা খুব দ্রুতই বিস্মৃত হয়ে গেল।

এক সকালে আনন্দ হরি'র কাছে এসে দেখলো হরি আর তার বউ বিষন্ন মনে চুপচাপ বসে আছে। হরি'র বউয়ের চোখে অশ্রু। আনন্দ একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে চাইলে হরি তাতে হেসে সায় দিলো।

আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো ঃ

BanglaBook.org

"*লিজিয়নের এক সৈনিক আলজিয়ার্সে মরছে ধুকে ধুকে।* সে আরো খুশী হলো হরি আর তার বউয়ের চোখে মুখে হাসি দেখে।

"*সেখানে ছিল নার্সের অভাব, আর মহিলাদের অশ্রুর ভীড়। কিন্তু একজন সহযোদ্ধা তার পাশে এসে দাড়ালো যখন তার নিজের জীবনের রক্ত ঝড়ে যাচ্ছে।*"

আনন্দের কণ্ঠ তাদের আবেগকে বাড়িয়ে দিলো। হরি মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বউ তাকিয়ে রইলো স্থির চোখে, আনন্দের দিকে। আনন্দ এমন প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হলো। সে তার কবিতার শেষ লাইনটা বলল ঃ

"*তাকে বলো, আমার জীবনের শেষ রাতে, চাঁদ উঠবে আকাশে, আমার শরীর র'বে ব্যথাহীন, হৃদয় থাকবে মুক্ত-বিহঙ্গ।*"

হরির বউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। হরি বউয়ের মাথায় এমনভাবে হাত রাখলো যাতে বোঝালো কবিতাটির শেষ লাইনটা যেনো আবৃত্ত হয়। আর আনন্দ, ছয় সেন্ট পাবার পর তাদের ওখান থেকে চলে এলো।

এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই হরি মারা গেল। আনন্দের তখন মনে হলো হরি বোধ হয় তার মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই জানতো। ডব্লু, সি, টাটল, ভয়ংকর এক ব্রাক্ষন, নক্‌শা করা সিল্কের কোর্তা পরে শেষকৃত্য পরিচালনা করলো। হরি'র জন্যে পুরো বাড়িতে শোক পালন করা হলো। কেউ চিনি অথবা লবণ ব্যবহার করলো না।

হরির কথা সবাই মনে করে। সে কোন তর্ক-বির্তকে জড়াতো না; তার ভালত্ব তার পান্ডিত্যের মতোই সমান, সেটা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। সবাই হরিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী হিসেবেই দেখতো। হরি সকাল-বিকাল পূজা করতো। তুলসি বাড়িতে হরি'র জায়গা নেবার মতো আর কেউ ছিল না। যেমনটি ছিল না শেঠের ক্ষেত্রে।

পূজার দায়িত্ব বর্তালো বাড়ির কতিপয় পুরুষ আর ছোট বাচ্চা-ছেলেদের হাতে। অনেক সময় আনন্দকেও তা' করতে হতো। সপ্তাহ দুয়েক পর, হরি'র মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতেই আরওয়াকাস থেকে আরেকটি মৃত্যুর সংবাদ এলো। আনন্দ উপরের ঘরে টেবিলে বসে কাজ করছিল আর মিঃ বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল, তখন সাবি স-শব্দে দরজা খুলে, দৌড়ে এসে বলল, "গ্রেট আন্টি পদ্মা মারা গেছেন!"

মিঃ বিশ্বাস তার চোখ বন্ধ করে তার একটা হাত বুকে রাখলো।

আনন্দ চিৎকার করে উঠলো, "সাবি।"

সে দাঁড়িয়েছিল, তার চোখ চক্-চক্ করছিল, নীচের তলায় তখন শোকের মাতম শুরু হয়ে গেছে, সারা বাড়ি জুড়ে কান্না-কাটি। বোনেরা একে অন্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। যেন রাতের বেলায় কুকুর ডাকছে।

শর্মার মৃত্যু যথারীতি শোকের তুলনায় একটু কম ছিল। হরি'রটা দুঃখজনক। পদ্মারটা ভয়াবহ। উনি ছিলেন মিসেস তুলসির বোন। মিসেস তুলসি বার-বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। গুজব উঠলো যে, তিনিও মারা যাচ্ছেন।

শেঠের সাথে ঝগড়া থাকার পরও মিসেস তুলসি রওনা দিলেন।

লরি আর স্পোর্ট-কারটা আরওয়াকাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। শুধুমাত্র বাচ্চারা আর পুরুষেরা বাড়িতে রইলো। মহিলারা পরদিন বিকেলেই ফিরে এলো আরো বেদনা নিয়ে। অনেকের জন্য এখানে আসার পর এটাই ছিল আরওয়াকাসে প্রথম গমন।

BanglaBook.org

পদ্মা সেই রাতে অনেক স্বপ্নে আবির্ভূত হলো। সকাল বেলা সবাই তাদের স্বপ্নগুলোকে পুনঃবর্ণনা করতে লাগলো আর সবাই একমত হলো যে পদ্মার আত্মা এই বাড়িতে, শর্টহিলে ফিরে এসেছে, যেখানে সে কখনই আসেনি, জীবিত থাকাকালে। এক বোন ব্যাপারটা নিশ্চিত করলো যে, মাঝরাতে সে রাস্তায় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, সেটা নিশ্চিতভাবেই ছিল পদ্মার।

এরপর পদ্মা বাড়িতেও ঘুরে-বেড়াতে লাগলো। পেছনের সিঁড়িতে বসে কাঁদলো। অনেকেই পদ্মাকে এভাবে দেখলো। সবচাইতে বেশী মনোযোগ পেলো টাটলের এক বাচ্চার গল্পটা। দিনের আলোতে সে এক মহিলাকে দেখেছে সাদা পোষাক পড়ে ঘুরে বেড়াতে। কবরস্থানের আশে-পাশে বাড়ির এখানে-ওখানে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে, "আন্টি।" উনি ফিরে তাকিয়েছেন। আর সেই মহিলাটি পদ্মা; উনি কাঁদছিলেন। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে উনি মুখের ঘোমটা টেনে তুলেছিলেন, আর অমনি ছেলেটা দৌড়ে পালিয়েছে। যখন সে পেছনে ফিরে তাকিয়েছে, কাউকেই দেখতে পায়নি।

বোনেরা সবাই বলতো পদ্মা এতো ঘন-ঘন আবির্ভাবের কারণ সে কোন বার্তা দিতে চাচ্ছে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলো কেউ যদি পদ্মাকে দেখে তবে যেনো জিজ্ঞেস করে বার্তাটা কি। বার্তাগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের। প্রথম দিকে লোকজন বলতো যে, সে বলেছে , সে জীবিত আছে আর তাদের সাথে থাকতে চায়, কখনও কখনও সে বলতো সে মারাগেছে কারণ তার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু পদ্মার পরবর্তী বার্তাগুলো ছিল অন্যরকমের, বোনেরা, বাচ্চারা, সবাই যা কানা-কানি করতো, সে বলতো তাকে শেঠ ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে মেরেছে। সে আরো বলতো, শেঠ তাকে হত্যা ক'রে ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি।

"মাই'কে বলোনা", বোনেরা বলতো।

রাগে তারা ফুঁসতো। আর সর্বক্ষন শেঠকে অভিশাপ দিতো সেই সাথে প্রতীজ্ঞা করতো কখনও শেঠের সাথে কথা বলবে না।

দুটা ভেড়া মরে গেল। খালটা শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিতে পলি জমে ভরাট হয়ে গেল। ছোট-খাটো বর্ষনের পর, পাহাড় থেকে ঢল নেমে সমতল ভূমিটাকে প্লাবিত করলো। তাছাড়া ভূমিক্ষয় হতে লাগলো। ফসলি জমিগুলো বালি আর পাথরে ভরে গেল। বোনেরা বিমূঢ় হয়ে গেল, ভূমিক্ষয় দেখে। যা ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তারা এসব গ্রহণ ক'রে নিলো তাদের নতুন দূর্ভাগ্যের অংশ হিসেবে। গোবিন্দ গরুগুলো দেখাশোনা করা বন্ধ করে দিলো। সে একটা পুরাতন গাড়ি কিনে সেটাকে পোর্ট অব স্পেনে ট্যাক্সি হিসেবে চালাতে শুরু করলো। ডব্লু, সি, টাটল এস্টেটে একটা কোয়ারি খুললো। তার উদ্যোগটা ঈর্ষার জন্ম দিলো। সে-ই প্রথম এস্টেটের গাছ বিক্রি করা শুরু করেছিল। আর তখন খুব কম গাছই রইলো বিক্রি করার মতো, তাই সে মাটি বিক্রি করতে আরম্ভ করলো।

মিঃ বিশ্বাস কমলা আর লেবুসহ যাবতীয় ফল লুণ্ঠন অব্যহত রাখলো।

প্রায় সব বোনের কাছেই, যারা স্বামীর সাথে শর্টহিলে থাকে, শর্টহিলকে একটা বিরতি বলে ভাবতো। আর বিধবারা এই জায়গাটাকে বুঝতেই পারতো না। এটা না ধানি জমি না অন্য ফসলের জমি। কিন্তু বিধবারা খুব একজোট ছিল। তারা সবার সামনেই

ঘোষণা দিলো যে তারা একটা মুরগীর খামার খুলতে যাচ্ছে। মুরগীকে খাওয়াবার জন্য ভূট্টা দরকার। তারা পাহাড় কেটে, পুড়িয়ে ভূট্টা চাষ করা শুরু করলো। এরপর তারা কিছু মুরগী কিনে এনে ওখানটায় ছেড়ে দিলো। কিন্তু সাপ আর খাটাস মুরগী খেয়ে ফেলে তাই মুরগীগুলো জঙ্গলে চলে গেল। তারা উড়তেও শিখে গেল। আর এমন সব জায়গায় ডিম পারতে শুরু করলো যেখানে বোনেরা কখনও খুঁজে পাবে না।

মিসেস তুলসি ঘরের ভেতর, অন্ধকারে, একাই থাকতেন। তিনিও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে চীনারা আর আদিবাসীরা বাঁশের শাঁস খায়। পুরো এস্টেট্টাই বাঁশে ভরে গেল। মিসেস তুলসি নির্দেশ দিলেন বাঁশের শাঁস খাওয়া হবে। কিন্তু বাঁশের শাঁস কি, কোন অংশটা খাওয়া যাবে, কিভাবে, কিছুই তারা জানতো না। ওগুলো কেটে-কেটে সিদ্ধ করা হলো, কিন্তু কেউই ওগুলো খেতে পারলো না।

ইতিমধ্যেই বিধবারা আর তাদের ছেলে-পুলেরা কফি আর চকোলেট বানাতে শুরু করেছে, এস্টেটের শিম থেকে। আর নারকেলের তেল কেনা বন্ধ হলো, ওগুলো ঘরেই বানানো হলো। এতদিন পর্যন্ত তারা তরি-তরকারি চাষ করার কথা চিন্তা করেনি। এরপর তারা তাও করলো।

কৃচ্ছ্রতা সাধন আরো হলো। নির্দেশ দেয়া হলো কোন টিনের কৌটা যেনো ফেলে দেয়া না হয়। মিসেস তুলসি একজন টিনের কারিগরকে আরওয়াকাস থেকে ডেকে আনলেন। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে সে বাড়িতে থাকলো, ঘুমালো, খাওয়া-দাওয়া করলো আর বারান্দায় বসে বসে টিনের কাপ আর প্লেট তৈরী করলো। মিসেস তুলসি শুনতে পেলেন যে নারকেলের ছোবরা ফেলে দেয়া হয়। তিনি নির্দেশ দিলেন ওগুলো দিয়ে ম্যাট্রেস বানাতে।

আরওয়াকাস থেকে ম্যাট্রেস কারিগরও আনা হলো। সে একমাস ধরে ম্যাট্রেস আর কুশন বানিয়ে চললো।

স্বামীদের সাথে বোনেরা তাদের বাচ্চাদেরকে গোপনে খাওয়াতো। আর যখন জানা গেল যে, কিছু বিধবার ছেলে-পুলে ভেড়া জবাই করে, জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে রোস্ট বানিয়ে খেয়েছে, তখন ডব্লু, সি, টাটল তার ক্ষোভ প্রকাশ করলো এক অহিন্দু আচরণের মাধ্যমে। সে যৌথ রান্নাঘরের তৈরী খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালো। সে তার বউকে আলাদা রান্নাঘরে খাবার বানাতে বললো। তার এক ছেলে জানালো টাটল ভেড়া খাওয়ার দিনটাতে তার ব্রাহ্মন মুখটা দিয়ে সারাদিন ধরে যন্ত্রণা, কাতরতা প্রকাশ করেছে।

লোক মারফত তারা আরো শুনতে পেলো যে, শেঠ নাকি বলেছে যে তার সমস্ত জীবন এই পরিবারের জন্য উৎসর্গ করে শেষ পর্যন্ত শুধু লাঞ্চনা আর নিন্দাই পেয়েছে। তুলসিদের শাস্তি শুরু হয়েছে, সে কি বলে নাই যে, সে তুলসিদের ত্যাগ করলে তারা মাছ ধরা শুরু করবে?

বিধবারা পুরুষের মতোই খাট্তে লাগলো। মিঃ বিশ্বাস জায়গা বদলের কথা চিন্তা করলো; শামাকে একথা বলা হলে সে বোনদের কাছে সেটা বলার পর তারা বিষণ্ন আর দুঃখী-দুঃখী ভাব করলো। কয়েকজন নীরবে অশ্রুপাতও করলো। এরপর এলো আশি ডলারের কেলেংকারি।

BanglaBoi.org

একদিন চিন্তা ঘোষণা দিলো যে কেউ তার ঘর থেকে আশি ডলার চুরি করেছে। এটা ছিল একটা অবাক করার মতো ঘোষণা, সেটা এজন্যে না যে, এই পরিবারে এর আগে এরকম চুরির অভিযোগ উঠেনি, বরং সেটা এজন্যে যে, সবাই অবাক হলো চিন্তা আর গোবিন্দের কাছে এতো টাকা আছে জেনে। চিন্তা বার বার বলতে লাগলো ঘরে-ঘরে তল্লাশি চালাবে যদিনা কেউ তা স্বীকার না করে। কেউই স্বীকার করতে এগিয়ে এলো না।

কয়েকদিন পর চিন্তা তল্লাশি করা শুরু করলো। সে যেখানেই যায় একগাদা লোক তার পেছনে পেছনে ভীড় করে। কখনও কখনও সে হিন্দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করে আর খোঁজে।

কখনও বসে এক হাতে মোমবাতি আরেকহাতে ক্রশ নিয়ে খোঁজে। কখনও সে তার বাম হাতের তালুতে থু-থু দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে সেটা টোকা মেরে ফেলে দিয়ে থু থু'টা যে দিকে পড়ে সেদিকে খুঁজে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিলো বাইবেল আর চাবি নিয়ে একটা বিচারের আয়োজন করবে।

"বুড়ি রোমান বিড়াল আর বিড়াল ছানা" মিঃ বিশ্বাস বলল। "যেমন মা তেমনি মেয়ে। কিন্তু, দেখো, আমি চাইনা আমার ছেলে-মেয়ে এসব ভাড়ামী'র মধ্যে বাস করুক।"

এই কথাগুলো সারা বাড়িতে বার-বার উচ্চারিত হলো। চিন্তা বললো, "আমি তাকে দোষ দেই না।"

বাইবেল আর চাবি'র বিচার চললো সারা বিকেল ধরে। চিন্তা সাধু সেন্ট পল আর পিটারের নাম উচ্চারণ করে অভিযুক্তকারির অজ্ঞাত নামটা জুড়ে দিলো।

মিস ব্লাকিও তাই করলো। আর সবার নির্দোষিতাই প্রতিষ্ঠিত হলো শুধুমাত্র মিঃ বিশ্বাস ও তার পরিবার বাদে।

মিঃ বিশ্বাস তার ঘর তল্লাশি করতে দিলো না, এমনকি চিন্তার অনুরোধ সত্ত্বেও বাচ্চাদেরও *বিচারালয়ে* পাঠালো না। "সে একটা রোমান বিড়াল," সে বললো। "তাতে কি? আমি কি দেখতে হিন্দু ইদুরের মতো?" চিন্তা আর গোবিন্দ কোন কথা বলল না। এখন সে এবং চিন্তা কথা বলা বন্ধ করে দিলো। শামা চিন্তার সাথে সম্পর্ক রাখার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলো।

"আমি কাউকে দোষ দিচ্ছিনা," চিন্তা বলল "আমি শুধু দোষ দিচ্ছি সেই লোকটাকে যে এমন নজির সৃষ্টি করেছে।"

এরপর কানা-ঘুষা শুরু হলো।

"তাদের সাথে কথা বলো না ওদেরকে চোখে-চোখে রাখো।"

"বিদ্যাধর। জলদি! আমি আমার পার্সটা ডাইনিং টেবিলে ফেলে এসেছি।"

"আনন্দ তার নাক গলাতে পছন্দ করে। সে কফ গিলে খায়, এটা তার কাছে কনডেন্সড় মিল্কের মতো মনে হয়।"

"সাবি নিজের শরীরের ফোঁড়াও খায়।"

"তুমি কখনও কমলার মাথাটা দেখেছো?

"সে বানরের মতো দেখতে।"

BanglaBook.org

আর মেয়েরা মিঃ বিশ্বাসের কাছে আকুতি জানালো অন্যত্র চলে যাবার জন্য।

সে যেরকমটি চাইতো সেরকমই একটা জায়গা খুঁজে পেলো। বিচ্ছিন্ন, অব্যবহৃত আর সম্ভাবনাময়। সেটা এস্টেটের বাড়ির খুব কাছেই ছিল, যাওয়ার পথে পরতো। বাড়িটা তৈরী শুরু হলো, আশীর্বাদ ছাড়াই, সমাপ্ত হলো এক মাসেরও কম সময়ে। এটার ধরণটা গ্রীনভেইলের বাড়ির মতোই। ত্রিনিদাদের হাজার হাজার গ্রামীন বাড়ি-ঘরের মতোই। এটার একটা বারান্দা, দুটো শোবার ঘর আর একটা ড্রইংরুম ছিল। বাড়িটা লম্বা-লম্বা পিলারের উপর দাড়ানো। এস্টেটের গাছ থেকে কাঠ পাওয়া গেল। তাকে শুধু চাঁছা-ছোলা করবার পয়সা খরচ করতে হয়েছিল। সে ছাঁদের জন্য ঢেউখিলানো লোহা কিনলো। সাদা-কাঁচ আর ঘোলা-কাঁচ কিনলো জানালার জন্যে। রঙিন কাঁচ ড্রইংরুমের দরজার জন্যে আর পিলারের জন্যে সিমেন্ট।

বাড়িটা যে গতিতে সমাপ্ত হলো তাতে মিঃ বিশ্বাস অবাকই হলো। নির্মাণকারীরা তাকে কোন সুযোগই দেয়নি। কাজ থামিয়ে দেবার শেষে মিঃ বিশ্বাস দেখলো যে তার সঞ্চয় নিঃশেষ হয়েছে। সে খুব অস্বস্তিতে পড়লো। তার পারিপার্শ্বিকতা বদলে গেলেও লক্ষ্যটা ঠিকই থাকলো। তবে সেটা উচ্চাকাঙ্খি আর অর্থহীন মনে হলো। সে তার বাড়িটা একটা বন্ধুর জায়গায় তৈরী করছে। শামাকে এক মাইল হেটে গ্রামের বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতে হতো, পানি আনা হতো পাহাড়ের নিকট একটা ঝরণা থেকে, সেটা ছিল কোকোয়া বনের মধ্যে। আর পরিবহনের সমস্যা ছিল প্রকট। তাকে প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে যেতে হতো দীর্ঘ পথ। সে যদিও তুলসিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবুও তার ছেলে-মেয়েরা ঐ পরিবারের গাড়িতে করেই স্কুলে যেতো। একটা খাট কেনার পর মিঃ বিশ্বাসের সব টাকাই ফুরালো। বাড়িটা রঙ করা হয়নি।

শামা, চিন্তার সাথে ঝগড়ার পর ঠিক করলো বাড়িটা রঙ করবে। চিন্তা শামাদের অন্যত্র চলে যাওয়াটা পছন্দ করেনি। সে চায় বাড়িটার কাজ যেনো শেষ না হয়। বাচ্চারা পোর্ট অব স্পেনে চলে যেতে আগ্রহী। তারা মিঃ বিশ্বাসকে দোষ দিতো যে সে খুব বেশী চেষ্টা করে না। নতুন বাড়িটা তাদেরকে বন্দী করে রাখে, নিঃশব্দে, জঙ্গলে।

তাদের কোন মজাই ছিল না, কোন সিনেমা নেই, হাটা-চলা নেই, এমনকি খেলা-ধূলাও নেই। বাড়িটার চারপাশ থেকে তখনও সাপের গন্ধ আসে।

একদিন শামা রান্নাঘরে গুণগুণ ক'রে গান গাইছিল তখন আনন্দ এক বান্ডিল চিঠি নিয়ে ব্যস্ত। এনভেলপের স্টাম্প ইংরেজীতে আর সেটাতে ছাপ মারা জর্জ ভি। একটা এনভেলপ থেকে ছোট্ট বাদামী রঙের ছবি পড়ে গেল। একটা ইংলিশ মেম সাহেবের, কুকুর আর অস্পষ্ট এক্স সাহেব জানালায়। আনন্দ ড্রয়ারটা বন্ধ করে চলে গেল।

সেই সন্ধ্যায় শামা তার ড্রয়ারটা খুলে দেখতে পেলো। "চোর!"

সে বলল। "এই বাড়িতে চোর এসেছে।"

BanglaBook.org

বাচ্চারা জমিটাতে আগুন ধরে গেলে সেটাকে একটা উৎসব মনে ক'রে উদ্‌যাপন করলো। সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আগে এই আনন্দ দান করেছিল। আর এখন

তাদের বাড়ির নিকটেই আগুন, নিজেদের কাছেই। সেটা কোন জমি, বাড়িঘর পোড়ার ব্যাপার ছিল না, কোন ডাক্তার, নার্স, এ্যাম্বুলেন্সও ছিল না। বয়স্কাউটও না।

মিঃ বিশ্বাস কিছু কাজ করলো যা বাচ্চারা মোটেই আস্থায় নিলো না। সে একটা পরিখা খনন ক'রে সেখানে ছোট্ট একটা খড়ের বাসা তৈরী করে তাতে আগুন লাগালো সেই আগুনের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল।

"ঠিক আছে," সে বলল, সে পাহাড় থেকে নেমে এসে আগুনের কাছে এলো। "ঠিক আছে। আগুন খুব মজার জিনিস। তোমরা ভেবেছো এটা থেমে গেছে, আসলে মাটির নীচে সেটা নরকের মতোই জ্বলছে।"

ধোঁয়াগুলো মিইয়ে গেল।

"এটা তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'রে মাটির নীচে চলে গেছে," সাবি বলল।

"আমি জানি না," পায়ের পাতার উপর পা ঘষে-ঘষে সে বলল। "সম্ভবত এটা বেশী সবুজ ছিল। সম্ভবত আমাদের পরের সপ্তাহের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।"

আনন্দ বসে ছিল, শর্টহিল থেকে পোর্ট অব স্পেনে যাওয়ার পথে প্রচন্ড ভীড় আর নড়-বড়ে একটা বাসে। কিছু একটা ভুল হয়েছিল। লোকজন তার দিকে তাকিয়ে ফিস্-ফাস্ করছিল। বাসটা নতুন একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো ময়না আর কমলা তার কাছে এসে দাড়ালো।

আর সাবি তাকে ধাক্কা দিচ্ছিলো।

"আগুণ।" সাবি বলল।

"কয়টা বাজে এখন?"

"দুইটা অথবা তিনটা। উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি।"

জানালা দিয়ে সে দেখলো পাহাড়টা লাল হয়ে গেছে, আর জায়গাটাও।

"বাবা? মা?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"বাইরে। আমাদেরকে বড়-বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বলতে হবে।"

বাড়িটাও লাল দেখাচ্ছিলো। উত্তাপের কারণে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

আনন্দ পাহাড়ের উপর দু'টো পুই গাছ দেখলো। কালো হয়ে গেছে, পাতা-শুন্য হয়ে আছে।

খুব দ্রুত সে জামা-কাপড় পড়ে নিলো।

"আমাদের ছেড়ে যেয়োনা," ময়না বলল।

সে শুনতে পেলো মিঃ বিশ্বাস বাইরে চিৎকার করছে। "পেছনে চলে যাও। রান্না-ঘরের পেছনে। বাড়ি নিরাপদ। এর চারপাশে কোন ঝোপ-ঝাড় নেই। রান্না-ঘরের পেছনে চলে যাও।"

"সাবি।" শামা ডাকলো। "আনন্দ ওঠো?"

"আমাদের ছেড়ে যেয়োনা," কমলা চিৎকার করে বলল।

চারজন ছেলে-পুলের সবাই বাড়িটা ছেড়ে রাস্তায় এসে গেল। পাহাড়টার নীচে এসে ঘন অন্ধকার দেখে তারা অবাক হলো। পথে আর রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে কোন আগুন নেই। ময়না এবং কমলা কাঁদতে শুরু করলো। অন্ধকারে তারা, আগুন তাদের পেছনে।

BanglaBook.org

"বাদ দাও", শামা ডাকলো "তাড়াতাড়ি করো।"

সাবি আর আনন্দ অন্ধকারে কিছু না দেখেই আন্দাজে পথ খুঁজে-খুঁজে এগোলো।

"তুমি আমার হাত ধরতে পারো," আনন্দ বলল।

তারা হাত ধরে পাহাড়ের নীচে নেমে এলো। গাছ পালায় অন্ধকার আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠলো। অন্ধকার ছিল খুব ভারি যেনো এমন একটা টুপি তারা পড়েছে যেটা তাদের চোখ ঢেকে দিচ্ছে। তারা তাকাতে পারছিল না।

"বলো *রাম-রাম,*" সাবি বলল। "এতে সব কিছু দূর হয়ে যাবে।"

তারা বলল *রাম - রাম।*

"এটার জন্যে বাবাই দায়ী," সাবি হঠাৎ করেই বলল।

বারবার *রাম-রাম* বলায় তাদের কিছুটা স্বস্তি হলো। তারা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা নারকেলের -সাঁকোতে এসে পৌছালো। সেখান থেকে মিসেস তুলসির ঘরটা দেখ যায়। যথারীতি, রাতে সেখানে একটা প্রদ্বীপ জ্বলছে। তারা সাবধানে সাঁকোটা পার হলো। এই সময়ে তারা গোবিন্দের ও টাটলের গাছ কাটার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো। তারা গন্ধ শুকলো, সাপের জন্য সতর্ক হয়ে গেল।

তারা খুব জোড়ে-জোড়ে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো। তারা বলতে পারলো না সেটা কোথেকে আসছে। তারা *রাম-রাম* বলা বন্ধ করলো একটু কাছে এসে পড়লে তারা কংক্রিটের সিঁড়িটা দিয়ে দৌড় দিলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজটা তাদের অনুসরণ করলো।

আনন্দ বাম দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে ক্রিকেট মাঠে খচ্ছরটা দাড়িয়ে আছে।

তারা বাড়িটাতে ঢুকে দরজায় আঘাত করলো, জানালায় টোকা দিলো। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পেলো না। তারা জোড়ে-জোড়ে কড়া নাড়লো। এরপর তারা একটা কণ্ঠ শুনতে পেলো : নীচু আর সর্তক মূলক একজন খালা আরেকজন খালাকে ফিস্-ফিস্ ক'রে বলছে। মিসেস তুলসি সুশীলাকে ডাকছে।

আনন্দ চিৎকার ক'রে ডাকলো "খালা!"

কণ্ঠস্বরগুলো ছিল নীরব। তারপর আবার তারা ডাকলো; এবার খুবই জোড়ে। আনন্দ জানালায় আঘাত করলো।

একটা নারী কণ্ঠ বলল, "দুজন বাচ্চা ছেলে!"

সেখানে একটা বিস্ময় তৈরী হলো।

মিসেস তুলসি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, হিন্দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। দরজা খোলা হলো। সুশীলা, অসুস্থ-ঘরের বিধবা, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পটু, মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আহারে, বাছা আমার, তোমাদের জন্য কি করতে পারি?"

"আগুন!" আনন্দ চিৎকার ক'রে বলল।

"আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে।"

এ সংবাদটি যেন মৃদু-চাপা আনন্দের জন্ম দিলো বাড়িটাতে। "সত্যি", চিন্তা বলল, যেন সে খুব খুশী হয়েছে,

"কি বোকারে বাবা, জানে না যে ঐ জায়গায় রাতে আগুন লাগালে কি ধরণের সমস্যা হতে পারে?"

BanglaBook.org

সব জায়গায় বাতি জ্বালানো হলো। বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে গেল। মিসেস টাটল সব শুনে বলল, "মাথাটা কিছু একটা দিয়ে মুছে নাও। এসব কুয়াশা মোটেই ভালো জিনিস না।"

বাচ্চারা চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো, "মোহন আঙ্কেলের বাড়িতে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে।"

কোন কোন অতিরোমাঞ্চ ব্যক্তি বলতে লাগলো যে, আগুনটা বাড়ি থেকে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লে এই তুলসি বাড়িটাও রেহাই পাবে না।

আগুনের পরিভ্রমণটা ছিল একটা শিক্ষা সফরের মতো। তুলসি বাড়িতে উৎসবের মতো আবহ তৈরী হলো। কাটা-কাটি, পরিষ্কার করা, মারা-মারি। যেন সেটা এক উৎসব অনুষ্ঠান। শামা, দ্বিতীয় বারের মতো তুলসি বাড়িতে আতিথেয়তা পেলো। রান্না-ঘরে কফি বানালো। যা কেউ স্পর্শ করলো না। আর মিঃ বিশ্বাস সব শত্রুতা ও অতীতের তিক্ততা ভুলে সবাইকে জোড়ে-জোড়ে বার-বার বলতে লাগলো, "ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে।"

সকাল হলে বাড়িটা দৃশ্যমান হলো। তখনও লাল আর পোড়া, ধোয়া উঠছে। গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসে দেখতে লাগলো। তারা নিশ্চিত হবার জন্যে এসেছে যে তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের গ্রামটা বর্বরদের দখলে চলে গিয়েছিল।

"কাঠকয়লা। কাঠকয়লা," মিঃ বিশ্বাস তাদের বলল। "কি কাঠকয়লা চাই?"

কয়েক দিন ধরে উপত্যকাটি ছাইয়ে ভরে যেতো, যখনই বাতাসের ঝাপটা আসতো।

"মাটির জন্যে ভালো জিনিস," মিঃ বিশ্বাস বলল। "খুব ভালো রকমের সার।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Among The Readers And Learners

পাঠক আর শিক্ষার্থীর মাঝে

সে শুধু শর্টহিলের বাড়িটা ছেড়ে যায়নি, তাকে এখান থেকে মুক্ত হতে হয়েছে। তাই হয়েছিল, যান-ব্যাবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাস চলাচল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, স্পোর্টস কারও এর পূর্বসূরীর মতোই খুব বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল তাই ওটা বিক্রি করে দেয়া হলো। আর ঠিক ঐ সময়ই মিসেস তুলসির পোর্ট অব স্পেনের বাড়িটা খালি হয়ে গিয়েছিল। এর দু'টো রুমে থাকার জন্য মিঃ বিশ্বাসকে অফার দেয়া হলে সে সাদরে মেনে নিলো।

সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলো। পোর্ট অব স্পেনে বাড়ি-সমস্যা দিন-দিন প্রকট হচ্ছিল। কারণ অন্যান্য দ্বীপ-অঞ্চল থেকে লোকজন কাজের সন্ধানে এখানে আসছিল, শহরের পূর্বাঞ্চলে বস্তি এলাকা বেড়ে যাচ্ছিল।

শর্টহিলের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হলো তার, পোর্ট অব স্পেনে চলে এলো সে। শর্টহিলে সে মাত্র দু'টো আসবাবের মালিক হয়েছে, চারপেয়ে খাট আর থিওফিলের বুককেস। আর পোর্ট অব স্পেনে সে যখন এলো, সে একা এলো না।

টাটলরা এলো। গোবিন্দ, চিন্তা আর ওদের ছেলে-মেয়েরা এলো, আর এলো বাসদাই নামে একজন বিধবা। বেশীর ভাগ ঘর টাটলরাই দখল করলো। ওরা দখল করলো ড্রয়িংরুম, ডাইনিং-রুম, বেডরুম, রান্নাঘর, বাথরুম সব কিছু, ওরা সামনের এবং পেছনের বারান্দার উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো। গোবিন্দ আর চিন্তা শুধু একটা ঘর পেলো। বিধবা বাসদাই উঠানের ঐপাশে সার্ভেন্ট রুমে থাকতো।

সামনের বারান্দা দিয়ে মিঃ বিশ্বাসের দু'টো ঘরে প্রবেশ করা যায় যেটা ছিল টাটলদের রাজত্ব। প্রথম প্রথম মিঃ বিশ্বাস ভেতরের ঘরে, ড্রয়িংরুম থেকে আলো আর হৈ-চৈ এর শব্দ আসতো বলে সে সামনের ঘরের স্থান পরিবর্তন করে। ওখানে শামা আর ছেলে-মেয়েরা ভেতরের ঘরে যাওয়া-আসা করতো। শামা চিন্তার মতোই বাড়ির নীচের দিকটাতে রান্না করতো। তাই বিশ্বাস যখন খাবার বা তার স্টমাক পাউডারের জন্য শামাকে ডাকতো তখন তাকে সিঁড়ির ধাপে পৌঁছে চেঁচাতে হতো যেটা রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

বাড়িটা কখনোই শান্ত হতো না। ব্যাপারটা আরও অসহ্য হয়ে উঠলো যখন ডব্লু, সি, টাটল একটা গ্রামোফোন কিনলো। একটা রেকর্ডই সে বরাবর বাজাতো। গানের সাথে সাথে ডব্লু, সি, টাটল শিষ দিতো, গাইতো, তবলা পেটাতো। তাই যখনই গানটা

BanglaBook.org

বাজতো মিঃ বিশ্বাস বাধ্য হয়েই ওটা শুনতো, অপেক্ষা করতো টাটল সাহেবের গানের সাথে বিচিত্র সুরে তাল মেলানো দেখার জন্য।

গোবিন্দ আর টাটল সাহেবের মধ্যে একটা সংঘাতও তৈরী হতে লাগলো। তারা উভয়েই বাড়ির পাশের গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করতো। প্রতি সকালেই এই নিয়ে তাদের ঝগড়া বাঁধতো এমনকি দু'জন কারও সাথে কোন কথা না বলেই। টাটল সাহেব তার স্ত্রীকে বলতো যে তার ভগ্নীপতিরা সবাই মূর্খ।

গোবিন্দ নালিশ জানাতো চিন্তাকে। বোনেরা নিজেদের মধ্যেও বিবাদে লিপ্ত হতো।

কঠোর ব্রাহ্মন্যবাদ স্বত্ত্বেও ডব্লু, সি, টাটলের ঘরে সব ধরনের আধুনিক জিনিস-পত্র ছিল। গ্রামোফোন ছাড়াও একটা রেডিও, মরিস স্যুট, বেশ কয়েকটা সুন্দর টেবিল ইত্যাদি ছিল তার। সবার মাঝে সাড়া পড়ে যায় যখন সে একটা চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট টর্চ হাতে ধরা নগ্ন-নারীমূর্তি কিনে আনে। ওটা দেখতে গিয়ে একদিন ময়না টর্চ ধরা হাতটা ভেঙ্গে ফেলে। ফলে টাটলরা ওদের সামনের দিকটা আবার বন্ধ করে দিলো। আর ময়নাকেও চাবুকপেটা করা হলো। বিশ্বাসদের সাথে টাটলদের সম্পর্ক শীতলতা দেখা দিলো। এরই মাঝে শামা পাশের রাস্তার দোকান থেকে একটা গ্লাস ক্যাবিনেট অর্ডার দিলো।

গ্লাস ক্যাবিনেট এলো।

চিন্তা ওর ছেলে-মেয়েদের চেঁচিয়ে বলল, "বিদ্যাধর, শিবধর! সামনের দরজা থেকে সরে যাও। আমি চাই না তোমরা অন্যের জিনিস ভেঙ্গে ফেলো আর তারা বলবে যে আমি ঈর্ষা করে এটা করেছি।"

সেই বিলাসবহুল ক্যাবিনেটটা সিঁড়ির ধাপে তোলা হলে গ্লাসের দরোজা ছিটকে খুলে গেলো এবং সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেলো। ঈর্ষান্বিত টাটলরা ড্রয়িংরুম দরজা দিয়ে এটা দেখলো।

মিঃ বিশ্বাস সেই সন্ধ্যায় বলল, "উফ্, শামা, গ্লাস ক্যাবিনেট চলে এসেছে। এখন তোমার কাজ হচ্ছে এটার ভেতরে জিনিসপত্র তুলে রাখা।"

এর একটা তাকে জাপানি কফি-সেটটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হলো, এর অন্য তাকগুলো শুন্যই পড়ে রইলো। ফলে এটা একটা হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হলো যার জন্য শামা বেশ কয়েক মাস ঋণী থাকতে হয়েছিল। মিঃ বিশ্বাস বললো, "শামা সোনা, আমাদের এখন এই ঘর দু'টোতে যা'দরকার তা'হলো আরেকটা বিছানা।"

বাড়ির জনসংখ্যা আরও বাড়লো। সার্ভেন্ট রুমে থাকা বিধবা বাসদাই সিদ্ধান্ত নিলো শর্টহিল থেকে আসা বোর্ডারদের ভাড়া দেয়ার। বিধবা মহিলারা সবাই তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে চাইলো যেমনটা তাদের বলেছিল আওয়াদ আর শেখর যে শিক্ষাই ওদেরকে রক্ষণাবেক্ষন করতে পারবে। শর্টহিলের ইনফ্যান্ট স্কুলে পড়াশুনা শেষ হলে বাসদাই ওর ছেলে-মেয়েদের পোর্ট অব স্পেনে পাঠিয়ে দিলো।

ওর ছোট্ট সার্ভেন্টরুমে টিনের পার্টিশন দিয়ে একটা বাড়তি ঘর বানিয়ে সে ওখানে রান্না করতো। বোর্ডাররা সার্ভেন্টরুমের সিঁড়িতে, উঠোনে, খাওয়া-দাওয়া করতো। মেয়েরা বাসদাইয়ের সঙ্গে ঘুমাতো আর ছেলেরা গোবিন্দের ছেলে-মেয়েদের সাথে ঘুমাতো।

BanglaBook.org

কখনো কখনো বাড়ির হৈ-চৈ থেকে দুরে রাখার জন্য বিশ্বাস তার ছেলে আনন্দকে নিয়ে রাতের বেলা হেঁটে চলে যেত দূরে পোর্ট অব স্পেনে। বলতো, "এখানকার রাস্তাটা বাড়ির চাইতে বেশী পরিষ্কার। স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকে একবার আসতে বললেই খবর হয়ে যাবে। সবাইকে জেলে ভরবে।"

বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বোর্ডার এবং বাড়িওয়ালা এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, আবার পারিবারিকভাবেও ছোট ছোট উপাদনে বিভক্ত হলো। বোর্ডারদের ছেলে-মেয়েদের বেত মারার অধিকার ছিল বাসদাই এর। প্রতি সন্ধ্যায় সে ওদের বেত মারতো আর বলতো, "পড়ো, জ্ঞানার্জন করো।"

প্রতিদিন সকালে পরিষ্কারভাবে চুল আঁচড়ে শার্ট পড়ে মিঃ বিশ্বাস এই নরক ছেড়ে সাইকেল চালিয়ে *সেন্‌টিনেল* এর সুপ্রশস্ত পরিচ্ছন্ন অফিসে চলে যায়।

সে শামাকে যখন বলে, "গহ্বর! তোমার পরিবার আমাকে এখানে এনেছে, এই গর্তে", এই কথাগুলো একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এই গহ্বরটা কোন স্বর্গ নয়। বিশ্বাসের বদ্‌হজম উত্তরোত্তর বাড়ছিল। তার ছেলে-মেয়রাও জর্জরিত হচ্ছিল রোগ ব্যধিতে। ছবির চর্মরোগ দেখা দিয়েছে, আনন্দ শিকার হয়েছে অ্যাজমার।

তার দায়িত্ব এবং বরখাস্ত হওয়ার ভয় থাকা স্বত্ত্বেও অফিসটা এখন তার স্বর্গ মনে হয় যেখানে সে প্রতিদিন সকালে পালিয়ে আসে। শুধুমাত্র দুপুর বেলা বাড়িতে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা স্কুলে থাকে এবং গোবিন্দ ও ডব্লু, সি, টাটল কাজে চলে যায়। তখন বাড়িটা সহ্য সীমার মধ্যে থাকে। দুপুরে সে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন বিরতিতে বাড়িতে কাটায় এবং বাকীটা সন্ধ্যা অফিসে থাকে।

এই এখন সে তার ছেলে-মেয়দের সাথে তার শৈশবের গল্প বলতে শুরু করেছে। তাদের ছোট্ট কুঁড়েঘর, বাগানে মাটি খুঁড়তে থাকা ঐ লোকটা, জমিতে আবিষ্কৃত তেল সম্পর্কে সে ওদের বলে। তার বাবা মারা না গেলে কি ভাগ্য হতো তাদের, ভাইদের মতো ক্ষেতে চাষ করলে কি হতো, প্যাগোটে না গেলে সে স্বাক্ষর করতে পারতো না, হনুমান হাউজে যেতো না, বিয়ে করতো না। এই এতগুলো বিষয় যদি না ঘটতো।

সে তার বাবা, মা, তুলসিদেরকে, শামাকে দায়ী করতো। এই অভিযোগ তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতো। *সেন্‌টিনেল*কে দায়ি করতে গিয়ে সে শামাকে আক্রমন করে চলতো সে অন্য যেকোন চাকুরীর জন্য চোখ খোলা রেখেছে, সেটা যদি আমেরিকানদের সঙ্গে শ্রমিকের কাজ হয় তা'ও।

শামা বলতো," শ্রমিক! আমি দেখবো তুমি কতদিন তোমার পেশীর জোর দেখাতে পারো।"

একথায় সে হয় রেগে যেত, নয়তো একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে শুয়ে থাকতো চুপচাপ। মিঃ বিশ্বাস তার সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করা নিয়ে অহংবোধ করতো, ছেলে-মেয়েদেরকে বলতো যে সে ওদের জন্য কিছু রেখে না গেলেও সুশিক্ষা আর প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে ওদের।

কথাগুলো বলেছিল এমনই এক মূহুর্তে যখন আনন্দ বলে ওদের স্কুলে নতুন ধরণের চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হচ্ছে ওরা যে, ওদের কার বাবা কি কাজ করে। একটা আমেরিকান পত্রিকায় আনন্দ পড়েছিল যে 'সাংবাদিক' শব্দটা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন, তাই ও বলেছিল

BanglaBook.org

ওর বাবা একজন 'রিপোর্টার'। গোবিন্দের ছেলে বিদ্যাধর জানায় যে ওর বাবা আমেরিকানদের হয়ে কাজ করে। আনন্দ বলে, সবাই আজকাল বলাবলি করে বিদ্যাধর কেন বলেনি ওর বাবা একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল?"

মিঃ বিশ্বাস হাসলো না। গোবিন্দের ছয়টা সুট আছে, সে টাকা বানাচ্ছিল, শীঘ্রই গোবিন্দের একটা নিজস্ব বাড়ি হবে। বিদ্যাধরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর আনন্দের জন্য কি অপেক্ষা করছে? কেরাণীগিরি করা, নির্ভরতা, অবমাননা আর কূট-কাচালির শিকার হওয়া।

এর কিছুদিন পর স্কুলে আরেকটা নতুন কুইজ চালু হয়, ছেলেরা ওদের বাবা-মাকে কি বলে সম্বোধন করে। আনন্দ নিজেকে হেয় করার জন্য মিথ্যে করে বলে, 'বাপ আর মা," এবং সবার উপহাসের পাত্র হয়। অন্যদিকে বিদ্যাধর জানায় সে ড্যাডি এবং মাম্মি বলে সম্বোধন করে।

মিঃ বিশ্বাস জানতো যে যত কথাই বলুক না কেন সে তার *সেন্‌টিনেল* এর চাকরী ছাড়তে পারবে না। তার ট্যাক্সী-ড্রাইভার হওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব, শ্রমিকের পেশী নেই, এছাড়া সে চাকরীটা হারাবার ভয় করে।

সেন্‌টিনেল পত্রিকার সার্কুলেশন কমে গিয়ে 'গার্ডিয়ান' এর জয়-জয়কার দেখা দিলে তারা 'গার্ডিয়ানের,' নিঃস্বদের তহবিল এর বিপরীতে তেরী করে অভাবীদের তহবিল। কিন্তু গার্ডিয়ান এর তহবিলটা শুধুমাত্র ক্রিসমাস কেন্দ্রিক হলেও *সেন্‌টিনেল* এরটা স্থায়ী রূপ নেয়।

মিঃ বিশ্বাস তদন্তকারী হিসেবে অভাবীদের দরখাস্ত পড়ে সত্যিকারের নিঃস্ব ব্যক্তি খুঁজে বের করতো।

তদন্তকারী হিসেবে সে নিঃস্ব ব্যক্তিদের কাছ থেকে সম্মান পেতো। তবে কখনো কখনো ওরা মিঃ বিশ্বাসের দ্বারা উপেক্ষিত হলে মুখ কালো করে ফেলতো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে অস্বীকার করতো। মাঝে-মাঝে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো।

অন্য বিপদও ছিল। মাঝে-মাঝে বিশালদেহী নিগ্রোরা ওর কাছে পয়সা চাইতো। ওদের এড়াতে পকেট থেকে পয়সা ছুড়ে দিয়ে পরে খরচবাবদ *সেন্‌টিনেল* এর কাছ থেকে উসুল করতো।

আরেকবার, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এক বাড়িতে লেসের পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে এক মোটা-সোটা মহিলাকে দেখতে পায় সে। তার মোটা ঠোঁট জোড়া বিশ্রীভাবে রঙ করা, কালো-কালো গালে রোজ দেয়া। সে বলল, "তুমি পত্রিকা থেকে এসেছো?" তারপর কঠোরভাবে বলল, "কিছু টাকা-পয়সা দাও।" সে একটা পয়সা দিলো তাকে। মহিলা নিরাশ হয়ে পয়সাটা দেখে ওতে চুমু খেলো। মিঃ বিশ্বাস যাওয়ার উপক্রম করলে মহিলা বলল, "আমার টাকা কোথায়?" তারপর দরজা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে করতে চিৎকার করতে লাগলো, "এই লোকটা আমাকে এখানে পর্দার ওপাশে । এখন টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছে।" সে উঠানে অবস্থানরত অন্যান্য মহিলা ও বাচ্চাদের নিকট নালিশ করতে লাগলো। আর মিঃ বিশ্বাস অনুভব করলো যে তার পোষাক, চুল এবং দিনের ঐ নির্দিষ্ট সময় – সব কিছু, অভিযোগটাকে আরো শক্ত করেছে।

BanglaBook.org

সেন্‌টিনেল এর কর্তৃপক্ষ তার কাজ নিয়ে কোন মন্তব্য করে না, নাক ও গলায় না। আর এই কাজটাকে প্রথম প্রথম সে ক্ষতিকারক মনে করলেও এখন এটি তাকে দায়িত্ব আর ক্ষমতার অধিকারী করেছে। বাই-লাইনে তার নাম যায় এভাবে "বিশেষ তদন্তকর্তা" এর ফলে আনন্দ স্কুলে বিশেষ মর্যাদা পায়। আর প্রথমবারের মতো সে ঘুষের প্রস্তাব পায়। এটি *স্ট্যাটাসের* প্রতীক। কারও কাছ থেকে সে কিছু গ্রহণ না করলেও এক নিগ্রোর কাছ থেকে একটা ডাইনিং টেবিল পায়।

ডাইনিং টেবিল ঘরে ঢোকানোর পর আরও ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে। শামার গ্লাস কেবিনেটটা ভেতরের রুমে রেখে সেই জায়গায় রাখা হয় ওটাকে খাটের সাথে সমান্তরাল ভাবে। এর ফলে জানালাটা খোলা রাখতে হয় সর্বক্ষণ। বৃষ্টি এলে ওটা দ্রুত সরিয়ে জানালা বন্ধ করতে পারে না শামা। তাই জানালার কাছে টেবিলের একটা অংশের রঙ ধূসর হয়ে গেছে। মিঃ বিশ্বাস বলে, "এই প্রথম এই শেষ আমার ডাইনিং টেবিল কেনা।"

এক সন্ধ্যায় খাটে শুয়ে শুয়ে সে বই পড়ছিল বাড়ির হৈ-চৈ, হট্টগোল এড়ানোর জন্য। সেই সময় ঘরে এসে কেউ দাঁড়ালো তার আলোটাকে আড়াল করে। শামা এসেছে। সে খুব উত্তেজিত স্বরে বলল, "জলদি পোষাক পরে নাও। কয়েকজন লোক তোমকে দেখতে এসেছে।"

কয়েক মূহুর্ত সে আহতবোধ করলো। সে তার ঠিকানা গোপন রেখেছিল, তবে তদন্তকর্তা হবার পর সে অনেক সহায় সম্বলহীনদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছিল।

মাথাটা ঘুরিয়ে সে দেখলো শামা হাসছে। তার চেহারায় আত্মতৃপ্তি। সে জানতে চাইলো, "*কে?*" বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। টেবিল আর খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে জুতা খোঁজা তার পক্ষে অসম্ভব।

শামা বলল, ওরা শর্টহিলের বিধবা মহিলারা।

সে হাঁফ ছাড়লো। "বাইরে ওদের সাথে দেখা করতে পারতাম না?"

"ব্যক্তিগত বিষয়।'

"কিন্তু এখানে আমি ওদের সাথে কিভাবে দেখা করি।"

এটা একটা সমস্যাই বটে। এই সঙ্কীর্ণ জায়গায় ওরা কিভাবে দাঁড়াবে। সে বালিশের উপর থেকে তোয়ালেটা নিয়ে গায়ে জড়ালো।

শামা বাইরে গিয়ে খবর দিলে পাঁচজন বিধবা একসাথে ঘরে ঢুকলো।

মিঃ বিশ্বাস হাত দুটো নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো, "আপনাদের বসতে দিতে পারছি না। টেবিল ছাড়া বসবার কোন জায়গা নেই।"

বিধবারা কেউই হাসলো না। মিঃ বিশ্বাসও হাত নাড়ানো বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। শুধু মাত্র শামাই দৃষ্টি কটু নোংরা কাপড় পড়ে হেসে গেল।

সবচেয়ে বায়োজ্যেষ্ঠা বিধবা সুশীলা খাটের পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "ওরা কি নিঃস্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না?"

খুব বিনয়ের সাথে বলল সে।

মিঃ বিশ্বাস বিব্রতবোধ করলো।

সুশীলা বলল, "অবশ্য সবাইকে না হলেও একজন হতে পারে না কি।"

BanglaBook.org

এটা অসম্ভব। ওরা নিঃস্ব হতে পারে। কিন্তু ওদের পোষাক-আষাক, গয়না। কিন্তু ওদের তখনই উপেক্ষা করতে পারে না। সে জিজ্ঞেস করে, "নামের কি হবে?"

ওদের নামের সাথে তুলসি উল্লেখ করা আছে. স্বামীর নামও বলতে হবে।

মিঃ বিশ্বাস চিন্তা করলো, "স্কুলে যে সন্তান আছে ওদের কি হবে?"

ওরা সেটাও ভেবেছে। সুশীলার কোন সন্তান নেই। ওর বোরখা, চোখের চশমা আর হাল্‌কা অলংকার খুব সহজেই লুকানো সম্ভব।

মিঃ বিশ্বার আর কোন আপত্তি উত্থাপন করার কিছু ভেবে পেলো না। সে তার হাত দু'টো ঘঁষতে লাগলো একটা আরেকটার সাথে।

মহিলারা তার দিকে অভিযোগের চোখে তাকাচ্ছিল। দীর্ঘ নীরবতার কারণে শামার হাসিও বিরক্তিতে রূপান্তরিত হলো।

মিঃ বিশ্বাস বাম হাতে চুট্‌কি বাজিয়ে বলল, "আমার চাকরী যাবে।"

সুশীলা বলল, "কিন্তু সেই সময়, যখন তুমি স্কারলেট পিম্‌পারনেল ছিলে তুমি তখন তোমার মা, ভাইদেরকে টোকেন দিয়েছিলে, ছেলে-পেলেদেরও।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ওটা ভিন্ন ব্যাপার, এজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।" পাঁচ বিধবা চুপ করে রইলো। ওদের চোখে শুন্য দৃষ্টি। মিঃ বিশ্বাস সেটা উপেক্ষা করে সিগারেট খেতে চাইলো।

সুশীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সাথে সাথে অন্যান্যরাও। তারপর একে একে সবাই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আমার চাকরী হারাবো, দুঃখিত।"

সে আসলেই দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু সে কেমন করে এমন কাউকে নিঃস্বদের তালিকাভুক্ত করে যারা তাদের মায়ের এস্টেটে বসবাস করে।

এর অল্পদিন পরেই মিঃ বিশ্বাসের কাছে আরেকটা অনুরোধ এলো যা ওকে বিরক্ত করেছিল। এটা অযোধার তাজ্য ভাই ভান্‌দাত এর কাছ থেকে। ভান্‌দাত এর ছেলে জগ্‌দাত এর কাছে সে শুনেছে যে ভান্‌দাত খুব দারিদ্রের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

মিঃ বিশ্বাস তার জন্য কিছুই করতে পারেনি। কারণ ওর ভাই একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলে।

শহরের কেন্দ্রে যে জায়গাটায় ঠিকানা দিয়েছে ভান্‌দাত, যে কেউ বিশ্বাস করবে যে সে কোকো আর চিনির ডিলার হিসেবে কাজ করে। স্প্যানিশ স্টাইলের বাড়ি ওটা, পুরনো বাড়ি। একটা প্যাসেজের ভেতর দিয়ে মিঃ বিশ্বাস ঢুকে দরজায় দাঁড়ালে শুনতে পেলো কেউ চেঁচিয়ে উঠলো, "মোহন।"

তার মনে হলো সে শৈশবে ফিরে গেছে। সেই দুর্বলতা আর লজ্জা ফিরে এলো।

জানালা-বিহীন ছোট্ট একটা ঘরে ঐ পাশের কর্ণারে রাখা বিছানা থেকে এই উৎফুল্ল ধ্বণি এসেছে। ভান্‌দাত ওর সরু হাত দু'টো বাড়িয়ে বলল, "আমার বাবা, মোহন। এসো।"

"কেমন আছেন, চাচা?"

ভানদাত মনে হলো শুনতে পায়নি। বলল,

BanglaBook.org

"এসো, এসো। তুমি ভাবতে পারো তুমি বড় হয়ে গেছো। কিন্তু আমার কাছে তুমি সেই ছোটটিই আছো। এসো, তোমাকে আদর করি।"

মিঃ বিশ্বাস চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ঘরটা।

"তুমি ঘর দেখছো, মোহন?"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমি জানি না। আমার মনে হয় এখানে আপনি ভালো আছেন। আপনার দেখা উচিত অনেক মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে। আমি কিভাবে আছি সেটাও আপনার দেখা উচিত।"

"আমি বুড়ো মানুষ, "ভান্‌দাত বলল। তার চোখ ভিঁজে গেছে।

"আচ্ছা তুমি লাক্স সাবান ব্যবহার করো কেন?"

"লাক্স! আমি তো পামোলিভ ব্যবহার করি। সবুজ রঙের।"

"আমি লাক্স সাবান ব্যবহার করি। কারণ সব ফিল্ম স্টাররা এটা ব্যবহার করে। আচ্ছা তুমি কেন ব্যবহার করো?"

আমি ব্যবহার করি, কারণ এটা এন্টিসেপটিক, সতেজ, সুগন্ধী ইত্যাদি।"

শব্দগুলো ভান্‌দাতের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। মিঃ বিশ্বাস এই প্রথম বুঝতে পারলো যে ভান্‌দাত কালা।

ভান্‌দাত চিৎকার করে বলল, "লিখে দাও, মোহন।"

বিশ্বাস কথাগুলো লিখলো।

ভান্‌দাত বলল, "মোহন, ক্রস ওয়ার্ড খেলার কি অবস্থা! একবার আমাকে জিততে দাও ---"

সেই সময় এক মহিলা চা নিয়ে এলে সে জবাব দেয়ার হাত থেকে রেহাই পেলো। চোখ বুজে চায়ে চুমুক দিয়ে সে ঐ মহিলাকে বলল, "ও এখন কত বড় হয়েছে। কিন্তু আমি ওকে জানি যখন ও এইটুকু ছিল।" বলে সে হাত দিয়ে উচ্চতা দেখালো।

চলে আসার সময় ভানদাত ওকে খেয়ে যাবার জন্য বলল। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস মাথা নাড়ালো। ভানদাত বলল, "চলে যাবার সময় আমাকে আবারও তোমায় আদর করতে দাও, মোহন।"

মিঃ বিশ্বাস হাসলো। সে পর্দার দিকে তাকালো ঐ মহিলাকে বিদায় জানাবার জন্য। বলল, "আমি দেখবো কি করা যায়। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি না কিছু।"

মহিলা মাথা ঝাঁকালো। মিঃ বিশ্বাস দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রবিবার দিনগুলোতে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের কলরব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। আর মিঃ বিশ্বাসও তার সন্তানদের নিয়ে আরো একবার প্যাগোডাতে যায় ঘুরতে। তবে ওখানে সে এখন খুব কম সময় কাটায়। জগ্‌দাতের সংগে মিঃ বিশ্বাসের একটা সহজ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে এখন। তারা আর ঝগড়া করে না, তারা কখনো বন্ধু হতে পারে না, তবে একজন আরেকজনকে দেখে খুশী হয়। তারা কেউ কারও কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে না। তবে মিঃ বিশ্বাস জগ্‌দাতের সঙ্গ পছন্দ করে। সে অযোধার নিয়ম-নীতিগুলো ভাঙতে চেষ্টা করে যেগুলো মিঃ বিশ্বাসের উপরও আরোপ করা আছে বলে মিঃ বিশ্বাস অনুধাবণ করেছে। যেমন ওরা বাড়ির বাইরে এসেই সিগারেট ধরায় যেটা অযোধা নিষিদ্ধ করেছে। মদ্যপান নিষিদ্ধ, রোববারে সব মদের দোকান বন্ধ থাকলেও জগ্‌দাত বিশেষ

BanglaBook.org

ব্যবস্থা করে নিয়েছে কিছু বিক্রেতার সঙ্গে। তাই ওরা ঐদিন মদ্যপান করে। ওরা দুজন হুইস্কি আর সোডা পান করে। এইসময় ওরা শুরুতে কোন কথা না বললেও এক সময় যার যার ব্যাপারে কথা বলতে থাকে। জগদাত ওর পরিবার নিয়ে কথা বলে, মিঃ বিশ্বাস কথা বলে *সেন্‌টিনেল* নিয়ে। এক রবিবার সকালে বিশ্বাস ওকে বলল ভানদাতের কাছে ওর আসার ব্যাপারে।

"ওহ্! ঐ বৃদ্ধটাকে তুমি দেখেছো, মোহন? কিভাবে টিকে আছে সে। বলো, সে কি তোমাকে ঐ রক্ত-চোষা বদ্‌মাসটার কথা কিছু বলেছে?"

এটা অযোধা। মিঃ বিশ্বাস গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লো।

"সে কেমন মানুষ তুমি দেখেছো, মোহন।

মিঃ বিশ্বাস আরেকটু হুইস্কি মুখে দিয়ে বলল, "সে বলেছে যে তোমরা কেউই তাকে দেখতে যাও না অথবা সামান্য সাহায্যও করো না।"

একটু থেমে জগ্‌দাত বলল, "কুকুরের বাচ্চাটা পড়ে আছে নরকে। ঐ বুড়োটা খুব স্মার্ট ভাবে বেঁচে আছে, তুমি জানো।"

এরপর থেকে জগ্‌দাত ভান্‌দাত সম্পর্কে আর কোন কথা বলেনি।

দুপুরে খাওয়ার সময় অযোধা তার ব্যাবসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলে। "ওরা আমাকে কন্ট্রাক্টটা পাইয়ে দিচ্ছে না, জানো মোহন। আমার মনে হয় এটা নিয়ে তোমার একটা আর্টিক্যাল লেখা উচিত, এসব লোকাল রোড বোর্ড কন্ট্রাক্ট সম্পর্কে"

তারপর মিঃ বিশ্বাস কখনো অযোধার ওখানে না গেলে ছেলে-মেয়েরা নিজেই যেত। তখন অসুস্থ *তারা* ওদের স্বাগত জানাতো। ঐ বাড়িতে দিন দিন ওরা অনধিকার প্রবেশকারী হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ওদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়। প্রায়ই ওরা অপমানিত হতে থাকে।

গার্ডিয়ান পত্রিকায় জয়ন্তিয়া খালার আহবানে আনন্দ একবার পোলিশ রিফুজিদের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করার দায়িত্ব নেয়। একটা নীল কার্ড সঙ্গে নিয়ে সে স্কুলের শিক্ষক, কেয়ারটেকার, দোকানি এবং এমন কি ডব্লু, সি, টাটলের কাছ থেকেও অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে। তারই ধারাবাহিকতায় এক রবিবার সকালে প্যাগোটে গিয়ে ও তার নীল কার্ডটা দেখায় অযোধাকে এবং সাহায্যের জন্য বলে।

অযোধা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, "তোমরাতো খুব হাস্যকর একটা পরিবার। বাবা অর্থ সংগ্রহ করছে নিঃস্বদের জন্য। তুমি করছো পোলিশ রিফুজিদের জন্য। তোমাদের জন্য সংগ্রহ করছে কে?"

তারপর বহুদিন আনন্দ আর অযোধার ওখানে যায়নি। সে আর পোলিশদের জন্য টাকা সংগ্রহ করেনি। কার্ড ছিঁড়ে ফেলেছিল। সংগৃহিত টাকাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং এর পর কয়েকমাস সে ভয়ে ভয়ে ছিল জয়ন্তিয়া খালা টাকাগুলোর হিসেবে চাইতে পারে ভেবে।

টাটলের গ্রামোফোনের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য গোবিন্দ আর চিন্তা রামায়ণ থেকে ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করে। টাটলরা কোন জবাব দেয় না। চিন্তা আরো জোশ নিয়ে গায়। গোবিন্দ কখনো কখনো গানের মাঝে তাল ঠুকে; রামায়ণ গায়কদের স্বাধীনতা আছে গানের মাঝে নিজস্ব ধ্বনি যোগ করার। যাহোক, কখনো কখনো সে

BanglaBook.org

গানের মাঝে মাঝে পার্টিশনের কাছে এসে অপমানকর বাক্য ছুঁড়ে মারে। গোবিন্দ এই বাড়ির জন্য আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির কাউকে সে পরোয়া করে না। কাউকে কাউকে লক্ষ্যবস্তু করে সে উপহাস করে, অপদস্থ করে। শামা, তার ছেলে-মেয়েদের সে অপমান করে, শামা সব সহ্য করে মুখ বুজে। সে বাসদাই এর পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের ভয় দেখায়, শারিরীক নির্যাতন করে। চিন্তার কাছে ব'লে কোন লাভ হতো না, সে এটা নিয়ে গর্ববোধ করতো। একবার গোবিন্দ কিভাবে মিঃ বিশ্বাসকে পিটিয়েছিল সেই গল্প ছেলে-মেয়েদের কাছে বলতো সে, আর ছেলে-মেয়েরা তা পড়ুয়া শিশুদের কাছে উল্লেখ ক'রে ভয় দেখাতো।

উপরের তলায় গোবিন্দ আর মিঃ বিশ্বাসের ঝগড়া নীচের তলায় তাদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো।

ছবি একদিন বলল, "আমার অবাক লাগে বাবা বাড়ি কিনছে না কেন।"

গোবিন্দের বড় মেয়ে জবাব দেয়, "কিছু কিছু মানুষ যদি যেখানে সেখানে টাকা পয়সা রাখতে পারতো তবে তারা রাজপ্রসাদে থাকতো।"

ছবি বলল, "কিছু কিছু মানুষের শুধু মুখ আর পেটই রয়েছে।"

"কারও কারও অন্তত পেটও আছে। অন্যদের সেটাও নেই।"

ছবি এই পরাজয় খুব বিশ্রীভাবে নেয়। উপরের তলার ঝগড়া থামতেই সে দৌড়ে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করে খাটে শুয়ে থাকে। সে নিজেকে অথবা তার বাবাকে কষ্ট দিতে চায় না। কি হয়েছে তার কিছুই সে বলে না তাকে। আর সেই একমাত্র ব্যক্তি যে ওকে স্বস্তি দেয়।

ডব্লু, সি, টাটলের সংগে মিঃ বিশ্বাসের কিছু ব্যাপারে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন তুলসি পরিবারে বিয়ে করে দু'জনেই মনে করে যে বর্বর পরিস্থিতিতে পড়েছে। টাটল নিজেকে ব্রাহ্মন সংস্কৃতির সর্বশেষ ধারক-বাহক মনে করে। তাছাড়া সে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো ভালো বিষয়গুলো ধারণ করে।

গ্রামোফোনের বিষয়টা ছাড়া তাদের উভয়ের মাঝে বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে ময়না ঐ টর্চ-বাহী মুর্তিটার হাত ভেঙ্গে ফেলার পর। তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে। টাটলের ছেলে-মেয়েরা যখন প্রকাশ করে যে ওদের বাবা একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি গ্রহণ করেছে তখন মিঃ বিশ্বাস ময়না আর কমলাকে বলে, "এ রকম একটা নিতে চাও? প্রতিমাসে ইন্স্যুরেন্স এর টাকা দিলে ওটা তোলার জন্য আর তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে না।"

তারপর শুরু হলো ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতা যখন মিঃ বিশ্বাস দু'টো ড্রয়িং কিনে এনে ওগুলো ফ্রেমে বাঁধাই করলো। শীঘ্রই ওর দুটো ঘর ছবি দিয়ে এমনভাবে ভরে গেল যেভাবে গ্রীনভেইলের ব্যারাকরুমে ধর্মীয় বাণী দিয়ে ভরে গিয়েছিল।

টাটল শুরু করলো ফটোগ্রাফ দিয়ে। ওর বিভিন্ন ধরণের ছবি, যেমন, ধুতি পরে খালিগায়ে ধ্যানমগ্ন, স্যুট-টাই পরিহিত, গোঁফ ছাড়া, গোঁফসমেত, গোঁফ-দাড়ি দুইই সমেত, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রুপ এবং একক ছবি। এগুলোর মাঝে বিলেতের নিসর্গ, মহাত্মা গান্ধীর ছবিও রয়েছে। এভাবেই টাটল সাহেব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একীভূত করলো।

BanglaBook.org

কিন্তু গোবিন্দকে এসব কিছুই স্পর্শ করতো না। সে একই রকম আক্রমনাত্মক, পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করতো যাতে ও অথবা মটর-গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কিন্তু এর বদলে ও নিরাপত্তা পদক পায় এবং পোর্ট অব স্পেনের মেয়রের সাথে করমর্দনের সুযোগ পায়।

এক সন্ধ্যায় বাড়িতে অনভিপ্রেত নীরবতা নামলো। পড়ুয়াদের কলরব, টাটল এর গ্রামোফোন থেমে গেছে। আর গোবিন্দের ঘর থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, ভাংচুরের শব্দ আসছিল।

আনন্দ দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিলো, বিদ্যাধরের ড্যাডি বিদ্যাধরের মাম্মীকে মারছে। পুরো বাড়ি শুনলো। যখন গোবিন্দের ঘরের শব্দ থেমে গেল আবার শুরু হলো কলরব, তৃপ্তির ধ্বনি গ্রামোফোন বাজলো, আনন্দের গান।

আর গোবিন্দ যতবার চিন্তাকে মারলো এটাই ঘটলো। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের ভীতি কেটে গেল এটা ভেবে যে গোবিন্দ কাউকে ছেড়ে দেয় না। আর অন্যরকম মর্যাদা পেলো, আগে যে ধরণের সম্মান সে পায় নি তাই পেতে লাগলো।

এক্সিবিশন ক্লাসে আনন্দ ছিল স্টার সেক্শনে। কঠিন নিয়মের মধ্যে চলতো সে। সকালে আধাঘন্টা প্রাইভেট পড়ে স্কুলে যেত, স্কুলে পড়ে আবার এক ঘন্টা প্রাইভেট পড়া। স্কুলের সব টিচারের কাছে সে প্রাইভেট পড়তো, হেড মাস্টারের কাছে পড়তো ডেইরী থেকে ফিরে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছ'টা বেজে যেত। তারপর বাড়িতে স্কুলের হোমওয়ার্ক শেষে প্রাইভেটের পড়া তৈরী করতো।

স্টার সেক্শনের সব ছেলে-মেয়েরা একই ভাবে প্রাইভেট পড়তো। ওদের মধ্যে কিছু সিরিয়াস ছেলে পড়া ছাড়া কোন কথাই বলতো না। তবে বেশীরভাগই আসন্ন ফুটবল সেশন নিয়ে গল্প করতো। এক সোমবার দুপুরের বিরতির সময় ফিল্ম নিয়ে গল্প শুরু হলো। দেখা গেল পোর্ট অব স্পেনের প্রত্যেক ছেলে-পেলেই লন্ডন থিয়েটারে প্রদর্শিত দু'টো ছবি দেখেছে জেসি জেম্‌সএবং দি রিটার্ন অব ফ্রাঙ্ক জেম্‌স

ওরা উৎফুল্ল স্বরে বলল, "কি সুন্দর ছবি দু'টো।"

আনন্দ ওর উল্টো মতামত দেয়ার জন্য খ্যাত, ও বলল, সে এসব নিয়ে পরোয়া করে না।

ছেলেরা ঘিরে ধরলো ওকে।

আনন্দ ছবিটি দেখেনি। সে আবারও একই কথা বলল। ছেলেরা ওর কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইলো ছবিটা সম্পর্কে, কারণ ওরা নিশ্চিত আনন্দ ছবিটা দেখেনি। ছেলেরা বলল,

"ঠিক আছে, তুমি বলো তাহলে যখন হেনরী ফন্ডা---------"

"আনন্দ বলল, "আমি হেনরী ফন্ডাকে পছন্দ করি না।"

"কি বলছো তুমি, ফন্ডাকে পছন্দ করো না।

যে কেউ ভাববে তুমি ফন্ডারের হাঁটা দেখোনি কখনো।"

"ঐ হাঁটা, বুড়োদের মতো।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, কি ঘটে যখন হেনরী ফন্ডা আর ব্রায়ান ডন লেভী ---"

"আমি একেও পছন্দ করি না।" আর তখনই ঘন্টা বাজলে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

BanglaBook.org

ঐদিন বাড়ি ফিরে আনন্দ ওর মার কাছে টাকা চাইলো। টিকেটের মূল্য পূর্ণ বয়স্কদের জন্য বারো সেন্ট আর বাচ্চাদের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় সেন্ট। মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আনন্দ রাত আটটায় রওনা দিলো। শো আরম্ভ হবে সাড়ে আটটায়। ওরা পাশের চাইনীজ ক্যাফেতে বসে কিছু খেয়ে নিলো। তারপর হলে গিয়ে টিকেট কাউন্টারে টিকেট চাইলো, "একটা ফুল এবং একটা হাফ টিকেট।" কাউন্টারের মহিলা জানালো, শুধুমাত্র ম্যাটিনিতে হাফ টিকেট। কাজেই মিঃ বিশ্বাস দুটো চাইলো। টাকা দিয়ে চলে আসার সময় মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো, "তুমি মাত্র এক শিলিং দিয়েছো।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "দুটো বারো সেন্ট ক'রে।"

"না, বিশ সেন্ট করে। আরো ষোল সেন্ট লাগবে।"

সে ভুলে গিয়েছিল যে শনি, রবি আর সোমবারে বিশ সেন্ট করে টিকেটের মূল্য থাকে। ফেরত দেবার সময় দু'টো টিকেট দিলে একটা টিকেট ছিঁড়ে যাওয়াতে সেটা রাখতে হলো তাকে।

মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে দেখতে যেতে বললে সে রাজী না হয়ে তার বাবাকেই বলল দেখবার জন্য। মিঃ বিশ্বাস রাজী হয়ে হলে ঢুকে পড়লো। তখন আনন্দ একা একা বাড়ি ফিরে এসে খাটে শুয়ে রইলো নিশ্চুপ।

শামা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাতেই চমকে উঠলো।

"তুমি তো আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, বাবা। তুমি থিয়েটারে যাও নি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমার মাথা ধরেছে।"

"তোমার বাবা?"

"ওখানে আছে।"

সামনের দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুললে ওরা দেখলো মিঃ বিশ্বাসকে।

"শামা বলল, "আচ্ছা! তোমারও কি মাথা ধরেছে নাকি?" মিঃ বিশ্বাস কোন জবাব দিলো না।

"আমি তোমাদের দু'জনকে বুঝতে পারছি না।"

পরদিন সকালে খোলা বাথরুমে গোসল সেরে মিঃ বিশ্বাস সাইকেল নিয়ে চলে গেল নিঃস্ব ব্যক্তিদের স্বাক্ষাৎকার নিতে।

আর স্কুলে ওর সতীর্থরা ওকে আবার জেরা করলে ও বলে, অবশ্যই আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি এটা এতই অপছন্দ করি যে, ওটা শুরু হবার আগেই আমি চলে এসেছি।"

ওর এই মন্তব্যটা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন বলে গন্য হলো।

এক শনিবারে ছিল আনন্দের পরীক্ষা, শুক্রবার ওকে বিশেষ ঢিলেঢালা পোষাকে সাজিয়ে ছিল শামা। আনন্দ লক্ষ্য করে দেখলো ওটা পূজার পোষাক। আর চিন্তা ওর পরিকল্পনাকে গোপন রেখে ঐদিন বিদ্যাধরের জন্য ছোট-খাটো পূজার আয়োজন করলো। শুক্রবার সন্ধ্যায় আরওয়াকাস থেকে পন্ডিত এসে সারা রাত কাটালো এখানে। পরদিন সকালে আনন্দ যখন শেষবারের মতো রিভিশন দিচ্ছিলো তখন বিদ্যাধর ধূতি পরে পন্ডিতের সামনে বসলো, পন্ডিতের মন্ত্র শুনলো, একটু ঘি নারকেল কুচি আর খেজুর খেলো।

BanglaBook.org

স্কুল ড্রেস পড়ে আনন্দ স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ওকে মিঃ বিশ্বাসের হাত ঘড়িটা দেয়া হয়েছে, সাথে অতিরিক্ত কলম হিসেবে বিশ্বাসের কলমটা *সেন্‌টিনেল* এর পেন্সিল শার্পনার, ইরেজার সবকিছু। সবশেষে শামা ওর হাতে দু'টো শিলিং দিলো।

একইভাবে বিদ্যাধরকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে চিন্তা। এছাড়া পন্ডিতের দেয়া বিভিন্ন রহস্যময় উপাদান সঙ্গে ওর। গোবিন্দের ট্যাক্সিতে চড়ে রওনা দিলো সে। আর আনন্দ গেল হেঁটে।

স্কুলের সামনে ছেলেদের বাবারা ভীড় করে আছে। বাইরে অল্প কয়েকটা গাড়ি। তাই গাড়িতে চড়ে আসার জন্য বিদ্যাধর সাময়িকভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও গোবিন্দ সাথে সাথে জায়গা ত্যাগ না করাতে দক্ষ ছেলে-পেলেরা ভালোভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো যে ওটা ভাড়া করা গাড়ি।

ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে এলো। ছেলেরা হলে ঢুকে গেলে ওদের বাবারা আস্তে আস্তে সবাই চলে গেল। তিন ঘন্টা পর আবার তারা উদয় হলো। তারা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলো হলঘরের দরজায়।

খাতা জমা নেয়া হচ্ছে, হালকা খসখস্ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ধুপ-ধাপ আওয়াজ করে ছেলেরা বের হয়ে আসছে।

বাবারা সবাই রিপোর্ট নিচ্ছে, প্রশ্নপত্র দেখছে। মিঃ বিশ্বাস প্রথমে বিদ্যাধরকে বের হয়ে আসতে দেখলো। ওকে খুব উৎফুল্ল, সতেজ দেখাচ্ছে, হলের ঢোকার মূহুর্তে যেমনটা ছিল ঠিক তেমনি।

আনন্দ বের হয়ে এলো, মিঃ বিশ্বাসের দেয়া কলমের কালি চুইয়ে ওর শার্টের কোনা ভিঁজে গেছে। চুল এলোমেলো, ঠোঁটে কালি, কপাল আর গাল তেল তেলে। ওকে বিপর্যস্ত দেখাছিলো।

মিঃ বিশ্বাস হেসে বলল, "আচ্ছা, সব ঠিক আছে তো?"

"তোমার সাইকেলের ক্লিপ নামাও।"

অবাক হয়ে মিঃ বিশ্বাস ওর কথা পালন করলো।

আনন্দ তার হাতে প্রশ্ন পত্র দিলো, ইতোমধ্যে ময়লা হয়ে যাওয়া কুঁচকানো কাগজটা মিঃ বিশ্বাস খুলতে শুরু করলে আনন্দ বলল,

"আহা, পকেটে রেখে দাও।" সে তাই করলো।

একটা ভীত চাইনিজ ছেলে আনন্দকে দেখে ওর কাছে এসে বলল,

"বিশ্বাস, ঐ অঙ্কটা কি ছিল -----"

আনন্দ বলল, "উফ্, আমাকে বিরক্ত করোনাতো।"

মিঃ বিশ্বাস ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর ছেলেকে বলল, "তোমার এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।"

"নাও, তোমার কলম।"

কালি চুঁইয়ে পড়া কলমটা মিঃ বিশ্বাসের হাতে দিলো সে।

"আর তোমার হাত ঘড়িটা।"

দুপুরের খাবারের জন্য আনন্দকে ডেইরীতে নিয়ে গেল সে। খাঁটি দুধের বদলে চকলেট দুধ খেলো, কিন্তু কোন উপভোগ করলো না সে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা শুরু হলে পরে মিঃ বিশ্বাস আনন্দের প্রশ্নপত্র খুলে দেখলো।

অঙ্কের প্রশ্ন পত্র অসংখ্য সংখ্যা, ছোট ছোট গুণ-ভাগ কিছু সম্পূর্ণ কিছু কাটাকুটি করা। ভূগোল প্রশ্নপত্রেও পেন্সিল দিয়ে নানারকম দাগ দেয়া।

সন্ধ্যার পর্বটা ছিল সংক্ষিপ্ত। অল্প কয়েকজন বাবা স্কুলের সামনে অপেক্ষমান। একটা মাত্র গাড়ি এসেছে। সারা দিনের নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

পরীক্ষা শেষে ছেলেরা সাভানাহ্‌তে ফুটবল খেলা দেখতে গেল। আনন্দও গেল। রাত নেমে এলে আনন্দ বাড়ি ফিরলো।

আনন্দ বলল, "আমি ফেল করেছি।"

"কি হয়েছে?" মিঃ বিশ্বাস জানতে চাইলো।

"স্পেলিং পেপারে শব্দার্থগুলো এতো সহজ ছিল, আমি ওগুলো পরে দেয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আর ওগুলো করিনি।"

"তার মানে তুমি পুরো একটা প্রশ্ন ছেড়ে এসেছো?"

"সাভানাহ্‌তে গিয়ে আমার এটা মনে পড়েছে।"

এই দুঃখ ছড়িয়ে পড়লো ছবি, ময়না, কমলা আর শামার মধ্যে, বিদ্যাধরের ভাই-বোনদের আনন্দ এটাকে আরো বাড়িয়ে তুলল।

শামা বলল, "আমি সব সময়ই বলি, এই উদাসীনতাই তোমাকে ডোবাবে," যদিও শামা কখনোই এরকম কিছু বলে না।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "অল্পদিনের মধ্যেই তুমি পেছন ফিরে তাকাবে এবং হাসবে। তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছো। আর সত্যিকারের কোন প্রচেষ্টাই বৃথা যায় না। এটা মনে রেখো?"

আনন্দ বলল, "তোমার কি হলো?"

এবং তারা দু'জন একই বিছানায় ঘুমালেও বাকী রাত তারা আর কোন কথা বললো না একে অপরের সঙ্গে।

আনন্দকে বছরের বাকী দিনগুলোতে আর তেমন কোন কাজ করতে হয় না। বিকেলের ঘন্টা পড়লেই সে বাড়ি ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সে ছ'টা বাজার আগে বাড়ি ফেরে না।

মিঃ বিশ্বাস ঐদিন বাড়ির নীচে শামার রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত কিন্তু উৎফুল্ল।

আনন্দ এলে সে আনন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলল, "বালক, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার জন্য আমি একটা জিনিস এনেছি।"

এটা ছিল একজন বিলেতি জজের চিঠি। তিনি লিখেছেন যে, *সেন্‌টিনেল* এ মিঃ বিশ্বাসের কাজ দেখে তিনি খুশী। তিনি মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চান এবং তার লিটারেরী গ্রুপে যোগ দেয়ার জন্য বিশ্বাসকে অনুরোধ করবেন।

"তুমি বলো আমার কি হলো, তাই না, সত্যিকারের কোন প্রচেষ্টাই বৃথা যায় না। আমি এই নরকের কাগজটা থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা করি না, তোমার কাছ থেকেও না।"

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাসের উল্লাসটা ছিল মাত্রাতিরিক্ত। আনন্দ ভাবলো ও জানে কেন। কিন্তু তাকে সান্তনা দেয়া বা সঙ্গ দেয়ার মতো মেজাজ ওর ছিল না। কোন কথা না বলে সে কাগজটা ফিরিয়ে দিলো মিঃ বিশ্বাসকে।

মিঃ বিশ্বাস কাগজটা হাতে নিয়ে শামাকে বলল খাবার দিতে, তারপর সামনের ঘরে গেল। রাতের বেলা ওর পাশে আনন্দ ঘুমিয়ে থাকলেও সে ছিল একা, জেগে-জেগে বাইরের পরিষ্কার, নিষ্প্রাণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পরদিন সে ঐ জজের সঙ্গে দেখা করলো এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় লিটারেরী গ্রুপের মিটিং এ গেল। মিটিং শেষে পানাহারের পর যখন বাড়ি ফিরলো তখন অনেক রাত হয়েছে। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের বিধবা-মায়েরা গুন্‌গুন করে গান গাইছে আর নিজেদের মধ্যে সেলাই এর বিভিন্ন স্টিচ্ নিয়ে আলাপ করছে। মিঃ বিশ্বাস অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরের বাতি জ্বালালো। বিছানায় আনন্দ একটু আড়মোড়া কাটলো। সে পোষাক পাল্টে নিলো। ভেতরের রুম থেকে শামা এসে ওর ধীর-স্থির ভাব, নীরবতা লক্ষ্য করলো, যেরকম আচরণ ও লক্ষ্য করে তার রবিবারে প্যাগোট থেকে ফিরে আসার পর।

লিটারেরী গ্রুপে তার সংযুক্ত হবার শর্ত হিসেবে তাকে তার নিজের লেখা একটা কিছু পড়ে শোনাতে হতো। সে বুঝতে পারেনি ওদেরকে কি শোনানো যায়। ওর নিজের লেখা কোন কবিতা নেই, কোন গল্পই সে শেষ করেনি। অসম্পূর্ণ গল্পের একটা লাইনও ঐ গ্রুপে পড়ে শোনানো হয় নি। তার আগেই খবর এলো যে বিপ্তি, মিঃ বিশ্বাসের মা, মারা গেছে।

সে স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েদের ডেকে আনলো, শামা সহ ওরা সবাই প্রতাপের ওখানে গেল। প্রতাপের বাড়ির উঠানে প্রচন্ড ভীড় যা মিঃ বিশ্বাসের কাছে প্রত্যাশিতই। *তারা* এবং অযোধাও এসেছে, অযোধাকে একটু বিরক্ত মনে হচ্ছে। তবে বেশীর ভাগ শোকাহতদের সে চিনতে পারছে না। একজন অপরিচিতের মতোই সে শেষকৃত্যে অংশ নিচ্ছে। দেহুতি সিঁড়ির উপর বসে ভীষণভাবে চিৎকার করছে, অন্যান্য শোকাহতদের কাপড় ধরে টেনে উপরে যেতে বাঁধা দিচ্ছে। কেউ ওকে ওখান থেকে সরানোর চেষ্টা করছে না। ওর কাহিনী সবাই জানে। তাই এটাকে ওর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ধরে নিয়ে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইছে না। রামচাঁদকে আরো বেশী নিয়ন্ত্রিত মনে হচ্ছে। সে শোকের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। এমন কর্তৃত্বের ভাব দেখাচ্ছে যে কেউ অনুমানও করতে পারলো না যে সে মিঃ বিশ্বাস অথবা তার ভাইদের সাথে একটা কথাও বলছে না।

দেহুতিকে পাশ কাটিয়ে মিঃ বিশ্বাস মৃত দেহ দেখতে গেল। এরপর সে আর ওটা দেখতে চাইলো না। কিন্তু তারমধ্যে এক ধরণের হারানোর অনুভূতি জাগলো, এটা বর্তমানের কিছু হারানো নয়, বরং অতীতে হারিয়ে যাওয়া কিছুর অনুভূতি। সে একা থাকতে চাইছিলো, কিন্তু সর্বক্ষন শামা, তার ছেলে-মেয়ে আর আগত শোকার্তদের মাঝে থাকতে হলো তাকে।

পোর্ট অব স্পেনে ফিরে এসে ওরা লক্ষ্য করলো মিঃ বিশ্বাসের নীরবতা, নির্লিপ্ততা। সে বাড়ির হৈ-হট্টগোল নিয়ে কোন অভিযোগ করলো না। রাতের বেলা একা-একা দীর্ঘ

BanglaBook.org

পথ হেঁটে আসে, তার বই, সিগারেট, ম্যাচ দিয়ে যাবার জন্য কাউকে হাকডাক করে না। এবং সে লিখলো, কেউ জানে না সে কি লিখছে। সে শক্তি নিয়ে লিখছিল, কিন্তু উৎসাহ ছাড়া, একটার পর একটা কাগজ নষ্ট করতে লাগলো। সে সামান্য খেতো, কিন্তু তার বদ্‌হজম চলে গেল। শামা তাকে স্যামন এনে দেয়, মেয়েদের দিয়ে সাইকেল পরিষ্কার করায় আর আনন্দ টায়ারে পাম্প করে দেয়। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস কিছুই লক্ষ্য করে না।

এক সন্ধ্যায় শামা সামনের ঘরে এসে তার বিছানার শিয়রে দাঁড়ালো। সে লিখছিল তার আলোর সামনে দাঁড়ালেও বিশ্বাস চেঁচিয়ে উঠলো না।

"কি হয়েছে তোমার?"

অভিব্যক্তিহীন কণ্ঠে সে বলল, "তুমি আলো বন্ধ করে দাঁড়িয়েছো।" শামা সরে দাড়ালো। বলল, "তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না।"

সে সাড়া দিলো। শামা তার চুলে হাত বুলালো। তার চুল পাতলা হয়ে গেছে। তবে ওর মতো পেকে যায়নি। শামা এটা বলে ওর মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে বলল, "দেখো, পুরো পেকে গেছে," বলে হাসতে লাগলো। শামা তার লেখা কাগজের দিকে দৃষ্টি দিলো, ও দেখলো সেখানে লেখা, আমার প্রিয় ডাক্তার। আমার লেখাটা কেটে আবার লেখা হয়েছে।

"তুমি কাকে লিখছো?"

সে জবাব দিলো না।

দীর্ঘক্ষণ ওরা চুপ করে রইলো। তারপর বলল,

"কোন্ ডাক্তার?"

সে নীরব রইলো। তারপর বলল,

"ডাক্তার রামেশ্বর।"

"সেই ডাক্তার যে কিনা -------"

"হ্যাঁ। যে আমার মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছিল।"

শামা তখনো তার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল আর আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

সার্টিফিকেটের ব্যাপারে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। না, ঠিক ঝামেলা নয়। প্রতাপ খবর পাঠালো প্রসাদকে, প্রসাদ এলো। তারপর ওরা দু'জন একসাথে চলে গেল জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তারের কাছে। তখন দুপুর, গরম পড়েছে, মৃতদেহ টিকবে না। তারা ডাক্তারের বারান্দায় অপেক্ষা করলো দীর্ঘক্ষণ, ওরা নালিশ করলো। কিন্তু ডাক্তর ওদেরকে এবং ওদের মাকে উপেক্ষা করলো। ওদের মাকে পরীক্ষা করার পুরোটা সময় ডাক্তারের মেজাজ ছিল চড়া, রাগ আর অশ্রদ্ধা নিয়ে সে বিপ্তির শরীর পরীক্ষা করলো, সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করলো, তার ফি নিয়ে চলে গেল। মিঃ বিশ্বাসের ভাইয়েরা এই কথাগুলো বলল ওকে, ক্রোধ থেকে নয়, মৃত্যু এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে।

শামা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমাকে বলোনি কেন?"

BanglaBook.org

সে কিছু বলল না। এটা এমন ব্যাপার যা' ওকে একা করে দিয়েছে। এটা বলে সে শামা এবং ছেলে-মেয়েদের কাছে অশ্রদ্ধা অর্জন করে, নিজের অপমানের সাথে ওদেরকে যুক্ত করে।

শামার সান্তনাটা ছিল বিস্ময়কর, ও ছেলে-মেয়েদের বলে। বিশ্বাস নিজেকে শক্তিশালী ভাবে যখন ওরা কষ্টের পরিবর্তে রাগ প্রকাশ করে।

সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চিঠিতে নিজেকে এখন উৎসাহ নিয়ে সম্বোধন করে। সে খসড়াটা পড়ে শোনায় আনন্দকে এবং মাতোমত জানতে চায়। বারবার লেখার পর খসড়াটা একটা বিশাল দার্শনিক রচনা হয়ে দাড়ায় মানুষের স্বভাবের উপর। মিঃ বিশ্বাস নিজেকে সেই মহিলার সন্তানরুপে পরিচয় করে যার মৃত্যুর সনদ খুব নিষ্ঠুরভাবে দেয়া হয়েছে। হিন্দু মহাকাব্যের রাগী সমরনায়কের সঙ্গে সে ঐ ডাক্তারকে তুলনা করে। চিঠিটি শেষ করা হয় এমনভাবে যে, কোন ব্যক্তির তার মানবিকতা বিসর্জন দেয়া উচিৎ নয় এবং নিজের আত্ম-সম্মান বজায় রাখা উচিত। চিঠিটা আট পৃষ্ঠার হলো, হলুদ টাইপরাইটারে ছাপা হলো ওটা এবং পোস্ট করা হলো।

কিন্তু ক্ষতটা তার ভেতরে রয়ে গিয়েছিল। রাগ আর প্রতিহিংসার প্রচন্ডতা নিয়ে। মাটির নীচে শায়িত ঐ মৃতদেহটি অসম্মানিত হয়েছিল। সেই মা যে তার কাছে ছিল অজানা এবং যাকে সে কখনো ভালোবাসেনি। রাতের বেলা জেগে উঠে সে প্রচন্ড কষ্টে কুক্‌ড়ে যায়।

তার ভেতর কোন কবির ভাষা ছিল না। সে বলতে পারে না যা' সে বলতে চায়। কিন্তু এক রাতে জেগে উঠলো, জানালা দিয়ে বাইরের আকাশটা দেখলো, তারপর বাতি জ্বালিয়ে লিখতে বসলো। তার মাকে উদ্দেশ্য করে সে একটা দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পর্কে লিখলো, অনেক আগের এক ভ্রমণের কথা। সে ক্লান্ত হয়ে গেলে তাকে খাইয়েছে মা, ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাবার দেয় মা। লিখতে লিখতে সে উত্তেজনা বোধ করলো।

কবিতা লেখা হলো, সে আবার পরিপূর্ণ হলো। শুক্রবার এলে সে লিটারেরী গ্রুপ এর মিটিং এ গেল। বলল,

"এটা একটা কবিতা। গদ্যাকারে।"

সে চেয়ারে বসলো। "এটাতে শিরোনাম নেই।" সবাই সন্তুষ্ট হয়ে ওটা গ্রহণ করলো।

তারপর সে নিজেই নিজেকে অপমাণিত করলো। আর নিজের লেখা থেকে নিজেকে বিচ্ছিণ্ন মনে করে এক ধরণের আত্ম-উপহাস নিয়ে সে লেখাটা পড়তে লাগলো। কিন্তু যখন সে পড়লো তার হাত কাঁপতে লাগলো, কাগজ পিছলে যাচ্ছিল, কণ্ঠটা ম্লান মনে হলো। সে এতটাই আবেগ প্রবণ হয়েছিল যে কেউ কিছুই বলল না। বাকী সন্ধ্যা সে একটা কথাও বলেনি। যা' কিছুই ঘটুক না কেন, আনন্দ কলেজে যাবে। মিঃ বিশ্বাস আর শামা এটাই ঠিক করলো। এটা সহজ ছিল না, তবে ছেলেটাকে শুধুমাত্র স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা

BanglaBook.org

দেয়াটা নিষ্ঠুরতা এবং বোকামী হতো। মেয়েরাও রাজী হলো, যদিও ওদের উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়াটাই ছিল অনিশ্চিত ব্যাপার।

ময়না আর কমলা মিঃ বিশ্বাসকে চাপাচাপি করলো আনন্দের কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে একটা ডিক্লারেশন দিতে।

ডিক্লারেশন দেয়া হলো, যদিও মিঃ বিশ্বাস অথবা শামা কেউই জানে না টাকাটা কোত্থেকে আসবে।

শামা বলল শর্টহিল থেকে ওর গাভী মুত্রিটা নিয়ে আসবে।

"ওটা তুমি কোথায় রাখবে?" মিঃ বিশ্বাস বলল।

"এক বোতল দুধ দশ-বারো সেন্ট এ বিক্রী করা যাবে।" শামা বলল।

"আর ঘাস দেবে কোত্থেকে, হুঁ? আর ঐ বুড়ো গাভীটা তোমাকে কতোটা দুধ দেবে মনে করো, দীর্ঘদিন তোমার পরিবারের সাথে বাস করার পর?"

এক্সিবিশন পরীক্ষা এবং তার মায়ের মৃত্যুর ফলে সে নিঃস্বদের ব্যাপারটা উপেক্ষা করছিল। এক সকালে *সেন্‌টিনেল* এর অফিসে বসে যখন সে টাইপ করছিল একজন রিপোর্টার তার টেবিলে এসে বলল, "আপনাকে শুভেচ্ছা।"

সেন্‌টিনেল এ শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদক সে। তার হাতে টাইপ করা কাগজ, এক্সিবিশন পরীক্ষার রেজাল্ট।

আনন্দ তৃতীয় স্থান দখল করেছে। অফিসের পুরনো সব স্টাফরা স্বাগত জানালো। কিন্তু অপেক্ষাকৃত যুবক যে কিনা বহু বছর আগে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখলো আর অখুশী হলো।

কিন্তু তৃতীয়। পুরো দ্বীপাঞ্চলে তৃতীয়। এটা অভিনব ব্যাপার। মাত্র দু'জন ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

মিঃ বিশ্বাস প্রশংসাগুলোকে অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করলো। "একটু বেখেয়ালি, পুরো একটা প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে এসেছিল।"

শ্রোতারা চলে যেতে লাগলো।

"সে জানতো ওগুলোর জবাব। ভেবেছিল খুব সোজা।"

রিপোর্টাররা যার যার ডেস্কে চলে গেল।

"এবং শেষপর্যন্ত ওগুলো আর করেইনি। ছেড়ে দিয়ে এসেছে। একটা পুরো প্রশ্ন।"

দুপুরবেলায় শান্ত বাড়িতে ফিরে এসে সে শামাকে বলল, "ঐ বুড়ো মুত্রিকে শান্তিতে মরতে দিতে পারো।" তারপর যখন মিঃ বিশ্বাস এক্সিবিশনের খবরটা জানালো, শামা ঐ বিধবাদের কথার উচিত জবাব দিলো। তারা দু'জন বন্ধুর মতো তুলসি পরিবারের হৈ-চৈ, হট্টগোল নিয়ে কথা বলল সেই পুরনো দিনগুলোর মতো বিজয়ী মিঃ বিশ্বাস শামাকে এই বলে সান্তনা দিলো যেটা কিছুদিনের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল, "তোমার ঐ সোনার ব্রুচ কিনতে যাবো, বালিকা।"

"আমার মনে হয় ওটা আমার কফিনেই ভালো দেখাবে।"

BanglaBook.org

প্রথম চারটা স্থানই ওদের স্কুল থেকে। বারোটার মধ্যে সাতটাই স্কুলের ছেলেরা জয় করেছে। পাঁচটি স্থানই পেয়েছে ক্র্যামার হিসেবে পরিচিত ছেলেরা, যেমন, আনন্দ আর চীনা ছেলেটি, একটা পেয়েছে নরম, ধীর স্থির ছেলেদের মধ্যে একজন। সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছে প্রথম স্থান অধিকারী একজন নিগ্রো ছেলে, বিশাল দেহ, আনন্দের চেয়ে এক বছরের ছোট হয়েও দেখতে ওকে বড় লাগতো। পড়াশোনার বাইরে সে চলচ্চিত্র, খেলা নিয়ে বেশী আলোচনা করতো, আর যৌনতার বিষয়টাও সে-ই আলোচনার মাঝে ঢুকিয়েছিল।

সে নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা তুলে ধরতো ওদের সামনে। ছেলেটি এই ফলাফলটাকে প্রোটেস্ট করে বলল যে সে কোন পরিশ্রমই করেনি, শুধুমাত্র শেষ মূহুর্তের একটা রিভিশন দেয়া ছাড়া। কিন্তু তার প্রোটেস্ট বিফলে গেল।

পত্রিকার লোকেরা ছবি তুলল ওদের, ওরা ওদের টাই টান-টান করলো। তারপর ওরা মুক্ত হলো।

ঐদিন সন্ধ্যায় মিঃ বিশ্বাস এবং অন্যান্য বাবা-মার যখন স্কুলে টিচারদে জন্য হুইস্কি আর রাম উপহার নিয়ে গেছে, তখন টাটলের ছেলে-মেয়েরা বইটাকে আরো ভালো ভাবে ধরে রেখেছে। যদিও তখন ক্রিসমাস আসন্ন ছিল, স্কুলের টার্ম পরীক্ষাও শেষ হয়ে এসেছিল। বিদ্যাধরের জন্য ঐদিন সন্ধ্যাটা ছিল কষ্টের। ওকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। কারণ ও এক্সিবিশনে পাশ করেনি। চিন্তা ওকে চাবুক মারছে একটু পরপর।

বাড়ির পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের বেত মারার কোন অধিকার না থাকায় এবং গোবিন্দকে দিয়ে ওদের ভয় দেখাতে না পেরে চিন্তা শুধুমাত্র ওদের গালাগালি করছিল, সে গালি দিচ্ছিল ডব্লু, সি, টাটল কে, সে আনন্দ ও তার বোনকে গালি দিচ্ছিল। সে মিঃ বিশ্বাসকে অভিযুক্ত করলো পরীক্ষায় কারচুপি করার ব্যাপারে। তার কণ্ঠ চাবুকের মতো আঘাত করে, তার চোখ দুটো রক্তলাল, সমস্ত মুখে আগুণের হল্‌কা। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা মুখ চেপে হাসে। বিদ্যাধর ওর এক্সিবিশন নোটগুলো সামনে নিয়ে বসে আছে। চিন্তা ক্ষণে-ক্ষণে চিৎকার করে বলছিল, "দেখো আমাকে! ঐ ছুড়িটা এনে দাও আমায়, আর দেখো আমি ওটা দিয়ে যদি ওর জিহ্বাটা না কেটে দেই।" আরো বলতো, "এখন থেকে তুমি রুটি আর পানি খেয়ে বেঁচে থাকবে। এটাই বাড়ির কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়।"

সারাটা দিন এবং সন্ধ্যা ভরে চিন্তার এই বক্‌বকানি চলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিঃ টাটল বাড়ি ফিরলো। মিঃ টাটলের বড় ছেলে যে কিনা আগামী বছর এক্সিবিশন পরীক্ষা দেবে, সে এসে আনন্দকে ওর টিউটর হবার জন্য বলল।

আর এই টাটলদের কাছ থেকেই আনন্দ ওর একমাত্র উপহারটা পেলো, এক কপি দ্য তালিস্‌মান গ্রন্থ, সেটা ও শামার কাছে দিলো। মিঃ বিশ্বাস ওর প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করলো, আর আনন্দও সেটা মনে করিয়ে দিলো না। সে এই ব্যাপারে অবগত ছিল যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বাই-সাইকেল কেনার ব্যাপারটা অনুমোদন করে না।

BanglaBoi.org

পণ্যের স্বল্পতা, মূল্য বৃদ্ধি এবং ময়দার জন্য কাড়াকাড়ি - এসবের এক বছর কেটে গেছে। কিন্তু ক্রিসমাসে দোকান-পাটগুলোতে উপচে পড়া ভীড়, দোকানগুলোতে কাঠের সস্তা খেলনা, তবে সান্তাক্লুজের উজ্বল সাইন ঠিকই আছে। বছরে ঐ সময়টা দোকানের সাইন, ভীড়, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা এসবের মধ্য দিয়ে ভালোভাবেই শেষ হচ্ছিল।

এবং এটা আরো ভালোভাবে শেষ হবার ছিল।

ক্রিসমাসের ঐ সপ্তাহে এক সকালে মিঃ বিশ্বাস নিঃস্বদের দরখাস্ত বাছাই করার সময় একজন সুন্দর পোষাক পরা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ওর ডেস্কের কাছে চলে এলো সরাসরি। তাকে ও চেনে না। কোন কথা না বলে নিরাসক্তভাবে একটা খাম তুলে দিলো ওর হাতে। তারপর ঘুরে বের হয়ে গেল নিউজরুম থেকে।

মিঃ বিশ্বাস খামটা খুলল। তারপর সে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে দৌড়ে বাইরে গেল। লোকটা গাড়িতে চড়ে ততক্ষণে চলে গেছে।

রিসেপ্‌শনিস্ট বলল, "ওকে দেখেননি আপনি? তিনি আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"ডাক্তার রামেশ্বর।"

"তিনি চিঠিটা ফেরত্ দিয়েছেন। ভুল স্বীকার করেছেন তিনি।" ঐ দিন পরে আনন্দকে সে বলল, "এটা কি, বাছা? চিঠির সিরিজ। ডাক্তারকে, জজ্‌কে, ব্যবসায়ীকে, সম্পাদককে, শ্যালক, শ্যালিকা সবাইকে। বারোটা খোলা চিঠি, মিঃ বিশ্বাসের লেখা। এটা কি, হ্যাঁ?"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Void

পরিত্যক্ত

কলেজে মিঃ বিশ্বাসের চেয়ে বেশি কৌতুহলী-ব্যাগ্র অভিভাবক কেউ ছিল না। এটার নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান সব কিছুতে সে উৎসাহবোধ করে। সে আনন্দের পাঠ্য-বইয়ের তালিকা নিজের কাছে রেখে ওগুলো মেরিনস্কয়ার থেকে বিনেপয়সায় নিয়ে এনে আনন্দকে দেয়। প্রতিটি বইয়ের উপরে আর পেছনের পাতায় আনন্দের নাম, কলেজের নাম এসব লিখে দেয় সে। সে কলেজের স্পিচ ডেতে যায়, যদিও তার অথবা আনন্দের কোন ভূমিকাই নেই সেখানে। আনন্দকে বিজ্ঞান মেলায় নিয়ে যায় সে, আনন্দকে মিঃ বিশ্বাসের সাথে সাথে থাকতে হয়, সাবধানে বৈদ্যুতিক বর্তনীর কাছে যায় সে, বড়জোর মাইক্রোস্কোপ পর্যন্ত যেতে পারে। আনন্দকে বলে সে, "এখানে দাঁড়াও, এই স্লাইডটা উঠালে এর ভেতর দিয়ে তাকাও।" আনন্দ বলে, "হ্যাঁ, ড্যাডি"।

"অবশ্যই ড্যাডি।" প্রতিটা ছেলেকে যখন এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটা হোমওয়ার্ক খাতা দেয়া হয় যেটাতে বাবা-মা অথবা অভিবাবকদের প্রতিদিন পূরণ করে স্বাক্ষর করতে হবে, মিঃ বিশ্বাস খুব নিয়ম নিষ্ঠার সাথে প্রতিদিন ওটা পূরণ করে, স্বাক্ষর দেয়। খুব কম বাবা-মাই কাজটা ঠিকমত করে, কিন্তু ওটা বাতিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিঃ বিশ্বাস ওটা পূরন করেছে, স্বাক্ষর দিয়েছে। তার কোন সন্দেহ ছিল না যে আনন্দের প্রতি তার যেমন আগ্রহ পুরো স্কুল জুড়েই ওর প্রতি একইরকম আগ্রহ রয়েছে। তাই, অ্যাজমা আক্রমনের কয়েকদিন পর আনন্দ স্কুলে গেলে মিঃ বিশ্বাস জানতে চায়, "আচ্ছা, সবাই কি বলল, হুঁ?" যেন বা আনন্দের অনুপস্থিতিতে স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়েছে।

নভেম্বর মাসে ময়না এক্সিবিশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। বিশ্বাস আর আনন্দ ওর সাথে পরীক্ষার হলে যায়। আনন্দ ওর শৈশবের স্মৃতি হাতড়ালো। হেডমাস্টারের রুমে দেখালো, ওর নাম লেখা বোর্ডে। লাঞ্চটাইমে ময়না যখন বেরিয়ে এলো, ওকে খুব উৎফুল্ল দেখালো। কিন্তু আনন্দের বিভিন্ন প্রশ্নবানে ও ম্রিয়মান হয়ে গেল, ওর ভুল ধরা পড়লো এবং ও চেষ্টা করতে লাগলো অন্যান্য ভুলগুলি ঢাকতে। তারপর ওরা ওকে ডেইরীতে নিয়ে গেল, ওরা তিনজন উপলব্ধি করলো যে টাকাটা নষ্ট হয়েছে। যখন রেজাল্ট বের হলো, মিঃ বিশ্বাসকে কেউ অভিনন্দন জানাতে এলো না, কারণ রেজাল্ট শিটে ময়নার নাম স্থান করে নিয়েছে শুধু পাশের ঘরে।

নিজের অজান্তে তার মাঝে পরিবর্তন এসেছে। তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য এখন আবর্তিত হয় আনন্দের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে। এই উপলব্ধিটা দেরীতে হলেও এসেছে তার মাঝে, কোন বিস্ময় নিয়ে নয়।

BanglaBook.org

কিন্তু একরাতে জেগে উঠে সে উপলব্ধি করলো যে সে কিছু সময়ের জন্য তার পরিপার্শ্বকে পরিবর্তনের অসাধ্য ব'লে মেনে নিয়েছে। যেমন এই হট্টগোলপূর্ণ বাড়িটা, নিচতলার রান্নাঘর, সিঁড়িতে তুলে আনা খাবার, বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েরা, সে এবং শামার এই দু'টো ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকা ইত্যাদি। তার উচ্চাকাঙ্খা বিলুপ্ত হয়েছে। সে বাড়ি তৈরীর আকাঙ্খা হারিয়ে ফেলেছে।

সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়, যেন সে নিষ্ফলা, নিষ্কর্ম একজন। রাতের পর রাত সে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু এখন আর তার মাঝে কষ্ট নেই, কোন যাতনা নেই। সে তার মধ্যে প্রচন্ড অনিচ্ছা আবিষ্কার করে। আর তার মনের এই অংশটা এরূপ নির্লিপ্ততার প্রভাবকে ভয় পায় এখনও।

নিঃস্বদেরকে এখনও অনুসন্ধান করে যোগ্য প্রার্থীদের লেখা হয়। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা এখনও পড়ে এবং শেখে। আনন্দ আর বিদ্যাধর পরস্পর কথা বলে না। টাটলের গ্রামোফোন বেজে চলে এখনও। আর প্রতি সকালে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর মিঃ বিশ্বাস *সেন্‌টিনেল* অফিসে পলায়ণ করে।

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ করে, তার মাঝে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হলো।

আনন্দ তখন কলেজে সেকেন্ড-ইয়ারে পড়ছে। নিঃস্বদের উপর কাজ করার অভিজ্ঞতা মিঃ বিশ্বাসকে *সেন্‌টিনেল* এর সমাজ কল্যান বিষয়ে দক্ষ করে তুলল। বিভিন্ন চ্যারিটি সংগঠনের সাক্ষাৎকার নিতো আর ভালো ভালো ডিনার খেতো। এক সকালে সে তার ডেস্কের উপর একটা নোট দেখতে পেলো যেটাতে নবাগত কম্যুনিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর প্রধানের সাক্ষাৎকার নিতে বলা হয়েছে। এটা একটা সরকারী বিভাগ যেটার কার্যক্রম শুরু হয়নি এখনও। সে জানতো এটা যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন কার্যক্রমের একটা অংশ, কিন্তু এই বিভাগটা কোন কাজ করতে চায় সেটা জানতো না। সে ফাইল পত্র চেয়ে পাঠালো। কিন্তু তাতে কোন সাহায্য পেলো না। সে ফোন করে একটা সাক্ষাৎকারের আয়োজন করলো সেই সকালে এবং চলে গেল। এক ঘন্টা পর যখন সে রেড হাউজে হেঁটে যাচ্ছিল, সে ভাবছিল, তার কপির ব্যাপারে না, *সেন্‌টিনেল* -এ পদত্যাগ পত্র প্রদান সম্পর্কে। আর তখনো তার স্পষ্ট ধারণা নেই ঐ বিভাগটার উদ্দেশ্য কি। তার বিশ্বাস গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করাই এর কাজ, সে জানতো না কেন এবং কিভাবে সংগঠনের কাজ করা হবে।

ডিপার্টমেন্টের প্রধান মিস লগির প্রতি সে আকৃষ্ট হলো তৎক্ষনাৎ। লম্বা, শক্ত-সমর্থ একজন মহিলা, মধ্য বয়স্ক। সে আত্মম্ভরীও ছিল না, আক্রমনাত্মকও নয়, কর্তৃত্বপরায়ণ মহিলাদের মধ্যে সে যেমনটা দেখেছে। তার এক ধরণের মাধুর্য রয়েছে, নতুনত্বের প্রতি তার আগ্রহ ছিল খুব, এই বয়সী কোন ভারতীয় মহিলার মাঝে বিশ্বাস এরকম সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা আর অনুসন্ধিৎসা দেখেনি। আর চাকরীর বিষয়টা যখন উঠলো সে কোন প্রকার ইতস্তত করলো না। মিস লগির প্রস্তাবকে সে ভাববার জন্য কিছু সময় চেয়ে অস্বীকার করেছিল; দেরী হওয়ায় ভয়ও করেছিল সে।

সে অফিসে ফিরে এলো। আর ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটলো। সে নতুন চাকরীর চিন্তা কখনোই করেনি। সে একজন সাংবাদিকের দৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিকে দেখেছিল, কিন্তু এটা তার পরিবারকে, তাকে কিভাবে সম্পৃক্ত করেছে সেটা

BanglaBook.org

কখনো ভাবেনি। এক সোমবার সকালে সে নতুন চাকরীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো, এই চাকরীটা তাকে নতুন যুগের একজন হিসেবে পরিগণিত করলো।

বহুবার সে *সেন্‌টিনেল* এ মনে মনে কত পদত্যাগ পত্রই না দিয়েছে। কিন্তু খুব সাধারন ভাষায় সে পত্র লিখলো, কোন বাগাড়ম্বর কিংবা বাক্যব্যয় না করেই, যেভাবে সে এতদিন চর্চা করে এসেছে সেভাবে নয় বরং বিস্ময়কর ব্যাপার, সে ঐ পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলো ওকে এতদিন নিযুক্ত রাখার জন্য, শহরের জীবন শুরু করতে এই চাকরীটা তাকে সুযোগ দিয়েছিল।

সে বোকা বনে গেল যখন সম্পাদকের জবাব পেলো। পাঁচটি বাক্যের মাধ্যমে তিনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার চিঠির জন্য, তার কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন, ক্ষমা চাইলেন এবং নতুন চাকরী পাবার সৌভাগ্যের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন।

সে তার নতুন চাকরীর জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী আর ডিপার্টমেন্টের ছোট্ট সংগ্রহ থেকে সে বই আনলো। সমাজবিদ্যা দিয়ে সে জ্ঞানার্জন শুরু করলো। ওদের চার্ট অথবা ভাষা বুঝলো না সে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের পুর্ণগঠন সংক্রান্ত সহজ সরল পেপার-ব্যাক বই নিয়ে এলো সে। ওগুলো ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক, গ্রামের ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বের এবং পরের অবস্থা বর্ণিত আছে ওগুলোতে। গ্রাম বাংলার নৃত্য এবং সংগীত বিষয়ক বেশ কয়েকটি বইও সে পড়ে ফেলল। এর বাইরেও সে মনোবিজ্ঞান নিয়ে বই পড়েছে এবং কিছু টেক্‌নিক্যাল শব্দ আয়ত্ত করলো চিন্তার আচরণের উপর-যেখানে বিদ্যাধরকে সে বেত দিয়ে পেটায়।

প্রথমদিকে মিস লগি তার আগ্রহকে উৎসাহিত করলেও এখন সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। প্রায় মাসখানেক ধরে মিঃ বিশ্বাস তাঁকে দেখছে, তাদের সম্পর্কটা আরো জোরদার হয়েছে। যেকোন জায়গায় বিশ্বাসকে তিনি কলিগ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, এধরণের কৃপার অভিজ্ঞতা তার হয়নি আগে। সে খুব প্রফুল্লবোধ করতে লাগলো।

তারপর তার ভয় হলো।

মিস লগি বললেন তিনি তার পরিবারের সবার সাথে দেখা করতে চান।

বাড়ি ভর্তি হৈ-হট্টগোল! গোবিন্দ! চিন্তা।

সে বলল,

"মাম্পস্ হয়েছে ওদের।"

এটা আংশিক সত্য। বাসদাই এর পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে আক্রান্ত হয়েছে এতে। টাটলদের ছোট ছেলেও আক্রান্ত হয়েছে। তবে বিশ্বাসের ছেলে-মেয়েদের এখনো আক্রমন করেনি।

এবং কিছুদিন পর মিস লগি আবারও জানতে চাইলে মিঃ বিশ্বাসকে বলতে হয় যে ওরা সেরে উঠেছে।

নিয়মানুযায়ী বিশ্বাসের বাড়িতে *সেন্‌টিনেল* পত্রিকার ফ্রি ডেলিভারি বন্ধ হয়ে গেল এক মাস পর।

মিস লগি বললেন, "কাজ শুরু করার আগে তোমার একটা ছোট্ট হলিডে দরকার, কি মনে হয় তোমার?"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম।" খুব সহজভাবে কথাগুলো বলল সে।

BanglaBook.org

"সান্স সুসিতে হলে খুব ভালো হয়।"

দ্বীপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সান্স সুসি অবস্থিত।

সে বলল, "হ্যাঁ, সান্স সুসি ভালো, অথবা মায়ারো।"

"আমি নিশ্চিত তোমার পরিবারের সবাই এটা উপভোগ করবে।"

আবারও পরিবার! সে অপেক্ষায় ছিল। আর সত্যিই তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান এখনও। সে ভাবছিল, কি করা যায়। ওদের একজন একজন করে রেডহাউজে নিয়ে আসবে? তিনি জানতে চাইলেন তারা সবাই রোববারে সান্স সুসিতে যেতে পারবে কিনা। এটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সে বলল, "অবশ্যই, অবশ্যই। আমার স্ত্রী কিছু রান্না করে আনতে পারে। আমরা কোথায় দেখা করবো?"

"আমি এসে তোমাদের তুলে নেবো।"

সে ধরা খেলো।

মিস লগি বললেন, "আমি ওখানে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছি।" তারপর তার পরিকল্পনার কথা জানালেন। তিনি চান মিঃ বিশ্বাস তার পরিবার নিয়ে ওখানে এক সপ্তাহ ছুটি কাটাক।

মিঃ বিশ্বাস অভিভূত হলো। সে ভেবেছিল ছুটি কাটানোর সাথে তার বাড়িতে বসে বসে বই পড়া, কাজে না যাওয়া। কিন্তু পরিবারকে নিয়ে কোথাও কাটানোর কথা সে ভাবেনি। সে সব সময়ই ভেবেছে এটা খুবই ব্যয়-বহুল।

সে আপত্তি করলো, কিন্তু মিস লগি শুনলেন না। সে আর ভণিতা করলো না। মিস লগির বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন, তারও বন্ধুর মতো এটা গ্রহণ করা উচিৎ।

মিস লগিকে জানালো যে শামা খুবই খুশী হয়েছে। সে আর শামা বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিতে নিতে তার নিজে নিজে দাঁত খিচানো অথবা ভৎর্সনা করার ব্যাপারটা দ্রুত ভুলে গেল। ওরা ষড়যন্ত্রকারীদের মতো সব কিছু গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিলো। এর কোন যুক্তি ছিল না, কারণ টাটলরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। চিন্তাও সারাক্ষণ বিলাপ করতো গোবিন্দ থ্রি-পিস সুট পরে বাইরে যাবার আগে পর্যন্ত।

শনিবার শামা একটা বড় ঝুড়িতে সব কিছু গোছ-গাছ করতে শুরু করলো।

ছেলে-মেয়েদের কাছে আর কিছু গোপন রাখা গেল না। চিন্তা ডাক দিলো, "বিদ্যাধর, শিবধর! তোমাদের ছোট্ট লেজটা গুটিয়ে এখানে এসে পড়াশুনা করো, শুনেছো। তোমাদরেকে এক্সকারশনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার বাবার নেই। সরকারের কাছ থেকে সে নিয়মিত টাকা তুলছে না, বুঝলে।" শামাকে ঘিরে আছে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা। ওদেরকে উপেক্ষা করে শামা বিধবা বাসদাইকে বলল যে পুরো ব্যাপারটাই খুব ঝামেলার, শুধুমাত্র ছেলে-মেয়ে আর ওদের বাবাকে খুশী করার জন্যই সে যাচ্ছে।

ওদের গন্তব্য এবং ছুটির সময়সীমা ফাঁস করা হলো; যাতায়াত ব্যবস্থাটা গোপন রাখা হয়েছে চূড়ান্ত বিস্ময় হিসেবে। সারা সপ্তাহ জুড়ে মিঃ বিশ্বাসের মধ্যেও কম উত্তেজনা বিরাজ করেনি। সে চাইছিল মিস লগি এখানে এসে যত কম সময় থাকে ততই ভালো। কোন অবস্থাতেই যাতে তার গাড়ি থেকে নামতে না হয় এবং বাড়ির গেটের

BanglaBoi.org

ভেতর প্রবেশ করে বাড়ির ভেতরের অবস্থা না দেখতে পায়। যেকোন ভাবেই হোক তিনি যেন সামনের ঘরে না ঢুকতে পারেন এবং মিঃ বিশ্বাসের চার-পেয়ে খাটটা না দেখতে পান।

মিস লগির আসার কথা নয়টায়, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আটটার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে পোষাক পরে নিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে শামা লক্ষ্য করলো সে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই সঙ্গে নিতে ভুলে গেছে, টুথ ব্রাশ, টুথপেস্ট, টাওয়েল।

মিঃ বিশ্বাস ভেবে পাচ্ছিলো না কোন বইটা সঙ্গে নেবে। মিঃ বিশ্বাস ছুটির দিনের পোষাক পরেছে, শামা পরেছে ওর সুন্দর সাজ-পোষাক, মনে হচ্ছিল কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে।

তারপর এলো সবুজ গাড়িটা। মিঃ বিশ্বাস আর তার পরিবার সিঁড়ির নীচে স্যুটকেস আর ঝুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

মিঃ বিশ্বাস চিৎকার করে বাড়ির পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের সরে যেতে বলল।

গাড়িটা যখন থামলো, মিঃ বিশ্বাস ও তার পরিবার পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মিস লগি গাড়ি থেকে নামলেন না, ড্রাইভার দরজা খুলে স্যুটকেস এবং ঝুড়ি ভেতরে রাখলো।

উৎসুক ছেলে-পেলেরা গেটের বাইরে বের হয়ে এলো।

মিস লগি বললেন, "অনেক জায়গা আছে। চাপাচাপি হবে না। আমি স্যান্স সুসি পর্যন্ত যাবো না। শরীরটা ভালো লাগছে না, বিচে একটা দিন কাটানো আমার জন্য বেশী হয়ে যাবে।"

মিঃ বিশ্বাস বুঝত পারলো। বলল, "এই চারজনই শুধুমাত্র, চারজনই।" সে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের ঝেটিয়ে সরিয়ে দিলো।

"এতিম ছেলে-পেলে," মিঃ বিশ্বাস বলল।

মিস লগিকে ওরা সবাই অনুরোধ করলো মন পরিবর্তন করতে, তিনি না গেলে ওদের ভালো লাগবে না বলে জানালো। তিনি বললেন তাঁর স্নান করার কোন ইচ্ছা নেই, শুধুমাত্র ওদের ভ্রমন করাতে চান। তারপর যখন শোনা গেল যে শুধুমাত্র চার-জন ছেলে-মেয়েই যাবে গাড়িতে, তিনি একটু নরম হয়ে বললেন বিশুদ্ধ বাতাসে তাঁর মধ্যে তাজাভাব ফিরে আসতে পারে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। চারপাশের নিসর্গ বদলে যেতে লাগলো ধীরে-ধীরে। ভ্যালেন্সিয়ার রাস্তায় মাইলের পর মাইল রাস্তা চলে গেছে সোজা, দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়।

ওরা নীচের দিকে নামছিল, আনন্দ টের পেলো, সমুদ্রের দিকে।

মিঃ বিশ্বাস শামাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। সামনের সিটে মিস লগির পাশে বসে শামা নিজেকে জাহির করছিল। এমন কি বাচালতা প্রকাশ করছিল। সে তার মতামত জানাচ্ছিল। নতুন সংবিধান, ফেডারেশন, ইমিগ্রেশন, ভারতবর্ষ, হিন্দু ধর্মের ভবিষ্যৎ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে। মিঃ বিশ্বাস অবাক হয়ে শুনলো এবং উদ্বিগ্ন হলো। সে কল্পনাও করতে পারেনি শামা এতো ভালো জানে এবং এতো ভয়ানক কুসংস্কার আছে ওর, আর ও যতবার ব্যাকরণে ভুল করছিল মিঃ বিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিলো।

BanglaBook.org

বালান্দ্রাতে ওরা থামলো। উপকূলের বিপজ্জনক স্থানটিতে ওরা হেঁটে গেল যেখানে স্নান করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ওরা লবণাক্ত স্বাদ নিলো ঠোঁটে। নির্মল বাতাস বইছিল। ওরা উপরে পোষাক তুলে নিলো। তারপর স্নান করলো যেখানে নিরাপদ ছিল।

(এবং পরে আনন্দ মিঃ বিশ্বাসকে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মিস লগি যাই বলে থাকুক না কেন তিনি তাঁর বাথিং স্যুটটা ঠিকই নিয়ে এসেছিলেন।)

ওরা নারকেল বীথির নীচে বসে ঝুড়ি খুলে খাওয়া দাওয়া করলো।

তারপর ওরা স্যান্স সুসিতে গেল গাড়ি চালিয়ে। দু'পাশের ঘন ঝোপে রাস্তা অন্ধকার হয়ে আছে। এখানে ওখানে ছোট-ছোট গ্রাম দেখে ওরা অবাক হলো, ওগুলো কেমন যেন নিঃসঙ্গ, হারিয়ে গেছে কোথাও।

এখন ওদের সঙ্গে সারাক্ষন সমুদ্র রয়েছে। আকাশটা অনেক বিশাল আর বিস্তৃত, একটু পরপর ওরা সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে, এত কাছে, এত জীবন্ত। দুর্ঘটনায় পড়ে ওরা যদি রাস্তা থেকে নীচে পড়ে যায় তাহলে কি হবে।

ঐ রাতে এক স্বপ্নে দুর্ঘটনাটি প্রায় ঘটে যাচ্ছিল, আর কমলা জেগে উঠে আতঙ্ক বোধ করলো, সে ভুলে গিয়েছিল যে ঘরটাতে ওরা ঘুমিয়েছিল পাহাড়ের উপর একটা খালি বাড়িতে, চারিদিকে অন্ধকার, সামান্য দূরে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে, বাতাসে নাকেল গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে।

শেষ বিকেলে ওরা এসে পৌছালো। মিস লগি আর ড্রাইভার চলে গেল গাড়ি নিয়ে। একটা বিশাল বাড়িতে ওরা একা হয়ে পড়লো, ওদের লজ্জা হচ্ছিল একে অপরকে। রাতের বেলা অস্বস্তি আরো বাড়লো। স্যাঁতস্যাঁতে কালো রঙের দেয়ালের ড্রয়িংরুমে একটা তেলের প্রদীপের চারপাশে ওরা বসলো। বাড়িটাতে ওদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে রুম ছিল, কিন্তু নির্জনতা, চারপাশের শব্দ, ঘিরে থাকা অন্ধকার ওদের সবাইকে এক ঘরে রাখলো।

পরদিন সকালে বাতাস আর সমুদ্র ওদের স্বাগত জানালো। দিনের আলোয় ওরা উপলব্ধি করলো ওরা কোথায় আছে। ওরা সবাই সজীব হয়ে গেল নতুন দিনে। পাহাড়ের চূড়ায় ভেঁজা ঘাসের উপর হেঁটে বেড়ালো ছেলে-মেয়েরা। ওদের নীচে সমুদ্র, নারিকেল গাছগুলো ঘিরে রেখেছে।

আস্তে আস্তে ওদের লজ্জা কেটে গেল। ওরা উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। ওরা আমন্ড তুলে দাঁত দিয়ে ভেঙ্গে বিচি খেলো। রাস্তা ঘিরে থাকা গাছগুলো থেকে ওরা বাদাম তুলল, ওগুলো বাড়িতে নিয়ে এসে রান্না করলো। দিনগুলো অনেক দীর্ঘ ছিল। একবার ওরা একদল জেলের কাছে গেল, যারা ফরাসি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল। ওদের একজন ময়নাকে ছবির নাম জিজ্ঞেস করলো এবং মিঃ বিশ্বাস দেখলো যে একজন পিতা হিসেবে তার উপর দায়িত্ব রয়েছে এখন। রাতের বেলা ওরা গোল হয়ে বসে তাস খেলল, ঐ বাড়িতে ওরা চারটা তাসের প্যাকেট পেয়েছিল।

আরেকটা আবিষ্কার হলো, একটা কাপবোর্ডের উপর একটিন খাবার পেলো, ফ্যারেবাস সল্ট। খুব সুন্দর এবং শুষ্ক।

BanglaBook.org

ওরা পোর্ট অব স্পেনের বাড়ির কথা ভুলে গেল, পাহাড়ের উপরে বাড়িটাতে ওরা নিজেদের একাত্ম করে নিলো। মনে হচ্ছিল সারা বিশ্বে শুধু ওরা ছাড়া আর কেউ নেই, এই সমুদ্র, বাতাস এগুলোর মাঝে জীবন্ত প্রাণী শুধু ওরাই।

এবং অতঃপর ওদের জন্য গাড়ি এলো।

পোর্ট অব স্পেনে ফিরে আসার পর ওদের নতুন ধরণের লজ্জা আর আনন্দের অনুভূতির কথা ভুলে গেল ওরা। দু'টো ঘর, হৈ-হট্টগোল, ঝগড়া-ঝাটির ভেতরে থাকার জন্য ওরা প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

পোর্ট অব স্পেনে ওদেরকে স্বাগত জানানোর মতো কেউ ছিল না। তখন রাত নেমেছে। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা পড়ছিল, সবকিছু আগের মতোই আছে ওরা যেমনটি রেখে গিয়েছিল। প্রথমে ওরা সবকিছু উপেক্ষা করলেও এখন ওদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। বুনো প্রকৃতি কি আসলেই কোথাও রয়েছে? পাহাড়ের চূড়ায় ঐ বাড়িটা কি আছে এখনও? নারকেল গাছে বাতাস লেগে গোঙানীর সৃষ্টি হচ্ছে কি এখনো?

তারা ঘুমিয়ে পড়লো বাতাস আর সমুদ্রের গর্জন মাথায় নিয়ে। ঘুম থেকে উঠলো সকালবেলায় বাড়িতে বিভিন্ন হৈ-চৈ শুনে।

মিঃ বিশ্বাস একটা এলাকায় জরিপের কাজ শুরু করলো। মিস লগির বানানো প্রশ্নপত্র নিয়ে সে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়। বেশীর ভাগ লোকই এতে গদগদ হয়ে যায়। কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্থ হয়, "আপনাকে পাঠিয়েছে কে? সরকার? ওরা কি আসলেই কেয়ার করে আমাদের?" কেউ কেউ আরো বেশী সংশয়ে পড়ে, "তার মানে ওরা আপনাকে এর জন্য টাকা দেয়? আমরা কিভাবে বেঁচে আছি সেটা দেখার জন্য। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলবো না।" কাজটা এর আগে নিঃস্বদের সাক্ষাৎকার নেয়ার মতোই। শুধুমাত্র এখন ওরা কোন টাকা পাবে না, বরং মিঃ বিশ্বাসই শেষে টাকা পাবে। আর সে ভালোই কাজ করছিল। বেতনের বাইরেও সে ভ্রমন ও অন্যান্য ভাতা নিতো।

সে দেখলো যে অতিরিক্ত টাকা পয়সা নতুন নতুন পথে খরচ হয়ে যাচ্ছে, আর সে যতোটা আশা করেছিল ততো জমাতে পারছে না। ছবিকে একটা ভালো স্কুলে পাঠাতে হয়েছে। ওদের খাবারের মানও ভালো হয়েছে। আনন্দের অ্যাজমার জন্য কিছু করতে হচ্ছে। এবং সে সিদ্ধান্ত নিলো, শামাও সমর্থন করলো যে তার কিছু নতুন সুট বানানো দরকার নতুন চাকরীক্ষেত্রে যাবার জন্য।

আন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাওয়ার জন্য একটা সাদামাটা সুট ছাড়া ওর ভালো কোন সুট ছিল না। কাপড়ের কোয়ালিটি দেখে ভালো ফিটিংস্ এর একটা নতুন সুট বানালো সে। সুটটা বানানোর পর ওটা পড়ে আয়নায় দেখে সে সন্তুষ্ট হলো, ওটা থেকে সুন্দর গন্ধ আসছিল। সে ভাবলো, দেরী না করে সুটটা মানুষকে দেখানো দরকার। ওভালে একটা আন্তঃআঞ্চলিক ক্রিকেট খেলা ছিল। সে এই খেলাটা একটুও বোঝে না, কিন্তু সে জানে যে এইসব ম্যাচে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

BanglaBook.org

সেই সময় এই সব খেলায় ভদ্রলোকদের একটা ফ্যাশন ছিল পঞ্চাশটা বিলেতি সিগারেটের একটা গোল বাক্স এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে ম্যাচ বাক্স নিয়ে মাঠে হাজির হওয়া। মিঃ বিশ্বাস তার দৈনিক ভাতার অর্ধেকটা দিয়ে এরকম একটা সিগারেটের বাক্স কিনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গেল।

সে সাইকেলটা একটা টিনের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে এগিয়ে গেল। কোন লাইন ছিল না। এক ডলার দিয়ে একটা টিকেট কিনে ভেতরে গেল। তখন খেলার এক-চতুর্থাংশ ও বাকী ছিল না। সে মাঝখানের একটা খালি আসন দেখতে পেয়ে ওখানে গেল।

"এক্সকিউজ মি", বলে সে সবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, গ্রাম্য-মুর্খদের মতো কারও বিরক্তির কথা চিন্তা না করেই সে বলে যেতে লাগলো, "এক্সকিউজ মি" তারপর সিটে বসে সজোরে টিনের বাক্সটা খুলল, সিগারেট ধরালো। হঠাৎ করে প্রচন্ড হাত তালির শব্দ, সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে, চেয়ারের ধূপ-ধাপ শব্দ।

জনতার ভীড় মাঠের দিকে ধাবিত হয়েছে, ক্রিকেটাররা দৌড়াচ্ছে। খেলা শেষ হয়েছে। সবার সাথে সাথে মিঃ বিশ্বাসও বাইরে বের হয়ে এলো, তারপর হাতে সিগারেটের টিনটা নিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

সাক্ষাৎকার নেয়া শেষ হয়েছে। এখন সংগৃহিত তথ্যগুলো সমন্বয় করার দায়িত্ব মিঃ বিশ্বাসের। সে দু'শ পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। কিন্তু এখন সে দু'শ তথ্য পাচ্ছে না। সে সবগুলো প্রশ্নমালা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো। শামা এবং ছেলে-মেয়দেরও কাজে লাগিয়ে দিলো। তার খাটের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব প্রশ্ন-পত্র। মেজাজ খিট্মিটে হয়ে গেছে তার। সব কিছুর উপর রাগ ঝাড়ছে সে, যেমন তার ডাইনিং টেবিল। শামা আর আনন্দ ওকে বিছানায় যেতে বলছে। "আমাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। আমি জানি না, আমার নিঃস্বদের নিয়ে আমি কেন থাকলাম না।"

শামা বলল, "তুমি যেখানেই যাও একই ব্যাপার।"

সে ওকে তার গভীর ভীতির কথা বলেনি, এই ডিপার্টমেন্টটা এরই মাঝে আক্রমনের শিকার হয়েছে। করদাতা এবং আরো অনেকে পত্রিকায় লিখেছে এবং ডিপার্টমেন্টটা আসলে কি কাজ করে তা জানতে এবং খামোখা করদাতাদের টাকা অপচয়ের জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এই প্রথম মিঃ বিশ্বাস এ ধরণের আক্রমনের শিকার হলো, এটা ওকে সান্তনা দিতে পারলো না যে এ ধরণের চিঠি সরকারের সব ধরনের বিভাগেই লেখা হয়ে থাকে। অন্য আর কেউ ভয় পায়নি, এটাও তাকে সান্তনা দিতে পারলো না। মিস লগি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যেতে পারবেন। অন্যান্য কর্মকর্তারা এসেছে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ থেকে, তারাও সেখানে ফিরে যেতে পারবে। সে ফিরে যেতে পারবে শুধু *সেন্টিনেলে* এবং পঞ্চাশ ডলার কম বেতনে।

সে মনে মনে খুশি হলো যে সে একটা নরম ধরণের দত্যাগপত্র দিয়েছিল *সেন্টিনেলে*। তখন ওর দুর্ভাগ্যের প্রস্তুতি হিসেবে সে *সেন্টিনেলে* ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবলো।

BanglaBook.org

ঠিক সময়ে সে তার চার্ট প্রস্তুত শেষ করলো এবং রির্পোট লিখলো। তার চার্ট আর রিপোর্ট টাইপ করে কপি করা হলো। তারপর তাকে বলা হলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ওগুলো পাঠাতে। তাকে একটা নির্দিষ্ট এলাকা দেয়া হলো গ্রামবাসীদের জন্য কাজ করতে এবং সহজে চলাচলের জন্য গাড়ি দেয়া হলো। বাড়ির নিয়মানুযায়ী আবারও গোপনীয়তা বজায় রাখা হলো। লুকিয়ে লুকিয়ে সে ড্রাইভিং শিখলো, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলো। তারপর, এক সাধারণ শনিবার সকালে সে একেবারে চক্চকে নতুন গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়ির সামনে সিঁড়ির নীচে রাখলো।

"বিদ্যাধর! এক্ষুণি এদিকে চলে আয়, আমি তোর হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার আগে।"

গোবিন্দ ফিরে এসে দেখলো যে ওর পার্কিং এর জায়গাটা দখল হয়ে গেছে। ওর শেভ্রোলে গাড়িটা বড়, কিন্তু পুরনো আর নোংরা। সে বলল,

"ম্যাচ-বাক্স, এই ম্যাচ-বাক্সটা কে রেখেছে এখানে।"

মিঃ বিশ্বাসের ছেলে-মেয়েরা গোবিন্দকে উপেক্ষা করে নতুন গাড়িটার ধূলো ঝাড়ছে আর নতুন গাড়িতে এতো ধূলো পড়েছে কিভাবে সেটাই বলাবলি করছিল। ময়না গিয়ে মিঃ বিশ্বাসকে রিপোর্ট করলো সবকিছুই।

সে খাটের উপর শুয়েছিল। বলল,

"তুমি শুনেছো, ওরা কি বলছে?"

"গোবিন্দ বলছে এটা ম্যাচ-বাক্স।"

"ম্যাচ-বাক্স, না? বিলেতি গাড়ি, জানো তুমি। বছরের পর বছর টিকে থাকবে তখন ওরটা আস্তাকূঁড়ে পড়ে থাকবে।"

সে আবার পড়াতে মনোনিবেশ করলো, গাড়ির সাথে দেয়া কাগজ-পত্রগুলো, এটা ওর অভ্যাস, একটা নতুন কিছু কিনলেই তা' একজোড়া জুতোই হোক আর একটা ঔষধের বোতলই হোক, এর সাথে দেয়া সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে পড়ে সে।

কমলা এসে জানালো যে এতিম ছেলে-পেলেরা গাড়িতে হাত দিয়ে ওটার উজ্জ্বলতা নষ্ট করছে। মিঃ বিশ্বাস হাঁটু গেড়ে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলল, "এই ছেলেরা, গাড়ি থেকে দূরে সরে যাও! এটা কি ট্যাক্সি নাকি?"

ওরা সরে দাঁড়ালো।

বিধবা বাসদাই ডাক দিয়ে বলল, "তোমাদের হাত ভাঙতে আসছি আমি।" তারপর সে বেত নিয়ে এসে কয়েকজনকে পেটাতে থাকলে ওরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বাসদাই বলল, "এখন খুশি হবে কেউ কেউ।"

ওরা কোথায় যেতে চায় সেটা জানতে চাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না মিঃ বিশ্বাসের। ওরা সবাই যেতে চায় বালান্দ্রায়, সেই উচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে প্রাইভেট কারে ভ্রমন, কর্মবিরতি, সমুদ্র ইত্যাদি।

তারা বালান্দ্রায় গেল, তবে এটা হলো একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ওরা নিসর্গ দেখলো না।

ওরা নতুন চামড়ার গন্ধ নিলো, নতুন গাড়ির মিষ্টি গন্ধ। ইঞ্জিনের হালকা বিট কান পেতে শুনলো। বাইরে বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব হলে আনন্দ গাড়ির ওয়াইপার চালু করলো। মিঃ বিশ্বাস চেঁচিয়ে উঠলো, "কাঁচের মধ্যে আঁচড় ফেলে দেবে!"

BanglaBook.org

ওরা ঠিক করলো অযোধার ওখানে যাবে।

রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে পিছনের বারান্দা ঘুরে বাড়িতে ঢুকলো। তারা রান্নাঘরে কাজ করছিলো। আযোধা সানডে গার্ডিয়ান পড়ছে। মিঃ বিশ্বাস বলল যে ওরা বীচে যাচ্ছে, কয়েক মিনিটের জন্য এখানে ড্রপ করেছে।

অযোধা ওদের দূর্বলতা নিয়ে মন্তব্য করলো। আনন্দের হাতে চিমটি কাটলো, ছেলেটা সংকোচ বোধ করলে হাসতে লাগলো। তারপর ওদের স্বাস্থ্য মূহুর্তেই ভালো করে দেয়ার জন্য সবাইকে এক গ্লাস করে খাঁটি দুধ খেতে দিলো।

জগ্‌দাত এলো, সে কৌতুক করে বলল, "বাইরে তোমার গাড়ি, মোহন?"

মিঃ বিশ্বাস ভদ্রভাবে বলল, "হ্যাঁ, ভায়া।" অযোধা দ্বিধাসহ বলল, "গাড়ি? মোহন?"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "হ্যাঁ, ছোট্ট প্রিফেক্ট গাড়ি।"

অযোধা বলল, যুদ্ধোত্তর কিছু বিলেতি গাড়ি খুব ভালো হতে পারে।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "এটা নতুন, গতকালই পেয়েছি।"

জগদাত বলল, "একটা ড্রাইভ করি, মোহন।"

শামা আর তার ছেলে-মেয়েরা সতর্ক হলো, মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকালো। জগদাত হাসছে হাত কচলাতে কচলাতে।

মিঃ বিশ্বাসও ওদের সতর্কতা অনুধাবন করলো।

অযোধা বলল, "তুমি ঠিকই করছো, ও তোমার গাড়ি নষ্ট করে ফেলবে।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ঠিক তা'নয়। সমুদ্র তীর, বুঝতে পারছো।"

জগ্‌দাত হাসি থামিয়ে দিয়েছে। সে বলল, "তোমার চাইতে অনেক বেশী গাড়ি আমি চালিয়েছি, বড় বড় এবং আরও ভালো।"

অযোধা আবারও বলল, "ও নষ্ট করে ফেলবে।"

"না, তা নয়," মিঃ বিশ্বাস বলল।

জগ্‌দাত বলল, "ওনার কথা শোন, আমাকে দিও না, হুঁ। শোন, আমি মটরগাড়ি ড্রাইভ করি তখন থেকে যখন তুমি একটা গাধার গাড়িও চালাতে শেখোনি। দেখো, তুমি কি ভাবছো আমি তোমার ঐ ছোট্ট ক্যানটা চালাতে চাইছি? তুমি তাই ভাবছো?"

মিঃ বিশ্বাসকে অপদস্থ মনে হলো।

"মোহন! তুমি তাই ভাবছো?"

জগ্‌দাতের চিৎকারে ছেলে-মেয়েরা লাফিয়ে উঠলো।

তারা বলল, "জগদাত্।"

সে গালাগালি করতে করতে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলো।

রাস্তায় নেমে ওরা রওনা হলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমার গাড়ি চালাতে চাইলেই দেবো আর কি। আমি জানি ও কিভাবে গাড়ি চালায়। কোন দয়ামায়া নেই।

"আমি সবসময়ই বলি তোমার পরিবারে এরকম নীচু-প্রকৃতির মানুষ আছে।" শামা বলল।

"অন্য কেউতো এরকম কিছু বলেও না। ভেবে দেখো যে, রাস্তার উপরে গাড়িটা কত সুন্দর ভাবে থেকেছে? ভাবো, আনন্দ? ছবি?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, বাবা।"

ওরা সমুদ্রের ধ্বনি শুনতে শুরু করেছে। যখন ওরা বালান্দ্রাতে পৌছালো ওরা নারকেল গাছ থেকে সাবধানে গাড়িটা পার্ক করলো। শরীরে নোনা পানির প্রভাব নিয়ে ভয় পেলো তারা।

ফেরার সময়ই নেমে এলো ঝঞ্ঝাট। বালিতে ডুবে গেলো রিয়ার হুইল, ওরা বুঝলো গাড়িটা গেছে। নারিকেলের ডাল আর খোসা দিয়ে টেনে টুনে ওরা চাকাটা ওপরে তুললো। শামা বলল তার সন্দেহ হচ্ছে যে গাড়িটা একপাশে হেলে গেছে, এটার পুরো শরীরটা টেনে তোলা হয়েছে।

সোমবারে আনন্দ সাইকেলে চড়ে স্কুলে গেল। মিঃ বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি খানিকটা পূরণ হলো, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি অনুমোদন দিলো। বস্তুত; কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল।

মিঃ বিশ্বাসের একের পর এক প্রাপ্তির পুরো সময়টাতে ডব্লু, সি, টাটল নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু যখন তার গাড়ির উজ্জ্বলতা কমে গেল, গাড়ির ফ্লোরমেঝে ময়লা জমলো, ড্যাশবোর্ডে গড়িটা নেমে গেল–ঠিক সেই সময় ডব্লু, সি, টাটল এক ধাক্কায় মিঃ বিশ্বাসের সকল পাওয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো।

বিধবা বাসদাই এর মাধ্যমে সে ঘোষনা দিলো যে উড্ব্রুক এ সে একটা বাড়ি কিনেছে।

মিঃ বিশ্বাস খবরটা নিলো খুব খারাপ ভাবে। শামার সান্তনাকে উপেক্ষা করে সে ঝগড়া শুরু করে দিলো, "এসব কিছুই তোমার জন্য। এটাই তাহলে তোমার দর্শন, হুঁ? আমি বলি তোমাদের দর্শনটা কি? এক জনকে ধরো, তাকে বিয়ে করো, তারপর কয়লার ব্যারেলে ফেলে দাও। এটাই তোমাদের পরিবারের দর্শন।" টাটলদের গ্রামোফোন শুনে সে পার্টিশনের ওপাশ থেক চেঁচিয়ে বলে, "এখনো এখানে কিছু লোক বাস করে, শুনতে পাচ্ছো।"

ব্যাপারটাকে সে বিশাল ক'রে দেখতে চেষ্টা করলো। গ্যারেজের সমস্যা মিটবে, কারণ তিনটা গাড়ির জায়গা না হওয়াতে প্রায়ই ওর গাড়িটা রাস্তায় রাখতে হয়। গ্রামোফোনও থাকবে না এবং সে টাটলদের খালি হওয়া ঘরটা ভাড়া নিতে পারবে।

কিন্তু দিন চলে যাচ্ছে, টাটলরা নড়ছে না।

মিঃ বিশ্বাস শামাকে বলে, "সে তার গ্রামোফোন আর নগ্ন মূর্তি নিয়ে কেটে পড়ছে না কেন?"

বাসদাই সঠিক তথ্য জানালো। বাড়িটাতে অবৈধ ভাড়াটে আছে, ওদের বের করার জন্য ডব্লু, সি, টাটল আইনি মারপ্যাচ কষতে ব্যস্ত আছে।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "ওঃ হো, এই রকম বাড়ি তার।" মিঃ বিশ্বাস চায় ডব্লু, সি, টাটল এই মূহুর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক, আবার অন্য সময় সে চায় সে আইনে হেরে যাক।

এক সকালে মিঃ বিশ্বাস দেখলো যে টাটল সাহেব একটা সুট, টাই আর টুপি পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আর সেদিন সন্ধ্যায় বাসদাই রিপোর্ট করলো যে সে মামলায় হেরে গেছে।

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমি ভেবেছিলাম সে স্টুডিওতে আরেকটা ছবি তুলতে গেছে।"

অতি উৎসাহে সে ঐ বাড়িটা দেখতে গেল।

হতাশ হয়ে সে দেখলো যে ওটা খুব ভালো এলাকায় অবস্থিত পুরানো ধাঁচে কাঠের তৈরী বাড়ি যেটাতে এক পরত রঙ দেয়াই শুধু প্রয়োজন।

এর অল্প দিন পরেই বাসদাই রিপোর্ট করলো যে ভাড়াটেরা চলে যাচ্ছে। ডব্লু, সি, টাটল সিটি কাউন্সিলে জানিয়েছে যে বাড়িটা ঝুঁকিপূর্ণ, ওদের সবাইকে তুলে দেয়া আবশ্যক।

"গরীব মানুষগুলোকে বের করে দেয়ার একটা পুরনো চাল" মিঃ বিশ্বাস বলল।

কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই টাটলরা চলে গেল, শুধুমাত্র মিসেস টাটল যাবার সময় তার বোনদেরকে এবং যাবার পথে যেসব ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল ওদেরকে চুমু খেলো। সে বিষন্ন হলেও অনমনীয় ছিল। পালাক্রমে দুঃখিত হলো; এবং বিদায় পর্বটা হলো অশ্রুসজল, যেন মিসেস টাটল এই মাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

টাটলদের ঘরটা ভাড়া নেবার ইচ্ছেটা ভেস্তে গেল বিশ্বাসের যখন খবর পাওয়া গেল যে মিসেস তুলসি শর্টহিল থেকে আসছেন।

বিধবা সুশীলা আর মিস ব্লাকিকে নিয়ে সে এলো, আর সাথে সাথে বাড়িটা শান্ত হয়ে গেল। পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের হট্টগোল কমে গেল, তবে একদিক থেকে ওদের সুবিধা হলো যে ওরা যদি চিৎকার করে কান্নাকাটি করে ওদেরকে বেত মারা বন্ধ হয়ে যাবে।

মিসেস তুলসির বড় ধরণের কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না, সে সামান্য অসুস্থ। হনুমান হাউজে তার সেবা ক'রে সুশীলা ঐ বাড়ির ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু এখন এই বাড়িতে সে সুযোগ নেই, কারণ পরিবারটা ভেঙ্গে গেছে এখানে। কিন্তু সুশীলা এটা করতে বাধ্য, আর ওকে উদ্ধার করার জন্য ওর কোন ছেলে-মেয়েও ছিল না।

সময় থেমে গেছে মিসেস তুলসির হাতে। সে তার ঘর থেকে ল্যাবোরেটরী, সেখান থেকে বারান্দা, তারপর ঘরে ফিরে যায়। কথা বলাই ওর একমাত্র সান্তনা, মেয়েদের সাথে কথা বলা মানেই তার ক্রুদ্ধ হয়ে চেচাঁমেচি করা। তার শরীর ভেঙ্গে গেছে। তার আদেশ নিষেধও এখন অকার্যকর হয়ে গেছে। সে চিৎকার করে বলে তার মেয়েরা শুধু তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, তার রক্ত চুষে খাচ্ছে, এই পরিবার থেকে ওদেরকে বহিষ্কার করার হুমকী দেয় সে।

আর মিস ব্লাকিই একমাত্র যে তার আস্থা অর্জন করেছে। আর আছে ইহুদী রিফুজি ডাক্তার। সপ্তাহে একবার আসে সে। তাকে খুব খাতির যত্ন করে মিসেস তুলসি। ফলমূল ইত্যাদি উপহার পাঠানো হয় ডাক্তারকে নিয়মিত, কখনো কখনো বাসদাই এবং সুশীলাকে বিশেষ খাবার রাঁধতে বলা হয় এবং সেটা ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপরও তার মেয়েরা তার কাছে যায়। কারণ ওরা জানে মিসেস তুলসি একাকীত্বকে ভয় পায়, তাই তার কাছ থেকে দূরে থাকা মানে তাকে দুঃখ দেয়া। মিস ব্লাকি যদি কখনো কোন মেয়ে সম্পর্কে রিপোর্ট দেয় যে ওই মেয়ে দুঃখ পেয়েছে, মিসেস তুলসি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রতিজ্ঞা করে, এরকম সময়ে সে ওদেরকে গহনা উপহার

BanglaBook.org

দেয় মাঝে মাঝে। তাই মেয়েরা আসে এবং কেউই চায়না অন্যকোন মেয়ে তার কাছে একা আসুক।

মেয়েদেরকে গালাগালি করলেও মিসেস তুলসি তার জামাইদেরকে কিছুই বলে না। মিঃ বিশ্বাসকে সে সংক্ষেপে কিন্তু ভদ্রভাবে শুভেচ্ছা জানায়। গোবিন্দ ওর পূর্বেকার আচার-আচরণ বজায় রাখলেও সে কখনোই কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। গোবিন্দের আচরণের জন্য মন্তব্য করার ব্যাপারটা বোনদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

কখনো কখনো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ড্রয়িংরুমে মেঝে ঘষতে বলে সে। আবার মাঝে মাঝে ওদের দিয়ে হিন্দী গান গাওয়ায়। কোন পূর্বলক্ষণ ছাড়াই তার মুড পাল্টে যায়। কখনো কখনো পড়ুয়া ছেলে-মেয়েগুলোকে তার ঘরে লাইন করে দাঁড় করিয়ে পাটিগনিতের ছক মুখস্ত বলতে বলা হয়, ভুল হলে ওদেরকে বেত মারে যতটা তার হাতে কুলায়।

তার আরেকটা কাজ হলো ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়া। প্রতি শনিবারে ওদের ডেকে এনে সে এক ডোজ করে এপসম লবণ খাইয়ে দেয়। আনন্দের ঠান্ডা, কফ-কাশির ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। সে ওকে বিষাক্ত ভেষজ সিগারেট খেতে দেয়, তাতে কোন কাজ না হলে ব্রান্ডি আর পানি মিশিয়ে খেতে দেয়। আনন্দ এটা ঘৃণা করলেও এটার সাহিত্য-সংশ্লিষ্টতার কারণে খায়, ডিকেন্সের বইয়ে ও এটার সম্পর্কে পড়েছে।

মাঝে মাঝে মহিলা তার পুরনো বন্ধুদের ডেকে পাঠায়, তারা আসে, এক সপ্তাহ বেড়ায়, মিসেস তুলসির কথা শোনে।

সে নিয়মিত পূজা আর্চা করে, হনুমান হাউজের মতো খাওয়া-দাওয়া, উৎসব এগুলো ছাড়াই। পন্ডিত আসে, মিসেস তুলসির পাশে বসে, মন্ত্রপাঠ করে, তারপর কাপড় বদলে চলে যায়। প্রতিবার পূজাতে সে ভিন্ন ভিন্ন পন্ডিত ডেকে আনে, কারণ কেউই তাকে হরির মতো সন্তুষ্ট করতে পারে না, আর তাই তার আস্থা হারিয়ে যায়, সে রোমান ক্যাথলিক চার্চে মোমবাতি জ্বালানোর জন্য সুশীলাকে পাঠায়।

সব ছেলে-মেয়েদের মাঝে ময়নাকেই সে সবচাইতে বেশী পছন্দ করে। সে ওকে দিয়ে মাথার উকুন বাছতে দেয়, ময়না ওর হাতের নখ দিয়ে ওগুলোকে মারে। ওর প্রতি এই পক্ষপাত অন্যদের মাঝে ঈর্ষার জন্ম দেয়, ময়নাকে বিমর্ষ করে আর মিঃ বিশ্বাসকে করে বিরক্ত।

মিঃ বিশ্বাস বলে, "ওর কাছে আর উকুন তুলতে যেও না।"

"তোমার বাবার কথায় ভয় পেও না," শামা বলে, ও চায় না মিসেস তুলসির উপর এই অধিকারটুকু হারাতে।

আর ময়নাও ঘন্টার পর ঘন্টা মিসেস তুলসির ঘরে কাটায়, ওর চুলে বিলি কাটতে থাকে। আর মিসেস তুলসিকে খুশি করতে একটু পর পর নখ দিয়ে উকুন মারার আওয়াজ করে। মিসেস তুলসি খুশি হয়ে আঃ ধ্বনি করে ভাবে তার একটা উকুন ধরে মারা হয়েছে।

বাড়িতে আরেকটা বিঘ্ন ঘটে যখন শেখর আর তার পরিবার মিসেস তুলসির কাছে আসে বেড়াতে। শেখর যদি একা আসতো তাহলে সে তার বোনদের দ্বারা আরো উষ্ণ

BanglaBook.org

অভ্যর্থনা পেতো। তাদের সঙ্গে শেখরের যাজিকা স্ত্রী ডরোথির বিরোধ আরো বেড়ে গেল। প্রায় প্রকাশ্য একটা ঝগড়াই বেঁধে গেল যখন শেখরের কাছে বাড়ির বিধবারা একটা মোবাইল রেস্তোঁরা চালু করতে চাইলে সে ওদেরকে সিনেমায় চাকরী করার জন্য প্রস্তাব দেয়। তারা এটাকে অপমান হিসেবে নিলো এবং এতে ডরোথির হাত আছে ব'লে ধরে নিলো। ওরা প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলো; তারা ডরেথির মাধ্যমে চাকরী পেতে চায় না এবং মানুষের বিনোদনের জন্য কিছু করবে না কখনোই।

শেখর একজন অতিথির মতোই বাড়িতে আসে, গাড়ি নিয়ে এসে সে তার স্ত্রী ডরাথি আর অভিজাত পাঁচ কন্যাকে নিয়ে উপরের তলায় চলে যায়। মিসেস তুলসির সাথে সময় কাটিয়ে নীচে আসে, বোনদের সাথে দেখা করে, হুঁ-হাঁ ধ্বনি করে। সে খুবই কম কথা বলে, যেন তার মুখের গড়ন সে নষ্ট করতে চায় না।

দুপুরে বাসদাই আর সুশীলার তৈরী রান্না খেয়ে ডরোথি আর তার মেয়েরা নীচে এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানায়। ওরা খুব সুন্দর ক'রে, প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে কথা বলে। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয় ডরোথি বলে যে ওদের চলে যেতে হবে।

চলে যাবার আগে শেখর আর ডরোথি সব সময় মিঃ বিশ্বাসকে ডাকে। এতে মিঃ বিশ্বাস খুব একটা আহ্লাদিত হয় না। এটা শুধু এই জন্য নয় যে শেখরের পার্টি কমুনিটি ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করছে, শেখর আজও ভোলেনি যে মিঃ বিশ্বাস একটা ক্লাউন ছিল, আর যখনই দেখা হবে তাকে একটু ভাঁড়ামি করতে বলা হয়। শেখর হয়তো কোন মন্তব্য করলো, তারপর ওটাকে হাস্যরসাত্বক ভাবে উপস্থাপন করতে হয় মিঃ বিশ্বাসকে, ডরোথির মাঝেও এই মনোভাব বিস্তার লাভ করেছে।

কিছুদিন ধরেই একটা গুজব চলছিল।

আর এখন শেষ পর্যন্ত খবরটা পৌছে গেল যে, মিসেস তুলসির ছোট ছেলে আওয়াদ বিলেত থেকে ফিরে আসছে। সবার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। শর্টহিল থেকে সব বোনেরা চলে এসেছে তাদের উত্তম পোষাক-আশাক পরে। পরিবারে আওয়াদ ছিল একজন অ্যাডভেঞ্চারার, সে বিলেতে থাকে, তবে ঠিক কোথায় তা জানে না কেউ। সবাই ওকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি মনে করে, সব কিছুর উর্ধে। সে একজন নামকরা অনেকগুলো ডিগ্রীধারী ডাক্তার। সে ওদেরই একজন! শেখরকে ওরা নিজের বলে দাবী করে না। কিন্তু প্রত্যেক বোনেরই আওয়াদকে নিয়ে নিজস্ব কিছু স্মৃতি আছে, গল্প আছে, যেগুলো ব'লে ওরা আওয়াদকে যার যার নিজের মানুষ বলে প্রচার করে।

মিঃ বিশ্বাসও আওয়াদের প্রতি একইরকম মালিকানা বোধ করে এবং বোনদের সাথে উত্তেজনায় অংশীদার হয়। কিন্তু তার অস্বস্তি হয়। বহু বছর আগে হনুমান হাউজে আওয়াদ আর মিসেস তুলসির ফিরে আসার সময় ওকে এইভাবে চলে যেতে হয়েছিল। এখনও তার একইরকম অস্বস্তি হচ্ছে, একই রকম হুমকীর সম্মুখীন মনে হচ্ছে, দেরী হবার আগেই চলে যাবার প্রয়োজন। বারবার সে তার জমানো টাকা গুণে দেখে, খুব একটা হেরফের হয়নি। গতবছর জমানো টাকা ছিল ছয়শ' বিশ, এখন সেটা বেড়ে মাত্র সাতশ হয়েছে। এই টাকায় একটা কাঠের তৈরী নড়বড়ে বাড়িও পাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

দু'হাজার ডলার হলেও দরদাম করে নেয়া যেত। এখন ওর উদ্বিগ্নতা উত্তেজনায় রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন সকালে সে ভাড়া দেয়া হবে এমন জায়গা খুঁজে বেড়ায়।

বাড়িতে ফিরে সে মিসেস তুলসিকে এড়িয়ে যেতে পারে না, সে বারান্দায় বসে থাকে। আর যদিও সে তার নার্ভটা ঠিক রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

শামা তথ্যটা নিয়ে এসেছিল।

মিঃ বিশ্বাস বলে, "ঐ বুড়ো শকুনীটা আমায় এভাবে ছুড়ে ফেলতে পারে না। আমার এখনও কিছু অধিকার আছে। তাকে বিকল্প কোন থাকার জায়গা দিতে হবে।"

বারান্দার দিকে তাকিয়ে হিস্ হিস্ করে বলে,

"মর, শকুনির বাচ্চা।"

"থামো,"

"মর! ছোট্ট ময়নাকে দিয়ে উকুন তোলে। এতে তোমায় ভালো কিছু হয়েছে? হুঁ? ছোট দেবতাকে সে এভাবে ছুঁড়ে দিতে পারবে?"

ওরা শুনতে পায় মিসেস তুলসি সুশীলাকে কি যেন বলছে বিড়বিড় করে।

মিঃ বিশ্বাস বলে, "আমার অধিকার আছে। এখন আর আগের দিনের মতো নেই। আমার দরজায় এক টুকরো কাগজ ফেলে দিয়ে আমাকে বের করে দিতে পারবে না। বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।"

তবে মিসেস তুলসি বিকল্প ব্যবস্থা করে দেয়। শামা এক বছর আগে যে ঘরগুলো থেকে ভাড়া তুলতো ওগুলোরই একটা ঘরে। কাঠের দেয়াল, রংচটা, ছাদ নেই, টিনের চালগুলো দৃশ্যমান, কোন বিদ্যুৎ নেই। ফার্নিচারগুলো কোথায় রাখবে? ওরা কোথায় ঘুমাবে, রান্না করবে কোথায়, ছেলে-মেয়েরাই বা কোথায় পড়বে?

সে ঠিক করলো আর কখনো মিসেস তুলসির সাথে কোন কথা বলবে না। মিসেস তুলসিও ওর মনোভাব দেখে কোন কথা বলে না তার সাথে। দিনের পর দিন সে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসা ভাড়া নেয়ার জন্য।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে একদিন সে দেখতে পায় মিসেস তুলসি বারান্দার অন্ধকারে বসে আছে। সে গুণ্‌গুণ্ ক'রে গান গাইছিল যেন এই পৃথিবীতে সে একা। মিঃ বিশ্বাস ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন সে বলল,

"মোহন?" তার কণ্ঠস্বর নরম।

সে থামলো।

"মোহন?"

"জ্বি, আম্মা।"

"আনন্দ কেমন আছে? কয়েকদিন ধরে আমি ওর কাশি শুনতে পাইনি।"

"ও ভালো আছে।"

"ছেলে-মেয়ে, মানেই ঝামেলা। কিন্তু তোমার মনে আছে আওয়াদ কিভাবে কাজ করতো? খাওয়া-দাওয়া আর পড়াশুনা। দোকানে সাহায্য করতো এবং পড়তো। টাকা

BanglaBook.org

চেক করতো আর পড়তো। সবাইকে সাহায্য করতো এবং এখনও সে পড়াশুনা করে। হনুমান হাউজের কথা মনে আছে তোমার, মোহন?"

সে তার মুড বুঝতে পারলো, এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইলো না। "ওটা অনেক বড় বাড়ি ছিল। আমরা যেখানে আছি এখনকার চাইতে বড়।" সে থেমে বলল,

"ওরা কি তোমাকে আওয়াদের চিঠিটা দেখিয়েছে?"

আওয়াদের চিঠিগুলো যেগুলোতে মূলত বিদেশী ফুলের বর্ণনা রয়েছে। ওগুলো কিছুটা সাহিত্য ধরণের। প্রতি লাইনের মাঝখানে অনেক ফাঁকা স্থান, "ফ্রেব্রুয়ারী মাসের কুয়াশা অবশেষে চলে গেল।" আওয়াদ লিখতো,

"শিশির বিন্দু এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু খুব শীঘ্রই ডাফোডিল ফুটবে," ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ছোটবেলায় ওর ফুলের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না," মিসেস তুলসি বলল।

"আমার মনে হয় সে পড়াশুনায় বেশী ব্যস্ত ছিল।"

"সে তোমাকে পছন্দ করতো সব সময়, মোহন। আমার মনে হয় এর কারণ তুমি নিজেও ভালো পড়ুয়া। আমি জানি না। হয়তো বা আমার সব মেয়েকে পড়ুয়া ছেলের কাছে বিয়ে দেয়া উচিত ছিল। আওয়াদ সব সময় তাই বলতো। কিন্তু শেঠ, তুমি জানো" সে থামলো। অনেক বছর পর এই প্রথম সে এই নামটা তার মুখে শুনলো। "পুরানো নিয়মগুলো খুব তাড়াতাড়ি পুরানো হয়ে যায়, মোহন। আমি শুনেছি তুমি বাড়ি খুঁজছো।"

"আমি কিছু একটা খুঁজছি।"

"অসুবিধা হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আওয়াদের জন্য এই বাড়িটা ঠিকঠাক করতে হবে। এটা ওর বাবার বাড়ি নয়। সে যদি ওর বাবার বাড়িতে ফিরে আসতো তাহলে ভালো হতো না?"

"খুবই ভালো হতো।"

"তুমি রঙের গন্ধ পছন্দ করো না। আর এটা বিপদজনকও বটে। আমরা বাড়ির এখানে ওখানে কিছু শামিয়ানা আর চিম্‌নি দিচ্ছি, আধুনিক জিনিস।"

"ভালো কথা।"

"আওয়াদের জন্যই। যদিও আমার মনে হয় তুমি ফিরে এলে তোমার জন্যও ভালো হবে এটা।"

"ফিরে এলে?"

"তুমি ফিরে আসবে না?"

"কিন্তু, হ্যাঁ", সে ওর উৎসাহ দমিয়ে রাখতে পারলো না "হ্যাঁ অবশ্যই। চিম্‌নি খুবই ভালো হবে।"

শামা খবরটা শুনে উৎফুল্ল হয়ে গেল। বলল, "আমার কখনো বিশ্বাস হয়নি যে মা আমাদের চিরদিনের জন্য আলাদা থাকতে বলবেন।" সে ময়নার প্রতি মিসেস তুলসির স্নেহ, আনন্দকে তার ব্রান্ডি খাওয়ানো এসব কথা তুলল।

BanglaBook.org

"ভগবান!" মিঃ বিশ্বাস বলল, "তাহলে তুমি উকুন তোলার পুরস্কার পাচ্ছো? ময়নাকে তুমি পাঠিয়ে দাও আরো কিছু তুলতে, হুঁ? ভগবান? ইদুঁর বেড়ালের খেলা।"

সে দূর্বল হয়ে গেল, মিসেস তুলসির ফাঁদে পড়ে গেল এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। মেয়েদের মতো তাকেও সে তার হাতে রেখেছে, তার নাগালের মধ্যে। এবং নিজের কাছে ক্ষমতা রেখে দিয়েছে, সেদিন থেকে যেদিন সে তুলসি স্টোরে গিয়েছিল এবং কাউন্টারে শামাকে দেখেছিল।

"ইঁদুর বেড়ালের খেলা।"

যেকোন মূহুর্তে তার মন পরিবর্তন হতে পারে। সে যদি না চায় তবে কি তারা আর ফিরতে পারবে? বাড়ির নীচে দুই রুম, এক রুম অথবা, তাবু খাটানোর মতো জায়গা? সে যখন নস্টালজিক হয়ে যায় তার নস্টালজিয়াকে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে, যখন সে কর্তৃত্বপরায়ণ হয় সে আবার ভুলে যায়।

পালানোর জন্য মাত্র ছয়শ ডলার আছে তার। কম্যুনিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এ কাজ করে সে, ডিপার্টমেন্টটা বিলুপ্ত হলে সেও বিলুপ্ত হবে।

শামাকে অভিযুক্ত করে সে, "কাঁদো! কাঁদো?"

শামা এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে সে।

নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলে,

"ঐ গাড়িটা বিক্রি করে দেবো!" সে জানে এতে শামা কতটা হেয় হয়। কারণ ওখানে সবাই তার চেঁচামেচি শুনতে পায়।

সে সারাক্ষণ যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছবির ফ্রেমগুলো নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। আনন্দের মুখে দুধের গ্লাস ছুঁড়ে মারে। সিঁড়ির নীচে শামাকে চড় মারে। বাড়িতে সে গোবিন্দের মতোই হাস্যকর একটা চরিত্রে পরিণত হয়। একজন কম্যুনিটি ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েও তার চাইতে অনুপস্থিত আওয়াদ তার গুণ, সাফল্য আর সবার ভালোবাসা নিয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে।

ওরা ওদের সব ফার্নিচার নিয়ে চলে আসে ভাড়াটে বাসায় এক রুমে। জীবন হয়ে উঠলো ছবিসহ ঐ একটা ঘর এবং সিঁড়ির নীচের জায়গাটুকুতে। বাড়ির নীচে শামা রান্নাবান্না করে। ছেলে-মেয়েরা কখনো কখনো পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের সংগে ঘুমায়, কখনো মিঃ বিশ্বাসের সংগে ঐ ঘরে।

আর প্রতিদিন বিকেলে মিঃ বিশ্বাস তার এলাকায় যায় গাড়ি চালিয়ে জীবনের ভালো ভালো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ছড়াতে। সে বুকলেট বিতরণ করে, বক্তৃতা দেয়, সংগঠন তৈরী করে, এবং এভাবে ছোট্ট-ছোট্ট গ্রামের জটিল রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। অনেক রাতে সে পোর্ট অব স্পেনে ফিরে আসে।

কাজের সূত্রে সে আরওয়াকাসে যায়, ওখানে সে একটা 'লীডারশীপ' কোর্স আয়োজন করছিল। ওখান থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পোর্ট অব স্পেনে না এসে হনুমান হাউজে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। পুরানো বাড়িটা কিছুকালের জন্য খালিই পড়েছিল,

BanglaBoi.org

শুধু একজন বিধবা যে কিনা গোপনে একটা ব্যাবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল সে থাকতো।

তুলসি স্টোরের নামফলক পাল্টে সেখানে পোর্ট অব স্পেনের একটা ফার্মের স্কটিশ নাম ঝুলছে, এবং এই নামটি এতদিন ধরে উচ্চারিত হয়েছে যে এটা এখন পুরোপুরি দখলে চলে গেছে, কারও কাছে অসামঞ্জস্য লাগছে না। হনুমান এর মূর্তির নীচে বাটা জুতার একটা বিশাল লাল রঙের বিজ্ঞাপন ঝুলছে। দোকানটা খুব জাঁক-জমকপূর্ণ আর ব্যস্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে বাড়িটাতে দেখাচ্ছে ম্যাড়ম্যাতে। কোর্টইয়ার্ডে বাক্স, খড়কুটো, বাদামী কাগজ ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হলঘর আর রান্নাঘরের মাঝে পার্টিশন দিয়ে হলঘরটাকে ধান রাখার স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। উঠানে ট্যাঙ্কটা এখনো আছে, তবে তাতে কোন মাছ নেই। বাড়ির ফুলগাছগুলো এখন শুধুই গাছে পরিণত হয়েছে। দোকানটা যে সিন্ধীরা নিয়েছে ওরা গ্রামোফোনে সারাক্ষণ হিন্দী ছবির দুঃখের গান বাজায়। কয়েক গজ দূরে অন্যান্য বাড়ি থেকে হৈ-হট্টগোল, হাসাহাসির শব্দ, কুকুরের ডাক অথবা কোন বাচ্চাকে পেটানোর আওয়াজ ভেসে আসে। কিন্তু হনুমান হাউজ নীরব-নিথর। দোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর আর কেউ থাকে না এখানে। পাশের ঘরে সিন্ধীরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

পড়ার ঘরটা দখল করেছে বিধবাটা, এই ঘরটা সবসময় খালি পড়ে থাকতো। ঐ বিধবা ব্যবসার কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, তাই খুব কমই সে ঘরে থাকতো। মিঃ বিশ্বাস নীরবতাকে স্বাগত জানালো। সরকারী স্টোর থেকে একটা ডেস্ক আর চেয়ার নিয়ে এসে মিঃ বিশ্বাস এই লম্বা ঘরটাকে অফিস বানিয়ে ফেলল। এই ঘরেই সে শামাকে নিয়ে থেকেছে, এই জানালা দিয়ে সে আওয়াদকে থুথু মারার চেষ্টা করেছে, খাদ্য-ভরা প্লেট ছুঁড়ে মেরেছে তার উপর। এই ঘরেই সে গোবিন্দের হাতে মার খেয়েছিল। এই ঘরে সে নিজেকে অস্তিত্ববান করার চেষ্টা ক'রে কিছু চিহ্ন দেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন আর একটারও প্রয়োজন নেই, সে এখন ওদের কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, তার উপর অনেক দায়িত্ব। আজ এই ঘরেই সে সব দায়িত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করছে, তার ছেলে-মেয়ে, এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত আসবাব, অন্ধকার ঘর, আর শামা, তার মতোই এখন শামা অসহায় আর তার উপর নির্ভরশীল।

পোর্ট অব স্পেনের বাড়িটার পুনঃসজ্জার কাজ চলছে ধীরে-ধীরে। মিসেস তুলসি কোন কন্ট্রাক্টরের উপর কাজের ভার দেয়নি। বরং আলাদা আলাদা কর্মী দিয়ে কাজ করায়, ওদেরকে নির্যাতন করে এবং বাদ দিয়ে দেয়। মজুরী নির্দিষ্ট করা হলেও সে ওদের পুরো টাকা দেয় না। একবার একজন পনেরো দিন কাজ করার পর দুই মহিলার দ্বারা নিগৃহিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছাড়ে, যাওয়ার সময় পুলিশে জানাবে বলে হুমকী দিয়ে যায়। মিস ব্লাকি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক বলে, "আমার জাতভাই, মা।"

কাজ শেষ হতে প্রায় তিন মাস লাগলো। পুরো বাড়ির উপরের তলায়, নীচ তলায়, বাড়ির ভেতরে বাহিরে রঙ করা হয়েছে। আরো বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে ওটার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

আর মিঃ বিশ্বাসের দুঃস্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটলো। ওকে আবার ফিরে আসার জন্য বলা হলো। তবে ঐ দু'টো ঘরে নয়। সে যা' ভয় পেয়েছিল, পেছনের একটা ঘরে। তার ঘরগুলো আওয়াদের জন্য রাখা হয়েছে। গোবিন্দ আর চিন্তা গিয়েছে বাসদাই এর ঘরে, আর বাসদাই ওর পড়ুয়া ছেলে-মেয়দের নিয়ে বাড়ির নীচে আশ্রয় নিয়েছে। মিঃ বিশ্বাস ওর একটা ঘরে সব ফার্নিচার রাখলো, ডাইনিং টেবিলটা নীচ তলায় রইলো। শামার গ্লাস ক্যাবিন্টে রাখার কোন জায়গা ছিল না, মিসেস তুলসি ওটা ডাইনিং রুমে রাখার পরামর্শ দিলো। কখনো কখনো ছেলে-মেয়েরা ঘরেই ঘুমায়, কখনো নীচতলায়। তবে ঐ ভাড়াটে বাড়ির চাইতে এখানে অনেক আরাম হলো ওদের।

আর এখন মিঃ বিশ্বাস তার প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের বয়স আলাদাভাবে বের করছে। ছবি এখন বেশ বড় হয়ে গেছে, আনন্দের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণে ওকে সে কখনো খেয়াল করেনি। আর ও নিজে নিজেই খুব গম্ভীর আর ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। ও কখনো ওর খালাত ভাই-বোনদের সাথে ঝগড়া করে না। যদিও ও খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং ও কখনো চিৎকার করে কাঁদে না। আনন্দ এখন কলেজের মাঝামাঝি পর্যায়ে। মিঃ বিশ্বাস ভাবে ওর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। বড়জন ছোটটার দিকে দৃষ্টি রাখবে। যেভাবেই হোক, হনুমান হাউজে ছবির জন্মের সময় মিসেস তুলসি যেমনটা বলেছিল, ওরা বেঁচে থাকবে, ওদেরকে মেরে ফেলা হবে না। তখন সে ভাবলো, "আমি ওদের শৈশবটাকে *মিস্* করেছি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Revolution

বিপ্লব

লন্ডন থেকে চিঠি, ভিগো থেকে পোস্টকার্ড, মিসেস তুলসি সামনের বারান্দায় বসে দিনের অধিকাংশ সময় কাটায়, অপেক্ষা করে। বাড়িতে সব বোনেরা, তাদের ছেলে-মেয়ে আর নাতি-নাত্নীতে ভরে গেছে। উঠানে একটা বিশাল তাবু খাটানো হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত রান্না-বান্না আর গান-বাজনা চলে, যে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। সেই পুরনো হনুমান হাউজের কোন উৎসবের মতোই লাগছিল, আওয়াদ চলে যাবার পর এরকম কিছু-ই আর হয়নি কখনো।

বারবাডোস থেকে পাওয়া একটা তারবার্তায় পুরো বাড়িতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। মিসেস তুলসি উৎফুল্ল, কোথাও সে স্থির হয়ে বসছে না। সে নীচতলায় থাকতে চাইলো, এখানে সে সবকিছুর তদারকি করে, হাস্য-কৌতুক করে, আওয়াদের জন্য ঠিক করা ঘরটাতে দিনে চৌদ্দ-বার যায়। পন্ডিতকে আবারও খবর দিয়ে তাগাদা দেয়া হলো যদিবা সে ভুলে যায়। যদিও পন্ডিত এরই মধ্যে এসে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করার আগেই।

ঐ রাতে সারারাত জেগে থাকতে চাইলো বোনেরা, ওরা বলল অনেক রান্না-বান্না বাকী আছে। ওরা রান্না করলো আনন্দের সাথে, কেউ কেউ বেশী কাজ করার জন্য নালিশ করলো, ওরা বিয়ের গান গাইলো, কফি বানালো, তাস খেললো। কেউ কেউ ঘন্টা খানেকের জন্য উধাও হয়ে গেল, কিন্তু ঘুমিয়েছে বলে স্বীকার করলো না। চিন্তা দাবী করলো সে চাইলে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত না ঘুমিয়ে থাকতে পারে, এবং দাবী করলো যে গোবিন্দ এখনো এই পরিবারের সবচেয়ে সুবোধ ছেলে। তাদেরকে মনে হচ্ছিলো সেই হনুমান হাউজের হলে জেগে থাকা বোনেরা, যেন কোন সময় বয়ে যায়নি।

সকালে যখন রাস্তার কোলাহল শুরু হয়নি, ঘরদোর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি, ছেলে-মেয়েদের জাগিয়ে ওদের গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় পরিয়ে দেয়া হলো। সুশীলা মিসেস তুলসিকে স্নান করিয়ে পোষাক পরিয়ে দিলো। এখন আস্তে-আস্তে ভিজিটররা আসতে শুরু করেছে। রাস্তায় গাড়ির বহর আর উজ্জল পোষাকের মহিলা আর ছেলে-মেয়েরা। শেখর আর ডরোথি ওদের পাঁচ কন্যাকে নিয়ে এলো।

মিঃ বিশ্বাসের জন্য ঐ রাতটা ছিল খুব কঠিন একটা রাত। সকালটাও খারাপভাবে শুরু হলো। আনন্দকে গার্ডিয়ান পত্রিকাটা দিতে বললে সে বলল ওটা পন্ডিতকে দেয়া

BanglaBook.org

হয়েছিল এবং এখন ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। শামা আর ছেলে-মেয়েরা পোষাক পরছিল যখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নীচে এসে বাথরুমে উঁকি মেরে সে ওটা ব্যবহার করতে চাইলো না ওই দিনের জন্য। আবার ঘরে ফিরে এসে সে অগোছালো ঘরে কাপড় পরে নিলো। বিড়বিড় করতে করতে চিরুনি থেকে মহিলাদের চুল খুলে শামা আঁচড়ালো। শামা তার বিরক্তি লক্ষ্য-করলো, কিন্তু কোন মন্তব্য করলো না। ভাগ-ভাগ হয়ে সবাই বেরিয়ে পড়লো। মিসেস তুলসি গেল শেখরের গাড়িতে বিশ্বাস তার গাড়িতে চড়লো, তার পরিবার গেছে অন্য কোন গাড়িতে। তাকে অপরিচিত কিছু মানুষকে তার গাড়িতে উঠাতে হলো।

বন্দরে এসে থামলো ওরা। মিসেস তুলসির বসার জন্য একটা চেয়ার পাওয়া গেল। তার সাথে মিসেস ব্লাকি তার চার্চে যাবার পোষাক পড়ে আছে। তার ওষুধ বহন করে আছে সুশীলা।

সাইরেন শোনা গেল দূরে। ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ স্কুলে শিখেছে যে দিগন্তে জাহাজের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাই গোলাকার পৃথিবীর প্রমাণ দেয়। অনেকে বলল জাহাজটা তীরে আসতে এখনো দুই-তিন ঘন্টা লাগবে। চিন্তার ছোট ছেলে বলল পরদিন সন্ধ্যার আগে ওটা আসছে না।

কিন্তু বড়রা অন্য কিছুর আভাস পেলো। বোনেরা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "মাকে বলো না।"

মিঃ বিশ্বাস শেখরের দিকে তাকালো। শেখর আর ডরোথি ভেসে আসা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে।

শেঠ অস্বস্তিবোধ করছিল। তার হাতে ধরা লম্বা সিগারেটের হোল্ডারে মনোযোগ দিলো সে। যখনই সে সিগারেট ধরালো খাকি পোষাকের একজন অফিসার ওকে ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় লেখা নোটিশের দিকে ইঙ্গিত করলো। সে সিগারেট নিভিয়ে ফেলল।

খুব শিগ্রই জাহাজটা তীরে এসে থামলো। ওরা দেখলো তাকে, সে এমন একটা স্যুট পরা যা ওরা কখনো দেখেনি। আর তার মুখে রবার্ট টেলরের গোঁফ। তার জ্যাকেটটা খোলা, ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকানো। তার কাঁধ আরো চওড়া হয়েছে, আরও বড় হয়ে গেছে সে।

কেউ কেউ বলল, "ইংল্যান্ডে কি এখন ঠান্ডা?"

একজন অল্প-বয়সী শ্বেতাঙ্গিনী আওয়াদের সাথে দাঁড়িয়ে হাসছে, গল্প করছে।

"আরে বাপ!" মিসেস তুলসির এক বান্ধবী কেঁদে বলে উঠলো।

নোঙ্গর ফেলা হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে ওটার কিনারে গেল, তারা নোঙ্গর ফেলা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

BanglaBook.org

আর তারপর সে থামলো, তার চোখ ভেঁজা। চেয়ারে বসা মিসেস তুলসিকে উপুর হয়ে চুমু খেলো সে। মিসেস তুলসি ওকে ধরে কাঁদতে লাগলো, আর তার সাথে সাথে মিসেস ব্লাকি, সুশীলাও কাঁদলো। ভাইদের সাথে করমর্দন করলো, এবার বউদের পালা, ওদের চুমু খেলো সে। ওদের ছেলে-মেয়েদের সাথে পরিচয় করলো। তারপর আটজন জীবিত জামাতাদের পালা এলো। ডব্লু, সি, টাটল যদিও তাকে কখনো দেখেনি সে তার সাথে হাত মিলিয়ে চোখ বন্ধ করলো আওয়াদের বেশী মনোযোগ পেতে। মিঃ বিশ্বাসের পালা এলে সে দূর্বল হয়ে পড়লো,এবং যখন সে হাত বাড়ালো সে কাঁদবার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু আওয়াদ ওর হাতটা ধরলেও হঠাৎ একটা দূরত্ব সৃষ্টি হলো।

ঐ মূহুর্তটাতে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে তার বয়স যা'ই হোক সেই এখন এই পরিবারের নতুন কর্তা।

আওয়াদ ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে বলল, "আমি বরং গিয়ে আমার মাল-পত্রগুলো দেখে আসি।" সে মিঃ বিশ্বাসের হাতটা ছেঁড়ে দিলো।

আওয়াদ আবার ফিরে এলো। কেউ একজন বলল,

"মা-বাবা নাকি বাবা? অথবা অন্য কারও সংগে?" মিঃ বিশ্বাস চিনতে পারলো ফটোগ্রাফারকে।

মিঃ বিশ্বাসকে দেখে সে এমনভাবে হাসলো যেন সে তাকে বাইরে খুঁজে পেয়েছে।

মিসেস তুলসি বলল, "শুধু ওর নিজের ছবি।"

আওয়াদ কাঁধটাকে টানটান করে দাঁড়িয়ে হাসলো, তার দাঁত দেখা গেল, গোঁফটা বিস্তৃত হলো, গাল দু'টো জ্বলজ্বল করছে নাকের দু'পাশে।

একজন তরুণ রিপোর্টার নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে এগিয়ে এলো যাকে মিঃ বিশ্বাস চিনতে পারছে না। ওকে দেখে মিঃ বিশ্বাস অনভিজ্ঞ বলতে পারে যেমনটা সেও ছিল যখন একজন ইংলিশ ঔপন্যাসিককে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিল এবং পোর্ট অব স্পেন এর কিছু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলাতে চেয়েছিল।

তার মাঝে অনেক আবেগ ভর করলো, কাউকে কিছু না বলে সে ওদেরকে ছেড়ে নিজের গাড়িতে চড়লো, জানালা বন্ধ করে দিলো, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

পোর্ট অব স্পেনে যখন সে ফিরে এলো তখন দশটার কিছু বেশী হবে। বাড়িটা সুন্সান্ নীরব, উপরতলা অন্ধকার; আওয়াদ বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু নীচতলায় এবং বাইরে তাবুতে আলো জ্বলছে। শুধু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিজিটর যারা এসেছিল তারাও রাতে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সারাদিনের উত্তেজনা এখনো তাদের মাঝে, তারা খাওয়া-দাওয়া করছে, তাস খেলছে, আবার অনেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ফিস্ফাস্ করে। আর *বিস্ময়কর সংখ্যা* পত্রিকা পড়ছে।

ধূতি পরা, হাতে সূতলী বাঁধা আবার ঘড়ি হাতে দেয়া পন্ডিত মেঝের উপর কম্বলে বসে একটা পত্রিকা পড়ছিল যেটা মিঃ বিশ্বাস চিনতে পারেনি। ভালো ভাবে খেয়াল করে দেখলো ওটা *সোভিয়েত উইকলি* পত্রিকা।

BanglaBook.org

প্রায় মধ্যরাত হয়ে গেছে, আনন্দের কাছ থেকে আওয়াদের বিলেতি জীবনের গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে মিঃ বিশ্বাস ওকে বলল এখন ঘুমোবার সময় হয়েছে। সে তার ঘরে গেল। তার মাথায় এখন সেই নামগুলো অনুরণিত হচ্ছিল যাদের কথা উচ্চারিত হচ্ছে বাড়ির ছেলে-মেয়ে আর বোনদের কথায়। সেই মহান লোকগুলোর সাথে স্বাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি আজ ওর সাথে একই ছাদের নীচে ঘুমাচ্ছে এই ভাবনা ওকে তাড়িত করলো। আওয়াদ যেখানে ছিল নিশ্চিতভাবে সেখানেই জীবন খুঁজে পাওয়া যাবে।

পুরো এক সপ্তাহ জুড়ে উৎসব চলল। ভিজিটররা যায়, আবার নতুন ভিজিটর আসে। তাদের সবার কাছে নতুন করে তার গল্প শোনায় আওয়াদ। যে কোন সময় যে কারও কাছে আওয়াদ একটা নতুন কাহিনী শুরু করতে পারে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত আড্ডা হয় ড্রয়িং রুমে অথবা আওয়াদ ক্লান্ত থাকলে তার বেডরুমে। মিঃ বিশ্বাস যখনই পারে ওতে যোগ দেয়। মিসেস তুলসি তার নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে আওয়াদের হাত অথবা মাথাটা আঙ্গুলে ধরে রাখে।

১৯৪৫ সালে সে লেবার পার্টির হয়ে ক্যানভাস করেছিল এবং ওদের জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম একজন স্থপতি হিসেবে সে কিংস্লি মার্টন কতৃক স্বীকৃত হয়েছিল। রাশিয়ান জেনারেল আর ওদের যুদ্ধ বিষয়ে সে কথা বলে, খুব মুগ্ধতার সাথে রাশিয়ানদের নাম উচ্চারণ করে।

এক সন্ধ্যায় মিঃ বিশ্বাস বলে, "ঐ রাশিয়ান নামগুলো খুবই বিশ্রী।"

"সৌন্দর্য যার যার দৃষ্টি ভঙ্গীর ব্যাপার, বিশ্বাস নামটাও হাস্যকর, যদি ঐভাবে আপনি বলেন," আওয়াদ বলল।

বোনেরা সবাই মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকালো।

একটু অবজ্ঞাভরে মিঃ বিশ্বাস বলল, "রোকেস ভাকী, কোকা-কোলা-কোস্কী, কেমন বিশ্রী নাম।"

আওয়াদ বলল, "জোসেফ দুগাস্‌ভিলি,"

"এই একটা নামই আমার মনে আছে, তোমার কি এই নামটা সুন্দর মনে হয়?'

"হ্যাঁ, মনে হয়," কঠোর গলায় বলল আওয়াদ। বোনেরা মুচকি হাসলো।

আওয়াদ আবেগের স্বরে বলল, "গগল্‌,"

"কি নাম?" মিঃ বিশ্বাস বলল।

"গগল্‌, বিশ্বের সেরা কমিক লেখক।"

"আমার কাছে গার্গল মনে হলো।" মিঃ বিশ্বাস আরও কিছু বলতো, কিন্তু শামা ভ্রু কুটি করে তাকালো।

চিন্তা বলল, "রাশিয়ায় আপনি ঐ কথা বলতে পারবেন না।"

আওয়াদ তখন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, "রাশিয়ান সংবিধানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, যে কোন কাজ করবে না, সে খেতেও পারবে না।"

BanglaBook.org

চিন্তা বলল, "এটা চমৎকার, এই রকম একটা আইনই আমরা ত্রিনিদাদে চাই।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "যে খাবে না, সে কাজ করতে পারবে কি ভাবে?"

আওয়াদ তার কথায় মনোযোগ দিলো না। সে তার মতো কথা বলেই যেতে লাগলো। সে ওখানকার শষ্যচাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলল।

"উড়োজাহাজ থেকে শষ্যদানা ছুঁড়ে ফেলা হয়।"

সুশীলার দিকে তাকিয়ে আওয়াদ বলল, "তোমার আসলে একজন ডাক্তার হবার কথা, তোমার ধরণটা ঐ রকমই।"

মিসেস তুলসি বলল, "আমিও ওকে তাই বলছি।"

"রাশিয়াতে তুমি একজন ডাক্তার হতে পারতে।"

"তোমার মতো ডাক্তার?" সুশীলা জিজ্ঞেস করলো।

"আমার মতোই। ছেলে-মেয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। শুধু ছেলেদের পড়ানো আর মেয়েদের একপাশে সরিয়ে রাখার মতো মূর্খতা নেই ওখানে।"

চিন্তা বলল, "বিদ্যাধর সব সময় বলে যে সে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।"

ডাহা মিথ্যে কথা। বিদ্যাধর এই শব্দটার মানে পর্যন্ত জানে না।

আওয়াদ বলল, সে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "উড়োজাহাজের গ্যাস ট্যাংক থেকে শষ্যবীজ ফেলার কাজে। কিন্তু আমার ব্যাপারে বলো?"

"আপনি, মোহন বিশ্বাস। ওয়েলফেয়ার অফিসার। গরীবের নাম ভাঙ্গিয়ে টাকা কামানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পূঁজিবাদী চক্রান্তের সেই কৌশল। আপনাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।"

হা-ঈশ্বর, চাকরী থেকে সরানোর সেই প্রচেষ্টা মিঃ বিশ্বাস ভাবলো।

"কিন্তু আপনি আসলে এরকম নন।"

"আসলেই নয়," মিঃ বিশ্বাস বলল।

"আপনি আসলে কোন আমলা নন। আপনি একজন সাংবাদিক, লেখক।"

"হ্যাঁ আমারও তাই ধারণা, ভাই।"

"রাশিয়াতে সাংবাদিক, লেখক পেলে ওরা একটা বাড়ি, খাবার-দাবার, টাকা পয়সা দিয়ে বলবে, লিখে যাও।"

"সত্যি তাই, এই রকম একটা বাড়ি?"

মিসেস তুলসি বলল, "তাহলে আমরা সবাই রাশিয়া চলে যাচ্ছি না কেন?"

আওয়াদ বলল, "আহা, ওরা এটার জন্য যুদ্ধ করেছে।"

মিঃ বিশ্বাস এবার শ্রদ্ধার সাথে বলল, "তুমি কি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সদস্য?"

আওয়াদ শুধু মুচ্‌কি হাসলো।

BanglaBook.org

ওরা বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বাড়ির ভিজিটররা এক এক করে সবাই চলে গেছে, মানুষের আনাগোনাও কমে গেছে। আওয়াদ কলোনিয়াল হাসপাতালে ওর ডাক্তারী চালিয়ে যেতে লাগলো। রিফুজি ডাক্তারটাকে বাদ দিয়ে আওয়াদ মিসেস তুলসির দেখাশুনা করতে লাগলো। "এইসব ডাক্তাররা বিশ বছর আগেই সব শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি কোন জার্নালও পড়ে না এরা।"

বোনেরা এবং নাত্নীরা প্রায়ই বাড়িতে এসে একটা রাত অথবা সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে যায়। ওরা ওদের অসুখের বয়াণ করে ওর কাছে।

আওয়াদের সাফ্ল্য বাড়তে লাগলো। বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের শুধু পড়া-শোনার উপর যে জোর-প্রয়োগের রেওয়াজ চলছিল আওয়াদ সেটাকে ভুল ব'লে অন্য কিছু করাকে উৎসাহিত করলো। শারীরিক শক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতাও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন খেলাধূলায় ব্যবস্থা করলো বাড়িতে সে। আনন্দ আর বিদ্যাধর এক ধরণের পিংপং খেলা খেলে। যদিও ওরা খেলার আগে পরে পরস্পর কোন কথা বলে না, কিন্তু খেলার মাঝখানে ওরা চেঁচিয়ে বলে, "গুড শট" অথবা "ব্যাড শট"। এসব পরিবারিক খেলায় বিদ্যাধর দক্ষতা প্রদর্শন করে, এবং বাড়িতে চ্যাম্পিয়ন হয়।

চিন্তা আওয়াদকে বলে, "আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না বিদ্যাধরকে নিয়ে আমি কতোটা উদ্বিগ্ন। তুমি ওকে কখনো বই নিয়ে এক কোণায় পড়ে থাকতে দেখবে না। সারাক্ষণই সে শরীরচর্চা করছে অথবা কোন শক্ত খেলাধূলায় মেতে আছে। সে তার হাত ভাঙছে, পা ভাঙছে অথবা অন্য কিছু। আমি ওকে থামাতে চেষ্টা করেছি। সে শোনে না। আর ও খুব ঘামায়।"

"এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।" আওয়াদ বলে।

চিন্তা বলল, "তুমি আমার মনের ভার অনেকটা হাল্কা করলে।" ও খুব হতাশ হলো, কারণ ওর বিশ্বাস ছিল অতিরিক্ত ঘাম ঝরা একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এবং এটা শুনবে বলে আশা করেছিল, "ও এতবেশী ঘামাড়!"

প্রতি রবিবার বাড়িতে বোনেরা এসে ভীড় করে, ঐ দিন বিশাল রান্নাবান্নার আয়োজন হয়। মাঝে মাঝে শেখর নিজেই আসে এবং দুপুরের খাওয়ার পূর্বে মিসেস তুলসি এবং ভাইদের মাঝে আলাপ আলোচনা চলে। এরকম আলোচনায় বোনেরা ভীত হয় না যেমনটা হয় শেখর আর ডরোথির সংগে মিসেস তুলসি কথা বলার সময়। কারণ এই আলোচনাগুলো সেই পুরনো হনুমান হাউজের পারিবারিক আলোচনার মতো যখন আওয়াদ ছিল। বোনেরা বাড়ির নীচে বাইরে রান্নাবান্না করে, গান গায়, হাসি-খুশিতে থাকে।

BanglaBook.org

প্রতি রবিবারের নিয়ম অনুযায়ী আলাপ আলোচনার পর এবং লাঞ্চের আগে ব্রিজ খেলে সব ছেলেরা মিলে।

এমনি এক রবিবার সকালে শেখর আওয়াদের পুঁজিবাদ-বিদ্বেষী কথার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। তারপর সেটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মডার্ন আর্টের বিষয়ে টার্ন নিলো। শেখর বলল,

"পিকাসোর ছবির কোন আগা-মাথা পাইনা আমি।"

আওয়াদ বলল, "পিকাসো এমন একজন ব্যক্তি যাকে খুব ঘৃণা করি।"

আনন্দ বলল, "কিন্তু সে কি কোন কমরেড নয়।"

আওয়াদ ভ্রু কুঁচকালো।

শেখর বলল, "মাতিসে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?"

আওয়াদ বলল, "সে ঠিক আছে। চমৎকার রঙের ব্যবহার।"

শেখর বলল, "ওদের আঁকা ঐ ছবিটা খুব চমৎকার। যদিও খুব ভালো কাজ করেনি, ঐ যে জর্জ সেন্ডার্স এর দি মুন এন্ড সিক্সপেন্স।"

আওয়াদ ওর কার্ডে মনোযোগ দিলো, কোন জবাব দিলো না।

ওরা ম্যাচ খেলছিল। আনন্দ ওর তাসগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "পিকাসোর আঁকা ছবি?"

আওয়াদ ছাড়া অন্য সবাই হাসলো।

শেখর বলল, "অনেকদিন ধরে আমি এই বইটা পড়তে চাচ্ছি, ওটা সমার সেট্ মমের লেখা না?"

আনন্দ আবারও তাসগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, পোট্রেইট বাই পিকাসো।

আওয়াদ বলল, "পিকাসোর আঁকা ছবি দেখতে চাইলে তুমি আয়নায় নিজেকে দেখছো না কেন?"

স্পষ্টতই এটা আওয়াদের বলা কঠিন-রুঢ় কথাগুলোর একটা।

উপস্থিত বোনেরা এবং ছেলে-মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়লো। আওয়াদ হেসে ওদের সমর্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো।

আনন্দ নিজেকে প্রতারিত অনুভব করলো। সে আওয়াদের রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক মতামতগুলোর সাথে একাত্ম করেছিল, স্কুলে নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে ঘোষণা দিয়েছিল।

মাথা নীচু করে সে সরি বলল।

আওয়াদ দৃঢ়ভাবে বলল, "এর জন্য ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। তোমার স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার প্রকাশ এটা।"

টেবিল থেকে হর্ষোৎফুল্লতা চলে গেল। আনন্দের কান-গরম হয়ে গেল। সে টের পেলো ওখানে ছবি, ময়না, কমলা। শামার আগমন। আনন্দ বোকার মতো গুটি

BanglaBook.org

চাললো। জোরে শ্বাস নিয়ে আওয়াদ চাল দিলো। খেলাটা ঝুলে গেছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে আনন্দ কৌশলের শিকার হলো। খেলা শেষ হলো, শেখর স্কোর গুনলো। এবার আওয়াদ, ওর পালা না হলেও তাস বাটতে বাটতে বলল, "তোমার মতো বুদ্ধিমানের কাছ থেকে আমরা এটা-ই পাই।"

আনন্দের চোখ ফেটে জল এলো। লাফিয়ে উঠে সে বলল, "আমি তোমাকে বলিনি আমি খুব বুদ্ধিমান কেউ।"

ওর ডান গালে চড় পড়লো, আওয়াদের হাত সরিয়ে নেয়ার পরও ওর গালে ছাপ্‌টা অনুভব করলো। তারপর বাম গালে আবারও, আনন্দ উপস্থিত দর্শকদের কথা ভুলে গেল। তারপর সম্বিত ফিরে এলে সে ওদের উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা! এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা? সারারাত ধরে ফিস্‌ফাস, কথা চালাচালি!"

এর ফলাফলটা হলো অপ্রত্যাশিত এবং অবজ্ঞাজনক। ওরা হেসে উঠলো। তারপর সবাই যার যার কাজে চলে গেল।

শেখর টেবিলের উপর তাসগুলো গুছিয়ে রেখে আনন্দের কাঁধের উপর হাতটা রেখে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উপর তলায় চলে গেল।

আনন্দ ঘরে এসে দেখলো মিঃ বিশ্বাস দরজাটা পেছনে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। না ঘুরেই সে বলল, "তুমি, বাছা? এই ভ্রমণ ভাতাগুলোর সঠিক হিসেব বের করে দিতে পারো কিনা দেখোতো" সে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিলো। "কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু না।"

"ঠিক আছে, এই অঙ্কগুলো মিলিয়ে দাওতো।"

"বাবা, আমাদের চলে যাওয়া উচিত।"

মিঃ বিশ্বাস ঘুরে বসলো।

"আমাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে, আমি আর একদিনও এখানে থাকতে চাইনা।"

মিঃ বিশ্বাস আনন্দের কণ্ঠে বিপর্যস্ততা টের পেলো, কিন্তু সে ওটা নষ্ট করতে চাইলো না। "চলে যাবো? একটা ভালো সময় আসুক। একটা বিপ্লবের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।"

ওর বাবার মধ্যে যে সুখানুভূতি দেখা দিলো তা সহজেই দেখা যায় না। আনন্দ আর কোন কথা বলল না।

সে লাঞ্চ করার জন্য নীচে গেল না, শামা যখন ওটা উপরে নিয়ে এলো তখনও সে কিছুই খেতে পারলো না। নীচ তলায় সবাই সমুদ্রে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"ওদের সঙ্গে যাবে না?"

আনন্দ কোন জবাব দিলো না।

বৈকালিক এই বেড়ানোতে মিঃ বিশ্বাস কখনোই অংশ নেয় না। বরং সে খাবার পর একা-একা একটু হেঁটে আসে।

BanglaBook.org

শামা গুণ্‌গুণ্ করে গান গাইতে গাইতে গোসল করছে। গোসল সেরে যখন ও বেরিয়ে এলো তার ভেঁজা চুলগুলো সোজাভাবে পরে আছে পিঠে। ও হিন্দীতে বলল, "তোমার মামার কাছে গিয়ে মাফ চাও।"

"না।" দীর্ঘক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলো। ও মিনতি জানালো, "আমার দোহাই লাগে।"

সে বলল, "এটা আমার বিদ্রোহ।"

"এতে তোমার কিছু হারাচ্ছে না। সে তোমার মুরুব্বি। তোমার মামা।"

"আমার মামা নয়।"

শামা আবার গুণগুণ করতে লাগলো। মেয়েরা ফিরে এসেছে ছবি শামাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার?"

"কিছু না, ও শুধু পরে তোমার মামার কাছে মাফ চাইবে। শুধু এটাই, আর কিছু নয়।"

মেয়েরা আনন্দকে ঘাটাতে চাইলো না, নীচে যেতেও ওদের ভয় হচ্ছে।

শামা বলল, "মনে রেখো, তোমার বাবাকে কিছু বলবে না। তুমি জানো তোমাদের বাবা কি রকম।"

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে শামা বলল, "জলদি, ওরা থিয়েটারে যাবার আগেই।"

আনন্দ রবিবারের কর্মসূচী জানে, ব্রিজ খেলা, পিং পং খেলা, দুপুরের খাবার, সমুদ্র, গোসল, রাতের খাবার তারপর সিনেমা।

আনন্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। খালা আর খালাতো ভাই-বোনেরা ওকে দেখে কথা থামিয়ে দিলো। সবাই মুখ ঘুরিয়ে ফেলল। তারপর আবার কথা শুরু হলো।

আনন্দকে বারান্দায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আওয়াদের জন্য। বেড রুম থেকে বেরিয়ে আওয়াদ ভারী পায়ে সামনে এগোলো। পেছন থেকে তার হাত চেপে ধরে আনন্দ বলল, "আমি ক্ষমা চাই।"

আওয়াদকে কঠিন দেখালো। অবশেষে সে বলল, "ঠিক আছে।"

আনন্দ বুঝতে পারছিল না কি করবে। সে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো, মনে হচ্ছিলো সে অপেক্ষা করছে, ডিনার এবং থিয়েটারে যাবার আমন্ত্রনের অপেক্ষায়। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। সে ঘুরে চলে গেল নীচে।

শামা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল তার ঘরে, আনন্দ কিছুই বলল না।

"তুমি কিছু খাবে এখন?"

সে মাথা নাড়লো। দূর্বলের সবলের ছায়ার তলে একে অন্যের প্রতি যে মনোযোগ দেয় তা কিরকম হাস্যকর।

শামা নীচ তলায় গেল। সবাই চলে যাবার পর শামা আবার ফিরে এলো। এবার সে খেতে চাইলো।

BanglaBook.org

এর অল্প পরেই মিঃ বিশ্বাস ফিরে এলো হাঁটা শেষ করে। তার চোখমুখ কুঁচকে আছে। আনন্দ তাকে স্টমাক পাউডার দিলো। ভেন্টিলেটর দিয়ে ডাইনিং রুমের আলো আসছে ঘরে। শামাকে ডেকে সে বলল, "বাতিটা নিবিয়ে দাও গিয়ে।"

আওয়াদের ফিরে আসার আগে শামা এরকম অনুরোধ ভালোভাবেই পালন করতো। এখন সে তা করে না।

মিঃ বিশ্বাসের মেজাজ খারাপ হলো। সে শামা আর আনন্দকে কিছু কার্ডবোর্ড আনতে নির্দেশ দিলো। ওগুলো দিয়ে ভেন্টিলেটরের শুন্যস্থানে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করলো। তখনই ডাইনিং রুমের বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে সে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো।

আনন্দ সেই অন্ধকারে বসে রইলো। শামা ফিরে এলো। আনন্দ নীচে যেতে চাইলো না। এখানেই সে বাবার পাশে শুয়ে পড়লো।

কোলাহল আর পায়ের আওয়াজে বিরক্ত হলো সে। খোলা ভেন্টিলেটর দিয়ে আলো এসে পড়লো। হাসাহাসি আর গল্পগুজব চলতেই লাগলো। মিঃ বিশ্বাস বিরক্তির সাথে চেঁচিয়ে বলল, "বাড়িতে আরো মানুষ বাস করে।"

খুব আস্তে-আস্তে যেন পাশের কারও সাথে কথা বলছে এভাবে আওয়াদ বলল, "আমরা সবাই সেটা জানি, বুড়ো মানুষ।" চাপাহাসি শুনলো সে যা তাকে পাগল করে দিলো।

"ফ্রান্সে চলে যাও।" চেঁচিয়ে উঠলো সে। "আর তুমি যাও নরকে।" এটা মিসেস তুলসির গলা।

আওয়াদ বলল, "মা।"

মিঃ বিশ্বাস বুঝতে পারছিল না কি বলবে। বিস্ময় থেকে কষ্ট থেকে ক্রোধে রূপ নিচ্ছিলো।

শামা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই, থামো।"

মিসেস তুলসি আবারও বলল, "নরকে চলে যাও।" এক ধরনের গোঙানীর আওয়াজ আর মেঝেতে ধূপধাপ শব্দ।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "নরকে যাবো? তোমার জন্য রাস্তা তৈরী করতে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, হু? বুড়ো লোকটার কবর পরিষ্কার করা, হুঁ?"

আওয়াদ বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, বিশ্বাস তুমি মুখটা বন্ধ করো।"

"তুমি আমার কাছে ঈশ্বরের কথা বলো না। লাল আর নীল কাপড়। উড়োজাহাজ থেকে ধান ফেলা।"

মেয়েরা ঘরে এলো। ছবি বলল,

"বাবা, মূর্খামী করো না, দোহাই লাগে, থামো।"

মিসেস তুলসি ফুঁপিয়ে বলে উঠলো,

BanglaBook.org

"ওকে চলে যেতে বলো এবং বের হয়ে যেতে বলো।"

পাশের বাড়ি থেকে এক মহিলা দৌড়ে এলো চেঁচামেচি শুনে।

আওয়াদ চিৎকার করলো, "আমি আর পারছি না। আমি কেন ফিরে এলাম আমি জানি না।"

মিসেস তুলসি বলল, "বাবা আমার, বাবা", আওয়াদের বের হয়ে যাবার শব্দ শুনলো ওরা, মিঃ বিশ্বাসের মুখ দিয়ে চমৎকার একটা বাক্য বেরিয়ে এলো।

"চ্যারিটির মতো কম্যুনিজমও বাড়ি থেকেই শুরু হওয়া উচিত।"

মিঃ বিশ্বাসের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো গোবিন্দ। "মোহন।" ওর কণ্ঠস্বর নরম।

গোবিন্দকে সে বলল, "চ্যারিটির মতো কম্যুনিজমও বাড়ি থেকে শুরু হওয়া উচিত।"

গোবিন্দ বলল, "আমরা তা জানি।"

সুশীলা মিসেস তুলসিকে সান্তনা দিচ্ছিলো। মিঃ বিশ্বাস বলল, "আপনার বাড়িতে যেদিন পা রেখেছি ঐ দিনটাকে আমি অভিশাপ দেই।"

মিসেস তুলসি বলল, "সেই দিন, কোন কাপড় ছাড়া যেদিন তুমি এ বাড়িতে এলে,"

মিঃ বিশ্বাস তৎক্ষানাৎ এ কথার কোন জাবাব দিতে পারলো না। সে পুনরাবৃত্তি করলো।

"আমি আপনাকে নোটিশ দিচ্ছি।"

"আমি তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি।"

"আমি আপনাকে প্রথম দিয়েছি।"

তারপর এক নীরবতা। কিছুক্ষণ পর ড্রয়িংরুমে চাপাস্বরে কথাবার্তা, হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল।

গোবিন্দ মিঃ বিশ্বাসের কাঁধে চাপড় দিয়ে একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর বাড়ির সব বাতি নিভে গেল। পুরো বাড়িটা অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। বিপর্যস্ত ছেলে-মেয়েরা নীচতলায় নেমে গেল। কয়েক মিনিট আগের ভয়াবহ ঘটনার সম্পূর্ণরূপ দেখা যাবে সকালে।

এক ধরণের অস্বস্তি নিয়ে ওদের ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠেই ওরা সব কিছু মনে করতে পারলো। ওরা সবার কথা-বার্তা, পায়ের আওয়াজ এসব লক্ষ্য করতে লাগলো। ওরা তড়িঘড়ি উঠে যার যার মতো স্কুলে অথবা রাস্তায় চলে গিয়ে বাড়ি থেকে পালাতে চাইলো।

মিঃ বিশ্বাসের রাগও চলে গেছে। তার আচরণে এক ধরণের লজ্জা ভর করেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলো আওয়াদের ফিরে আসার খবর শোনার পর থেকে ওর মাঝে যে অনিশ্চয়তা ভর করেছিল তা উধাও হয়ে গেছে। গোসল করার পর সে তার শক্তি ফিরে পেলো এবং মেজাজ হালকা হলো।

BanglaBook.org

সুনীতি শামাকে বলল, "খালা, তোমরা নাকি নতুন বাড়িতে চলে যাচ্ছো?"

শামা বলল, "হ্যাঁ, লক্ষ্মী সোনা।"

স্কুলে গিয়ে আনন্দ ইলিয়ট, পিকাসো, ব্ল্যাক, শ্যগোল এর হয়ে কথা বলল। ঘোষণা দিলো সে কমুনিজমকে অপছন্দ করে।

মিঃ বিশ্বাস *সেন্‌টিনেল* এ ঢোকার কিছুদিন বাস্তহীন জন-গণের স্বাক্ষাৎকার নিলো যারা নিয়মিতভাবে মেরিন-স্কোয়ারে রাত কাটায়। এক সোমবার সকালের কনফারেন্সে তাকে খুব জীবন্ত আর বাকপটু মনে হলো। কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর সেন্ট ভিনসেন্ট স্ট্রিট এর একটা ঘরে ঢুকলো। চেনাজানা-কারও জন্য অপেক্ষা করলো বসে থেকে।

সে বলল, "নোটিশ পেয়েছি, ভায়া।"

গার্ডিয়ানের এক রিপোর্টার বলল, "আমি আশা করছি মেরিন-স্কোয়ারে তোমার সাথে যোগ দেবো।"

"বিবাহিত জীবন, চার ছেলে-মেয়ের বাবা। কোথাও যাবার জায়গা নেই। কোন জায়গা ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা জানেন?"

"আমি যদি জানতাম, সেখানে আমিই থাকতাম।"

একজন বলল, "বিলি যদি এখানে থাকতো আমি তোমাকে তার কাছে যেতে বলতাম। তোমরা সবাই কি চেনো বিলিকে?"

"বিলি শুধু ওদের বাড়ি পাইয়েই দিতো না, ফ্রি পাবার ব্যবস্থা করতো ওকে কিছু টাকা দেয়ার বিনিময়ে। তারপর ভালো কিছু টাকা জমা হবার পর সে এই আহাম্মকী কারবার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলো।"

"কিন্তু, শোনো। ও চলে যাবার আগের দিন ওর পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। তখন বিলি যাদের কাছে টাকা নিয়েছিল তাদেরকে গিয়ে বলল যে, তোমরা ভুল শুনেছো, আমি চলে যাচ্ছি না। তোমরা জল্‌দি তৈরী হও। ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় চাইলে সে মেজাজ খারাপ করে ফেলল তারপর ওদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে সেই যে গেল আর ফিরলো না। সেই মানুষগুলো এখনো অপেক্ষা করে আছে।"

সবাই হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেও মিঃ বিশ্বাস তাতে অংশ নিতে পারলো না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে ওরা ক্যাফে থেকে বের হতে পারছিলো না। সেইসময় তার কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া পেলো, লম্বা, সরু গলার একজন মানুষকে দেখলো সে। এই লোকটিকে সেন্ট ভিনসেন্ট স্ট্রিট এ মাঝে মাঝে দেখেছে সে, সলিসিটরের কেরাণী।

লোকটি বলল, "এটা সত্য, তুমি আসলেই নোটিশ পেয়েছো?"

"হ্যাঁ, ভাই।"

"কতদিনের জন্য।"

"এই ধরো এক মাস।"

"বিবাহিত? ছেলে-মেয়ে আছে?"

BanglaBook.org

"চারজন।"

"সরকারের কাছে চেষ্টা করেছো? তুমি তো চাকরী করছো, হাউজিং এর ঋণ সুবিধা পেতে পারো।"

"ওটা শুধু প্রতিষ্ঠিতদের জন্য।"

দুটো ড্রিংক এর অর্ডার দিলো সে।

তারপর বলল,

"অল্প কিছুদিন আগে আমারও এই অবস্থা ছিল। আমার শুধু মা আছে, অসুস্থ।" তারপর বলল,

"তুমি এখন কি করবে?"

"আমার গ্রামে যাবার কথা। কিন্তু এতো বৃষ্টি যে,

"তার চেয়ে তুমি আমার সাথে এসো, লাঞ্চ করবে কোথাও।"

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা খাবার দোকানে গেল। কেরাণী লোকটা খাবারের অর্ডার দিলো। তারপর বলল, "আমার অবস্থা দেখো। আমি একটা দোতলা বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকতাম সেন্ট জেম্‌সে। কিন্তু এখন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন।"

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমার মা মারা গেছে। ডাক্তর শালা কোন ডেথ সার্টি ফিকেট দিতে চায় নি। ওকে চিঠি লিখেছিলাম, লম্বা চিঠি ...."

"বাদ দাও ওসব। আমার বুড়ো মায়ের হার্টের সমস্যা আছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে না। আর এখন মুকুরাপোতে একটা বাড়ির সন্ধান আছে আমার কাছে, ঐ বুড়ো মহিলার জন্য উপযোগী, নীচ তলা বাড়ি। কিন্তু সমস্যা হলো আমি ওটা কিনতে পারছি না আমারটা বিক্রি না করা পর্যন্ত।"

"আর তাই তুমি চাও আমি কিনি তোমার বাড়িটা।"

যেকোন ভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি এবং তুমি পারো আমাকে আর ঐ বুড়ো মহিলাকে।"

"দ্বিতল বাড়ি, তুমি বলছো।"

"আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন, এবং এক্ষুণি খালি করে দেয়া যাবে।"

"আমার সেরকম টাকা থাকতে হবে, ভায়া।"

"তুমি এটা দেখো, তারপর।"

মিঃ বিশ্বাস দেখতে রাজী হলো। সে জানে তার কাছে মাত্র আটশ ডলার আছে, আর এই লোকটির সময় নষ্ট করছে সে। লোকটা বললো,

"তুমি আমার মঙ্গল করবে, সেই সাথে ঐ মহিলার।"

গাড়িটা যখন বাড়ির বাইরে থামলো তখনো বৃষ্টি হচ্ছিলো। অর্ধেক কংক্রিটের দেয়াল, কংক্রিটের চারকোনা পিলার, বাড়ির উচ্চতা ও ক্রিম আর বাদামী রঙের দেয়াল, দরজার সাদা ফ্রেম, লাল ইট, এসব এক ঝলকে দেখে মিঃ বিশাস বুঝলো এই বাড়িটা তার জন্য নয়।

BanglaBook.org

বাড়ির ভেতরে সে ঐ বুড়ো মহিলার সাথে দেখা করলো। কেরাণী লোকটা ওকে উপর তলায় নিয়ে যেতে চাইলো। মিঃ বিশ্বাস দেখলো বাথরুমে পোর্সেলিনের বেসিন, বেডরুম দুটোতে সবুজ রঙ করা, একটা বারান্দা। কিছুক্ষণের জন্য সে বাড়িটাকে নিজের বলে ভাবলো, সাথে সাথেই ওটা ঝেড়ে ফেলে নীচে এলো।

নীচে বুড়ো মহিলা ওকে আবার স্বাগত জানালো। সে চা খেলো, আরেকটা সিগারেট ধরালো। লোকটা বলল,

"ছয় হাজারে খারাপ নয়,"

মিঃ বিশ্বাস ধোঁয়া ছাড়লো, কিছু বলল না।

বৃদ্ধা ওর জন্য প্লেটে কেক নিয়ে এলো। তার নিজের বানানো কেক। মিঃ বিশ্বাস হাতে তুলে নিলে মহিলা হাসলো, সেও।

"আচ্ছা, খুব জলদি আমরা বিক্রি বাট্টা শেষ করতে পারি। আমি বলছি পাঁচ পাঁচ।"

অনেক আগে পড়া একটা ফরাসি লেখকের গল্প মনে পড়লো তার। একজন ভদ্রমহিলা তার ইমিটেশনের গয়নার দাম মেটানোর জন্য বিশ শতাংশ হারে ঋণ করেছিল। এটা হাস্যকৌতুক কেন হলো সে জানে না। কারণ ঋণ করা কোন কৌতুকের ব্যাপার নয়। মিঃ বিশ্বাসের মনে হলো সেও আজ এমনি একটা ঋণের মুখোমুখি, একই রকম অপচয়।

একটু হেসে ভদ্রলোক বলল,

"পাঁচ পাঁচ, আমি সব সময় শুনেছি ভারতীয়রা খুব দামাদামি করে। কিন্তু এই মুহূর্তের আগে আমি জানতাম না তারা এতোটা পটু।"

বৃদ্ধা মহিলা মুচকি হাসলো।

মিঃ বিশ্বাস বলল, "আমাকে ভাবতে হবে।"

মহিলা আবারও হাসলো।

যাবার সময় মিঃ বিশ্বাস ভাবলো খুব আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। সে বলল,

"তুমি তোমার বাড়ি বিক্রির জন্য এতোটা মরীয়া হয়ে উঠেছো, তুমি কোন দালালের কাছে যাচ্ছো না কেন?"

"আমি? তুমি কি বুঝতে পারোনি ক্যাফেতে তাদের নিয়ে ঐ লোকগুলো কি বলাবলি করছিল। ঐ দালালেরা হচ্ছে জোচ্চোরের দল।"

মিঃ বিশ্বাসের ভেতর আরো একবার সেই হতাশা, যন্ত্রণা ফিরে এলো। তবে বাড়ি ফিরে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো, সে জোরে জোরে শামাকে ডাকতে লাগলো। "আজ গ্রামের দিকে যাইনি। কিছু সম্পত্তি দেখে এলাম।"

বাড়িটা সে একজন অতিথির দৃষ্টিতে দেখেছিল, বৃষ্টি না হলে সে উঠোনটা ঘুরে দেখতে পারতো এবং বাড়িটার বিদ্ঘুটে আকার দেখতে পেতো। সে দেখতো যে বাড়িটার কোন ব্যাক্ডোর নেই। বাড়ির একেবারে সন্নিকটে রাস্তার বাতিগুলো

BanglaBook.org

যেগুলোতে পোকা-মাকড় আকৃষ্ট হতে পারে। সে এসবের কিছুই দেখেনি। বৃষ্টির মধ্যে সে শুধু বাড়িটার ভেতরের পরিপাটি রূপটা দেখেছে।

সে যদি বিরক্ত না হতো তাহলে লোকটার অতি আগ্রহটা লক্ষ্য করতো। রাতের ঝগড়া, বাড়ি কেনার অফার। পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকাটা সন্ধ্যা নাগাদ আর খুব বেশী বলে মনে হলো না তার।

শামা এসে বলল, "একজন এসেছে তোমার কাছে।"

পোষাক পরে বাইরে এসে দেখতে পেলো একজন নিগ্রো। "শুভ রাত্রি। বাড়ির ব্যপারে আমি এসেছি। ওটা কিনতে চাই আমি।"

ঐ দিন সবাই শুধু বাড়ি কিনতে অথবা বিক্রি করতে চায়। মিঃ বিশ্বাস বলল, 'আমি এখনো ওটার মূল্য পরিশোধ করিনি।"

"শর্ট্হিলের বাড়িটা?"

"ওঃ, ওটা। কিন্তু ওটাতো বেচতে পারবো না আমি। জমিটা আমার নয়। ভাড়াও নেইনি এমনকি।"

"আমি জানি। আমি যদি বাড়িটা কিনি আমিই বিষয়টা দেখবো।" তারপর সে তার ব্যাখ্যা শোনালো।

এবং মিঃ বিশ্বাস যখন ঘরে এলো, তার পকেটে তখন বিশ ডলার।

আনন্দকে বলল সে, "তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো না। কিন্তু এই দেখো।"

আটশত ডলার আর বারোশত ডলারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আটশ ডলার হলো খুচরা জমা টাকা, আর বারোশ ডলার হলো সত্যিকারের টাকা। আটশ ডলারের সাথে পাঁচ হাজার ডলারের পার্থক্য বিশাল। কিন্তু এক হাজার দুইশ ডলারের সাথে পাঁচ হাজার ডলারের পার্থক্য আলোচনা সাপেক্ষ।

এক সপ্তাহ আগেও মিঃ বিশ্বাস পাঁচ হাজার ডলারের বাড়ি কেনার কথা চিন্তাও করতে পারতো না।

পরদিন ঐ কেরানীর সাথে দেখা করে ওকে এক হাজার ডলার দিয়ে স্ট্যাম্পের দলিল পাইলে লোকটা বলল,

"আমি এক্ষুনি গিয়ে আমার বাড়িটা পাওনাটার দিয়ে, আমি যেটা কিনতে যাচ্ছি। মাকে শুনিয়ে আসি, তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন।"

শামা যখন শুনলো সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মিঃ বিশ্বাস বলল,

"আঃ হা! তুমি শুধু তখনি খুশি হবে যখন আমি তোমার মা আর অন্যান্যদের সাথে বাস করতে থাকি। সুখী পরিবার, হুঁ?"

"আমি কিছুই ভাবছি না। তোমার টাকা আছে, তুমি বাড়ি কিনতে চাও। আমার ভাবার কোন কিছুই নেই।"

শামাকে পরে ও বিস্তারিত জানালো। বলল,

BanglaBook.org

"পাঁচ হাজার পাঁচশত টাকা।"

"হায় ঈশ্বর। তুমি পাগল হয়ে গেছো। আমার গলায় তুমি একটা মাইল স্টোন ঝুলিয়ে দিয়েছো।"

"একটা নেকলেস।"

"আচ্ছা, আমাদের এখনো গাড়ির মূল্য দিতে হচ্ছে। তাছাড়া তুমি জানো না তোমার এই চাকরীটা কতদিনে টিকবে।"

"তোমার ভাই আশা করছে এটা টিকবে না তোমরা হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করো যে আমি কিছুই করছি না, হুঁ?"

"তুমি টাকা কোথায় পাচ্ছো?"

"তুমি এনিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না।"

"তুমি যদি তোমার টাকা পয়সা যেখানে সেখানে ফেলতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কালই আমি ঐ ব্রুচটা কিনে আনবো যেটার কথা তুমি সব সময় বলেছো।"

শামা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর সে আবার যন্ত্রনাবিদ্ধ হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে সে সাভানাহ্‌তে গেল হাঁটতে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সে গেল অযোধার ওখানে। *তারা*কে সে চার হাজার ডলার ঋণ দেয়ার বিষয়ে বলল, বাড়ি কেনার কথা বলল। তিনি খুশি হলেন যে শেষ পর্যন্ত তুলসিদের কাছ থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছে সে। অযোধা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাপারটা নিলো এবং শতকরা আট টাকা সুদে সাড়ে চার হাজার টাকা পাঁচ বছরে শোধ করবে সিদ্ধান্ত হলো।

মিঃ বিশ্বাস শুধুমাত্র ঋণগ্রস্থ হলো না, নিজেকে তার প্রতারক মনে হলো। কারণ অযোধা এখনো জানে না যে গাড়িটার মূল্য এখনো পরিশোধ করা হয়নি আর তাছাড়া সে একজন অস্থায়ী সিভিল সার্ভেন্ট।

পাঁচ বছরে এই ঋণ শোধ করা যাবে না: প্রতি মাসে সুদই হবে ত্রিশ ডলার করে।

এক শুক্রবার সন্ধ্যায় ওরা বাড়িটা দেখতে গেল।

বাড়িটার যোগ্য হিসেবে নিজেকে জাহির করার লক্ষ্যে ছেলে-মেয়েদেরকে ভালো ভালো পোষাক পরানো হলো, শামাকে কম কথা বলতে বলল।

শামা বলল, "আমাকে রেখে যাও, তোমাকে লজ্জায় ফেলবো আমি তোমার ঐ বড়লোক বাড়ি বিক্রেতার কাছে।"

মিঃ বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলবে। আমি চাই না তুমি আমার সঙ্গে আসো।"

শামা বিস্মিত হলো। গাড়িটা তখন সিকিম স্ট্রিট এর বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি পার্ক করে সে নামলো। ছেলে-মেয়েরা ওকে অনুসরণ করলো।

BanglaBook.org

শামা গাড়িতে রইলো। কাজেই ও শুধু বাড়িটার বাইরের দেয়ালটাই দেখতে পেয়েছিল বাড়ি কেনার আগে। সে হয়তো লক্ষ্য করতে পারতো বাড়ির সিঁড়িটার নড়বড়ে অবস্থা, বিমগুলোর বিপজ্জনক বাঁক, দরজা-জানালার অসম্পূর্ণ পালিশ, বাড়ির ব্যাক ডোর না থাকা, এসবই সে লক্ষ্য করতে পারতো। কিন্তু ক্রুদ্ধ অবস্থায় সে গাড়ির ভেতরেই অবস্থান করলো।

ছেলে-মেয়েরা বাড়ির ভেতরে গিয়ে তাদের সুন্দর আচরণ দিয়ে বৃদ্ধা আর ঐ কেরাণী ভদ্রলোকের মন জয় করলো। মিঃ বিশ্বাস খুশি হলো ওদের উপর।

যখন বেরিয়ে এলো মিঃ বিশ্বাস জানতে চাইলো, "আচ্ছা, বাড়ি পছন্দ হয়েছে তোমাদের?"

কোন সন্দেহ নেই ওদের তা হয়েছে।

এই নতুন, এতো পচ্ছিন্ন, আধুনিক আর ঝক্‌ঝকে।

ঐ সপ্তাহ জুড়েই মিসেস তুলসির শরীর অসুস্থ যাচ্ছিল তবে সে ছিল শান্ত। আওয়াদের ফিরে আসার পর সে ভাবপ্রবণ হয়ে গেছে। দিনের অধিকাংশ সময় তার ঘরেই কাটে, মাথায় সে রাম মালিশ করে দিতে বলে আর আওয়াদের পায়ের আওয়াজ শুনে। সে আওয়াদের শৈশবের কথা, পন্ডিত তুলসির কথা বলে ওকে জয় করতে চেষ্টা করে। বোনেরা চুপচাপ এসে মায়ের কথা শোনে, ওরা ওদের ভাইয়ের নীরবতাকে সম্মান জানায় নিজেদেরকে সংযত রেখে। ওরা হিন্দীতে কথা বলে, নিজেদের মধ্যে দ্বন্ধে লিপ্ত হয় না। কিন্তু আওয়াদের গাম্ভীর্য ভঙ্গ হয় না। বোনেরা নীরবে শামার প্রতি অভিযোগ জ্ঞাপন করে। বাড়ির বাইরেই আওয়াদ বেশী সময় কাটায়। সে তার মেডিক্যালের কলিগদের সঙ্গে মেলামেশা করে, দক্ষিণে শেখরের ওখানে যায়। ইন্ডিয়া ক্লাবে টেনিস খেলে। এবং বিপ্লবের কথাবার্তা যেমন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The House

বাড়ি

সলিসিটরের কেরাণী তার কথার মতোই ভালো, আর আদান-প্রদান হবার সাথে সাথে সে এবং বৃদ্ধরাণী তাড়াতাড়ি বাড়িটা ছেড়ে দিলো। সোমবার রাতে মিঃ বিশ্বাস তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিলো। বৃহস্পতিবার বাড়িটা তাকে প্রতীক্ষিত করলো।

পরের বৃহস্পতিবারে তারা সিকিম স্ট্রিটে গেল। গ্রাউন্ড ফ্লোরের জানালা দিয়ে রোদ ঢুকে গেছে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত। কাঠের আসবাব আর কাঁচের জিনিসগুলো তাতে গরম হয়ে গেছে। ভেতরের ইটের দেয়ালটা উষ্ণ হয়ে আছে। রোদটা ঘরের ভেতর ঢুকে সিঁড়ির উপড়েও পড়েছে। শুধুমাত্র রান্নাঘরটা রোদ থেকে পালাতে পেরেছে। সব জায়গায়ই আছে। বড়-বড় জানালা থাকা সত্ত্বেও আলো ও উত্তাপের কারণে তাদের চোখ ঝল্‌সে গেল আর তারা ঘেমে উঠলো।

গরম-সাদা ফ্লোরটা চক্‌চক আর পালিশ করা মনে হচ্ছে না। রোদে দেখা যাচ্ছে ধূলা, আঁচর আর মানুষের পদচিহ্ন। বাড়িটার পাশেই সবুজ ব্রেড-ফ্রুট গাছ পচে যাওয়া বেড়া, ভগ্নপ্রায় বস্তি এর পেছন দিকে, রাস্তার কোলাহল।

তারা সিঁড়িটা আবিষ্কার করলো: ঢাকনা ছাড়া, সেটা খুব সমান ছিল। মিঃ বিশ্বাস আরো দেখতে পেলো যে পেছনকার দরজাটা নেই। শামা আবিষ্কার করলো সিঁড়ির নীচে ঠেক্ দেয়া দুটো কাঠের পিলার পচে গেছে। তারা সবাই দেখতে পেলো সিঁড়িটা খুব বিপদজ্জনক। এর প্রতিটা ধাপই।

শামা কোন অনুযোগ করেনি। সে শুধু বলল, "দেখে মনে হচ্ছে এখানে আসার আগেই কিছু মেরামত করতে হবে।"

পরের দিনগুলোতে তারা আরো অনেক কিছুই আবিষ্কার করলো। খাড়াখাড়া পিলারগুলো পচে গেছে কারণ সেটার পাশেই একটা পানির কল আছে। সেই কলের পানি সরাসরি মাটিতে পড়ে। এরপর তারা আরো দেখতে পেলো যে, আঙিনায় কোন ড্রেনেজের ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টি এলে ঘরের ছাদ থেকে পানি মাটিতে পড়ে কাদা-পানি সৃষ্টি করে, প্লাবিত করে আঙিনা।

তারা আরো দেখতে পেলো নীচের তলার কোন জানালাই বন্ধ করা ছিল না। কোন-কোনটাতে এখনও কংক্রিট লেগে আছে। অন্যগুলো রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নাট-বল্টু আলগা হয়ে গেছে। তারা আরো দেখতে পেলো সামনের কাঠের দরজা, সুন্দর নক্সা

BanglaBook.org

আর কারু-কাজ করা, এমনভাবে নড়বরে হয়ে আছে যে, সেটা বন্ধ করলেও মৃদু বাতাসেই খুলে যায়।

"জেরি - মিস্ত্রি," মিঃ বিশ্বাস বলল।

তারা আরো দেখতে পেলো অনেক কিছুই। ছড়ানো-ছিটানো।

"টাউট! হারামি!"

"নাৎসি আর অভিশপ্ত কম্যুনিস্ট!"

উপড়ের তলার ফ্লোরটা দেবে গেছে। আর নীচের তলায় কোন হাতল নেই সিঁড়িতে।

"তো এসব ভেঙ্গে ফেলতে হবে," শামা বল্ল, "আর একটা কাঠের পার্টিশান লাগাতে হবে।"

"ভেঙ্গে ফেলবো!" মিঃ বিশ্বাস বলল। "সাবধানে থেকো তুমি, এই বাড়িটা ভাঙ্গবেনা। আমরা সবাই জানি এই দেয়ালটাই এই বাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।"

খুব তাড়াতাড়িই তারা এসবের কারণ জানতে পারলো। আনন্দ আবিষ্কার করলো সামনের অঙিনার চারকোনা পিলারগুলো নিম্নমানের মাটির ইটে তৈরী আর সেগুলো কোন ফাউন্ডেশনের উপর দাড়ানো নেই। পিলারগুলো হাতের আঙ্গুলের ধাক্কায় নড়ে-চড়ে যায়।

রাজ মিস্ত্রি এলো বাড়ির চারপাশের কংক্রিটের ড্রেন তৈরী করতে। সেই সাথে বাড়িটার পেছনে কল-পাড়ে একটা চৌ-বাচ্চা নির্মান করতে। সে একজন নিগ্রো, বিড়ালের মতো গোঁফ আর সে গান গাইতে লাগলো বিরামহীন

এক যে ছিল মাইকেল ফিনেগান
যার গোঁফ গঁজাতো গালে আবার।

তার আচরণ সবাইকে হতাশ করলো।

প্রতিদিন তারা সিকিম স্ট্রিটের বাড়ি আর শত্রুভাবাপন্ন তুলসি বাড়িতে যাওয়া আসা করতো। তারা রগ-চটা হয়ে উঠেছিল। তারা ছোট মরিস-স্যুটে অথবা রেডিফিউশন সেট এ কমই আনন্দ পেতো।

"আমি রেডিফিউশন সেটটা তোমার জন্য রেখে গেলাম।" মিঃ বিশ্বাস সলিসিটরের কেরাণীকে বলল। "তুমি পুরনো হারামি। যদি তোমাকে আমি নরকে পুড়তে না দেখি।"

রেডিফিউশন সেট এর মাসিক ভাড়া দুই ডলার। জমিটার খাজনা দশ ডলার মাসে, ছয়-ডলার বাড়ির জন্য তাকে দিতে হয়।

এরপর এলো রঙমিস্ত্রি। দু'জন লম্বা বিষন্ন-নিগ্রো, যারা কাজ পেতো খুব কমই আর অল্প পয়সায় মিঃ বিশ্বাস তাদেরকে নিযুক্ত করাতেও তারা খুবই আনন্দিত হলো। মিঃ বিশ্বাস তাদের মজুরি দিতে গিয়েও ধার করলো। তারা সাথে করে নিয়ে এলো মই, রঙের কৌটা, ব্রাশ। তারা ছাদে উঠে লাফালাফি করাতে আনন্দ ভয় পেয়ে গেল, সে ঘর থেকে

BanglaBook.org

বের হয়ে নিশ্চিত হতে চাইলো যে. ছাদটা-বাড়িটা পড়ে যাচ্ছেনা। রঙ-মিস্ত্রিরা আনন্দের কথায় দমলো না। তাকে পাত্তাও দিলো না। তারা লাফা-লাফি করতেই লাগলো, আনন্দও আর তাদেরকে কিছু বলেনি, বলতে তার লজ্জা হচ্ছিলো। সে শুধু দেখে যাচ্ছিলো। রঙ মিস্ত্রিরা প্রায়ই মেয়ে-মানুষ নিয়ে কথা বলছিল, তবে তারা বেশীরভাগ সময়ই টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলছিল। বাড়রি কাছেই এক মহিলা গান গাইছিল:

আমাকে তারা দেখে দিনে আর রাতে
আনন্দে আত্মহারা, খুশীতে
তারা আমায় যা ভাবে
ভুল ভাবে।

একজন রঙ মিস্ত্রি বলল, "এটাতো আমি। বাইরে হাসি-খুশী, ভেতের কেঁদে মরি।" যদিও সে কখনও কাঁদেও নাই হাসেও নাই।

আরো খরচের ব্যাপার এসে গেল। পয়ঃনালী আর পায়খানার কিছু কাজের জন্য স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার ডাকা হলো। আর ততক্ষণে মিঃ বিশ্বাসের ধার করা টাকাও শেষ হয়ে গেছে।

তাই শামাকে বাসদাই নামের এক বিধবার কাছ থেকে দু'শ ডলার ধার করতে হলো।

শেষ পর্যন্ত তারা তুলসি হাউজ ছাড়তে পারলো। একটা লরি ভাড়া করা হলো – খুব বেশী দামে – আর সমস্ত ফার্নির্চার সেটাতে ভরে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেই বিকেলটায় তারা কোন কিছুই খুললো না। একটা যেনতেন প্রকারের খাবার বানানো হলো রান্না-ঘরে, আর তারা সবাই এলোমেলো ডাইনিং রুমে খেতে বসলো। তারা খুব কম কথা বলল।

শুধু শামাই অবিরাম কথা বলে গেল। বিছানাগুলো স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আনন্দ বারান্দায় ঘুমালো। ফ্লোরটার আঁকা-বাঁকা, সে ভালোই উপলব্ধি করলো। শামার প্রতিটা পদক্ষেপই সে টের পেলো। সে দেখলো ফ্লোরটা কাঁপছে।

প্রতি সন্ধ্যায়ই তারা দেখতো পাশের বাড়ির এক ভারতীয়কে বারান্দায় বসে রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে। তার চেহারা চৌকোনা, ভারিক্কি আর প্রায় চীনাদের মতো। তাকে সব সময়ই উদাস আর ঘুম-ঘুম দেখাতো। যখন মিঃ বিশ্বাস প্রতিবেশীর সাথে ভাব জমানোর জন্য যেচে কথা বলল তখন লোকটা খুব উৎফুল্ল হলো। সে বলল, "তোমাকে অনেক বেশী মেরামত করতে হবে।"

মিঃ বিশ্বাস দেখলো লোকটার বাড়ি খুব নতুন আর ভালোভাবে নির্মিত, দেয়ালগুলো মজবুত, ফ্লোরটা মসৃণ আর স্বচ্ছ। সবজায়গায় কাঠের কাজই পরিষ্কার আর সুনির্মিত। সেখানে কোন বেড়া ছিল না। শুধু বাড়ির পেছনটায় ঢেউখিলানো লোহার কালো বোর্ডে ঘেরা।

BanglaBook.org

"আপনার বাড়িটা চমৎকার," মিঃ বিশ্বাস বলল।

"ঈশ্বরের কৃপায় আর ছেলেদের সাহায্যে এটা তৈরী সম্ভব হয়েছে। একটা বেড়া আর রান্না–ঘর বানানো এখনও বাকি আছে, দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু সেটা অল্প সময়ের ব্যাপার। তোমাকে অনেক বেশী মেরামত করতে হবে।"

"এখানে -সেখানে, কিছু -কিছু। সেপটিক ট্যাঙ্কের জন্য আমি দুঃখিত।"

"সেটার জন্যে তোমাকে দুঃখিত হতে হবে না। এটা সে-ই বানিয়েছে।"

"কে? লোকটা?"

"শুধু তাই নয়। সে পুরো বাড়িটাই বানিয়েছে। সে নিজেই সব করেছে। কোন সাহায্যকারি, অন্তত আমি দেখি নাই। লোকটা সত্যি একটা হাস্যকর লোক। আমি জানি না সিটি কাউন্সিল কিভাবে এই বাড়িটা অনুমোদন করেছে। লোকটা সব ধরণের গাছ-পালা ব্যবহার করেছে এটার পিলারগুলো তৈরী করার জন্য।"

"আপনারটা খুব শক্ত আর মজবুত একটা বাড়ি।" মিঃ বিশ্বাস বুড়ো লোকটাকে বলল।

"শক্ত মজবুত বাড়ি। এটাই আসল কথা।" বৃদ্ধ হেসে-হেসে বলল।

বৃদ্ধলোকটা কথা বলেই গেলেন। তাঁর কণ্ঠে কোন তর্ক-বির্তকের ইঙ্গিত নেই। "আর এইসব পিলারগুলো, চারকোণার পিলারগুলো, সাধারণত কংক্রিটে বানানো হয়, কিন্তু লোকটা কি দিয়ে বানিয়েছে জানো? শুধু কাদার ইট দিয়ে। ভেতরটা ফাঁপা।

"লোকটা সত্যি একটা মজার লোক ছিল," সে আরো বলল। "যেমনটা আমি বলেছি এটা তার কাছে শখের বিষয় ছিল। এখান থেকে সেখান থেকে, আমেরিকান ঘাঁটি থেকে জানালার ফ্রেমগুলো যোগাড় করেছে, কোত্থেকে করে নাই বলো? দরজাগুলো সেভাবেই যোগড় করা। তারপর সব এনে এখানে লাগিয়েছে। সত্যিকারের লজ্জার কারণ, আমি জানি না সিটি কাউন্সিল কিভাবে এটা অনুমোদন দিয়েছে।"

মিঃ বিশ্বাস তাঁর সাথে সায় দিয়ে গেল। লোকটা বলেই চললো। "এই বাড়িটাই শুধু না, সে আরো অনেক বাড়ি বানিয়েছে, জানো। বেলমন্টে সে দুইটা-কি তিনটা বাড়ি বানিয়েছে। আরেকটা বাড়ি বানিয়েছে উডব্রুকে। এটাতো আছেই। আর এই সময়ে সে আরো একটা বানাচ্ছে মরভেন্টে। বানাচ্ছে আর একইসাথে বাস করছে।" বৃদ্ধলোকটি চেয়ারের দোল খেতে লাগলো।

"সে এখানে অনেক দিন থেকেছে," মিঃ বিশ্বাস বলল।

"কাউকে পায়নি, বিক্রি করার জন্যে। জায়গাটা ভালোই, সে খুব বেশী দাম চাইতো। চার-পাঁচ।"

"চার-পাঁচ!"

"তুমি যদি একটু দেখো, দেখো, রাস্তার পাশের ছোট্ট বাড়িটা দেখো।" উনি একটা নতুন, ঝক্-ঝকে বাংলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। "ছোট্ট কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা এবছর চার-পাঁচে বিক্রি হয়েছে।"

BanglaBook.org

টাটলের এক ছেলে, লেখক, এক বিকেলে বাড়িতে এলো হঠাৎ করেই। এটা- সেটা বলল, সাদা-মাটা ভাবেই। যেন যে বার্তাটি সে নিয়ে এসেছে তা' ভুলে গেছে। বলল তার বাবা-মা বিকেলে একটু তাদের বাসায় আসবে মিসেস টাটল শামার কাছ থেকে কোন একটা ব্যাপারে উপদেশ নিবে।

খুব দ্রুতই তারা সব কিছু ঠিক করে নিলো। ফ্লোরটা পালিশ করা হলো আর এটার উপর হাটা চলাও নিষিদ্ধ করা হলো। মরিস স্যুট, গ্লাস ক্যাবিনেট, বুককেস নতুন জায়গায় রাখা হলো। যে দরজাটা বন্ধ করা যেতো না সেটা খোলা রাখাই হলো। সেটার উপর পর্দা ঝোলানো হলো। আর যেসব জানালাগুলো বন্ধ করা যেতো না সেগুলোও খোলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। টালরা যখন সেখানে বেড়াতে এলো তখন বাড়িটার নতুন অবস্থা দেখে তারা অবাকই হলো। শামা তাদেরকে মরিস চেয়ারে বসতে দিলো।

মিসেস টাটল ময়নাকে বলল, "হ্যালো, ময়না। আজকাল তুমি তোমার আন্টিকে ভুলে গেছো নাকি। আমার মনে হয়না তুমি আমার পুরনো বাড়িতে যেতে চাও, এসবের পর।" ময়না হাসলো, যেনো মিসেস টাটল একটা বিব্রতকর সত্য কথা বলে ফেলেছে।

মিসেস টাটল শামাকে হিন্দিতে বলল, "এটা পুরনো হলেও ঘর অনেক।" সে আরো বলল, "আমরা ঋণ নিতে চাই না।"

শামা বলল, "আমি বড় ধরণের কিছু চাইনা, এটাই আমার জন্যে ঠিক আছে। ছোট্ট আর সুন্দর।"

"হ্যা", ডব্লু, সি, টাটল বলল। "ছোট্ট আর সুন্দর।"

আর যখন সে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে গেল, দেয়ালের দিকে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নিরীক্ষন করতে শুরু করলো তখন শামা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। টাটল সব কিছু দেখে একটু হাসলো আর বলল, "বারো বাই বিশ।"

"পনেরো বাই পঁচিশ," শামা বলল।

"ছোট্ট আর সুন্দর," ডব্লু, সি, টাটল বলল। "এটাই, আমার কাছে এটাই সৌন্দর্য।"

আর শামা আরো একবার অস্বস্তিতে পড়লো যখন ডব্লু, সি, টাটল উপর তলাটা দেখতে চাইলো। কিন্তু সেটা ছিল রাতের বেলা। একটা টিম টিমে আলো জ্বলছিল। বাকি জায়গাটা অন্ধকারে ডুবেছিল। আর খুব দ্রুতই তারা বাড়িটার সবকিছু ভুলে গেল। কি-না ঢেকে দেয়া হয়েছিল! বুককেস্ দিয়ে, গ্লাস ক্যাবিনেট দিয়ে, পর্দা দিয়ে, সব খুঁত ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

খুব শীঘ্রই বাচ্চাদের মনে হলো তারা সিকিম স্ট্রিটের লম্বা-চার কোনা বাড়িটা ছাড়া অন্যকোন জায়গায় কখনও থাকেনি।

আর ক্রমাগত হনুমান হাউজ, দি চেজ, গ্রীন ভেইল, শর্টহিল, পোর্ট অব স্পেনের তুলসিদের বাড়ির স্মৃতিগুলো এলোমেলো আর ঝাপ্‌সা হতে লাগলো। মাঝে মাঝে, কিছু স্মৃতি জেগে ওঠে। তবে অনেক স্মৃতিই বিশ্রুত হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

মিঃ বিশ্বাসের মানসিক অশান্তি থাকা সত্ত্বেও, সলিসিটরের কেরাণীর কাছে গেল। কেরাণী সাহেব নির্লজ্জ "কি, হে? বউ কেমন আছে? আর বাচ্চারা? এখনও কি তারা লেখা-পড়া করে?"

বিশ্বাস যা বলতে চেয়েছিল সেটা হলো, "আমার ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করো, তুমি, নোংরা, বুড়ো-হারামি-কম্যুনিস্ট-টাউট।" কিন্তু সে বলল যে তারা সবাই ভালোই আছে। আর সে জিজ্ঞেস করলো, "বুড়ি রাণী কেমন আছে?"

"আধা-আধি। বুড়ো হৃদয়টা এখনও বোকামী করে যাচ্ছে।"

পাশের বাড়িটা বাস্তবিকই ফাঁকা। এটার দুটো ঘর।

সেখানে মৈত্রী সমিতির অফিস; এজন্যেই মিঃ বিশ্বাসের এক দিকে কোন প্রতিবেশী নেই।

মিঃ বিশ্বাস কেরাণীর মনোযোগটা পছন্দ করেনি।

কিন্তু সে মাথা ঠান্ডা রাখার সিদ্ধান্ত নিলো।

"তুমি খুশী, মুকুরাপোতে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আহ্, কিন্তু আমি কি বলছি? মোরভ্যান্টে, তা-নয়?"

"বৃদ্ধা রাণী এলাকার ব্যাপারে কিছু পরোয়া করে না। তুমি জানো।"

"আর মশার ব্যাপারে। আমি কল্পনা করতে পারি। আমি শুনেছি এসব হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো না।"

"এখনও", কেরাণী বলল। "আমাদেরকে চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

"তুমি মোরভ্যান্টের বাড়িটা বিক্রি করেছো?"

"এখনও করিনি। কিন্তু আমার কাছে অনেক অনেক প্রস্তাব আছে।"

"তুমি কি এখানে আবার বাড়ি বানাবে?"

"চাই তোমার মতো একটা বাড়ি বানাতে। দোতলার।"

"তুমি এখানে ঐসব ফাল্‌তু দোতলা বাড়ি বানাচ্ছো না, বুঝেছো তুমি, বুড়া জেরি-বিল্ডিং টাউট!" কেরাণী তর্কটা না বাড়িয়ে বেড়ার কাছে গেল, মিঃ বিশ্বাস বোগেনভিলিয়ার চারা রোপন করেছিল। সেই বোগেনভিলিয়ার উপর দিয়ে হেঁটে কেরাণী সাহেব তার লম্বা আঙ্গুলটা মিঃ বিশ্বাসের চেহারার কাছে এনে বলল।

"মুখ সামলে কথা বলো। মুখ সামলে! তুমি যথেষ্ট বলেছো, জেলে চমৎকার সময় কাটিয়ে এসে। মুখ সামলে বলো! দেখে মনে হচ্ছে তুমি আইনটা সম্বন্ধে কিছু জানো না।"

"সিটি কাউন্সিল এটা অনুমোদন দেবে না। আমি খাজনা দেই আর আমার অধিকার আছে।"

"তুমি বলোনা যে আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দেয়নি। তুমি শুধু তোমার মুখটা একটু সামলে চলো, শুনেছো।"

যখন সলিসিটরের কেরাণী চলে গেল মিঃ বিশ্বাস আঙিনাতে হেটে বেড়ালো। ভাবলো রাস্তায় কি প্রভাব পড়তে পারে যদি দুটো লম্বা বাক্স পাশা-পাশি থাকে।

BanglaBook.org

তারপর, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই সে চলে গেল, সে ডাকলো, “শামা! শামা! একটা রুলার স্কেল অথবা তোমার গজ-ফিতাটা নিয়ে আসো।”

শামা একটা রুলার নিয়ে এলো, মিঃ বিশ্বাস সেটা দিয়ে তার জমিটার প্রশস্ত-দৈর্ঘ মাপতে লাগলো। শুরু করলো অর্ধেক খালি জায়গা থেকে বৃদ্ধ ভারতীয়ের বাড়িটা পর্যন্ত। লোকটা এসব দেখছিল, চেয়ারের দোল খাচ্ছিলো, তার চায়নিজ চেহারাটা হাসিতে খল্-খল্ করছিল।

“সে আরেকটা বানাতে এসেছে, আহ্?” সে জোরে-জোরে বলল। আর মিঃ বিশ্বাস যখন খুব কাছে এলো তখন বলল, “এটা আমাকে মোটেই অবাক করেনি।”

“সে এটা আমার মৃতদেহের উপর তৈরী করবে,” বিশ্বাস প্রতিত্তুরে বলল, মাপতে-মাপতে।

বৃদ্ধ লোকটি দোল খাচ্ছিলো, ভীষন আনন্দ পেয়ে।

জমিটার শেষ প্রান্তে পৌছে মিঃ বিশ্বাস বলল, “আহা! আমি সব সময়ই সন্দেহ করেছি।” সে তার মাপ-জোখ বন্ধ করে দেখতে লাগলো জমিটা।

“শামা!” মিঃ বিশ্বাস রান্না-ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল। “বাড়িটার চুক্তি-নামা তুমি কোথায় রেখেছো?”

“ব্যুরোতে।”

শামা সেটা আনতে গেল। সে ওটা নিয়ে এলো, মিঃ বিশ্বাস পড়লো।

“আহা! বুড়ো-টাউট! আমরা আরো বড় আঙিনা পাবো।”

দুর্ঘটনাক্রমে অথবা ডিজাইনে বেড়াটা সলিসিটরের কেরাণী সাহেব সীমানার ভেতরে বারো ফিট ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু চুক্তি নামাতে সেটার ইঙ্গিত আছে।

“আমি সব সময়ই ভেবেছি,” শামা বলল, “আমরা পনেরো ফিটের সম্মুখ ভাগ পাইনি।”

“সম্মুখ ভাগ, আহ্?” মিঃ বিশ্বাস বলল “চমৎকার শব্দ, শামা। তুমি তোমার বুড়ো বয়সে চমৎকার সব শব্দ খুঁজে পাচ্ছো, বুঝলে।”

আর রাস্তায় সলিসিটরের কেরাণীকে মোটেই দেখা গেল না।

“তো, তুমি তাকে ধরার পরই,” বৃদ্ধলোকটি বলল।

“তুমি এসব তাকেই বলো। সে খুব চতুর লোক।”

“আমাকে বোকা বানাতে পারে নাই,” মিঃ বিশ্বাস বলল।

বাকি উদ্বৃত্ত জায়গাটাতে মিঃ বিশ্বাস ল্যাবুরনাম গাছ লাগালো। সেটা খুব দ্রুত বাড়লো। এটা বাড়িটাকে একটা রোমান্টিক রুপ দিলো। সেই সাথে বিকালের রোদ থেকে ছায়াও দিলো। এটার ফুলগুলো ছিল মিষ্টি, এমনকি দুপুরের উষ্ণ রোদ্দুরেও এটার সুগন্ধ বাড়িটাতে মৌ-মৌ করতো।

BanglaBook.org

Epilogue

উপসংহার

বছরটি শেষ হবার আগেই আওয়াদ পোর্ট অব স্পেন ছেড়ে গেল। ডরোথির প্রেসবিটেরিয়ান বেহালাবাদক জ্ঞাতি বোনকে বিয়ে করার পর, সে কলোনিয়াল হাসপাতাল ছেড়ে সান ফার্নান্দোতে চলে গেল, সেখানে সে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা শুরু করলো। আর বছরটির শেষে কম্যুনিটি-ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টটা উঠিয়ে দেয়া হলো। সেটা শেখরের পার্টির জন্য না। সে আগেই অপদস্থ হয়েছিল, যখন কলোনির প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তার চারজন প্রার্থীই পরাজিত হয়েছিল। শেখর, তার নির্বাচনী পোস্টার অনুযায়ী গরীবের বন্ধু, পাবলিক লাইফ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে সিনেমায় মনোনিবেশ করলো। ডিপার্টমেন্টটা উঠিয়ে দেয়া হলো কেননা সেটা খুব সেকেলে হয়ে যাচ্ছিলো। ত্রিশ, বিশ, এমনকি দশ বছর আগেও লোকজন এটাকে সমর্থন দিতো। কিন্তু যুদ্ধ, আমেরিকান ঘাটি, আমেরিকা, সবাইকে একটি ব্যাপারে সচেতন করে তুললো, আত্মোন্নয়নের জন্য। ডিপার্টমেন্টের উৎসাহ আর তত্ত্বাবধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই রইলো না। আর যখন ডিপার্টমেন্টটা আক্রমণের মুখে পড়লো, কেউনা, এমনকি যারা নেতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করেছে তারাও এগিয়ে এলো না। মিস লগি, মিঃ বার্নেটের মতোই, চলে গেল।

মিঃ বিশ্বাস *সেন্‌টিনেল* -এ আবার ফিরে এলো। গাড়িটা এখন তার নিজের। কিন্তু সে খুব অল্প পেতো যারা পত্রিকাটিতে থেকে গিয়েছিল তাদের থেকে। সে পাঁচশো ডলার ঋণ পরিশোধ করেছিল। এখন শুধু সে সুদটাই পরিশোধ করতে পারে।

সে তার গাড়িটা বিক্রি করতে চাইলো। এক ইংরেজ তার বাড়িতে এলো সেটা দেখতে। শামা ছিল দারুণ রুক্ষ। আর ইংরেজ ভদ্রলোক নিজেকে এক পারিবারিক কলহের মধ্যে আবিষ্কর করলো এবং সটকে পড়লো। মিঃ বিশ্বাস বাদ দিলো। শামা তাকে বাড়িটার জন্য কখনও ভৎর্সণা করেনি, আর বিশ্বাস তাকে তার বিচার ক্ষমতার জন্য সাধুবাদ দেয়া শুরু করলো। বার-বার শামা বলতে লাগলো সে দুঃচিন্তা গ্রস্ত নয়। সে মনে করতো ঋণটার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবেই। আর যদিও মিঃ বিশ্বাস জানতো শামার কথার মধ্যে অসারতা আছে তবুও এতে সে স্বস্তিবোধ করতো।

BanglaBook.org

কিন্তু দেনাটা রয়েই গেল। রাতের বেলা, উপরতলার নষ্ট জানালাটা দিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখে-দেখে তার মনে হতো সময় উড়ে যাচ্ছে। পাঁচ-বছর চার থেকে তিনে নেমে এসেছে, দুর্পিবাক ঘনিয়ে আসছে। বিষিয়ে দিচ্ছে তার জীবনকে।

কিন্তু দেনাটা রয়েই গেল। চার-হাজার ডলার। *সেন্‌টিনেল* ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে তার কাজ কর্মে ক্লান্ত বোধ করতে লাগলো। সে বিষন্ন, ঝগড়াটে আর কুৎসিত হয়ে উঠলো। বেঁচে থাকাটা ছিল সব সময়ই অপেক্ষার প্রস্তুতি। তো, বছরগুলো অতিক্রান্ত হলো; আর এখন অপেক্ষারও কিছু নেই। বাচ্চাদের জন্য, আচম্‌কাই পৃথিবীটা বেশ খোলা-মেলা হয়ে উঠলো। সাবি একটা স্কলারশীপ পেলো, বিদেশে চলে গেল। দুই বছর পর আনন্দও একটা স্কলারশীপ পেয়ে ইংলআন্ডে চলে গেল। দেনাটার পরিশোধের সম্ভাবনা সরে যাচ্ছিলো। কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের মনে হতো সে অপেক্ষা করতে পারবে; পাঁচ বছরের শেষে সে আরেকটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

সে আনন্দকে খুব মিস্‌ করতো এবং তার ব্যপারে উদ্বিগ্ন থাকতো। আনন্দের চিঠি ভালোই আসতো। তারা ছিল তিক্ত, অনুশোচিত, মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে দীর্ঘ হাস্য-কৌতুকের চিঠি লিখতো। সে বাগানটার সম্পর্কে চিঠিতে লিখতো। সে তাকে ধর্মীয় উপদেশও দিতো। সে একটা বই, নাম *আউট উইটিং আওয়ার নার্ভ্‌স* যেটার লেখক দু'জন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী, খুব চড়া দামে এয়ার মেইলে আনন্দকে দিয়েছিল। আনন্দের চিঠি আবারও কমে গেল। মিঃ বিশ্বাসের আর কিছুই করার ছিল না, অপেক্ষা করা ছাড়া। আনন্দের জন্য অপেক্ষা করা। সাবির জন্য অপেক্ষা করা।

পাঁচ বছর শেষ হবার অপেক্ষা। অপেক্ষা। অপেক্ষা। তারা শামাকে এক বিকেলে একটা বার্তা পাঠালো, শামা সাথে সাথেই মিঃ বিশ্বাসের পায়জামা গোছ গাছ ক'রে নিয়ে দ্রুত চলে গেল কলোনিয়াল হাসপাতালে। মিঃ বিশ্বাস *সেন্‌টিনেল* এর অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। সেটা পেটের অসুখ ছিল না। সেটা ছিল হৃদযন্ত্রের, যেটার ব্যাপারে সে কখনই কোন কিছু বলেনি।

সে এক মাস হাসপাতালে কাটালো। যখন সে ফিরে এলো, দেখতে পেলো শামা, কমলা এবং ময়না নীচের তলার দেয়ালটা চুন-কাম করছে। ঘরের ফ্লোরটা খুব সুন্দর ক'রে পালিশ করা হয়েছে। বাগানে ফুল ফুটেছে। সে আনন্দকে লিখলো, বলল যে, এই ঘটনার আগে সে বুঝতেই পারেনি যে বাড়িটা এতো সুন্দর। কিন্তু আনন্দকে লেখার অর্থ একজন অন্ধকে দৃশ্য দেখানোর মতো।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা নিষেধ ছিল ব'লে মিঃ বিশ্বাস নীচের তলায় থাকতো। সে তার হৃদযন্ত্রের ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকতো। ভয়ে থাকতো আনন্দের জন্যে। সে পাঁচ বছর শেষ হবার ব্যাপারে ভয়ে থাকতো। সে আনন্দকে মজার মজার, উৎসাহ দেয়ার চিঠি লিখেই যেতো। খুব দেরীতে প্রতিত্তুর আসতো, নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত, শূন্যতায় ভরা, নির্লিপ্ত।

BanglaBook.org

এরপর *সেন্‌টিনেল* মিঃ বিশ্বাসকে অর্ধেক বেতন দিতো। এক মাসের ভেতরই সে কাজে ফিরে গেল। সিঁড়ি বেয়ে *সেন্‌টিনেলের* অফিসে যাওয়া আর সিঁড়ি বেয়ে শোবার ঘরে যাওয়া – শুরু হয়ে গেল আবার।

এরপর শামা আরেকটা বার্তা পেলো একদিন, আর সে যখন হাসপাতালে গেল, দেখতে পেলো ব্যাপারটা অনেক বেশী মারাত্মক। বিশ্বাসের চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ, শামা তাকাতেই পরেছিল না। বিশ্বাস কথা বলতে পারছিল না।

শামা আনন্দ আর সাবিকে চিঠি লিখলো। সাবি উত্তর দিলো পনেরোদিন পর। সে খুব শীঘ্রই ফিরছে। আনন্দ লিখলো এক অদ্ভুত বিরক্তিকর, অর্থহীন চিঠি।

মিঃ বিশ্বাস ছয়-সপ্তাহ পরে বাড়িতে ফিরলো। আবার সে নীচতলায় থাকতে শুরু করলো। সবাই তার অবস্থার সাথে মানিয়ে নিলো আর আগেরবারের মতো কোন 'অভ্যর্থনারও আয়োজন করা হলো না। দেয়ালের রঙ নতুনই ছিল। পর্দাগুলো অপরিবর্তিত। তাকে ধূমপান ছাড়তে হলো, একেবারেই। সে আনন্দকে চিঠি লিখে জানালো সিগারেটের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আর বাগান ও গাছপালা সম্পর্কেও যথারীতি লিখে গেল। সে আবারও অপেক্ষা করতে লাগলো। সাবির জন্যে, আনন্দের জন্যে, পাঁচ বছর শেষ হবার জন্যে, সে আরো বেশী খিট্‌খিটে হয়ে উঠলো। তারপর *সেন্‌টিনেল* তাকে বরখাস্ত করলো। এরা তাকে তিনমাসের নোটিশ দিয়েছিল। মিঃ বিশ্বাস খুব রেগে গেল। এই দুনিয়াতে এমন কেউ ছিল না যার কাছে সে অভিযোগ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত, আনন্দের নিজস্ব যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে সে লিখলো হলুদ টাইপরাইটার দিয়ে একটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, অভিযুক্তকর, বিসদৃশ্য চিঠি, যাতে বাগান, গাছ-পালা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল না।

যখন, তিন সপ্তাহের পরও কোন চিঠি এলো না আনন্দের কাছ থেকে, সে কলোনিয়াল অফিসে খোঁজ করলো। এর ফলে আনন্দের কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিঠি এলো। আনন্দ লিখলো, সে বাড়িতে আসতে চাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ দেনা, হৃদযন্ত্র, বরখাস্ত, পাঁচ-বছর খুব কম গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠলো। সে আনন্দকে বাড়িতে পাবার জন্যে আরো ঋণ করতে প্রস্তুত হলো।

কিন্তু পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হলো। আনন্দ তার সিদ্ধান্ত বদলালো। আর মিঃ বিশ্বাস কখনও নালিশ করে নাই। চিঠিতে আবারও সে সাচ্ছন্দ অনুভব করলো।

সাবি ফিরে এলো, মিঃ বিশ্বাস তাকে স্বাগত জানালো যেনো আনন্দ আর সাবি এক সাথেই ছিল। সাবি একটা চাকরী পেয়েছে, খুব চড়া বেতনে যা মিঃ বিশ্বাস জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। সাবি কাজ করতে শুরু করবার পর মিঃ বিশ্বাস আবার ধারের টাকা দিতে শুরু করে দিলো। মিঃ বিশ্বাস আনন্দকে লিখলো: "এরপর তুমি কি করে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে না?" সেই চিঠিটা ছিল আনন্দে ভরপুর। সে সাবির সঙ্গ উপভোগ

BanglaBook.org

করতো। সাবি গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল। তারা সবাই একদিন ঘুরতেও গেল। খুব চমৎকার ব্যাপার যে, সাবি খুব বুদ্ধিমতি হয়ে উঠছে।

সেন্‌টিনেলে মিঃ বিশ্বাসের প্রথম লেখাটা ছিল এক মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে। সেই সময়ে *সেন্‌টিনেল* ছিল একটা ছোট্ট কাগজ, আর সেও লিখেছিল সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে একটা গল্প। পরবর্তীতে সে প্রায়শই এর জন্যে অনুতপ্ত হতো। স্বীকার করতো। সে আরো বলতো যে, যখন তার নিজের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবে তখন যেন শিরোনাম হয় দূর্বৃত্ত রিপোর্টার পরলোকে। কিন্তু *সেন্‌টিনেল* বদলে গিয়েছিল। আর শিরোনামটা হয়েছিল - এক সাংবাদিকের হঠাৎ মৃত্যু। অন্য পত্রিকায় এই সংবাদটি ছাপা হয়নি।

শামার বোনেরা তার উপর আছড়ে পড়লো না। তারা সবাই এসেছিল। তাদের জন্য এটা ছিল একটা অনুষ্ঠান।

আগুনে পোড়ানোটা স্বাস্থ্য বিভাগের দ্বারা ছাড়পত্র পেলো। সেটা অনুষ্ঠিত হলো একটা কর্দমাক্ত খালের পাশে আর সেটা বিভিন্ন জাতের অনেক উৎসুক-কৌতুহলী দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল, এরপর বোনেরা তাদের নিজ-নিজ বাড়িতে চলে গেল আর শামা এবং ছেলে-মেয়েরা ফিরে গেল তাদের ফাঁকা বাড়িটাতে।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org